চরিত্রে

রামায়ণ মহাভারত

॥ পঞ্চম পর্ব ॥

॥ শিপ্রা দত্ত ॥



ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী · কলিকাতা-৬

প্রকাশক :—
শ্রী গোপালদাস মজুমদার
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

মুদ্রক :—
কমা প্রিন্টার্স
৬৩/এ/৩, হরিঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—
১ লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ 1387

মূল্য—২০.০০

আমার পরমারাধ্যা মাতা ৺সুবালা দত্ত, শৈশবে যিনি সর্ব প্রথম আমাকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়েছিলেন, যাঁর উৎসাহে সাহিত্য সাধনার পথে এতদূর অগ্রসব হয়েছি—

ও

আমার পরমারাধ্য পিতা ৺অতুলচন্দ্র দত্ত, যাঁর সাহিত্য সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৈশোরে প্রথম সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছিলাম, সেই পরম পূজনীয় ও পরম প্রিয় জনক জননীর অমর আত্মার স্মৃতিব উদ্দেশ্যে—

শ্রদ্ধাঞ্জলি

লেখিকার অন্যান্য বই :—

চেনা অচেনা।

অধ্যাপিকার ডায়েরী।

ভেসে যাওয়া ফুল।

এরা ভুল করে বারে বারে।

আলোর ইসারা।

কালের পদধ্বনি।

কালের ঢেউ।

কাচের সংসার।

সুখের লাগিয়া।

আলো ছায়ার অন্তরালে।

নানা রং।

চলার পথে।

নষ্ট লগ্ন।

হাসি ঝরা রাত্রি।

চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত।

চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত।

(১ম পর্ব, ২য় পর্ব, ৩য় পর্ব, ৪র্থ পর্ব)

মুখপত্র

'চরিত্রে রামায়ণ মহাভারতে'র পঞ্চম পর্ব প্রকাশিত হল। প্রথম চারটি পর্ব দেশ বিদেশের পাঠকবৃন্দের বিশেষ সমাদর লাভ করায় তাঁদের প্রেরণায় পঞ্চম পর্ব লিখতে উৎসাহ পেয়েছি।

এক বছর পূর্বে এই পর্বটি প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু প্রেস ও বিদ্যুৎ-শক্তির নিষ্ঠুর আচরণে শম্বুক গতিতে দীর্ঘ কাল পর এ পর্বটি আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে।

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণ ত্রুটি থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল না। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত ও অত্যন্ত অনভিপ্রেত ত্রুটির জন্য পাঠকবর্গ মার্জনা করবেন। প্রতিবার আপনাদের সামনে একই কৈফিয়ৎ দিতে লজ্জিত হলেও প্রেসের দৌরাত্ম্যে তা হতে অব্যাহতি নেই।

এই গ্রন্থের প্রথম দুই পর্ব সম্বন্ধে প্রখ্যাত দার্শনিক, গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রিয়দা রঞ্জন রায় যে চিঠি লিখেছেন তা এর সঙ্গে ছাপানো হলো। জীবন সায়াহ্নে ক্ষীণ দৃষ্টি অবস্থাতেও অসুস্থ শরীরে তিনি আমার বইটি পড়িয়ে শুনে তাঁর অভিমত লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ।

শিপ্রা দত্ত

অভিমত

Phone : 46-0430
Swastika
50/1, Hidusthan Park,
Calcutta—700029

Prof. Priyadaranjan Roy
M. A. D. Sc F. N. A.

Date—16th Oct 1978

কল্যাণীয়াসু,

তুমি আমার ৺ বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ ও শুভকামনা জানবে। তোমাব বইখানি 'চবিত্রে বামায়ণ ও মহাভারত' পাঠ করিয়ে শুনেছি। এবং শুনে খুবই আনন্দ পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে আমার অকৃত্রিম সার্বিক অভিনন্দন ভিন্ন আব কিছুই বলবাব আছে মনে করি না। এই দুই মহাকাব্যের নায়ক নাযিকাদের চরিত্রেব বিশ্লেষণে ও তুলনা মূলক ব্যাখ্যানে তুমি যে নৈপুণ্য ও দক্ষতাব কৃতিত্ব প্রদর্শন কবেছো তাহা বিবল বললে অত্যুক্তি হবে না। তোমার ভাষা প্রাঞ্জল, মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী। সাহিত্য ও সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে বই দুইখানি মূল্যবান অবদান হিসাবে সমাদৃত হবে ইহাই আমার বিশ্বাস।

মানব জীবনের অদৃষ্টবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা পুরুষকাব সম্বন্ধে যে দার্শনিক আলোচনা করেছ ইহা একটি চিবন্তন দার্শনিক সমস্যা। দেশ ও কালের সংকীর্ণ সীমায নিবদ্ধ ইন্দ্রিযানুভূতি সম্ভূত মানুষের জ্ঞান ইহার কোন সঠিক উত্তর দিতে পারে না। কাবণ অসীম দেশ ও অসীম কালের বিজ্ঞানেব কার্য্যকাবণ সম্বন্ধ বা শৃঙ্খলাব নিয়ম যায় অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়ে। তাই আমাদেব বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক জ্ঞানকে বলা হয় ঋতম্, কিন্তু পবম সত্য নয়। মানুষেব

সংজ্ঞা বা যাকে প্রজ্ঞা বলা হয় তা হতেই আমবা সময়ে সময়ে সেই পবম সত্যেব আভাষ পাই। সাধুসন্ত বা যোগী পুরুষরা ধ্যান সমাধিতে ইহা উপলব্ধি কবে থাকেন বলা হয়। আসলে পুরুষকার বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং অদৃষ্টবাদ বা মানুষেব প্রকাশের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে বলে আমি মনে করি না। উহারা একই সত্যেব এপিঠ ওপিঠ মাত্র। সৃষ্টি বিধানের পশ্চাতে যে একটি মহতি ইচ্ছা ও বুদ্ধি শক্তি বয়েছে নিয়ন্তারূপে, ইহা জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই স্বীকাব করবেন-আস্তিক নাস্তিক নির্বিশেষে, ব্রহ্মবাদী, নির্বাণবাদী, অজ্ঞেযবাদী সবাই। জীব মাত্রই সেই শক্তিব হাতের পুতুল বা ইচ্ছার ক্রীড়ণক। তাই কবি গুরু ববীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

"তোমাব ইচ্ছা হোক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে"

এই শক্তিই হচ্ছে এক অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী চেতন ইচ্ছা বা বুদ্ধি শক্তি।

বিশ্ব বিশ্রুত বিজ্ঞানী Einstein ইহাকে বলেছেন Cosmic Consciousness বা মহাজাগতিক চেতনা।

ইতি

শুভার্থী

প্রিয়দা বঞ্জন রায়।

বিভীষণ ও কর্ণ

The light of friendship is like the light of phosphorous seen plainest when all around is dark—আমেবিকাব পাদ্রী ও ঐতিহাসিক Robert Crow ellএব এই উক্তিব অনুর্রূপ উক্তি আমাদেব সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়।

উৎসবে ব্যসনে চৈব
দুর্ভিক্ষে বাষ্ট্র বিপ্লবে
বাজদ্বারে শ্মশানে চ
যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।

ভাবতীয় মহাকাব্যদ্বয়েব দুই বিশিষ্ট চবিত্র বিভীষণ ও কর্ণেব বন্ধু স্থান খুবই উজ্জ্বল। বন্ধুত্বেব আলোব শিখা এ দুই চরিত্রেব অন্ধকাবাছন্ন জীবনে আলো দান করে, তাঁদেব জীবন উজ্জ্বল কবেছে।

রাম বাবণেব প্রচণ্ড যুদ্ধেব সময় বিভীষণ রাবণকে সৎ পরামর্শ দেওযাব পুবস্কাবে বাজা বাবণ ও তাঁব বীব পুত্র ইন্দ্রজিৎ তাঁকে লঙ্কা বাজ্য হতে বিতাড়িত কবেন। লঙ্কা ত্যাগ কবে সত্য ও ন্যায়েব পূজারী বিভীষণ প্রতিপক্ষ রামেব আশ্রয় ভিক্ষা কবে আশ্রয পেয়ে অবশেষে লঙ্কার সিংহাসন লাভ কবেন। যদিও "ঘব শত্রু বিভীষণ" এই কলঙ্ক পিঠে নিয়ে তিনি আজও অমব। কিন্তু আত্মপক্ষ ত্যাগ কবে তিনি উপযুক্ত বন্ধু পেয়েছিলেন।

বামেব বন্ধুত্ব না পেলে বাক্ষস রাজসভায় সর্বসমক্ষে রাবণের অপমানেব প্রতিশোধ নেওয়া বিভীষণেব পক্ষে যেমন সম্ভব হত না, তেমনি লঙ্কাব সিংহাসনে অধিরোহণ কবাও তাঁব পক্ষে রাতেব স্বপ্নই হোত।

তেমনি কর্ণও আত্মপক্ষ দ্বাবা পবিত্যক্ত হয়ে দুর্যোধনেব সখ্য লাভ কবে ববণ্য ক্ষত্রিয় বংশজাত হয়েও 'সূতপুত্র' এ মিথ্যা অবজ্ঞাব গ্লানি হতে মুক্তি লাভ কবেছিলেন। দুর্যোধনেব সখ্যতা লাভ না করলে সূতপুত্র কর্ণেব অঙ্গ বাজ্যেব নৃপতি হওয়া কেবল স্বপ্ন মাত্রই হত না, বাজাধিবাজেব সঙ্গে আসন গ্রহণ কবাব যোগ্যতাও লাভ কবতেন না। অস্ত্র প্রদর্শনী প্রতিযোগিতাব বঙ্গভূমিতে 'সূতপুত্র' বলে ভীম যে তাঁকে ব্যঙ্গ কবেছিলেন, তাব প্রতিশোধ নেবাব জন্যও কর্ণেব দুর্যোধনেব সখ্যতাব প্রয়োজন ছিল।

উভযেব জীবনে অমানিশা বিদূবিত হয়েছিল বন্ধুত্বের মধুর বন্ধনে। সাদৃশ্য না থাকলেও উভযেই আপন জনেব সঙ্গে বৈবিতা কবে তাঁদের শত্রু পক্ষের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন কবে, আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধাবণ কবেছিলেন। অবশ্য উভয়েব জীবনের পবিণতি ভিন্ন মুখী হয়েছিল।

মুনি বিশ্রবা ও বাক্ষসী কৈকসীব কনিষ্ঠ পুত্র বিভীষণ। লঙ্কাধিপতি বাবণেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

বিভীষণেব জন্মেব পূর্বেই তাঁব পিতা বিশ্রবা, জননী কৈকসীকে বলেছিলেন, তোমাব কনিষ্ঠ পুত্র বংশানুরূপ ও ধর্মাত্মা হবে। বিভীষণেব জন্ম মুহূর্তে—

তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে পুষ্পবর্ষং পপাত হ।
নভঃস্থানে দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদংস্তথা॥
বাক্যং চৈবান্তবিক্ষে চ সাধু সাধ্বিতি তত্তদা॥ (উঃ) ৯।৩৬

—সেই মহাসত্ত্বশালী পুত্রেব জন্ম সময়ে পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগল এবং আকাশে দেবগণ দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন এবং আকাশে সাধু সাধু এই ধ্বনি শোনা গেল।

এ প্রসঙ্গে বাবণ ও তাঁব অন্যান্য ভাই বোন, কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখাব জন্ম লগ্ন লক্ষ্যণীয। তাঁদেব জন্মক্ষণেব অলৌকিক অশুভ ঘটনাবলি তাঁদেব পরবর্ত্তী জীবনেব উপব ছায়াপাত কবে।

বিভীষণ বাল্যকাল হতেই ধার্মিক ও সংযমী ছিলেন। কর্ণও ধার্মিক ও দানবীব ছিলেন।

ধর্মাত্মা বিভীষণ প্রতিদিন পবিত্র ভাবে এক পায়েব উপব দাঁড়িয়ে পাঁচ হাজাব বছব তপস্যা করেন। তারপর ঊর্ধ্ববাহু ও ঊর্ধ্বমুখে পাঁচ হাজাব বছর সূর্যেব আবাধনা করেন। এইভাবে দীর্ঘ দশ হাজাব বছব তপস্যা করলে ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বব দিতে চাইলেন।

বিভীষণ কোন পার্থিব বস্তু বব রূপে প্রার্থনা কবলেন না। তিনি বললেন সর্বদা তাঁব যেন ধর্মে মতি থাকে। শিক্ষা না পেয়েও যেন তাঁব ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মা তাঁর প্রার্থিত বব দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, তুমি রাক্ষস হয়েও ধার্মিক। সেজন্য তোমাকে অমবত্ব বর দিলাম।

বিভীষণেব সঙ্গে পাঠকদেব পরিচয় অতীব সংক্ষিপ্ত। বিভীষণের বব প্রার্থনা হতে তাঁব চবিত্র ও ধ্যান ধাবণাব নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়।

গন্ধর্বরাজ মহাত্মা শৈলুষেব কন্যা ধার্মিকা সরমাকে বিভীষণ পত্নীরূপে লাভ কবেছিলেন।

ব্রহ্মাব অনুগ্রহে অমিত শক্তি লাভ কবে দুরাচাবী লঙ্কাধিপতি বাবণ যত্র তত্র পবস্ত্রী হরণ ও দেবকন্যাকে পীড়ন কবলে তখন অগ্রজ বাবণেব উশৃঙ্খল চবিত্রেব জন্য ধিক্কাব দিয়ে বিভীষণ তাঁকে বলেছিলেন—

ইদৃশৈস্ত্বং সমাচাবৈর্যশোহর্থকুলনাশনৈঃ।
ধর্ষণং প্রাণিনাং জ্ঞাত্বা স্বমতেন বিচেষ্টসে॥ (উঃ) ২৫।১৮

—আপনাব এইরূপ আচবণ যশ, অর্থ ও কুল নাশক। এতে প্রাণিগণেব যে পীড়া ও ধর্মনাশ হবে, তা অতি অনিষ্টকব। আপনি তা জেনেও স্বেচ্ছাচাবে প্রবৃত্ত হযেছেন।

কিন্তু দুশ্চবিত্র ও দুর্ধর্ষ অগ্রজকে তিনি কোন প্রকাবেই অধর্মাচারণ হতে নিবৃত্ত কবতে পারেননি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের পরিণতির পূর্বাভাষ রামের জন্মলগ্নেই সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। অযোধ্যায় রামের জন্মক্ষণে লঙ্কায় রাবণের সিংহাসন দুলে উঠল ও মাথার মুকুট খসে পড়ল। এতে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে বিভীষণ বলেছিলেন—

হেনকালে কহেন ধার্মিক বিভীষণ।
জন্মিয়াছে যে তোমারে বধিবে জীবন॥
পৃথিবীর প্রতি ক্রোধ কর কি কারণ।
তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ॥
আর কারো অপরাধ নাহি দশানন।
বাসুকি কাটিতে এতে কহ কি কারণ॥
এই কালে আকাশে হইল দৈববাণী।
দশরথ ঘরেতে জন্মিল চক্রপাণি॥ (আঃ)

কিন্তু বিভীষণের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত কেবল ব্যর্থই হল।

সীতা হরণের পর একদিন প্রত্যুষে তিনি রাবণের প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে বললেন—

যত দিন সীতারে আনিলে লঙ্কাপুর।
তত দিন দেখি ভাই কুস্বপ্ন প্রচুর॥
ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি পড়িছে গৃহ চালে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি হয় শৃগালের বোলে॥
কালী হেন বুড়ী দেখি দশন বিকট।
সন্ধ্যাকালে উকি পাড়ে দ্বারের নিকট॥
বিবিধ উৎপাত ভাই দেখি সদাকাল।
রামচন্দ্র অতি বীর বিক্রম বিশাল॥ (সুঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু অন্যরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

রামের অনুগত ভক্ত হনুমানের সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর অশোক বন ধ্বংস, রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের পরাজিত করে, স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে রাবণকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করে,

সীতাকে প্রত্যর্পণ করে রামের সঙ্গে সন্ধি করতে অনুরোধ করলেন। অন্যথা সীতার জন্য সমস্ত লঙ্কারাজ্য ধ্বংস হবে বলে রাক্ষস-রাজকে সাবধান করেন।

রাজা রাবণের কাছে হনুমানের কথা প্রগলভতা মনে হল। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে হনুমানকে বধ করতে আদেশ দেন। বিভীষণ অগ্রজের এই রূপ আদেশে আতঙ্কিত হয়ে রাবণকে এই অন্যায় কর্ম হতে নিবৃত্ত করবার জন্য নানারূপ রীতি ও যুক্তি দেখিয়ে বিভীষণ বললেন, হে রাক্ষসরাজ, ক্ষমা করুন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। প্রসন্ন হোন, আমার কথা শুনুন।

জ্ঞানীরা কখনও দূতকে বধ করেন না, এই বানরকে বধ করা ধর্ম বিরুদ্ধ, লোকাচার বিনিন্দিত এবং আপনার ন্যায় পরমার্থবেত্তার অসদৃশ।

আপনি ধার্মিক, কৃতজ্ঞ, রাজধর্মজ্ঞ, জীবকুলের উৎকর্ষাপকর্ষ—কার্যতত্ত্বজ্ঞ এবং আপনি পরমার্থবেত্তা, অতএব আপনার মত বিচক্ষণও যদি ক্রোধাবিষ্ট হন, তাহলে শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য সম্পাদন কেবল বৃথাশ্রম মাত্র। আপনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করে দূতের দণ্ড বিধান করুন।

বিভীষণের কথা শুনে রাবণ বললেন পাপীকে শাস্তি দিলে পাপ হয় না। অতএব বানরকে বধ করতে হবে। রাবণের কথা শুনে বিভীষণ বললেন—

দূতা ন বধ্যাঃ সময়েষু রাজন্
সর্বেষু সর্বত্র বদন্তি সন্তঃ॥ (সুঃ) ৫২।১৩

—হে রাজন, সময়ে দূত সর্বকালেই অবধ্য—এটা সর্বদেশে সর্বক্ষেত্রেই সাধু ব্যক্তিরা বলে থাকেন।

এই বানর যে শত্রু তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দূত দুষ্ট হলেও অবধ্য—তা নয়? তবে দূতের বিবিধ প্রকার দণ্ড বিধান আছে, যথা অঙ্গের বিরূপতা কশাঘাত মস্তক মুণ্ডন। কিন্তু বধ দণ্ডের বিধান

শোনা যায় না। এ তথ্য আপনার সম্যক জানা আছে, কারণ ধর্ম বিচারে বা লোক ব্যবহারে বা শাস্ত্রার্থ নিরূপণে আপনার সমান কেউ নেই।

বিভীষণের উপরোক্ত উক্তি একজন পরিপক্ক রাজনীতিজ্ঞের পরিচয় দেয়।

বিভীষণের অনুশাসন সম্মানিত হল। রাবণের নির্দেশে হনুমানের লেজে আগুন লাগিয়ে দিলে, হনুমান সেই আগুনে লঙ্কার বহু প্রাসাদ ও উদ্যানে অগ্নি বিস্তার করে প্রাসাদ প্রাকার তোরণ সমেত লঙ্কা নগরী দগ্ধ করলেন। কিন্তু সীতা রক্ষা পেলেন, লঙ্কা দগ্ধ করে হনুমান প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

হনুমানের লঙ্কা দাহন, সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও বহু রাক্ষস বধ এ সব দুঃসহ সংবাদে রাবণ সভাসদ্ নিয়ে এক মন্ত্রণা সভায় বসলেন। সেই সভায় স্থির হলো সকলে মিলে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান সমেত সমস্ত বানর সৈন্য ধ্বংস করবেন।

তখন বিভীষণ গ্রীক কবি হোমারের ইলিয়েডের বয়োবৃদ্ধ বিচক্ষণ নেষ্টারের মত উৎসাহী রাক্ষসদের জ্ঞান চক্ষু খুলে দেবার উদ্দেশ্যে বললেন—

অপ্রমত্তং কথং তন্তু বিজিগীষুং বলে স্থিতম্।
জিতরোষং দুরাধর্ষং তং ধর্ষয়িতুমিচ্ছথ॥ (যুঃ) ৯।১০

—(রাম) প্রমাদহীন, জয়েচ্ছু, দৈব সহায়, জিত ক্রোধ এবং দুর্দ্ধর্ষ। সেই রামকে কিরূপে জয় করতে ইচ্ছা করছ।

সমুদ্রং লঙ্ঘয়িতা তু ঘোরং নদনদীপতিম্।
গতিং হনুমতো লোকে কো বিদ্যাৎ তর্কয়েত বা॥
বলান্যপরিমেয়ানি বীর্য্যাণি চ নিশাচরাঃ।
পরেষাং সহসাবজ্ঞা ন কর্ত্তব্যা কথঞ্চন॥ (যুঃ) ৯।১১-১২

—নিশাচরগণ, পূর্বে তোমরা কে জানতে যে এক বানর হনুমান এই ভয়ঙ্কর নদনদীপতি সমুদ্রকে লঙ্ঘন করে লঙ্কায় প্রবেশ করবে?

শক্রদেব বহু সেনা আছে এবং তাদের পবাক্রমও কম নয়। কখনও শক্রদেব সহসা অবজ্ঞা কবা উচিত নয়।

তিনি আরও বললেন, বাম বাক্ষসদের কি ক্ষতি কবেছিলেন যার জন্য তাঁব ভার্যাকে অপহবণ করা হয়েছে? খব নিজের অধিকার লঙ্ঘন কবেছিল, তাই রাম তাকে বধ করেছেন। কাবণ

অবশ্যং প্রাণিনা প্রাণা রক্ষিতব্যা যথাবলম্॥ (যুঃ) ৯।১৪

—সামর্থ্যানুসাবে জীবন রক্ষা কবা প্রাণী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

তিনি বাবণকে সাবধান করলেন—

বিনশ্যেদ্ধি পুবী লঙ্কা শূবাঃ সর্বে চ বাক্ষসাঃ।
বামস্য দয়িতা পত্নী স্বয়ং যদি ন দীয়তে॥ (যুঃ) ৯।১৯

—যদি বামেব প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে প্রত্যর্পণ না কবেন, তাহলে এই লঙ্কাপুবী ও বীব বাক্ষসগণ বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

উপবেব নির্ভীক উক্তি হতে বিভীষণেব দূব দৃষ্টির ও প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাব পরিচয় পাওয়া যায়।

পবদিন প্রত্যূষে তিনি বাবণেব প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে বললেন সীতাকে এখানে আনবাব পব থেকেই নানা প্রকার অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। হোমেব অগ্নি ভাল রূপে জ্বলে না, ধূম আর স্ফুলিঙ্গ হয়। বন্ধন কক্ষ হোম কক্ষ ব্রহ্ম স্থলীতে সর্প এবং হব্য দ্রব্যে পিপীলিকা দেখা যাচ্ছে, গাভীব দুগ্ধ হয় না, হস্তীব মাদস্রাব নেই। অশ্ব কাতব কণ্ঠে হ্রেষাবব কবছে, গৃধ্র বসে আছে, শৃগালের রব শোনা যাচ্ছে।

এ সমস্ত অলৌকিক ঘটনা অশুভ এবং নানা রকমেব বিপদেব ইঙ্গিত বহন কবছে, এ সব ইঙ্গিত বিভীষণের মতে অশুভেব পূর্ব-গামিনী ছায়াব মত।

সব দেশেব প্রাচীন সাহিত্যে বিভীষণেব বর্ণিত অলৌকিক ঘটনা সমূহ অশুভ ঘটনাব পূর্বাহ্ণে প্রকাশ পেতে দেখা গেছে! মহাকবি হোমাবেব ইলিয়ড কাব্যেও এইরূপ ঘটনাগুলি দৈনন্দিন যুদ্ধ কোন

দলের পক্ষে যাবে তার ইঙ্গিত দিয়ে যেতো। কেবল প্রাচীন সাহিত্যে নয়। মধ্যযুগের সাহিত্যেও অলৌকিক লক্ষণের সাহায্যে পাঠকদের আকৃষ্ট করা হোত। বিশ্ব বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার Shakespeareও তাঁর অনেক নাটকে অলৌকিক ঘটনা ও লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক কালেও অলৌকিক ঘটনা ও লক্ষণের ব্যবহার প্রচলিত আছে। তবে মাত্রার পার্থক্য মাত্র।

এ সমস্ত অলৌকিক ঘটনা বিভীষণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়েছিল যে কারণে তিনি বলেছিলেন—

জীবংস্তু রামস্য ন মোক্ষ্যসে ত্বং
গুপ্তঃ সবিত্রাপ্যথবা মরুদ্ভিঃ।
ন বাসবস্যাঙ্কগতো ন মৃত্যো—
নভো ন পাতালমনুপ্রাবিষ্টঃ॥ (যুঃ) ১৪।৬

—যদি সূর্য বা বায়ু আপনাকে রক্ষা করে, ইন্দ্র অথবা যমের ক্রোড়ে আশ্রয় নেন, কিংবা আকাশে বা পাতালে প্রবেশ করে আত্মরক্ষা করেন তবুও শ্রীরামের হাত থেকে নিস্তার নাই।

প্রহস্ত বিভীষণকে বলেছিলেন—আমরা দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব ইত্যাদি কাউকে ভয় করি না। রামকেই বা ভয় করবো কেন?

উত্তরে বিভীষণ সতর্ক করে বললেন—

ধর্মপ্রধানস্য মহারথস্য
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবস্য রাজ্ঞঃ।
পুরোহস্য দেবাশ্চ তথাবিধস্য
কৃত্যেষু শক্তস্য ভবন্তি মূঢ়াঃ॥ (যুঃ) ১৪।১২

—ধর্মপ্রধান, ইক্ষ্বাকুবংশজাত কার্য সম্পাদনে সমর্থ এবং মহারথী (যিনি বালি, বিরাধ, কবন্ধ প্রভৃতির সংহারকারী) এইরূপ প্রসিদ্ধ পরাক্রমশালী রামের সম্মুখে দেবগণও বিমূঢ় হন।

অধার্মিকের যেমন স্বর্গ লাভ হয় না সেইরূপ তোমাদের অভীষ্ট

পূর্ণ হবে না। রামকে বধ করা তোমার বা আমার বা অন্য কোন রাক্ষসের সাধ্য নয়।

তিনি রাবণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করলেন :—

ইদং পুরস্যাস্য সরাক্ষসস্য
বাজ্ঞশ্চ পথ্যং সসুহৃজ্জনস্য।
সম্যক্ হি বাক্যং স্বমতং ব্রবীমি
নরেন্দ্রপুত্রায় দদাতু মৈথিলীম্॥ (যুঃ) ১৪।২১

—রাক্ষসরাজ ও এই পুরীর সব হিতের জন্য আমি অতিহিত বাক্য বলছি, রামের হাতে মিথিলা রাজকুমারী সীতাকে সমর্পণ করুন।

বিভীষণের এই সব দুঃসাহসিক কথা হতে প্রমাণ হয় তিনি একেবারে রাবণের বিপরীত চরিত্রের ছিলেন।

বিভীষণের হিতকথা শুনে ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যকে ব্যঙ্গ করে তিরস্কার করেন। প্রত্যুত্তরে বিভীষণ বললেন—

ন তাত মন্ত্রে তব নিশ্চয়োঽস্তি
বালস্ত্বমদ্যাপ্যবিপক্কবুদ্ধিঃ।
তস্মাৎ ত্বয়াপ্যাত্মবিনাশনায়
বচোঽর্থহীনং বহু বিপ্রলপ্তম্॥ (যুঃ) ১৫।৯

—বৎস, তুমি বালক, তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি অপরিপক্ক। তোমার কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে মন্ত্রণা উচিত হয় নাই। সেই হেতু তুমি আপনার বিনাশের জন্য বহু নিরর্থক প্রলাপ বকছ।

তুমি রাবণের পুত্র হলেও, তুমি তার শত্রু যদিও বাইরে মিত্র বলে দেখাতে চাচ্ছ। যেহেতু তুমি রঘুনাথের দ্বারা রাক্ষসরাজের ধ্বংসের কথা শুনেও মোহবশে তা অনুমোদন করছ।

ইন্দ্রজিৎ, তুমি বিবেকহীন, তোমার বুদ্ধি পরিপক্ক হয়নি। তুমি দুর্বুদ্ধি, হঠকারী, তীক্ষ্ণ স্বভাব, ক্ষুদ্রমতি যুবক, তাই একথা বলছ। রণক্ষেত্রে শত্রুদের সামনে রামের ব্রহ্ম দণ্ডের ন্যায় নিক্ষিপ্ত বাণগুলি

সহ্য করতে পাববে? যে তোমাকে এই মন্ত্রণা সভায় এনেছে সে আর তুমি উভযেই নিহত হবে।

বিভীষণেব উপদেশ বাক্যে কৃত্তিবাসী বামায়ণেব বাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

আমি অধার্মিক বড় সে বড় ধার্মিক॥
মানুষ বেটাব ভয়ে কাঁপে বিভীষণ।
হেন ভাই না বাখিব আপন ভবন॥
বিভীষণে দূব কবি যুক্তি কবি সাব।
যুদ্ধ বিনা গতি নাই কিসেব বিচাব॥ (সুঃ)

উত্তরে বিভীষণেব প্রত্যুত্তব অত্যন্ত মর্মগ্রাহী—

প্রকটে ঈশ্ববে না চিনে অজ্ঞ জন।
অন্ধ যেন জানিতে না পাবয়ে বতন॥
বহিযাছে চক্ষু কিন্তু দেখিতে না পায়।
পেঁচক যেমন সূর্য মণ্ডলে দিবায॥
.. . .
কহি আমি ন মজাও তুমি আপনাবে॥
আনিয়াছ সীতা কাল ভুজ ঙ্গীবে ঘরে।
বাখিলে সসৈন্য যাবে শমন-নগবে॥
এ হেন সুন্দব বাজ্য এ হেন সম্পদ।
নিজ দোষে কেন আনি ঘটাও আপদ্॥
চিরকাল তপ কবি পেযেছ এ বাজ্য।
কিছুদিন ভোগ কব ছাডিযা অন্যায্য॥
. .. .
দেখ এক মত্ত হস্তী প্রবেশিলে বনে।
সকলেব ক্ষতি কবে ক্ষমা নাহি মানে॥
ক্ষেত্রেব শস্যাদি খায় ঘর-দ্বাব ভাঙ্গে।
খাদ্য লোভে পোষ্য হস্তী মিলে তার সঙ্গে॥

দুষ্টের সঙ্গে হয় পিষ্টে অপরাধ।

....

দুষ্টের মিশালে হয় শিষ্টের বন্ধন।
সেই মত তব পাপে মজে পুরীজন॥ (সুঃ)

বিভীষণের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপরোক্তি হতে। সুন্দর উপমার মাধ্যমে রাবণের ভবিষ্যৎ দুরাদৃষ্টের এক অতুলনীয় ছবি রাবণের সম্মুখে তুলে ধরলেন।

কিন্তু বিভীষণের এই উপদেশ ও সতর্কবাণী রাবণের মনঃপূত হয়নি। তিনি তাই ক্রুদ্ধ হয়ে বিভীষণকে কটূক্তি করেছিলেন। (রাবণ চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কিন্তু রাবণের প্রতিক্রিয়া অতি ভয়ঙ্কর—

এত কহি খরতর খড়্গ করি করে।
লম্ফ দিয়া পড়িলেক ভূতল উপরে॥
তার পদাঘাতে লঙ্কা করে টলমল।

....

তাই সেই দশানন মহাবেগে চলে।
পদাঘাত কৈলা বিভীষণ বক্ষঃস্থলে॥
বিভীষণ অচেতন হইযা তাহায।
পড়িল ধরণীতল ছিন্ন তরু প্রায়॥ (সুঃ)

বিভীষণ রাবণের কঠোর প্রতিক্রিয়া শুনে ও বক্ষে রাবণের পদচিহ্ন নিয়ে গদাহস্তে চারজন রাক্ষসের সঙ্গে অন্তরীক্ষে উঠলেন এবং রাবণের উদ্দেশ্যে বললেন—

বদ্ধং কালস্য পাশেন সর্বভূতাপহারিণঃ।
ন নশ্যন্তমুপেক্ষে ত্বাং প্রদীপ্তঃ শরণং যথা॥ (যুঃ) ১৬।২২

—আপনি সর্বভূত বিনাশকারী কাল পাশে বদ্ধ হয়েছেন। প্রদীপ্ত গৃহের ন্যায় আপনি নষ্ট হচ্ছেন, সেজন্য আপনাকে উপেক্ষা করতে না পেরে হিতকর কথা বলছি।

রামের সুবর্ণভূষিত প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় শাণিত শরের দ্বারা আপনাকে নিহত দেখতে ইচ্ছা করি না।

শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রশ্চ নরা রণে।
কালাভিপন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ॥ (যুঃ) ১৬।২৪

—কালের বশীভূত হলে শূর, বলবান এবং অস্ত্রবেত্তা মানবরাও সংগ্রামে বালির তৈরী সেতুর ন্যায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

আমার ন্যায় হিতাকাঙ্ক্ষীর কথা আপনার মনঃপুত হলো না। এজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। সর্বপ্রকারে রাক্ষসদের নিয়ে এই পুরী ও নিজেকে রক্ষা করুন। আপনার মঙ্গল হোক। আমি যাচ্ছি। আমাকে ছাড়াই আপনি সুখী হোন। রাক্ষসরাজ, আমার সুপরামর্শ আপনার রুচিকর হচ্ছে না, যেমন গতায়ু ব্যক্তিরাও অন্তিম-কালে বন্ধুদের কথা গ্রহণ করে না।

রাবণ ও তাঁর পুত্র দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েও বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করবার পূর্বে শেষ বারের মত সতর্ক করে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মঙ্গল কামনা করলেন। যদিও তা শিষ্টাচার মাত্র।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে তিনি রাবণকে পরিত্যাগ করবার পূর্বে বলেছিলেন—

নিশ্চয় ধরেছে তব চিকুরে শমন।
তেঁই মোর হিতবাক্য না কৈল গ্রহণ॥
যার মৃত্যু উপস্থিত সেই লঙ্কাধিপতি।
না শুনে না দেখে বন্ধুবাক্য অরুন্ধতী॥
এ লাগি করিনু আমি তোমারে বর্জন।
জ্বলিত গৃহকে যেন ত্যজে বিজ্ঞজন॥
করিলে তুমিই মোর যত পরিভব।
জ্যেষ্ঠ বলি সহিলাম আমি তাহা সব॥
অন্য কোন জন যদি করিত এ কাজ।
দেখাতাম তারে ফল নিশাচর রাজ॥ (সুঃ)

কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব কাছে নয় লঙ্কা, ত্যাগ করবার পূর্বে তিনি পত্নী সবমাকে বলেছেন ঃ—

প্রিয়ে আমি বামচন্দ্রেব শবণ লইতে।
চলিলাম এই চাবি অমাত্য সহিতে॥
তুমি জানকীর কাছে থাকি নিবন্তর।
কবিবে তাঁহাব সেবা হইয়া তৎপব॥
তেঁই যদি অনুগ্রহ কবেন তোমাবে।
তবে বাম অঙ্গীকাব কবিবে আমাবে॥ (স্থঃ)

বিভীষণ চবিত্রেব বলিষ্ঠতাব স্বাক্ষব শত্রু পুবীতে তাঁব সতী সাধ্বী পত্নী সবমাকে বেখে যাওয়া, শুধু বেখে যাওয়া নয়, তাঁকে সীতার পরিচর্যার ভার দিযে যাওয়া।

আকাশ মার্গ হতে বিভীষণ আত্মপবিচয দিয়ে বানরদের বললেন—

বাবণো নাম দুর্বৃত্তো বাক্ষসো বাক্ষসেশ্ববঃ।
তস্যাহমনুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ॥ (যুঃ) ১৭।১২

—বাবণ নামক যে দুরাচার বাক্ষসবাজ আছেন, আমি তাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ আমাব নাম।

বাবণ জটাযুকে বধ কবে জনস্থান হতে সীতাকে অপহরণ কবে তাঁকে বন্দী কবে বেখেছেন। তিনি বাক্ষসী পবিবৃত হয়ে কালপাত কবছেন। আমি নানারূপ ন্যায় দেখিয়ে সীতাকে বামেব কাছে ফিবিযে দিতে বললে তাঁব কঠোব বাক্যে আহত হয়ে এবং দাসেব ন্যায অপমানিত ও লাঞ্ছিত আমি স্ত্রী পুত্র ছেড়ে রামের শরণাগত হযেছি শীঘ্র তাঁকে জানাও যে বিভীষণ তাঁব সকাশে উপস্থিত।

তং মেরুশিখবাকাবং দীপ্তামিব শতহ্রদাম্।
গগনস্থং মহীস্থাস্তে দদৃশুর্বানবাধিপাবঃ॥ (যুঃ) ১৭।২

—বানব যূথপতিবা ভূতল থেকে মেরু পর্বতেব মত আকার সদৃশ

প্রজ্বলিত বিদ্যুতের মত আকাশস্থিত বিভীষণকে দেখতে পেলো। সঙ্গে তাঁর অস্ত্র-শস্ত্র যুক্ত চার অনুচর।

এ দৃশ্য বানর নেতাদের ভয় ও সন্দেহের সঞ্চার করল। তারা বিভীষণ ও তাঁর সঙ্গীদের রাবণ প্রেরিত দূত বা শত্রু মনে করলো এবং অচিরে তাঁদের ভূমিতে নিপাতিত করা স্থির করলো। বানর সেনাপতিদের নানাজন নানা যুক্তি দেখিয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে বিভীষণ নিশ্চয় তাদের ক্ষতি করবার জন্য এভাবে উপস্থিত হয়েছে এবং তারা সেভাবে রামকে বোঝাবার চেষ্টা করলো।

রামও তাঁর অমাত্যদের নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে সব রকম সুযোগ দিলেন। সর্বশেষে রামভক্ত হনুমান বললেন যে তিনি অন্যান্য বানর সেনাপতির যুক্তি গ্রহণ করেন না। তাঁর মতে

স এষ দেশকালশ্চ ভবতীহ যথা তথা।
পুরুষাৎ পুরুষং প্রাপ্য তথা দোষগুণাবপি॥
দৌরাত্ম্যং রাবণং দৃষ্টা বিক্রমঞ্চ তথা ত্বয়ি।
যুক্তমাগমনং হ্যত্র সদৃশং তস্য বুদ্ধিতঃ॥ (যুঃ) ১৭।৫৭-৫৮

—তাঁর আগমনের দেশ কাল দোষগুণের বিচার যথাযথই হয়েছে। রাবণের দৌরাত্ম্য এবং আপনার বিক্রম অবগত হয়ে বুদ্ধি অনুসারে তাঁর এখানে আগমন খুবই যুক্তিযুক্ত। হনুমানের মতে বিভীষণের আগমন খুবই উপযুক্ত হয়েছে। বিচক্ষণতার সঙ্গে এ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করলে আমাদের উদ্দেশ্য অতি শীঘ্র সুসম্পাদিত হবে।

পবন নন্দন হনুমান আরও বললেন—

উদ্‌যোগন্তব সম্প্রেক্ষ্য মিথ্যাবৃত্তঞ্চ রাবণম্।
বালিনঞ্চ হতং শ্রুত্বা সুগ্রীবঞ্চাভিষেচিতম্॥
রাজ্যং প্রার্থয়মানস্ত্ব বুদ্ধিপূর্বামিহাগতঃ।
এতাবত্তু পুরস্কৃত্য বিদ্যতে ত্বস্য সংগ্রহে॥ (যুঃ) ১৭।৬৬-৬৭

—আপনার উদ্‌যোগ জেনে, রাবণের মিথ্যাচার দেখে, বালিবধ ও

সুগ্রীবের রাজ্য লাভ এসব সংবাদ শুনে রাজ্য প্রার্থনায় বুদ্ধি করে আপনার কাছে উপস্থিত। এরূপ মনে করে বিভীষণকে গ্রহণ করা উচিত।

হনুমানের যুক্তি শুনে, তিনি যে যথার্থই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী তার পরিচয় পাওয়া যায়।

হনুমানের যুক্তিযুক্ত আবেদন শুনে রামচন্দ্র বিভীষণ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব শুনবার জন্য তাঁর অমাত্যদের অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন—মিত্রভাব নিয়ে যিনি উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর দোষও যদি কিছু থাকে তবু তাঁকে আশ্রয় দেওয়া সৎপুরুষ নিন্দিত কাজ নহে।

অতঃপর একটি সুন্দর ঘটনার বর্ণনা দিয়ে রাম আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দান কর্ত্তব্য এ সত্য বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর যুক্তিকে আরও জোরালো করবার জন্য তিনি মহর্ষি কণ্বের পুত্র ধার্মিক ও সত্যবাদী কণ্ডুর গাথা তাঁর অমাত্যবর্গকে শোনালেন।

বদ্ধাঞ্জলিপুটং দীনং যাচন্তং শরণাগতম্।
ন হন্যাদানৃশংস্যার্থমপি শত্রুং পরন্তপ॥
আর্তো বা যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণং গতঃ।
অরিঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা॥
ন চেদ্ভয়াদ বা মোহাদ বা কামাদ্ বাপি ন রক্ষতি।
স্বয়া শক্ত্যা যথান্যায়ং তৎপাপং লোকগর্হিতম্॥
বিনষ্টঃ পশ্যতস্তস্য রক্ষিণঃ শরণং গতঃ।
আদায় সুকৃতং তস্য সর্বং গচ্ছেদরক্ষিতঃ॥
এবং দোষো মহানত্র প্রপন্না নামরক্ষণে।
অস্বর্গ্যং চযাশস্যঞ্চ বলবীর্য্যবিনাশম॥ (যুঃ) ১৮।২৭-৩১

—যে শরণার্থী হয়ে দীনভাবে কৃতাঞ্জলি পুটে আশ্রয়ের জন্য আসে আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দান করা উচিত এ নীতি অনুসরণ করে শত্রুকে ও বিনাশ করবে না। শত্রু আর্তই হোক বা দৃপ্তই

হোক শত্রুব শরণাপন্ন হলে প্রাণ দিয়েও তাকে বক্ষা কবা কৃতাত্মাদের কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি ভীত হয়ে বা মোহ বশতঃ বা ইচ্ছা পূর্বক নিজেব সামর্থ্য মতে আশ্রয় প্রার্থীকে বক্ষা না করে তবে সে লোকেব কাছে নিন্দিত হয়। আশ্রিত ব্যক্তিকে বক্ষা না কবাব জন্য সে যদি বিনষ্ট হয়, তবে অবক্ষিত হওযাব দরুণ বিনষ্ট হওয়াতে সে ব্যক্তি তোমাব সুকৃতিব ফল ভোগ করবে। আশ্রিত ব্যক্তিকে বক্ষা না করলে এরূপ মহাদোব হয় এবং সেজন্য অত্যন্ত অপযশ, বলবীর্য ও স্বর্গ লাভের সুকৃতিও বিলোপ পেয়ে থাকে।

তখন রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বললেন, আমি মহর্ষি কণ্ডুব অনুশাসন মত কাজ কবব। তোমবা বিভীষণকে আমাব নিকট নিযে এস।

বিভীবণ আকাশ থেকে অনুচবদেব সঙ্গে ভূমিতে অবতবণ কবে রামেব চবণে পতিত হযে বললেন—

ভবন্তং সর্বভূতানাং শবণ্যং শবণং গতঃ।
পবিত্যক্তা ময়া লঙ্কা মিত্রাণি চ ধনানি চ॥
ভগদগতং হি মে বাজ্যং জীবিতঞ্চ সুখানি চ। (যুঃ) ১৯।৫

—লঙ্কা, মিত্র ও ধনাদি সমস্ত পবিত্যাগ কবে সর্বলোকেব শবণ্য আপনাব শবণাগত হয়েছি। আমার বাজ্য জীবন ও সুখ লাভ সমস্তই আপনাব অধীন।

বিভীষণেব এরূপ আচবণে বাম অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং তাঁকে অভয় দিযে বাবণেব শক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কবলেন।

বিভীবণ বামেব প্রশ্নোত্তবে বললেন—বাজপুত্র, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবণ ব্রহ্মাব অশীর্বাদে গন্ধর্ব, নাগ, পক্ষী প্রভৃতি সকলেব অবধ্য। দ্বিতীয ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্রেব সমকক্ষ। তিনি এক এক কবে বাবণেব পক্ষে বথী মহাবথীদেব শক্তিব পবিচয় দিযে বললেন, কৈলাস পর্বতে যুদ্ধে মণিভদ্রকে যে পবাজিত কবেছিল, সেই প্রহস্ত রাবণেব সেনাপতি। ইন্দ্রজিৎ কবচবিহীন হযেও অঙ্গুলিত্রাণ মাত্র ধাবণ কবেই ধনুর্বাণ হস্তে রণভূমিতে ইচ্ছামত অদৃশ্যও হতে পাবে।

ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ দ্বারা হুতাশনকে তৃপ্ত করে রণভূমিতে অদৃশ্য হয়ে অন্তরীক্ষ হতে শত্রুদের সংহার করে থাকে। যুদ্ধে লোকপালদের ন্যায় বিক্রমশালী মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসরা তাঁর সেনাপতি। রাবণের সৈন্য সংখ্যা দশ সহস্র কোটি, তারা মাংস শোণিত ভোজী কামরূপী রাক্ষস।

রাম বিভীষণকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে দশানন রাবণকে বধ করে বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন।

বিভীষণ রামের কথা শুনে বিনীত ভাবে রামের পদ যুগল বন্দনা করে প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে রাক্ষসদের বধ করে লঙ্কা বিজয় বিষয়ে যথাশক্তি রামকে সাহায্য করবেন।

বিভীষণের কথায় প্রীত হয়ে রাম তাঁকে আলিঙ্গন করে লক্ষ্মণকে বললেন—

তেন চেমং মহাপ্রাজ্ঞমভিষিঞ্চ বিভীষণম্।
রাজানং রক্ষসাং ক্ষিপ্রং প্রসন্নে ময়ি মানদ ॥ (যুঃ) ১৯।২৫

—হে মানদ, তুমি সমুদ্র থেকে জল নিয়ে এসো। আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। এ মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে রাক্ষস রাজ্যে দ্রুত অভিষিক্ত করি।

বিভীষণের কথা ও কার্যকলাপ হতে এটাই বোঝা যায় যে তিনি যে কেবল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তা নয়, তিনি দূরদর্শীও ছিলেন।

বুদ্ধিমান পবননন্দন হনুমান যেন অন্তর্যামীর মতই বিভীষণের মনের গূঢ় উদ্দেশ্য আবিষ্কার করেছিলেন। রামের পতাকা তলে আসবার বিভীষণের গোপন উদ্দেশ্য লঙ্কার সিংহাসন। তিনি জানতেন যে রামের হাতে রাবণের বিনাশ সুনিশ্চিত।

রামের আদেশে লক্ষ্মণ সমুদ্র হতে জল আনলে বানর নেতাদের সামনে বিভীষণকে রাম রাক্ষসরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন।

এভাবে রঘুপতি রামের সঙ্গে রাক্ষসরাজ বিভীষণের মৈত্রী বন্ধন

শক্ত হলো। অতঃপব সুগ্রীব ও হনুমান বিভীষণকে জিজ্ঞেস করলেন কি ভাবে সৈন্য নিয়ে এ মহান সমুদ্র পাব হবেন। বিভীষণ রামচন্দ্রকে সমুদ্রেব শবণ নিতে উপদেশ দিলেন।

বিভীষণেব পবামর্শ মত রাম সমুদ্র তীবে কুশাসনে বসে ত্রিবাত্রি সাগবেব উপাসনা কবলেন। তা সত্ত্বেও সাগব যখন তাঁকে দর্শন দিলেন না, তখন বাম পাতালেব সঙ্গে সাগবকে শোষণ কববেন বলে ভয় দেখালেন। সমুদ্রের পবামর্শানুযায়ী নলেব দ্বাবা সাগবেব উপব শত যোজন দীর্ঘ সেতু নির্মিত হল এবং সেই সেতু পথে বানবদেব সঙ্গে বাম তাঁব অনুচরবৃন্দকে নিয়ে পবপাবে গিয়ে শিবিব স্থাপন কবলেন।

দশবথনন্দন রাম দুবন্ত বানব সেনা সহ সমুদ্র পাব হযেছেন জেনে বাবণের নির্দেশে রাক্ষস মন্ত্রী শুক ও বাক্ষস সাবণ মায়া বানব রূপ নিয়ে বানব সৈন্যেব মধ্যে প্রবেশ কবে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ কবার গুপ্তচবেব কাজে নিযুক্ত হয়। বিভীষণ সেই ছদ্মবেশী বাক্ষসদেব চিনতে পেবে বামেব কাছে তাদেব ধবে নিযে যান। রামেব উদাবতায় তাবা মুক্তি পায়।

রাবণ পুনরায় শার্দূল ও তার সঙ্গীদেব প্রচ্ছন্ন ভাবে বামেব উপব গুপ্তচবের কাজে নিযুক্ত কবেন। এবাবও বিভীষণ সেই বাক্ষসদেব ধবে ফেললেন। বানবরা তাদেব মাবতে মাবতে বামেব কাছে নিয়ে এলে, মহানুভব বাম তাদেব মুক্তি দিলেন।

বিভীষণ তাঁব চাবজন অমাত্য অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতিকে পক্ষীব ছদ্মবেশে শত্রুসৈন্য পবিদর্শনেব জন্য লঙ্কায় পাঠিযেছিলেন। তারা সমস্ত খবরাখবর নিযে ফিবে আসলো।

শত্রু বাজ্যে উপস্থিত হলে বাম যখন তাঁব অমাত্যদেব সঙ্গে বসে এ দুর্ভেদ্য লঙ্কাপুবী কি কবে জয় করা যাবে তা বিচাব কবছিলেন, তখন বিভীষণ বামকে জানালেন যে তাঁব অনুচব চাবজন পক্ষীরূপ নিয়ে শত্রু সৈন্য মধ্যে ঢুকে শত্রুদিগেব রক্ষণ ব্যবস্থা সমস্ত জেনে ফিবে এসে জানিয়েছে যে বাবণ সেনাপতি প্রহস্ত পূর্বদ্বাব, মহাপার্শ্ব

ও মহোদাব দক্ষিণ দ্বাব, ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বাব ও রাবণ স্বয়ং লঙ্কা নগরীব উত্তব দ্বাব বক্ষা কবছেন। সব সেনাপতি নানা অস্ত্র, শূল, মুদ্গাবধারী বহুবল পরিবৃত হয়ে আছেন। দশ সহস্র হাতী অযুত সংখ্যক বথ, সেরূপ সংখ্যক ঘোড়া এবং এককোটী পরাক্রমশালী সৈন্য সেখানে সমবেত হয়েছে।

বিভীষণ তাঁর অনুচবদেব থেকে এ সংবাদ পেয়েছেন এবং তিনি তাঁর অনুচরদেব বামকে দেখালেন।

অতঃপর বামেব মঙ্গল কববার ইচ্ছায় বাবণানুজ বিভীষণ বললেন, কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধেব সময় ছয় লক্ষ বাক্ষস তাঁর সঙ্গে ছিল। এবং ঐ সব বাক্ষস শক্তিতে বাবণেব ন্যায ছিল। এ কথার সঙ্গে সঙ্গে বিভীষণ রামকে বললেন, আমার উক্তি আপনাকে ভীত করবার জন্য নয়। আপনাকে ক্রুদ্ধ কববাব জন্য। কাবণ আপনি একবার ক্রুদ্ধ হলে আপনার শক্তি বলে দেবতাদের ও জয় করতে পাবেন।

রঘুনন্দন রামকে উত্তপ্ত করবার জন্য লঙ্কাধিপতি বাবণের শক্তিমত্তাব সম্যক পরিচয় তাঁব কাছে বাখলেন। বিভীষণ অগ্রজ বাবণের বিনাশ আকাঙ্ক্ষাই কবছিলেন। কেন? এ প্রশ্নেব উত্তব কিছু পরে পাওয়া যাবে।

বিভীষণেব কথা শুনে রামচন্দ্রও লঙ্কাপুবীব প্রত্যেক দ্বাবরক্ষকের সমতুল্য বিক্রমেব সেনাপতি নিযুক্ত কবলেন। নিজে স্বয়ং ভ্রাতা লক্ষ্মণেব সঙ্গে বাবণ রক্ষিত উত্তর দ্বাব আক্রমণ কববেন স্থির করলেন, বানববাজ সুগ্রীব, বীর্যবান জাম্ববান ও রাবণানুজ বিভীষণ সৈন্যদেব মধ্যেখানে অবস্থান কববেন স্থির হলো। তিনি আবও নির্দেশ দিলেন যে বানবসেনা বানবেব রূপ নিয়েই যুদ্ধ কববে কেবল তাঁবা সাতজন যথা লক্ষ্মণ, বিভীষণ, তাঁব চাব সচিব ও বাম মনুষ্যরূপে যুদ্ধ কববেন। কাবণ বানবেব রূপ এ ক্ষেত্রে (বানবা এব নশ্চিহ্নং স্বজনেঽস্মিন ভবিষ্যতি) তাঁদের আত্মীয়। আমরা সাতজন ব্যতীত অন্য কোন মানুষ আকৃতি দেখলে তাকে বধ কববে।

রামচন্দ্র বিভীষণের কাছ থেকে শত্রু পক্ষের শক্তির যে স্পষ্ট সংবাদ পেলেন তা রামচন্দ্রের যুদ্ধ বিষয়ে খুব সহায়ক হলো। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু পক্ষের খবর অতি মূল্যবান এবং সে খবর সত্যি হলে তার মূল্য আরও অধিক। অন্যদিকে বিভীষণ রামচন্দ্রের নিমকের উচিত প্রতিদান দিলেন।

রাম সসৈন্য লঙ্কায় উপস্থিত হবার অব্যবহিত পরে রাক্ষস ও বানর সেনার মধ্যে লঙ্কায় যুদ্ধ সুরু হল। প্রথম দিনের যুদ্ধে রাত্রি-কালে মায়া দ্বারা অদৃশ্য ইন্দ্রজিতের নাগ শরাঘাতে রাম-লক্ষ্মণ আবদ্ধ হলেন। বানররা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তাঁদের এমন স্থান ছিল না যা শরবিদ্ধ হয়নি।

রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়কে সমরে এই ভাবে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পতিত দেখে বানরেরা শোকার্ত হয়ে কাঁদতে লাগল। হনুমান প্রভৃতি বানর প্রধানের মুখে ব্যথা ও বিষাদ দেখা গেল। বানরাধিপতিরা কেউ ইন্দ্রজিতকে দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু বিভীষণ মায়া দৃষ্টির সম্মুখে ইন্দ্রজিতকে দেখতে পেলেন।

তখন (সবাষ্পবদনং দীনং শোকব্যাকুললোচনম্) অশ্রুপূর্ণ বদন, আর্ত, শোকব্যাকুলনয়ন সুগ্রীবকে বিভীষণ বললেন, হে সুগ্রীব, ভীত হয়ো না, অশ্রুবেগ সংযত কর। সমস্ত যুদ্ধে এরূপ ঘটে থাকে। এতে বিজয় নির্দ্ধারিত হয় না। আমাদের ভাগ্য শুভ হলে এই দুই মহাত্মা শীগ্‌গির সুস্থ হবেন। হে কপি শ্রেষ্ঠ, তুমি নিজেকে ও আমাদের রক্ষা কর। এ কথা বলে বিভীষণ হাতে মন্ত্র শুদ্ধ জল নিয়ে সুগ্রীবের দুটো চোখ মুছে দিলেন। বিভীষণ পুনরায় বানরপতির মুখ মুছিয়ে দিয়ে সময়োচিত এ অভ্রান্ত কথা বললেন, (কাল সম্প্রাপ্তমসম্ভ্রান্তমিদং) হে কপি শ্রেষ্ঠ, এখন বিহ্বল হবার সময় নয়। অতি স্নেহ প্রদর্শনও এই সময় মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অতএব এই বিহ্বলতা ছেড়ে শ্রীরামের অন্য সৈন্যদের হিত চিন্তা কর এবং যতক্ষণ শ্রীরাম চেতনা ফিরে পান ততক্ষণ তাদের রক্ষা

কর। রঘুতনয়দ্বয় চেতনা ফিবে পেয়ে আমাদেব বক্ষা কববেন। এই সঙ্কট কিছুই না, তাঁদেব মুখে যে শোভা গতায়ুদের দুর্লভ, সেই শোভা এখনও আছে। অতএব আত্মস্থ হও। যতক্ষণ আমি সেনাবাহিনীকে পুনঃ সংস্থাপিত কবি, ততক্ষণ তাদের আশ্বস্ত কর। বানবদেব সন্ত্রস্ত ভাবেব দিকে সুগ্রীবের দৃষ্টি আকৃষ্ট কবে বিভীষণ বললেন, আমি তাদেব আশ্বস্ত কবি। এ ভাবে বিভীষণ পলায়নপব বানব সেনাদের আশ্বস্ত কবলেন।

শান্ত সমুদ্রে সকলেই কর্ণধাব হয়। উত্তাল তবঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ধীব স্থির ভাবে অর্ণবপোত চালিয়ে নিতে পারা পরিপক্ক কর্ণধাবেব নিদর্শন। এ ক্ষেত্রে বিভীষণ একজন পবিপক্ক প্রথম সারির সেনাপতির নিদর্শন রেখে গেছেন।

একদিকে সত্য ও ধর্মেব অবতাব বাম অন্য দিকে দুরাচার দুর্ধর্ষ বাবণের সঙ্গে যুদ্ধ। এ যুদ্ধেব প্রধান সেনাপতি রাম, তাঁর পরের স্থান লক্ষ্মণের। দুই সেনাপতিই ইন্দ্রজিতেব অমোঘ নাগশবে আবদ্ধ। তাঁরা দুজনেই বক্তাপ্লুত দেহে সমবাঙ্গনে স্পন্দনহীন অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁদেব শবীবে এমন স্থান নেই যা শরবিদ্ধ হয়নি। যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি আহত হয়ে নিস্পন্দ ভাবে শয্যাশায়ী হলে সৈন্যদলের মনোবল কোথায় থাকে?

রাম বাবণেব যুদ্ধেব এই মহাসঙ্কট সময়ে হাল ধবলেন বিভীষণ একজন মহাবথীব মত। তিনি বাম শিবিরেব সৈন্যদের পুনবায় সন্নিবেশিত কবলেন, তাদেব আশ্বস্ত করলেন।

রামেব চেতনা ফিবলে তিনি লক্ষ্মণকে অচেতন দেখে লক্ষ্মণেব জন্য শোক কবতে থাকেন। এ সময় বিভীষণ গদা হাতে সে স্থানে উপস্থিত হলেন ও সুগ্রীব ও রামচন্দ্রকে বিজয়সূচক অভিবাদন কবলেন। অন্যদিকে বানরেবা বিভীষণকে ইন্দ্রজিৎ ভ্রমে অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে পালাতে থাকে। জাম্ববান তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসলে বিভীষণকে দেখে নির্ভয় হলো।

বাম লক্ষ্মণেব একপ অবস্থা দেখে বিভীষণ হাত ভিজিয়ে উভয় ভ্রাতার চোখ মুখ মুছে দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

যয়োবীর্য্যমুপাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠা কাঙ্ক্ষিতা ময়া।
তাবিমৌ দেহনাশায় প্রসুপ্তৌ পুরুর্ষষভৌ॥ (যুঃ) ৫০।১৮

—যাঁদেব শক্তি আশ্রয় কবে আমি লঙ্কা বাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবাব আশা কবেছিলাম, সেই পুরুষ প্রধান ভ্রাতৃদ্বয় মৃত্যুর জন্য প্রসুপ্ত হয়েছেন।

সরল ও পবাক্রমশালী দুই বীব কুটিল বাক্ষসেব হাতে এভাবে শরবিদ্ধ হওয়ায় বিভীষণ আক্ষেপ কবে বললেন, এই দুই বীবেব শক্তি বলে আমি লঙ্কাব সিংহাসন লাভ কবব আশা কবেছিলাম, তাঁবা আজ প্রসুপ্ত হযেছেন মৃত্যুব জন্য। আমি জীবিত থেকে বিপন্ন হয়েছি। আমাব বাজ্য অভিলাষ নষ্ট হয়েছে। (নষ্টবাজ্যমনোবথঃ) সীতাকে ফিবিযে দেবেন না বলে যে প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন, বাবণ, তা আজ সত্য হলো। যখন বিভীষণ এ প্রকারে কাঁদতে ছিলেন, কপিবাজ সুগ্রীব তাঁকে আলিঙ্গন কবে বললেন, তুমি লঙ্কাবাজ্য পাবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। সুগ্রীব বিভীষণকে আশ্বস্ত করবাব জন্যে বললে, বাম ও লক্ষ্মণ গরুড়েব স্পর্শে নিবাময হয়ে গরুড়েব পীঠে চড়ে বাবণকে বধ কববেন।

বিভীষণেব উপবেব হতাশ্বাস ভাব থেকে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে বামেব শৌর্য বীর্যেব কথা জেনে এবং বাম বাবণকে নিশ্চিত পবাজিত করবেন জেনে তিনি বামেব আশ্রয় নিযেছিলেন। তাহলে লঙ্কাব সিংহাসন তাঁব ভাগ্যে অবধাবিত।

বঘুনন্দনদ্বয় নাগপাশ মুক্ত হযেছেন জানতে পেবে লঙ্কাবাজ বাবণ পব পব তাঁব সেনাপতিদেব বামেব সঙ্গে যুদ্ধ কববাব জন্যে পাঠাতে লাগলেন। প্রতিদিনেব যুদ্ধে বিভীষণ বাবণেব সেনাপতিদেব পবিচয় ও তাদের শক্তিব বিষয়ে বামকে অবহিত কবতেন।

রাবণ সেনাপতির অন্যতম প্রহস্থ নীলেব হাতে নিহত হলে বাবণ

ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে পাঠালেন। যুদ্ধোদ্যত কুম্ভকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকলে বিভীষণ শ্রীরামের কাছে কুম্ভকর্ণের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—

যেন বৈবস্বতো যুদ্ধে বাসবশ্চ পরাজিতঃ।
সৈষ বিশ্রবসঃ পুত্র কুম্ভকর্ণঃ প্রতাপবান॥ (যুঃ) ৬১।৯

—এ মুনি বিশ্রবার পুত্র কুম্ভকর্ণ। যিনি যুদ্ধে আদিত্য ও দেবেন্দ্রকে পরাজিত করেছিলেন। যার মত বিকটাকার রাক্ষস লঙ্কায় আর নাই।(কুম্ভকর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)

। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিভীষণের পুত্র তরণীসেন রাবণের পক্ষে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসলেন। রামের প্রশ্নোত্তরে বিভীষণ এই বলে তাঁর পরিচয় দিচ্ছেন—

রাবণের অন্নেতে পালিত একজন॥
সম্বন্ধেতে ভ্রাতৃপুত্র পরিচয় জ্ঞাতি।
ধর্মেতে ধার্মিক পুত্র বড় যোদ্ধাপতি॥
প্রকারেতে দিলেন প্রকৃত পরিচয়। (লঃ)

তরণী সেন রথ হতে নেমে পিতাকে সঙ্কেতে প্রণাম করে, রাম লক্ষ্মণকে প্রণাম করলে বিভীষণ রামকে বললেন :—

বিভীষণ বলে রাম দেখহ সত্বর।
তোমা দোঁহে প্রণাম করায় নিশাচর।
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
আসিয়াছে নিশাচর করিবারে রণ।
বিপক্ষের পক্ষ হয়ে আসিয়াছে রণে।
আমা দোঁহে প্রণাম করিবে কি কারণে॥
বিভীষণ বলে গোঁসাই না জান কারণ।
লঙ্কাপুরে ও তোমার ভক্ত একজন।
তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি জানে।
আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শাসনে॥ (লঃ)

তবণীব সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। পুনরায বাম তবণীব সঙ্গে যুদ্ধ কববাব জন্য লক্ষ্মণকে পাঠাতে মনস্থ কবলেন। কিন্তু পুত্র তবণী স্বযং বিষ্ণু বামের হাতেই মৃত্যু ইচ্ছা কবছেন, তা বুঝতে পেবে বিভীষণ বামকে বললেন—

এ বেটা দুর্জ্জয় বীর লঙ্কার মধ্যেতে॥
একবাব লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হৈল রণে।
আববাব যুদ্ধে কেন পাঠাও লক্ষ্মণে॥
আপনি মাবহ রণে দুষ্ট নিশাচব। (লঃ)

যদিও এখানে পিতা বিভীষণেব নিষ্ঠুবতা প্রকাশ পেযেছে। তথাপি তাঁকে পুত্রের মঙ্গলার্থীও বলা যায়। কাবণ এই যুদ্ধে বাক্ষসবা পবাজিত হবেই—এটা তিনি জানতেন। কিন্তু স্বয়ং বিষ্ণুর হাতে পুত্র নিহত হলে, তাব স্বর্গ লাভ সুনিশ্চিত।

রামেব সঙ্গে তবণীব ভীষণ সংগ্রাম সুরু হল। বামচন্দ্র কোন প্রকাবেই তরণীকে পবাস্ত কবতে পাবছেন না।

বাজ্য ধন পরিজন কিছুই না চাই।
মবিয়া বামেব হাতে গোলোকেতে যাই॥
এত যদি তরণী ভাবিল মনে মনে।
বিভীষণ কহিলেন শ্রীরামেব কানে॥
শুন প্রভু বঘুনাথ কবি নিবেদন।
ব্রহ্ম অস্ত্রে লইবেক ইহাব মবণ॥
অন্য অস্ত্রে না মবিবে এই নিশাচব।
সদয় হইয়া ব্রহ্মা দিয়াছেন বব॥ (লঃ)

বিভীষণেব পবামর্শে বামচন্দ্র ব্রহ্ম অস্ত্রে তবণীকে নিহত কবলে,

হাহাকাব শব্দে ভূমে পড়ে বিভীষণ॥
অঙ্গেব দুকূল ভাসে নযনেব জলে।
ধেয়ে গিয়ে বিভীষণে বাম কৈলা কোলে॥ (লঃ)

রাম বিভীষণকে এতটা কাতব হতে দেখে তাব কাবণ জিজ্ঞেস কবর্লে,

বিভীষণ বলে প্রভু কবি নিবেদন।
মবিল তবণীসেন আমাব নন্দন ॥ (লঃ)

রাম তখন অনুযোগ কবে বললেন, যে পূর্বে যদি তিনি জানতেন তরণী বিভীষণের পুত্র; তবে তিনি কখনও তাঁব সঙ্গে যুদ্ধ কবতেন না। তিনি আবও অনুযোগ কবে বললেন ঃ—

না জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র মাবিতে মন্ত্রণা দিলে কানে।
আপনি কবিলে বধ আপন সন্তানে ॥
আগে কেন বিবেচনা না কবিলে মনে।
এক্ষণে কান্দহ মিত্র কিসেব কাবণে ॥
শোক পবিহব মিত্র স্থিব কব মন।
অনিত্য রোদন আব কব কি কাবণ ॥ (লঃ)

উত্তবে বিভীষণ বললেন—

পুত্রশোকে কান্দি হেন ভাবিহ মনে ॥
ধন্য ধন্য পুণ্যবন্ত আমাব সন্তান।
মবিয়া তোমার হস্তে পাইল নির্বাণ ॥
কিম্বা সে বৈকুণ্ঠে গেল অথবা গোলোকে।
ত্যজিল বাক্ষস দেহ মুল কৈল তাকে।
কুম্ভকর্ণ অতিকায় আজি যত বীর।
পুলকে গোলকে গেল ত্যজিয়া শবীব ॥
শত্রুভাব ক'বে সবে হইল উদ্ধাব।
শ্রীচবণ সেবা ক'বে কি লাভ আমার ॥
যদি পাবিতাম দেহ কবিতে পাতন।
বৈকুণ্ঠ নগবে আমি করিতাম গমন ॥
মরণ না হবে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।

অনেক যন্ত্রণা পাব অবনী ভিতর ॥
বিষাদ ভাবিয়া কান্দি ইহার কারণ। (লঃ)

উপরোক্ত ঘটনায় বিভীষণের চরিত্রের দুইটি দিক সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কতটা বিশ্বাসী অনুগত হলে আপন পুত্রের মৃত্যুর উপায় শত্রুর কাছে প্রকাশ করা সম্ভব? এখানে তাঁর বাৎসল্য পরাভব স্বীকার করেছে ধর্মের কাছে। তিনি রামের নিকট প্রতিশ্রুত যে সর্বতোভাবে তিনি রামের সহায়তা করবেন। তাই স্বীয় পুত্র যখন শত্রু পক্ষের হয়ে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসলেন, তখনও ধার্মিক বিভীষণ পুত্রের পরিচয় দিয়ে তাঁর প্রাণ ভিক্ষা না করে, পরন্তু তাঁর মৃত্যুবাণ কি তা জানাতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

কি কঠিন পিতৃ হৃদয়। কিন্তু সত্যবদ্ধ বিভীষণের ধর্মের প্রতি কি নিষ্ঠা! যার জন্য তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে পুত্রকেও এই ভাবে বলি দিলেন।

অপর দিকে অমর বিভীষণের জীবনের প্রতি কি বিতৃষ্ণা! শত্রু কুম্ভকর্ণও রামের হস্তে নিহত হয়ে বৈকুণ্ঠ ধামে যাবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, কিন্তু ভক্ত বিভীষণ অমরত্ব লাভ করে সংসারে দুঃখ কষ্টই ভোগ করবেন—এই কথা চিন্তা করে দুঃখে কাঁদলেন।

প্রকৃত ধার্মিকেরই একমাত্র সংসারের প্রতি এ ধরণের অনীহা আসতে পারে। অমরত্বের জন্য রাবণ এত তপস্যা করেও তা লাভ করতে পারেননি। কিন্তু রাক্ষসকুলে জন্মেও ধর্মের প্রতি বিভীষণের প্রগাঢ় আসক্তির জন্যই ব্রহ্মা তাঁকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অমরত্ব বর দিয়েছিলেন।

সংসারে বাস করে, সংসারের প্রতি কতটা নির্লিপ্ত ভাব থাকলে পুত্র শোকেও মানুষ কাতর হয় না। বিভীষণ তরণীসেনের মৃত্যুতে এমন নির্লিপ্ত, তাতে মনে হয়, তিনি যথার্থই রাক্ষসকুলে জন্মালেও অনেক উচ্চ মার্গের সাধক ছিলেন।

বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু তবণীসেনের যুদ্ধেব কাহিনী পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রজিৎ বাম লক্ষ্মণকে বাব বাব মৃত দেখে সানন্দে প্রত্যাগমন করেছেন, কিন্তু প্রতিবারই তাঁবা জীবন লাভ করেন দৈবেব সহায়ে। এইবার ইন্দ্রজিৎ একটা নতুন উপায় উদ্ভাবন কবলেন। মায়াসীতাব মূর্তি নিয়ে যুদ্ধ ভূমিতে এসে হনুমানেব সামনে তাব শিবচ্ছেদ কবেন। হনুমান তা দেখে শোকে মূহ্যমান হযে এই খবব বাম লক্ষ্মণকে দিলেন।

এই সংবাদ শুনে বাম শোকে সন্তপ্ত হয়ে লক্ষ্মণেব কোলে শুয়ে আছেন, বানরবা বাষ্পাকুল নয়নে বোদন কবছে। বিভীষণ সৈন্যদেব নিজ নিজ স্থানে বেখে সেখানে এসে শোকাকুল লক্ষ্মণকে তাঁদের শোকের কাবণ জিজ্ঞেস কবায়, লক্ষ্মণ তাঁকে ঘটনা যথাযথ বিবৃত কবলেন।

বিভীষণ তখন বললেন, শোকার্ত হনুমান আপনাকে যা বলেছেন, সাগব শোষণেব ন্যায় তা অযুক্ত বলে মনে কবি। (তদযুক্তঅযুক্তমহং মান্য সাগবস্যেব শোষনম্)

সীতাব প্রতি রাবণেব অভিপ্রায় আমাব জানা আছে। তাঁকে কখনই হত্যা কবা সম্ভব নয়। তাঁকে বধ কবা দূরে থাক, আমি বাবণেব মঙ্গলেব জন্য সীতাকে পবিত্যাগ কবতে অনুবোধ কবায় বাবণ সেই অনুনয় প্রত্যাখ্যান কবেছে। যখন সাম, দান ও ভেদ—এই ত্রিবিধ উপায়ে কেহই সীতাব দর্শন পায় না, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে কি কবে তাঁকে দেখা যেতে পাবে?

বাক্ষস ইন্দ্রজিৎ যাকে বধ কবেছে, বানবদেব মায়াচ্ছন্ন কবেছেন তাকে মায়া সীতা বলে জানবেন।

ইন্দ্রজিৎ আজ নিকুম্ভিলা মন্দিবে হোম করতে যাচ্ছে। সে হোম করে ফিবে আসলে ইন্দ্রসহ দেবতাবাও যুদ্ধে তাকে জয় কবতে পাববেন না। সেই জন্য যদি বানববা তাঁব-এ অভিপ্রায়ে বাধা দেয় সে জন্য বানরদেব মোহাচ্ছন্ন কববাব জন্যই এই মায়া প্রয়োগ করেছে,

তাব হোমকার্য সমাপ্ত হবাব পূর্বেই সসৈন্যে আমবা সেখানে উপস্থিত হব।

তখন বিভীষণ আরও সুস্পষ্টভাবে ইন্দ্রজিৎ বধেব গোপন তথ্য রামকে জানিয়ে বললেন যে ব্রহ্মা ইন্দ্রজিতকে বরদান কালে বলেছিলেন যে, নিকুম্ভিলায় যজ্ঞানুষ্ঠানেব পূর্বে যে শত্রু তোমাকে আক্রমণ কববে তাব হাতেই তোমাব মৃত্যু হবে।

তাব অন্যথা সাধনেব জন্যে হোম কববাব উদ্দেশ্যে সে নিকুম্ভিলায় যাচ্ছে। সুতবাং এখন শোক ছেড়ে লক্ষ্মণ আমাব সঙ্গে সসৈন্য নিকুম্ভিলায় গিযে তীক্ষ্ণ শবাঘাতে যজ্ঞ পণ্ড করুক।

বধাযেন্দ্রজিতো রাম সন্দিশস্ব মহাবলম্।
হতে তস্মিন্ হতং বিদ্ধি বাবণং সসুহৃদ্গণম্॥ (যুঃ) ৮৫।১৬

ইন্দ্রজিতেব বধেব জন্য মহাবল লক্ষ্মণকে আদেশ দান করুন। সে হত হলে আপনি জানবেন যে সুহৃদসহ বাবণ হত হয়েছে।

বিভীষণেব এ কথা শুনে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে মায়াবল বলিষ্ঠ ইন্দ্রজিতকে নিহত কববাব জন্য বিভীষণেব সঙ্গে যেতে বললেন। রামেব আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে লক্ষ্মণ বিভীষণের সঙ্গে ইন্দ্রজিৎকে বধেব জন্য নিকুম্ভিলায গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।

এক বিবাটকাব বটবৃক্ষ দেখিয়ে বিভীষণ লক্ষ্মণকে বললেন, এই স্থানে শক্তিশালী ইন্দ্রজিৎ ভূতদের উপহাব দিয়ে পবে যুদ্ধ যাত্রা কবে। সেজন্য সমস্ত জীবেব অলক্ষ্যে থেকে উত্তম শব দিয়ে শত্রুদেব বধ ও বন্ধন কবে। সুতবাং ইন্দ্রজিৎ এই বটবৃক্ষ স্থানে প্রবেশ কববাব পূর্বেই রথ ও সাবথি সহ তাকে বধ করুন।

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণেব সঙ্গে বিভীষণকে দেখে তাঁকে তীব্র ও কঠোব উক্তি করলেন। (ইন্দ্রজিৎ চবিত্র দ্রষ্টব্য) প্রত্যুত্তরে আত্মপক্ষ ও আত্মকার্য সমর্থন কবে বিভীষণ বললেন ঃ—

কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রাক্ষসাং ক্রূরকর্মণাম।
গুণো যঃ প্রথমো নৄণাং তন্মে শীলমবাক্ষসম্॥ (যুঃ) ৮৭।১৯

—যদিও আমি ক্রুব কর্মা বাক্ষসকুলে জন্মেছি, তথাপি আমাব শীল স্বভাব বাক্ষসোচিত নয়, মানুষেব মধ্যে যাঁবা তাঁদের যে সব প্রধান গুণ, আমি তা অনুশীলন কবে বয়েছি।

তিনি আবও বললেন—ক্রূবতাপূর্ণ কর্ম আমি পছন্দ করি না। স্বজন পবিত্যাগ কবাব জন্য তুমি আমাকে ধিক্কাব দিচ্ছ, কিন্তু একই স্বভাবেব নয় বলে এক ভ্রাতাকে ছেড়ে আসা কি অন্য ভ্রাতাব অকর্ত্তব্য? যার স্বভাব ধর্মভ্রষ্ট, পাপকর্মে যাব মতি দৃঢ, এবম্প্রকার ব্যক্তিব সংস্রব ত্যাগ, মানুষ হাতেব থেকে সাপেব বিষ ফেলে দিযে যেমন সুখ পায় তেমন সুখকব। অন্যেব ধন এবং পবদাবাপহাবী দুবাত্মাকে জলন্ত গৃহেব ন্যায় ত্যাগ কবাই কর্ত্তব্য। মহর্ষিদেব হত্যা, দেবতাদেব সঙ্গে বিবোধ, অভিমান, ক্রোধ, শত্রুতা এবং হিতৈষীব বিরুদ্ধাচবণ—এই সব ত্রুটি আমাব ভ্রাতাব জীবন ও ঐশ্বর্য নষ্ট কবছে। এই কাবণেই তোমাব পিতাকে আমি ত্যাগ কবেছি।

অদ্যেহ ব্যসনং প্রাপ্তং যন্মাং পরুষমুক্তবান্।
প্রবেষ্টুং ন ত্বযা বাক্যং ন্যগ্রোধং বাক্ষসাধম॥ (যুঃ) ৮৭।২৮

—যেহেতু তুমি আমাকে পরুষ বাক্য বলেছিলে, তাই আজ তুমি বিপন্ন, হে বাক্ষসাধম, বটবৃক্ষ মূলে আব তুমি প্রবেশ কবতে পারবে না।

এখন লক্ষ্মণেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে যমালয়ে যাও।

অন্তর্ধানগতেনাজৌ যত্ত্বয়া চবিতস্তদা।
তস্কবাচবিতো মার্গো নৈষ বীবনিষেবিতঃ॥ (যুঃ) ৮৮।১৫

—তুমি সে সময়ে যুদ্ধে অদৃশ্য থেকে যে কাজ কবেছ তা বীবদেব সমর্থন যোগ্য নয়। ঐ বাস্তা তস্কবেব উপযুক্ত বীবের নয়।

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতেব মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আবম্ভ হল। বিভীষণ ও তাঁব চাব অনুচব ভীষণ ভাবে রাক্ষস সৈন্য সংহাব করতে থাকেন। লক্ষ্মণ ও বানবদের তিনি প্রভূত উৎসাহ দিতে থাকেন।

তিনি বানবদের উৎসাহিত কববাব জন্য বললেন, রাবণেব এখন

এক মাত্র অবলম্বন এই ইন্দ্রজিৎ। তোমবা নিশ্চেষ্ট হযে আছ কেন? পাপাত্মা ইন্দ্রজিৎ নিহত হলে বাবণই কেবল অবশিষ্ট থাকবেন।

তিনি বানবদেব উৎসাহিত কবে আবও বললেন মহাবল বীর্যবান দুর্ধর্ষ প্রহস্ত প্রভৃতি যাবা বহু দেব ও মানুষকে বধ কবেছে এমন অতিবল বাক্ষস সেনাপতিদেব বধ কবে যেন মহাসমুদ্র পাব হযেছে। এখন ইন্দ্রজিতের মত সামান্য গোষ্পদকে লজ্ঘন কবতে বিলম্ব কবছ কেন?

এতান্ নিহত্যাতিবলান্ বহুন্ বাক্ষসত্তমান্
বাহুভ্যাং সাগবং তীর্ত্বা লজ্ঘ্যতাং গোষ্পদং লঘু॥ (যুঃ) ৮৯।১৫

—এই বকম বহু বলবান বাক্ষস রূপ মহার্নব বাহুদ্বাবা জয কবে এখন সামান্য এক গোষ্পদ লজ্ঘন কব।

অযুক্তং নিধনং কর্তুং পুত্রস্য জনিতুর্মম।
ঘৃণামপাস্য বামার্থে নিহন্যাং ভ্রাতুবাত্মজম্॥
হন্তকামস্য মে বাষ্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুধ্যতি।
তমেবৈষ মহাবাহুর্লক্ষ্মণঃ শমযিষ্যতি॥ (যুঃ) ৮৯।১৭-১৮

—ইন্দ্রজিৎ আমাব পুত্রতুল্য। তাকে বধ কবা আমাব অনুচিত। তথাপি বামেব জন্য মাযা ত্যাগ কবে তাকে বধ কবব। আমি তাব নিধন কামনা কবি, কিন্তু অশ্রুজলে আমাব দৃষ্টি নিরুদ্ধ হচ্ছে, সেজন্য মহাবাহু লক্ষ্মণই তাকে বধ করবেন।

বিভীষণ বানবযূথপতি ও বানবদের উপরোক্ত ভাবে উত্তেজিত করলে বানবদল উৎসাহে লাঙ্গুল নেড়ে নৃত্য কবতে থাকে এবং রাক্ষস সেনাদেব উপব আক্রমণ চালিযে সন্তপ্ত কবতে লাগল। জাম্ববান হনুমানাওবাক্ষসদেব বিনাশ কবতে লাগলেন। অন্যদিকে বলবান ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যেব সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে লক্ষ্মণেব দিকে অগ্রসব হলেন।

বিভীষণ গদাঘাতে ইন্দ্রজিতেব অশ্ব ও সাবথিকে বধ কবলেন। ইন্দ্রজিৎ বথ থেকে নেমে পিতৃব্যেব প্রতি শক্তি ও অস্ত্র নিক্ষেপ কবলে লক্ষ্মণ তা শবাঘাতে খণ্ডন কবলেন।

বিভীষণ সহ সকলে লক্ষ্মণকে অভিনন্দন জানালেন। বিভীষণও সেই অশ্বহীন বীব ইন্দ্রজিতেব বক্ষঃস্থল লক্ষ্য কবে বজ্রস্পর্শ সমান পাঁচটি কঠিন বাণ ইন্দ্রজিতেব উপব নিক্ষেপ কবলেন। লক্ষ্য ভেদী ঐ সুবর্ণ পঙ্খ বাণগুলি তাঁব দেহ ভেদ কবে বক্তবর্ণ বৃহৎ বিষধব সর্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ হলো। পুনঃ ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যেব উপব শর নিক্ষেপ কবতে উদ্যত হলে লক্ষ্মণ ও দুর্জয় ও দুঃসহ একটি বাণ হাতে নিলেন। ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বাবা লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করলেন। বাণাহত লক্ষ্মণ বিভীষণ ও হনুমানের কাঁধে ভর দিয়ে যেখানে রাম অবস্থান কবছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। বিভীষণ প্রফুল্ল চিত্তে বামকে এই শুভ সংবাদ দিলেন। অচিবে লক্ষ্মণ রোগ মুক্ত হলে বাম বিভীষণ ইত্যাদি সকলে আনন্দিত হলেন।

কৃত্তিবাসী বামায়ণে কবি বলেছেন যে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পরও রাবণ নিশ্চিন্ত হয়ে কেন বসে আছেন তা জানবার জন্য

পক্ষি রূপ হইয়া চলিল বিভীষণ ॥ (লঃ)

বিভীষণ ফিবে এসে বামকে জানালেন ঃ—

আজি বড় সঙ্কট যে দেখি বঘুনাথ ॥
রাবণেব পুত্র এক সে মহীরাবণ।
মায়াব সাগব বেটা যুদ্ধে বিচক্ষণ।

....

তাহাব সংগ্রামেতে সুবাসুবে কবে ভয় ॥
পাতাল পুবেতে থাকে বাপেব আদেশ।
মহাবল পবাক্রম সবে ভয় বাসে ॥

....

মায়া পাতি ডাকিনী ছাওযালে যেন হবে।
সেই মতে মহী মায়া কবে চুবি কবে ॥

....

হেন দুষ্ট আসিযাছে লঙ্কাব ভিতবে।
আজি নিশি জাগ সবে হইয়া সত্ববে ॥ (লঃ)

বিভীষণেব কথা শুনে হনুমান রাত্রি জেগে রামলক্ষ্মণেব নিবাপত্তাব জন্য সজাগ থাকবেন স্থিব হল। এবং সমস্ত বানবদেব সেই রাত্রি জেগে থাকতে নির্দেশ দেওযা হল। সজাগ থেকে নানা ভাবে রাম লক্ষ্মনকে বক্ষা কবতে সকলকে নির্দেশ দেওয়া হল।

বিভীষণ ভ্রমিতেছে হইযা প্রহবী ॥
সকল কটক মাঝে শ্রীবাম-লক্ষণ।
গাছ পাথব হাতে কবি কবে জাগবণে ॥
লেজেতে বান্ধিল গড় ঠেকিল গগন।
উপরেতে বিষ্ণু চক্র ফেবে ঘনে ঘন ॥
গডেব দ্বারেতে দ্বাবী আপনি যে বহে।
কাব সাধ্য প্রবেশ কবিতে পাবে তাহে ॥ (লঃ)

দ্বিতীয প্রহব নিশিব ঘোব অন্ধকাব।
বিভীষণ বলে শুন পবন কুমাব ॥
আপনি পবন যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ কবিতে তারে নাহি দিবে এথা ॥
এত বলি বাহিব হইল বিভীষণ। (লঃ)

বিভীষণকে গডেব বাইবে দেখে মহী বাবণ চিন্তা কবলেন কি ভাবে তাঁব দৃষ্টি পথ এড়িয়ে যাবে।

মায়াতে হইল অজ বাজাব নন্দন।
দশবথ হয়ে আসি দিল দবশন ॥ (লঃ)

দশবথ এসে বললেন আমাব সন্তান বাম লক্ষণকে দেখবো।

হনুমান বলে গোসাঞি কবি নিবেদন।
ক্ষণকে বিলম্ব কর আসুক বিভীষণ ॥ (লঃ)

বিভীষণ দেখে মহীরাবণ পালিযে গেল। হনুমান তাঁকে সব জানালেন।

বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে এথা ॥ (লঃ)

কিছুক্ষণ পবে মহীবাবণ।

ভবত হইয়া এল হনুমানেব কাছে। (লঃ)

ভবত বললেন চৌদ্দ বছব মাথায় জটা ধাবণ কবে বাম লক্ষ্মণ দুই ভাই কোথায় আছে? আমবা চাব ভাই দশবথেব পুত্র। হনুমান এবাব জানালেন—

ক্ষণেক বিলম্ব কব আসুক বিভীষণ।

দ্বাব না ছাড়িবে যদি আইসে পবন॥ (লঃ)

একথা বলে বিভীষণ পুনবায় চলে গেলেন। এবাব মহীবাবণ

হইয়া জনক ঋষি দিল দবশন॥ (লঃ)

জনক বাজা বললেন বাম লক্ষ্মণ আমাব জামাতা। চৌদ্দ বছব তাদেব দেখি না। তাঁদেব সঙ্গে আমাব দেখা কবাও। এবাব ও হনুমান বললেন ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। বিভীষণ আসুন। হনুমান একথা বললে জনক হনুমানের সঙ্গে গোলমাল সুরু কবলেন। বিভীষণ এসে পড়লে, মহীবাবণ পালিযে গেল।

সর্বশেষ—বিভীষণ হযে মহী দিল দবশন॥ (লঃ)

হনুমান এবাব প্রবঞ্চিত হলেন। তিনি বিভীষণ মনে কবে মহীবাবণকে গড়েব ভেতর ঢুকতে দিলেন।

মহীবাবণ মায়ারূপে সেখানে ঢুকে দেখল সুগ্রীব ও অঙ্গদেব কোলে বাম লক্ষ্মণ শুযে আছেন। মহীবাবণ মহামায়াকে স্মবণ কবে ধূলো উড়িযে দিলে সকলেই নিদ্রায অচেতন হয়ে গেলেন। সেই সুযোগে মহীবাবণ বাম লক্ষ্মণকে চুবি কবে পাতালে নিযে যায়।

এদিকে বিভীষণকে আসতে দেখে হনুমান তাঁকে দেখে সমস্যায পড়লেন। কাবণ তাঁর ধাবণা কিছুক্ষণ পূর্বে বিভীষণ গড়ে প্রবেশ কবেছেন। প্রকৃত বিভীষণকে মহীবাবণ মনে কবে হনুমান তাঁব সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা সুরু কবে তাঁকে হত্যা কববেন বলে ভয় দেখান। তখন—

বিভীষণ বলে নাহি এসেছি কপটে।
দিব্য করি হনুমান তোমার নিকটে ॥
গোবধে ও ব্রহ্মবধে যত পাপ হয়।
যদি ছলে এসে-থাকি লইব নিশ্চয় ॥
যত পাপ হয় ব্রহ্মবধে সুরাপানে।
আমার সে পাপ যদি খল থাকে মনে ॥ (লঃ)

বিভীষণের যুক্তি অখণ্ডনীয়। উভয়ে গড়ে প্রবেশ করে দেখলেন রাম, লক্ষ্মণ নেই। সুগ্রীব ও অন্যান্য বানররা নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তা দেখে—

ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে বিভীষণ ॥ (লঃ)

হনুমান কৌশলে পাতালে মহীরাবণকে বধ করে রাম লক্ষ্মণকে উদ্ধার করে আনেন।

এইখানে অনুগত ভক্ত বিভীষণ রামের জীবন রক্ষার জন্য কতটা ক্লেশ স্বীকার করেছিলেন তা প্রকাশ পেয়েছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে। বিভীষণ রামকে বললেন তাঁরা তিন ভ্রাতা তপস্যা করলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যেককেই বর দেন। তখন রাবণ অমরত্ব বর প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা বললেন অমরত্ব ছাড়া অন্য বর প্রার্থনা কর। কিন্তু রাবণ অন্য বর নিতে সম্মত হলেন না। তখন—

ব্রহ্মা বলে দশানন দুঃখ কেন ভাব।
প্রবন্ধেতে দিয়া বর অমর করিব ॥
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত কাটা যদি যায়।
তথাপি তোমার মৃত্যু নাহি হবে তায় ॥
খণ্ড খণ্ড করি যদি কাটে কলেবর।
তাহে তুমি না মরিবে শুন নিশাচর ॥

কর-পদ-মুণ্ড-ছেদ না হবে মরণ ॥
কাটা মুণ্ড যোড়া লাগিবেক তব স্কন্ধে।
সহজে অমর হবে বরের প্রবন্ধে ॥
মর্মে যবে ব্রহ্ম অস্ত্র পশিবে তোমার।
তখন রাবণ তুই হইবি সংহার ॥
.. ..
তোমার যে মৃত্যু অস্ত্র রবে তব ঘরে ॥
সৃজন করেছি আমি সেই ব্রহ্মবাণ ॥
.. ..
সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোদরী রাণী।
কোথায় রেখেছে অস্ত্র কিছুই না জানি ॥
এই কথা বিভীষণ কহে শ্রীরামেরে।
.. ..
সেই অস্ত্রে নাভি দেশ ভেদিবে যখন।
তখন সে রাবণের হইবে পতন ॥
.. . .
রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে ॥
যে অস্ত্র আনিতে কারো নাহিক শকতি। (লঃ)

হনুমান ব্রাহ্মণ বেশে মন্দোদরীর থেকে রাবণের মৃত্যুবাণ কৌশলে হস্তগত করলেন।

এ ক্ষেত্রেও বিভীষণই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের মৃত্যুবাণ সম্বন্ধে রামকে অবহিত করেন। বিভীষণ যখন রামের নিকট এ তথ্য প্রকাশ করলেন, সেখানে হনুমান এসে উপস্থিত হলেন। রাম বললেন এ দুঃসাহসিক কাজ কে করতে সক্ষম ?

হনুমান বলে কেন ভাব রঘুমণি।
আমি গিয়া মৃত্যুবাণ আনিব এখনি ॥ (লঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে সেনাপতি মহাপার্শ্ব মহোদার ও মহাবল

নিহত হলে বাবণ স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে বঘুনন্দনেব দিকে দ্রুত অগ্রসব হলেন। বাম বাবণেব তুমুল যুদ্ধ আবম্ভ হলো। উভয় বীব প্রচণ্ড ও অতি প্রখব দ্রুতগামী শব সমূহ পবস্পবেব প্রতি নিক্ষেপ কবতে থাকেন। বহু বাণবিদ্ধ হযেও কোন বীব বিচলিত হলেন না। ববং প্রত্যেকে অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম কবতে লাগলেন। এ সময় সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ একটি বাণে বাবণেব সাবথিব কুণ্ডল শোভিত মস্তক ছেদন কবলেন। সে সময় বিভীষণ লাফ দিয়ে গদাব সাহায্যে বাবণের নীল মেঘেব মত পর্বত প্রমাণ চাবটি অশ্বকে বধ কবলেন। অশ্বহীন হযে অতি ক্রুদ্ধ বাবণ বথ হতে লাফিযে পড়ে একটি শক্তি বিভীষণেব উদ্দেশে নিক্ষেপ কবলেন। লক্ষ্মণ তা বোধ কবেন। বাক্ষসবাজ অধিকতব ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি বাক্ষস বিভীষণকে বক্ষা কবছ।

এখন এ শক্তি তোমাব উপব প্রযোগ কবব। বাবণ যথার্থই লক্ষ্মণেব উপব সে দুর্জয় শক্তি প্রযোগ কবলেন যাতে গুরুতব ভাবে বিদ্ধ হযে লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হয়ে ভূপতিত হলেন।

লক্ষ্মণকে এমন ভাবে পতিত দেখে বঘুনন্দন বাম হা হতোস্মি বলে শোক কবতে থাকেন। অতঃপব সুষেণ ঔষধ প্রয়োগে লক্ষ্মণকে বাণমুক্ত ও সুস্থ কবলেন। বামেব নিবাশ ভাবও কাটল। তখন তাঁকে লক্ষ্মণ রাক্ষসবাজ বাবণকে বধ কবে লঙ্কাব সিংহাসন বিভীষণকে দেবাব প্রতিজ্ঞা স্মবণ কবিয়ে দিলেন। লক্ষ্মণেব এরূপ কথা শুনে বাম প্রকৃতিস্থ হযে আবাব ধনুতে বাণ যোজনা কবলেন বাবণকে বধ কববাব উদ্দেশ্যে। (বাম চবিত্র দ্রষ্টব্য) বাবণেব রথের অশ্বগুলি বিনষ্ট কবে রাম বার বাব রাবণেব শিবচ্ছেদ কবলেও নতুন নতুন মস্তক উদগত হতে থাকে। বাম এজন্য খুবই চিন্তিত হলেন। মাতলির পরামর্শে বাম ব্রহ্মাস্ত্র দ্বাবা বাবণকে বধ কবে বিভীষণ প্রমুখ বন্ধুদেব আনন্দিত কবলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের মৃত্যুর পর শোকার্ত বিভীষণ বিলাপ করে বললেন—

আমার আর কেহ নাহি ভবে।
তোমার দারা পুত্র পরিবার কেবা কোথা রবে॥
আসিয়ে শমন দূত যখন বাঁধিবে।
ওরে ছেড়ে সংসার মায়া ভাব মন রাখবে॥

ত্রিভুবন জিনিলে ভাই নিজ বাহু বলে।
সেই অহঙ্কারে ভাই রামে না চিনিলে॥
না বুঝিয়া সীতা দেবী লঙ্কাতে আনিলে।
লক্ষ্মীরে করিয়া চুরি সবংশে মজিলে॥
মরণ করিলে সার নাহি দিলে সীতা।
পায়ে ধরি সাধিলাম না শুনিলে কথা॥
সবংশে আপনি এবে হারাইলে প্রাণ।
না শুনিলে মম বাক্য হয়ে হতজ্ঞান॥
আপনার দোষে মৈলে কলঙ্ক আমার।
কার তরে দিয়া যাহ লঙ্কা অধিকার॥
....
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোমার অধিকার॥
ধার্মিক হইয়া ভাই ধর্ম নষ্ট করে।
মৃত্যু লাগি সীতা আন লঙ্কার ভিতরে॥
চিরদিন ভাই মোর পূজিল শিবেরে।
মরণ সময়ে শিব না চাহিলে ফিরে॥
হিত বুঝাইতে মোরে ভাই মারে লাথি।
তখনি জানিনু ভাইয়ের ঘটিল দুর্গতি॥ (লঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে রাবণের শোকে বিভীষণের বিলাপ এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

হা বিখ্যাত পরাক্রমী বীর! হা কর্মঠ নীতিজ্ঞ! আপনি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করেও কিসের জন্য আজ নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করলেন? আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল আপনার মুকুট রাম বাণে ছিন্ন এবং অঙ্গদ ভূষিত সুদীর্ঘ বাহু যুগল নিশ্চেষ্ট ভাবে বিক্ষিপ্ত রয়েছে।

আমি পূর্বে যা বলেছিলাম এবং কাম ও লোভের বশীভূত হয়ে আপনি যা পূর্বে ভাল বোধ করেননি ফলে এখন তাই ঘটেছে।

আপনি নিহত হওয়ায় ধার্মিকদের সেতু ছিন্ন হল, মূর্তিমান ধর্ম নষ্ট হল, বলের সংগ্রহ স্থল বিলুপ্ত হল এবং অস্ত্র প্রয়োগে যাদের হস্ত নিপুণ, সেই বীরদের আশ্রয় নষ্ট হল।

আপনি রণভূমিতে শায়িত হওয়ায় এই রাক্ষসরা শক্তিহীন ও অসহায় হয়ে পড়েছে।

ধৃতিপ্রবালঃ প্রসভাগ্র্যপুষ্প
স্তপোবলঃ শৌর্য্যনিবদ্ধমূলঃ।
রণে মহান্ রাক্ষসরাজবৃক্ষঃ
সম্মর্দিতো রাঘবমারুতেন॥
তেজোবিষাণঃ কুলবংশবংশঃ
কোপপ্রসাদাপরগাত্রহস্তঃ।
ইক্ষ্বাকুসিংহাবগৃহীতদেহঃ
সুপ্তঃ ক্ষিতৌ রাবণগন্ধহস্তী॥ (যুঃ) ১০৯।৯-১০

—ধৈর্য যার পত্র, হঠকারিতা যার পুষ্প, তপস্যা যার বাস এবং শৌর্য যার দৃঢ়মূল, সেই রাক্ষসরাজরূপ বৃক্ষ অদ্য রণমধ্যে রামরূপ বায়ু বেগে উন্মুলিত হল। হায়, তেজ যার দণ্ড, আভিজাত্য যার মেরুদণ্ড, কোপ যার দেহাবয়ব ও প্রসাদ যার হস্ত, সেই রাবণ রূপ গন্ধ হস্তী আজ রাম রূপ সিংহ দ্বারা নিহত হয়ে ধরাতলে শয়ন করেছেন।

পরাক্রম ও উৎসাহ যার বর্দ্ধিত জ্বালা, নিশ্বাস যার ধূম এবং স্বীয়

বল যাব দাহিকা শক্তি—সেই প্রতাপবান বাবণ রূপ হুতাশন রাম-রূপ মেঘ দ্বাবা নির্বাপিত হয়েছেন। শক্র বিজয়ী বাক্ষসবাজরূপ বৃষ বামরূপ ব্যাঘ্র দ্বাবা নিহত হয়ে অবসন্ন হয়েছেন।

বিভীষণ রাবণেব চবিত্রকে এমন সুন্দব উপমা সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন—যাব দ্বারা কামুক, দুর্ধর্ষ দুবাত্মা বাবণ চরিত্রেব সুন্দর চেহাবাটি ফুটে উঠেছে। বিভীষণ যদিও বাবণেব বিপক্ষ দলে যোগ দিয়েছিলেন বাক্ষসবাজ ও তাঁব পুত্র ইন্দ্রজিতেব দুর্ব্যবহাবেব জন্য কিন্তু যথার্থই তিনি বারণকে ভালবাসতেন। তিনি দেশ ও জাতিকে রক্ষা কববাব জন্য বার বাব সীতাকে প্রত্যর্পণ কবতে পবামর্শ দিয়ে ব্যর্থকাম হয়েছিলেন। বাবণকে যদি তিনি শ্রদ্ধা না কবতেন তবে এমন ভাবে তাঁব গুণাবলীর বর্ণনা সম্ভবপব হোত না। এখানে বিভীষণেব নিবপেক্ষ মনেব মূল্যায়ন কববাব প্রবণতাব পবিচয পাওয়া যায়।

বাবণ শক্তিধব তবে বামচন্দ্র অধিকতব শক্তিধব। মহতেব উপযুক্ত সম্মান দেখাতে তিনি বিমুখ নন। তাই শোকে তিনি মূহ্যমান হলেন।

বাম বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, প্রচণ্ড পরাক্রমশালী-বাক্ষসবাজ বাবণ ভয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বণমধ্যে পতিত হননি। যাঁবা নিজ অভ্যুদযেব আশায় ক্ষত্রিয ধর্ম পালন করে এইরূপ সম্মুখ বণে প্রাণ বিসর্জন দেন তাঁদেব জন্য শোক কবা উচিত নয। যে যুদ্ধ ইন্দ্রাদি দেবতাদেব সঙ্গে ত্রিভুবনকে সন্ত্রাসিত কবেছে কালেব অধীন হয়ে তাদেব এইরূপ বিনাশে শোক কব্য উচিত না। যুদ্ধে যে চিবকালই বিজয় লাভ হবে, তাব কোন নিযম নাই। বীবব্যক্তি কখন বা রণমধ্যে শত্রুকে নিহত কবে এবং কখন বা নিজে ও নিহত হয়। প্রাচীনদেব মতে সম্মুখ সমবে দেহ ত্যাগ কবাই ক্ষত্রিয়েব ধর্মে গতি হয় বলা হয়েছে। সুতরাং রাবণের জন্য শোক কবা উচিত নয়।

বিভীষণকে শান্ত হয়ে বাবণেব প্রেতকার্য কববাব ব্যবস্থা কবতে বললেন। বাম আবও বললেন—

মবণান্তানি বৈবাণি নিবৃত্তং নঃ প্রযোজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কাবো মমাপ্যেষ যথা তব ॥ (যুঃ) ১০৯।২৫

—মবণ পর্য্যন্তই শক্রতা। পবন্তু অধুনা প্রয়োজন শেষ হওযায ইনি তোমাব ন্যায আমাবও বন্ধু হযেছেন। অতএব ইঁহাব সংকাব করুন। বিভীষণ বললেন—

ত্যক্ত ধর্মব্রতং ক্রুবং নৃশংসমনৃতং তথা।
নাহমর্হামি সংস্কর্তুং পবদাবাভিমর্শনম॥ (যুঃ) ১১১।৯৩

—এই ক্রুব অধার্মিক পবস্ত্রী অপহবণকাবীব দেহ আমি সংকাব কবতে পাববো না।

তিনি চিবকাল সর্বলোকেব অহিত কাজ কবেছেন। সুতবাং ইনি গুরুজন হলেও আমাব পূজনীয় নন। লোকে আমাকে নৃশংস বলবে। কিন্তু বাবণেব দুষ্কর্মেব কথা শুনলে আমাব আচবণ সমর্থন কববে।

ইত্যবসবে বিভীষণ তাঁব মনেব দুর্বলতা কাটিযে উঠতে পেবেছেন। ধার্মিক বিভীষণেব মন অধার্মিক দুবৃর্ত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব প্রেতকর্ম কবতে ও সঙ্কুচিত হলো। ধার্মিক বিবেক অধার্মিক ভ্রাতাব প্রতি বিরূপ হযে উঠলো।

বিভীষণেব কথায বাম তুষ্ট হয়ে তাঁকে মৃত ভ্রাতাব প্রতি সব বিদ্বেষ ভাব ভুলে গিযে তাঁব প্রেত কর্ম কবতে অনুবোধ কবলেন।

পবে বামেব কথায় সন্মত হয়ে তিনি বাজোচিত আড়ম্ববে (বাবণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) বাবণেব দাহকার্য সম্পন্ন কবে তর্পণ কবলেন।

অতঃপব বাম লঙ্কাবাজ্যে বিভীষণেব অভিষেক সম্পন্ন কবলেন। বাজ্য লাভ কবে সন্তুষ্ট হয়ে বিভীষণ মাঙ্গলিক বস্তু দই, অক্ষত, মোদক, লাজ ও পুষ্প দিযে বাম ও লক্ষ্মণকে আপ্যায়িত কবেন। বাম প্রীতিব সঙ্গে সেই সমস্ত মঙ্গল দ্রব্য গ্রহণ কবলেন।

তাবপব বাম, হনুমানকে লঙ্কায় গিয়ে বিভীষণেব অনুমতি নিয়ে সীতাকে বাবণেব মৃত্যু সংবাদ ও বাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবেব কুশল বার্তা জ্ঞাপন করতে বললেন।

বাম হনুমানেব নিকট হতে সীতাব সংবাদ শুনে বিভীষণকে পাঠিযে সীতাকে অশোক বন হতে তাঁব নিকট আনবাব ব্যবস্থা কবলেন। সীতা স্নান না কবেই স্বামীকে দর্শন কবতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিভীষণ বামেব আজ্ঞা সীতাকে জানিযে বললেন তিনি স্নানান্তে মূল্যবান পবিধেয বস্ত্র পবে দিব্য অঙ্গবাগে ভূষিত হয়ে বামেব সমীপে উপস্থিত হবেন।

সীতাব অগ্নি পবীক্ষাব পব বাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন কববার ইচ্ছা প্রকাশ কবলে বিভীষণ বামকে বললেন—অলঙ্কাবণে নিপুণা, বমণীবা আপনাব অঙ্গবাগ কববাব জন্য সুগন্ধি তৈল, অঙ্গবাগ বস্ত্র, অলঙ্কাব, চন্দন এবং বহুবিধ দিব্য মাল্য নিয়ে উপস্থিত। অনুমতি পেলে তাবা আপনাকে যথাবিধি স্নান কবাবে।

বাম সুগ্রীব প্রভৃতি বীব বানবদেবও স্নানেব জন্য নিমন্ত্রণ কবতে বিভীষণকে বললেন। ভবতকে না দেখা পর্যন্ত স্নান বা অন্য কিছুতে তিনি মন দিতে পাবছেন না জানালেন। ববং দ্রুত অযোধ্যায প্রত্যাবর্তনেব ব্যবস্থা করতে বললেন।

বিভীষণ বললেন, আমি অতি শীঘ্র আপনাকে অযোধ্যায নিয়ে যাব। আমাব ভ্রাতা কুবেবেব পুষ্পক বথে আপনাকে একদিনেই পৌঁছিযে দেব। যদি আপনি আমাকে স্নেহ কবেন, তবে লক্ষ্মণ ও বৈদেহী সহ সসৈন্যে কয়েকদিন আমাদেব আতিথ্য গ্রহণ কবে সর্ব প্রকাব সুখ ভোগ করুন। তাবপব অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করুন।

রাম এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। কাবণ তিনি জননী কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেযী সখা গুহ, সুহৃদবর্গ, পুববাসী ও জনপদবাসীদেব দেখবাব জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

অতঃপর বিভীষণ মণিমুক্তা খচিত পুষ্পক রথ এনে বামেব আর

কি আদেশ আছে জানতে চাইলেন। বাম তাঁকে বানরদেব ধনরত্ন দিয়ে সন্তুষ্ট কবতে বললেন। কারণ বানবদেব জন্যই তিনি বাজ্য পেয়েছেন। বামেব ইচ্ছানুসাবে বিভীষণ বানবদেব ধনবত্ন দান করে আনন্দিত কবলেন।

বাম অযোধ্যায প্রত্যাগমনেব জন্য অনুমতি চাইলে বিভীষণ ও সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি পুটে বললেন, আমবা আপনাব সঙ্গে অযোধ্যায যাবো। আপনাব অভিষেক দেখে কৌশল্যা দেবীকে প্রণাম কবে ফিবে আসবো।

বামেব অনুমতি পেযে সকলে সেই বথে চড়লেন, বামেব অভিষেক সমাপান্তে বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতি অনেক উপহাব সহ নিজ নিজ দেশে যাত্রা কবলেন। অযোধ্যায় ভবত বিশেষ রূপে বিভীষণকে অভ্যর্থনা কবেন।

দীর্ঘকাল পব বামের অশ্বমেধ যজ্ঞে আমন্ত্রিত হযে লঙ্কাপতি বিভীষণ বন্ধুবান্ধব সহ অযোধ্যায পুনবায় আসেন। সেখানে তিনি উগ্র তপস্বী ঋষিদেব কিঙ্কবেব ন্যায় পবিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। যজ্ঞ সমাপান্তে বিভীষণ লঙ্কায় প্রত্যাগমন কবেন।

কৃত্তিবাসী বামাযণে বামেব মহাপ্রয়াণেব সঙ্কল্প শুনে বিভীষণ পুনরায অযোধ্যায গিয়েছিলেন, তিনিও বামেব অনুগমন কবতে চাইলে—

শ্রীবাম বলেন শুন বাজা বিভীষণ।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন॥
হইয়া লঙ্কার বাজা থাক-চাবি যুগ।
আব কিছু না বলহ আজি মোর আগে॥
শুন বলি তোমাবে যে পবন নন্দন।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন॥
যাবৎ আমাব নাম থাকিবে সংসাবে।
চন্দ্র সূর্য যতকাল জগতে প্রচাবে॥

তাবৎ থাকহ তুমি হইয়া অমর।
তোমাব প্রসাদে মুক্ত হয় চবাচর॥ (উঃ)

বিভীষণ বামেব আদেশ শিবোধার্য কবলেন।

বাল্মীকি রামায়ণে বানব ও বাক্ষসবা বামকে প্রণাম কবে বলল, মহাবাজ, আমবা আপনাব অনুগমন কববাব জন্য এসেছি, রাম বিভীষণকে বললেন, যে পর্যন্ত জীবগণ প্রাণ ধাবণ কববে, সেই পর্যন্ত তুমি দেহ ধাবণ কবে লঙ্কায় অবস্থান কববে। যে পর্যন্ত চন্দ্র, সূর্য পৃথিবী এবং লোক মধ্যে বাম কথা প্রচলিত থাকবে, ততকাল এই পৃথিবীতে তোমাব বাজ্য থাকবে। বন্ধুত্ব বশতঃই তোমাকে এরূপ আদেশ কবলাম। অতএব তুমি আমাব এই আদেশ পালন কবে ধর্মানুসারে প্রজাপালন কব। ইক্ষ্বাকুদের কুল দেবতা জগন্নাথেব আবাধনা কব। (আবাধয় জগন্নাথমিক্ষ্বাকু-কুলদৈবতম্।) তিনি আবও বললেন হনুমান ও বিভীষণ প্রলয় কাল পর্যন্ত এই পৃথিবীতে অবস্থান কববে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তেব "মেঘনাদ বধ কাব্যে" বাম যখন লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতকে বধ কববার জন্য পাঠাতে দ্বিধা কবছেন, লক্ষ্মণ তাঁকে স্মবণ কবিয়ে দিলেন যে সুবনাথ তাঁদেব সহায়। অতএব পৃথিবীতে কি ভয় তাঁব ?

লক্ষ্মণেব উত্তর শুনে বিভীষণ তাঁব এক অদ্ভুত স্বপ্নেব কথা বললেন—

যা কহিলা সত্য, বাঘবেন্দ্র বথী
দুবন্ত কৃতান্ত-দূত-সম পবাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোবা তাবে॥
স্বপনে দেখিনু আমি, বঘুকুল মণি।
বক্ষঃকুল—রাজলক্ষ্মী; শিবোদেশে বসি,
উজলি শিবিব, দেব বিমল—কিরণে,

কহিলা অধীনে সাধ্বী,—'হায়। মত্ত মদে
ভাই তোব, বিভীষণ! এ পাপ সংসাবে
কি সাধে কবি বে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি। কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেবে তাবা? কিন্তু তোব পূর্ব কর্মফলে
সুপ্রসন্ন তোব প্রতি অমব, পাইবি
শূন্য বাজ সিংহাসন ছত্রদণ্ড সহ,
তুই। বক্ষঃকুলনাথ—পদে আমি তোবে
কবি অভিষেক আজি বিবিধ বিধানে,
যশস্বি। মাবিবে কালি সৌমিত্রি কেশবী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে, সহায় হইবি
তুই তাব দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
বে ভাবী কর্ব্বুবাজ। উঠিনু জাগিয়া—
স্বর্গীয় সৌবভে পূর্ণ শিবিব দেখিনু;
স্বগীয় বাদিত্র, দূবে শুনিনু গগনে
মৃদু। শিবিবেব দ্বাবে হেবিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যে ৰূপমাধুবী!
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনী ৰূপী
কববী; ভাতিছে কেশে বত্নবাশি,—মবি
কি ছাব তাহাব কাছে বিজলীব ছটা
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা। বহুক্ষণ বহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ—নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোবথ, আব মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন, দাশবথি বথি! এ সকল কথা
মন দিযা। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,

যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
বাবণি। হে নবপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ। ইষ্ট সিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমাব, বাঘব শ্রেষ্ঠ! কহিনু তোমারে।

বস্তুতঃ বিভীষণ ধর্মেব জন্য বামেব পক্ষ অবলম্বন করেননি। লঙ্কাব সিংহাসনই ছিল তাঁব লক্ষ্য। এবং স্বপ্নাদেশ তাঁবই অনাবিষ্কৃত মনোবাসনার একটি প্রতিবিম্ব মাত্র।

বাম প্রত্যুত্তবে সজল নয়নে বললেন—
"স্মবিলে পূর্বেব কথা, বক্ষঃকুলোত্তম!
আকুল পবাণ কাঁদে। কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ- বতনে আমি এ অতল জলে?
হায়, সখে মন্থবা কুপন্থায যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয়, ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্য বক্ষা হেতু; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
বাজ্য ভোগ প্রিযতম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে।
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা, উচ্চৈ অববোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ;—পৌবজন যত—
কত যে সাধিলা সবে, কি আব কহিব?
না মানিল অনুবোধ; আমাব পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হবষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
. ...
নাহি কাজ, মিত্রবব! সীতায় উদ্ধাবি।
ফিবি যাই বনবাসে। দুর্বাব সমবে,
দেব—দৈত্য নর ত্রাস, বথীন্দ্র বাবণি।
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র, বিশাবদ রণে

অঙ্গদ সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হন্ ;
ভীম পরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা ;
ধূম্রাক্ষ, সমর ক্ষেত্রে ধূমকেতুসম
অগ্নিরাশি, নল, নীল , কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর ; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য , তুমি মহারথী ,—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষসপুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা ।”

কবি মাইকেল তাঁর “মেঘনাদবধ কাব্যে” রামকে খুবই দুর্বল চিত্তের পুরুষ রূপে চিত্রিত করেছেন। তাই তিনি কাপুরুষের মত অনুগত ভ্রাতাকেই কেবল যুদ্ধ হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করছেন না অন্য দিকে তিনি বার বার ইন্দ্রজিতের শক্তির প্রশংসা করছেন।

লঙ্কায় প্রবেশ করে লক্ষ্মণ বিভীষণকে বললেন—

“—অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা কার ভবতলে ?

বিভীষণ বিষাদে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—

—যা কহিলা সত্য,শূরমণি।
এ হেন বিভব হায়, কার ভবতলে ?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি-
সাগর তরঙ্গ যথা, চল ত্বরা করি।
রথিবর। সাধ কাজ বধি মেঘনাদে ,
অমরতা লভ দেব, যশঃ সুধা পানে।

কবি মধুসূদন কেবল রামকেই কাপুরুষ ও দুর্বল চিত্ত রূপে অঙ্কিত করেননি। তিনি ধার্মিক বিভীষণকেও হৃদয় হীন লোভী রূপে অঙ্কিত করেছেন।

বিভীষণকে লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখে ইন্দ্রজিৎ যখন তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন, (ইন্দ্রজিৎ চরিত্র দ্রষ্টব্য) তখন বিভীষণ উত্তর দিলেন—

নহি দোষী আমি, বৎস ! বৃথা ভৎস মোরে
তুমি। নিজ কর্ম দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক লঙ্কা, মজিলা আপনি।
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী , প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল সলিলে।
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে ?

বিভীষণের এই যুক্তি কিন্তু ইন্দ্রজিতের কাছে টিকলো না। ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিলেন

ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ। বিখ্যাত জগতে
তুমি ,—কোন ধর্ম্মমতে, কহ দাসে শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব; জাতি এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ! শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীণ স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন-শ্রেয়ঃ, পরঃ পর সদা।
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর ! কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জিতে তোমা। হে সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ নীচ সে দুর্মতি।

ইন্দ্রজিৎ কেবল মহাশক্তিশালী নন। তিনি ধর্মজ্ঞও বটে। তাই এমন পবিচ্ছন্ন ভাবে গুণবান পবজন ও গুণহীন স্বজনেব ব্যাখ্যা কবেছেন। স্বদেশ প্রেমিক বীব ইন্দ্রজিৎ ধর্মজ্ঞ খুল্লতাতব দাস্য মনোভাব কোন প্রকাবে সহ্য কবতে পাবছিলেন না বলেই এমন ভাবে খুল্লতাতকে ভৎর্সনা কবেছেন।

ইন্দ্রজিৎ নিহত হলে কবি মধুসূদন বিলাপেব মাধ্যমে বিভীষণেব মুখে ইন্দ্রজিতেব গুণ ও শক্তিব প্রশংসা কবেছেন—।

সুপট, শয়নশাযী তুমি। ভীমবাহু।
সদা কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ?
কি কহিবে বক্ষোবাজ হেবিলে তোমাবে
এ শয্যায ? মন্দোদবী, বক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দবী ?
সুববালা গ্লানি ৰূপে দিতি সুতা যত
কিঙ্কবী ? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী ?
কি কহিবে বক্ষঃকুল ? চূড়ামণি তুমি
সে কুলেব ? উঠ, বৎস, খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেননা শুনিছ,
প্রাণাধিক। উঠ বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুবোধে দ্বাব। যাও অস্ত্রালয়ে
লঙ্কাব কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে।
হে কর্বুব কুলগর্ব। মধ্যাহ্নে কি প্রভু
যান চলি অস্ত্রাচলে দেব অংশুমালী
জগৎ—নয়নানন্দ ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি ! আজি পড়ি হে ভূতলে ?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমাবে,
গর্জে গজবাজ, অশ্ব হ্রেষিছে ভৈববে,
সাজে বক্ষ অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা বণে।

নগব—দুযাবে অবি, উঠ, অবিন্দম !

এ বিপুল—কুলমান বাখ এ সমবে।"

মহাভাবতে সভাপর্বে যুধিষ্ঠিব যখন বাজসূয যজ্ঞ কববেন স্থিব কবলেন, তখন ভ্রাতাদেব বিভিন্ন বাজাদের থেকে কব আদায়ের জন্য বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছিলেন। তখন যুধিষ্ঠিবেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাদ্রীপুত্র সহদেব ঘটোৎকচকে বললেন, তুমি লঙ্কাপুবীতে গিয়ে বাক্ষসবাজ বিভীষণেব সঙ্গে দেখা কবে বাজসূয় যজ্ঞেব জন্য বিবিধ ও বহু প্রকাব বত্ন সমূহ গ্রহণ কবে এখানে প্রত্যাগমন কব।

ঘটোৎকচ লঙ্কায ইন্দ্রেব প্রাসাদেব ন্যায় বাজপ্রাসাদে গিযে দ্বার-পালকে বলল পাণ্ডুপুত্র সহদেব কুরুবাজ যুধিষ্ঠিবেব জন্য কব গ্রহণেব জন্য আমাকে দূতরূপে লঙ্কাধিপতিব নিকট পাঠিয়েছেন। আপনি শীঘ্র তাঁব সঙ্গে আমাবে সাক্ষাৎ কবিয়ে দিন।

বিভীষণেব নির্দেশে ঘটোৎকচকে অনতিবিলম্বে তাঁব সমীপে নিয়ে যাওয়া হল। বাজভবনে প্রবেশ করেই ঘটোৎকচ বিভীষণেব মন্দিব দেখলেন। কৈলাস পর্বতেব ন্যায উজ্জ্বল সেই মন্দির, মন্দিবেব বহির্দ্বাব তপ্ত কাঞ্চন নির্মিত। চতুর্দিক প্রাচীবে ঘেরা এবং অনেক বহির্দ্বাবে সুশোভিত, নানাবত্ন সমন্বিত বহু হর্ম্য ও প্রাসাদে পূর্ণ ছিল। মণিমুক্তা বিভূষিত সিংহাসনে বাজা বিভীষণ উপবিষ্ট।

ঘটোৎকচ তাঁকে বন্দনা কবলেন। তখন বিভীষণ তাঁকে দেখলেন। জিজ্ঞেস কবলেন যে রাজা আমাব নিকট হতে কব গ্রহণেব ইচ্ছা কবছেন, তিনি কাব বংশে জন্ম গ্রহণ কবেছেন? (কস্য বংশে তু সঞ্জাতঃ কবমিচ্ছন মহীপতিঃ।) তাঁর অনুজদেব সঙ্গে তাঁদেব সকলেব এবং তাঁব দেশ ও গ্রাম, আপনাব নিজেব পবিচয় ও যে কাজেব জন্য কব গ্রহণ কবতে এসেছেন, সে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আপনি বিস্তৃত ভাবে ও পৃথক পৃথক রূপে আমাকে বলুন।

উত্তবে ঘটোৎকচ পঞ্চপাণ্ডবেব পবিচয় দিয়ে জানালেন চন্দ্রবংশে পাণ্ডু নামে মহাবলশালী এক রাজা ছিলেন। পাণ্ডুব পাঁচ পুত্র।

তাঁবা সকলেই ইন্দ্রেব ন্যায পবাক্রমশালী। তাঁদেব মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি ধর্মপুত্র নামে খ্যাত।

এই ভাবে ঘটোৎকচ পঞ্চ পাণ্ডবেব পবিচয় দিয়ে-পবে আত্ম-পবিচয় দিয়ে বললেন, আমাব নাম ঘটোৎকচ, আমি মহাশক্তিশালী ভীমেব পুত্র, আমার মাতা বাক্ষসকুল জাতা ও মহাভাগ্যবতী হিড়িম্বা নামে প্রসিদ্ধা, আমি পঞ্চ পাণ্ডবদের উপকাব কববার জন্য এই পৃথিবীতে বিচবণ কবি। মহাবাজ যুধিষ্ঠির সমগ্র পৃথিবীব বাজা হয়েছেন। তিনি ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজস্য় যজ্ঞ কববার উদ্যোগ কবেছেন এবং তিনি কব গ্রহণেব জন্য ভ্রাতাদেব দিকে দিকে পাঠিয়েছেন।

বিভীষণ ঘটোৎকচেব নিকট হতে সব শুনে সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁব (যুধিষ্ঠিব) শাসন স্বীকাব কবে নিলেন। এবং বিচিত্র ও বহুমূল্য নানা ভূষণ, মনোহব প্রবাল ও বিচিত্র ধবনেব বহু মণি-কাঞ্চন নির্মিত ভাণ্ড, কলস ও ঘট, বিচিত্র কড়াই ও সহস্র সংখ্যক জলপাত্র কব হিসাবে প্রদান কবলেন। বিচিত্র বহু বজত পত্র এবং মণিমুক্তা দ্বাবা বিচিত্রিত ও স্মুবর্ণ চিত্রিত শস্ত্র সমূহ প্রদান কবলেন। তিনি প্রচুব মূল্যবান ও স্মুন্দব বস্ত্র সামগ্রী ও বত্ন সহদেবের সঙ্গে পাঠালেন। বিভীষণেব অনুচব নিশাচবগণ এ সমস্ত মূল্যবান বত্ন সামগ্রী, গাভী, ছাগল ইত্যাদি অসংখ্য পশু যুধিষ্ঠিবেব নিকট পৌঁছিয়ে দিল।

বাম যে বিভীষণকে অমবত্ব বব দিয়েছিলেন, সেই বরেই দ্বাপর যুগেও বিভীষণকে লঙ্কায় বাজত্ব কবছেন দেখা গেল।

মহাকাব্যে কর্ণ চরিত্রের মত এমন অসামঞ্জস্য চরিত্র মহাভারতে বিরল। কর্ণ চরিত্র—জটিল চরিত্র। তাঁর জন্মক্ষণ হতে এই জটিলতার সুরু। এই জট উন্মোচিত হয়—যখন কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে, তিনি বীর গতি লাভ করেন। এই অমর মহাকাব্যের "স্ত্রী পর্বে' জননী কুন্তী এতকাল বুকের অন্তরালে যে সত্যকে অতি সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছিলেন, শোকের আবেগে তা আর চেপে রাখতে পারলেন না। পুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট তিনি তা প্রকাশ করলেন।

কর্ণের এ জন্ম রহস্য "The heel of Achilles"র মত তাঁর অনন্যসাধারণ বলিষ্ঠ জীবন ও চরিত্রে এক চরম দুষ্ট ক্ষত হয়েছিল। মহাভারত মহাকাব্যে কর্ণ চরিত্র শৌর্যে, বীর্যে, দানে, ক্ষমায় এবং রূপ লাবণ্যে এতই মুগ্ধ করে যে মনে হয় কর্ণই—যুধিষ্ঠির নয়—মহাভারত মহাকাব্যের অবিসংবাদিত নায়ক।

কর্ণের জন্ম লগ্নের সঙ্গে গ্রীক কবি হোমারের মহাকাব্য ইলিয়ডের Trojan দের পক্ষে অন্যতম বীর Paris এর জীবনের কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। Paris ট্রোজানের রাজা Priam ও রাণী Hecubaর দ্বিতীয় সন্তান। Paris এর জন্মক্ষণে দৈববাণী হয়েছিল তাঁদের এই সন্তান কুলক্ষয়ী হবে। এই দৈববাণীতে বিশ্বাস করে রাজা Priamও তাঁর সন্তান Parisকে Mount Idaতে রেখে আসেন। এক মেষপালক ও বনদেবী Parisকে প্রতিপালন করে। Parisএর জন্যই ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছিল। কর্ণের জন্মক্ষণে তেমন কোন দৈববাণী যদিও হয়নি, তবু ভাগ্য বিপর্যয়ে তিনি মাতা কুন্তী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সারথি অধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধার দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছিলেন। এই কর্ণের পরামর্শ ও সহায়তা পেয়েই দুর্যোধন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়ী হবার বাসনায় যুদ্ধ সুরু করে কৌরব বংশ ধ্বংস করেন। কর্ণই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য দায়ী। এই দুই চরিত্রে—এই টুকু মাত্র সাদৃশ্য। শৌর্যে; বীর্যে, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেক। বরং Paris এর অগ্রজ

বীর Hector ও গ্রীক মহারথী Achilles বীরত্বে কর্ণের সমকক্ষ।

কুমারী কুন্তীর গর্ভে কর্ণের এভাবে জন্মও দেবতাদের ইচ্ছা প্রণোদিত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হলে, মৃতদের জন্য তর্পণ করবার সময় যুধিষ্ঠির জানতে পারলেন, সূতপুত্র কর্ণ তাঁর সহোদর অগ্রজ। এ সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে যখন তিনি কর্ণের জন্য শোকাকুল হলেন, তখন বক্তা শ্রেষ্ঠ নারদ তাঁকে বললেন,—

ক্ষত্রং স্বর্গং কথং গচ্ছেচ্ছস্ত্রপূতমিতি প্রভো।
সংঘর্ষজননস্তস্মাৎ কন্যা গর্ভে বিনির্মিতঃ॥
স বালস্তেজসা যুক্তঃ সূতপুত্রত্বমাগতঃ। (শা) ২।৪-৫

—প্রভু (যুধিষ্ঠির) অস্ত্রাঘাতে পবিত্র করে কি ভাবে ক্ষত্রিয়দের স্বর্গে আনা যায়, এ উদ্দেশ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ ঘটাতে পারে এক ব্যক্তি কুন্তীর কন্যা গর্ভে জন্ম নেবে এই নির্দিষ্ট হলো। (অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে নিহত করে কি ভাবে স্বর্গে আনা যায় এই সমস্যা দেবতাদের উৎকণ্ঠিত করলো। স্থির হলো সূর্যের ঔরসে কুন্তীর কন্যাগর্ভে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ বাধাবার জনক জন্ম নেবে। এ সংঘর্ষে পৃথিবীর ক্ষত্রিয়রা ব্যাপৃত থেকে নিহত হবে, এবং যুদ্ধে নিহত ক্ষত্রিয়ের স্বর্গ লাভ সুনিশ্চিত। এ জন্য কর্ণের কন্যা গর্ভে জন্ম।) সেই তেজস্বী বালক সূতপুত্র রূপে জগতে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

সূর্য্যাচ্চ কুন্তিকন্যায়াং জজ্ঞে কর্ণো মহাবলঃ।
সহজং কবচং বিভ্রৎ কুণ্ডলোদ্দ্যোতিতাননঃ॥ (আঃ) ৬৩।৯৮

—কুন্তী যখন অনূঢ়া তখন তাঁর গর্ভে সূর্যদেবের ঔরসে মহাবলশালী কর্ণের জন্ম হলো, তিনি জন্মকালে কবচ ধারণ করে ও কুণ্ডলে নিজ মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে যেন আবির্ভূত হলেন।

কর্ণের জন্ম কাহিনীতে বলা হয়েছে- ভোজরাজ দুহিতা কুন্তী পিতার ঘরে অতিথিদের সেবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। একদিন

ঋষি দুর্বাসা অতিথি হয়ে আসলে কুন্তী পরম সমাদরে তাঁর সৎকার করেন। তাতে ঋষি অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং কুন্তীকে একটি মন্ত্র উপদেশ দিয়ে বললেন—

যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণাবহয়িষ্যসি।
তস্য তস্য প্রসাদাৎ ত্বং দেবি পুত্রান্ জনয্যসি॥ (আঃ) ৬৭।১৩৫

—এ মন্ত্র দ্বারা তুমি যে যে দেবতাকে আহ্বান করবে, তাঁদের কৃপায় তুমি সেই সেই দেবতার ঔরসে পুত্র লাভ করবে।

এবমুক্তা চ সা বালা তদা কৌতুহলান্বিতা।
কন্যা সতী দেবমর্কমাজুহাব যশস্বিণী॥ (আঃ) ৬৭।১৩৬

—ঋষি দুর্বাসা এরূপ মন্ত্র উপদেশ দিলে সাধ্বী ও যশস্বিনী কুন্তী কন্যা বয়সে কৌতূহলী হয়ে সূর্যকে আহ্বান করলেন।

প্রকাশকর্ত্তা ভগবানংস্তস্যাং গর্ভং দধৌ তদা।
অজীজনৎ সুতং চাস্যাং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্॥ (আঃ) ৬৭।১৩৭

—ভগবান সূর্যকে আহ্বান করলে তিনি তাঁর মধ্যে গর্ভ সঞ্চার করলেন এবং সর্বশস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক পুত্র জন্ম দিলেন।

সকুণ্ডলং সকবচং দেবগর্ভশ্রিযান্বিতম্।
দিবাকরসমং দীপ্ত্যা চারুসর্বাঙ্গভূষিতম্॥ (আঃ) ৬৭।১৩৮

—সে পুত্র কবচ ও কুণ্ডল সহ দেব সন্তানদের মত সুশ্রী সূর্যের মত দীপ্তি ও সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন।

নিগূহমানা জাতং বৈ বন্ধুপক্ষভযাৎ তদা।
উৎসসর্জ জলে কুন্তী তং কুমারং যশস্বিনম্॥ (আঃ) ৬৭।১৩৯

—কুন্তী তখন জ্ঞাতিদের মধ্যে এ ঘটনাকে গোপন করবার জন্যে যশস্বী সেই সন্তানকে জলে ফেলে দিলেন।

তমুৎসৃষ্টং জলে গর্ভে রাধাভর্তা মহাযশাঃ।
রাধাযাঃ কল্পয়ামাস পুত্রং সোঽধিরথস্তদা॥ (আঃ) ৬৭।১৪০

—রাধার স্বামী যশস্বী অধিরথ জলে উৎক্ষিপ্ত এ সন্তানকে অপুত্রক রাধার কাছে দিল।

যেহেতু কুন্তীর কুমারী কালে কর্ণ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাই কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম কর্ণের সব রকমের অভিমান ও অহমিকাকে খণ্ডিত করে বলেছিলেন—

জাতোঽসি ধর্মলোপেন ততস্তে বুদ্ধিরীদৃশী ॥
নীচাশ্রয়ান্মৎসরেণ দ্বেষিণী গুণিনামপি।
তেনাসি বহুশো রুক্ষং শ্রাবিতঃ কুরুসংসদি॥ (ভীঃ) ১২২।১৩

—ধর্মভঙ্গ করে তোমার জন্ম। এই জন্য তোমার বুদ্ধিও সেই প্রকার, নীচ লোকের আশ্রয়ে তুমি পরশ্রীকাতর, এবং গুণীদের ঈর্ষা করে থাক। এই সব কারণে কৌরব সভায় তোমাকে বহুবার কটু কথা বলেছি।

দাতা কর্ণ যাঁর অপর নাম, কৃতজ্ঞতা যাঁর বুকের পাঁজরে পাঁজরে এমন কর্ণকে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের এমন নির্দয় ভাবে আঘাত করার কোন যৌক্তিকতা ছিল কিনা বিচার্য।

কর্ণের মত একটি আদর্শ ধার্মিক, মহৎ চরিত্রের পরিণতি কেন এত নিম্নগামী ও ধ্বংসোন্মুখ হল তা জানতে হলে কর্ণের জন্মকাহিনী লক্ষ্যণীয়। কর্ণকে দিয়ে দেবতারা ভীষণ সংগ্রাম ঘটাবার জন্যই তাঁর এমন জন্ম ঘটিয়েছিলেন—তা পূর্বেই দেখেছি। তবু জননী কুন্তীর কুমারী কালে তার জন্ম হলেও—তাঁর সে জন্ম বীরত্বের ও সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় স্বরূপ—কবচ ও উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় বয়ে এনেছিলো।

কর্ণ সম্বন্ধে লোমশ মুনি তাঁর মতামত প্রকাশ করে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—

কর্ণ সত্যসন্ধ, মহোৎসাহী, মহাবীর্যবান এবং মহাবলশালী। সে মহাযুদ্ধ বিশারদ। সংগ্রামে অতুলনীয়, মহাধনুর্দ্ধর, পরম সুন্দর, বীর এবং মহা-শাস্ত্রবিদ। সূর্য নন্দন কর্ণ মহেশ্বর পুত্র কার্তিকেয়ের ন্যায় শক্তিশালী।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ কর্ণকে উদ্দেশ্য করে অর্জুনকে বলেছেন :—

অবশ্যং তু ময়া বাচ্যং যৎ পথ্যং তব পাণ্ডব।
মাবমংস্থা মহাবাহো কর্ণমাহবশোভিনম্ ॥
কর্ণো হি বলবান্ দৃপ্তঃ কৃতাস্ত্রশ্চ মহারথঃ।
কৃতী চ চিত্রযোধী চ দেশকালস্য কোবিদঃ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাচ্ছৃণু পাণ্ডব।
ত্বৎসমং ত্বদ্বিশিষ্টং বা কর্ণং মন্যে মহারথম্ ॥ (কঃ) ৭২।২৫-২৮

—হে পাণ্ডব, যা তোমাব হিতকব তা বলা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য। কর্ণ বলবান, তেজস্বী, অস্ত্র বিশাবদ, মহারথ, কৌশলজ্ঞ, বহু প্রকাব সংগ্রামে অভিজ্ঞ ও দেশ কাল সম্বন্ধে পণ্ডিত। বেশী আব কি বলবো। সংক্ষেপে এটাই জেনো যে মহাবথ কর্ণকে আমি তোমার সমান বা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীব বলে মনে কবি।

কর্ণ সম্বন্ধে লোমশ মুনি বা শ্রীকৃষ্ণ একটুও অত্যুক্তি কবেননি। পাঠকবর্গ কর্ণেব সঙ্গে প্রথম পবিচিত হলেন বাজকুমাবদেব বঙ্গ-ভূমিতে। কর্ণ কি ভাবে বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করছেন, তাব বর্ণনা থেকে কর্ণেব একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়।

বাজকুমাবদেব অস্ত্র কৌশল প্রদর্শনী শেষ হয়েছে। বণবাদ্য স্তিমিত প্রায়। তখন বঙ্গভূমিব দ্বাবদেশে প্রবল পবাক্রম সূচক বজ্র নির্ঘোষেব ন্যায় বলিষ্ঠ বাহু নিষ্পেষণে উদ্ভূত এক ভীষণ শব্দ শোনা গেল। দর্শকদেব ভ্রম হলো হয়ত কোন পর্বত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বিদীর্ণ হচ্ছে অথবা মেঘ গর্জনে আকাশ ধ্বনিত হচ্ছে। বক্ষে সহজাত কবচ কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় হাতে ধনু কটিদেশে তববাবি এক পাদচাবী পর্বতেব ন্যায় তিনি রঙ্গভূমিতে ঢুকলেন। তাঁকে মহা যশস্বী বিশাল বিস্তৃত আঁখি (পৃথু লোচনঃ) শত্রু হন্তা তীক্ষ্ণ বশ্মি বিশিষ্ট সূর্যের অংশেব মত দেখাচ্ছিল। সিংহ ও গজেব ন্যায় তাঁব বলবীর্য দীপ্তি কান্তি দ্যুতিতে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় দেখাচ্ছিল, শবীব উন্নত।

কবিব বর্ণনায় একদিকে যেমন কর্ণেব শৌর্য, বীর্যেব নিখুঁত ছবি

পাওয়া যায় অন্যদিকে অনুপম অঙ্গ সৌষ্ঠবের এক মধুর ছবি দেখা যায়। সৌন্দর্যের ও শৌর্যের এ রকম সমাবেশ মহাভারত কাব্যের বীরদের মধ্যে অতি বিরল। গ্রীক পৌরাণিক কাব্যে ইলিয়ডের রাজা Priamর পুত্র Parisর মত কর্ণের সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব ছিল।

পঞ্চপাণ্ডবের সহোদর ভাই হয়েও মানব সমাজে বা রাজসভায় কর্ণের পরিচয় 'সূতপুত্র'। রঙ্গভূমিতে রাজকুমারদের ও সহোদর ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। অর্জুনের কলা কৌশল ক্রিয়া রঙ্গ-ভূমিতে উপস্থিত দর্শকদের চমৎকৃত ও উল্লসিত করে তুললো। ঠিক সেই মুহূর্তে সহজাত কবচ ও কর্ণে কুণ্ডলদ্বয় শোভিত কর্ণ রঙ্গভূমিতে ঢুকলেন। দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যকে প্রণাম করে তিনি চারদিকে তাকাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে কর্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করে বললেন—

পার্থ যৎ তে কৃতং কর্ম বিশেষবদহং ততঃ।

কবিষ্যে পশ্যতাং নৃণাং মাত্মনা বিস্ময়ং গমঃ॥ (আঃ) ১৩৫।৯

—পার্থ, তুমি যে সব অস্ত্র কৌশল দেখিয়ে গর্ব অনুভব করছ, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমিও ঐ সব দর্শকদের দেখাতে পারি।

অতঃপর গুরু দ্রোণের অনুমতি পেয়ে কর্ণ অর্জুনের প্রদর্শিত যাবতীয় রণ কৌশল সেই রঙ্গভূমিতে দেখালেন। কুরুকুল কর্ণের এ প্রদর্শনীকে অভিনন্দন জানালো। পাণ্ডু পুত্ররা এ প্রসঙ্গে দুর্যোধনের উক্তিতে অর্জুনকে হেয় করা হলো বলে মনে করলেন। তখন অর্জুন কর্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—অনাহূত ব্যক্তি এসে অযথা বাক্য ব্যয় করলে যে লোক পায়, তুমি আমার হাতে সেই লোক পাবে।

ধীর নম্রভাবে কর্ণ উত্তরে বললেন, পার্থ রঙ্গভূমি সর্ব সাধারণের, এতে তোমার আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। অযথা আক্ষেপ করছ কেন? শর দিয়ে কথা বল। আমি শরের দ্বারা

তোমাব মস্তক হবণ কবব। কর্ণের উত্তরে অর্জুন গুরুব অনুমতি নিয়ে যুদ্ধেব জন্য কর্ণের দিকে অগ্রসব হলেন। কর্ণও প্রস্তুত। তখন কৃপাচার্য উভয়কে লক্ষ্য কবে বললেন, কর্ণ, অর্জুন কুন্তীর গর্ভজাত পাণ্ডুব পুত্র। তোমাব বংশ পরিচয় দাও। কারণ কুলশীল সমকক্ষ না হলে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হতে পাবে না। যাব কুল ও সদাচাবের কোন পবিচয় নাই, বাজপুত্ররা তাব সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ কবে না।

কৃপাচার্যের এই কথা শুনে

এবমুক্তস্য কর্ণস্য ব্রীড়াবনতমাননম।
বভৌ বর্ষাম্বুবিক্লিন্নং পদ্মমাগলিতং যথা। (আঃ) ১৩৫।৩৪

—কর্ণেব মুখ বর্ষাব মেঘবর্ষনে ছিন্ন ভিন্ন শতদলেব ন্যায লজ্জায় অধোমুখ হলো।

কর্ণেব এই তীব্র লজ্জা দূব কবলেন দুর্যোধন (দুর্যোধন চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

বাজা হৈলে পার্থ যদি কবিবেক বণ।
আজ আমি কর্ণে বাজা কবিব এখন॥
অঙ্গদেশে কর্ণ আজি হবে দণ্ডধব। (আঃ)

অতঃপব ধৃতবাষ্ট্র ও ভীষ্মেব অনুমতি নিয়ে দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গদেশেব বাজা বলে অভিষিক্ত কবলেন। সুবর্ণ মুকুট, হাব, কেয়ুর, অঙ্গদ প্রভৃতি বাজ পবিচ্ছেদে তাঁব শোভা বর্দ্ধন কবে 'জয়' শব্দ উচ্চারণ কবে (জযশব্দোত্তবেণ চ) তাঁব মাথায় ছাতা ধবে ও উভয় পার্শ্বে ব্যজনেব দ্বাবা ব্যজন কবানো হলো। ব্রাহ্মণদেব বহু ধন দান কবে (বিপ্রেশ্চ প্রদত্তা হ্যমিতং বসু) তাঁদেব দিয়ে কর্ণেব স্তুতি গান কবালেন।

তখন কর্ণ দুর্যোধনকে সম্বোধন কবে বললেন, 'হে বাজশ্রেষ্ঠ, বলুন, অঙ্গবাজ্য প্রদানেব বিনিময়ে অনুরূপ আমি আপনাকে কি দিতে পাবি। আপনি যা বলবেন, আমি তাই কবব। দুর্যোধন বললেন

আমি তোমার নিবীড় বন্ধুত্ব (অত্যন্তং সখ্যমিচ্ছামীত্যাহ) ইচ্ছা করি।

দুর্যোধনের উত্তর শুনে কর্ণ বললেন, 'তাই হবে,। তখন উভয় উভয়কে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করলেন।

ঠিক সেই সময়ে কর্ণের পালিত পিতা অধিরথ লাঠি ভর করে কাঁপতে কাঁপতে 'কর্ণ' 'কর্ণ' ডেকে রঙ্গভূমিতে ঢুকলেন। পিতাকে দেখে পিতার গৌরব দেখাবার জন্য অভিষেক আর্দ্র মস্তকে (অভিষেকার্দ্রশিরাঃ) নত হয়ে পিতা অধিরথের পায়ে প্রণাম করলেন। 'পুত্র' 'পুত্র' বলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে অধিরথ কর্ণকে আলিঙ্গন করে মাথা আঘ্রাণ করে অশ্রু বারিতে কর্ণের সিক্ত মস্তক অধিকতর আর্দ্র করে দিলেন।

এ দৃশ্যে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন বুঝতে পারলেন কর্ণ সূতপুত্র। কর্ণকে সম্বোধন করে ব্যঙ্গ করে তিনি বললেন—

ন ত্বমর্হসি পার্থেন সূতপুত্র রণে বধম্।

কুলস্য সদৃশস্তূর্ণং প্রতোদো গৃহ্যতাম্ ত্বয়া॥ (আঃ) ১৩৬।৬

—সূতপুত্র, তুমি পার্থের সঙ্গে যুদ্ধ করে—মরণেরও যোগ্য নও। তোমার কুলের কাজ রথ চালনা। অতএব তুমি ঘোড়ার লাগাম হাতে নাও।

কুকুর যেমন হোমাগ্নির যজ্ঞীয় ঘি বা পশু মাংস খেতে পারে না (শ্বা হুতাশসমীপস্থং পুরোডাশমিবাধ্বরে) তেমনি তুমিও অঙ্গরাজ্য ভোগ করবার উপযুক্ত নও।

ভীমের এই প্রকার ব্যঙ্গোক্তিতে কর্ণের ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে একবার সূর্যের দিকে তাকালেন। (গগনস্থং বিনিঃশ্বস্য দিবাকরমুদৈক্ষত)

The future destiny of the child is always the work of the mother—Napoleon এর এই উক্তিটি কর্ণ চরিত্রে প্রযোজ্য। যে জন্মের জন্য কর্ণ দায়ী নন, তারই জন্য সভামধ্যে তিনি

যে লাঞ্ছিত হচ্ছেন, হয়ত সেই দুঃখে জন্মদাতা সূর্যের প্রতি ক্ষুব্ধ অভিমানে কর্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে উপরের দিকে অর্থাৎ সূর্যের দিকে তাকালেন। সত্যিই কুন্তী পরিত্যক্ত পুত্র কর্ণ হতভাগা।

ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা !! এই অন্যায় অযথা আঘাতে কর্ণকে বার বার কেবল বিদ্রূপ ও অবমাননার শিকার হতে হয়েছে। কর্ণ এ অমূলক কলঙ্কের কোন প্রতিবাদ করলেন না। তিনি মূক হয়ে রইলেন। 'সূতপুত্র' আখ্যার অপমান তাঁকে আঘাতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ রঙ্গভূমিতে সর্ব সমক্ষে তিনি তাঁর পিতা অধিরথকে পিতার যোগ্য সম্মান দেখাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করলেন না। রঙ্গভূমিতে অধিরথের এই ভাবে আগমন তাঁকে কিছুমাত্র অপ্রতিভ করেনি। ভীমের কটূক্তিতে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, বৃকোদর এভাবে কথা বলা তোমার উচিত হয়নি। ক্ষত্রবন্ধুর মধ্যে বলই শ্রেষ্ঠ (ক্ষত্রিয়াণাং বলং জ্যেষ্ঠং)। প্রয়োজন হলে ক্ষত্রিয় বন্ধুর (হীন ক্ষত্রিয়র) সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। বীর ও নদী সমূহের উৎপত্তি স্থান দুর্জ্ঞেয় (শূরানাঞ্চ নদীনাঞ্চ দুর্বিদা প্রভবাঃ কিল)।

অতঃপর দুর্যোধন প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের জন্ম রহস্য প্রকাশ করে রঙ্গভূমির সকলকে জানালেন যে, অগ্নির জন্ম জল হতে। বজ্র জন্মেছে দধীচির অস্থি হতে, কার্ত্তিকেয়, অগ্নি, কৃত্তিকা, রুদ্র ও গঙ্গা এ চারজনের পুত্র, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়জাত, শস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য কলস হতে, কৃপাচার্যের জন্ম শরস্তম্ব। তারপর ভীমকে সম্বোধন করে দুর্যোধন বললেন তাঁদের জন্ম কথাও তাঁর জানা আছে।

ভীমকে উদ্দেশ্য করে দুর্যোধন আরও বললেন—

সকুণ্ডলং সকবচং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্।
কথমাদিত্যসদৃশং মৃগী ব্যাঘ্রং জনিষ্যতি॥ (আঃ) ১৩৬।১৬

—মৃগী যেমন কোন বাঘকে জন্ম দিতে পারে না, তেমন সহজাত কবচ ও কুণ্ডল শোভিত সর্ব সুলক্ষণের অধিকারী সূর্য সদৃশ কর্ণকে

কোন সূতজাত নারী প্রসব করতে পারে না। (দুর্যোধন চরিত্র দ্রষ্টব্য)

কর্ণের জন্ম সম্বন্ধে দুর্যোধনের এই অভিমত যে কত সত্য তা কর্ণ চরিত্র হতে অবগত হতে পারা যাবে।

দুর্যোধন ভীমকে আরও বললেন, অঙ্গরাজ্য তো তুচ্ছ, কর্ণ এ পৃথিবীর অধীশ্বর হবার যোগ্য। এঁর সাহায্যে আমি পৃথিবীকেও জয় করতে পারি।

দুর্যোধন অর্জুনের যে শক্তিকে সেদিন পর্যন্ত ভয় করতেন কর্ণকে মিত্ররূপে পেয়ে তাঁর সেই ভয় দূর হল। কুন্তীও তাঁর প্রথম সন্তান কর্ণ অঙ্গরাজ্য লাভ করায় আনন্দিত হলেন। শস্ত্র বিদ্যা অর্জনে কর্ণও যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। আজ সে পরিশ্রম সার্থক হতে দেখে কর্ণও দুর্যোধনের সঙ্গে পরম প্রীতির সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন।

দিব্যরূপধারী শিশু কর্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে জানা যায়, তিনি যখন অঙ্গদেশে বয়োপ্রাপ্ত হলেন, তখন অধিরথ তাঁকে অস্ত্র শিক্ষার জন্য হস্তিনাপুরে পাঠালেন। তখন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম আচার্য দ্রোণকে রাজপুত্রদের অস্ত্র শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করেন। সেই সময় রাধাসূত কর্ণও অস্ত্র শিক্ষার জন্য দ্রোণের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। এবং দ্রোণের কাছে অস্ত্র বিদ্যার শিক্ষা নিয়েছিলেন। সেই সময় দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা জন্মেছিল।

প্রাঙ্ নাম তস্য কথিতং বসুষেণ ইতি ক্ষিতৌ।
কর্ণো বৈকর্তনশ্চৈব কর্মণা তেন সোঽভবৎ॥ (আঃ) ১১০।৩১

—কুন্তীপুত্র কর্ণের পূর্বের নাম ছিল বসুষেণ। পরে সহজাত কবচ ও কুণ্ডল কর্তন করে দান করার পর তাঁর নাম হলো কর্ণ ও বৈকর্তন। সেই বালকের (কর্ণ) সূত পুত্ররূপে সমাজে পরিচয়। তিনি অঙ্গিরা গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুরু দ্রোণাচার্যের নিকট ধনুর্বেদের শিক্ষা লাভ করেন। ভীমের বল, অর্জুনের নৈপুণ্য, যুধিষ্ঠিরের

বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, গাণ্ডীবধারী অর্জুনের কৃষ্ণের সঙ্গে বাল্যকাল হতে মিত্রতা ও পাণ্ডবদের প্রতি প্রজাদের অনুরাগ তাঁর হিংসার কারণ হলো। অর্জুনও সর্বক্ষণ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধের স্পর্দ্ধা করতেন। সেইজন্য কর্ণ বাল্যকালেই রাজা দুর্যোধনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন এবং দৈবেরই প্রেরণায় ও স্বভাববশতঃই পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে সর্বদা বৈরীভাব পোষণ করতেন।

অর্জুনকে ধনুর্বেদে অধিক শক্তিশালী দেখে কর্ণ নির্জনে একদিন দ্রোণাচার্যের নিকট এসে তাঁকে বললেন,—

প্রভু, আমি নিক্ষেপ ও উপসংহারের রহস্য সহ ব্রহ্মাস্ত্র জানতে ইচ্ছুক। আমার ইচ্ছা আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। নিশ্চয়ই আপনার সব শিষ্য ও পুত্রদের উপর সমান স্নেহ আছে। আপনার কৃপায় বিদ্বান পুরুষরা যেন একথা বলতে না পারেন যে, কর্ণ সব অস্ত্র জানে না।

কর্ণের দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝতে পেরে অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকায় দ্রোণাচার্য তাঁকে বললেন, বৎস, ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনকারী ব্রাহ্মণ অথবা তপস্বী ক্ষত্রিয় এই ব্রহ্মাস্ত্র লাভের অধিকারী। অপর কেউ কোন রূপে এই অস্ত্র শিখতে পারে না।

'Othello' নাটকে মহাকবি Shakespeare বলেছেন—"Who can control his fate?" কবির এই উক্তিটি কর্ণ সম্বন্ধেও বলা যায়। ভাগ্যের বিড়ম্বনা তাঁর জীবন পথের চির সাথী। নতুবা একই জননীর সন্তান হয়ে একজন হলেন সূতপুত্র, অন্যজন হলেন বীর ক্ষত্রিয়। একজন ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষায় বঞ্চিত। অন্য জন সব রকম অস্ত্র শিক্ষার পূর্ণ অধিকারী।

দ্রোণাচার্য দ্বারা নির্মম ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কর্ণ মহেন্দ্র পর্বতে ভৃগুনন্দন পরশুরামের শরণ নিলেন এবং নিজেকে ভৃগু গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ ও উপসংহার সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

পরশুরাম তাঁর কথায় বিশ্বাস করে তাঁকে ব্রহ্মাস্ত্র শিখবার অনুমতি দিলেন।

মহেন্দ্র পর্বতে থাকাকালীন কর্ণের গন্ধর্ব, রাক্ষস ও দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ হল এবং তিনি সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। (প্রিয়শ্চাভবদত্যর্থং দেব-দানব-রাক্ষসাম্)।

একদিন আশ্রম সন্নিকটে সমুদ্রের তীরে কর্ণ ধনুর্বাণ ও তরবারি নিয়ে বিচরণ করতে থাকেন। সেই সময় কোন এক বেদজ্ঞ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের হোম ধেনু সেই স্থানে উপস্থিত হল। তাকে না দেখে হিংস্র পশু মনে করে কর্ণ সেই ধেনু বৎসকে বধ করেন। কর্ণের এই কাজে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত রুষ্ট হলেন।

ভ্রম বশতঃ এই অপরাধ করেছেন, এ কথা বলে কর্ণ তাঁকে মার্জ্জনা করবার জন্যে ব্রাহ্মণকে অনেক মিনতি করা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—তুমি বধের যোগ্য। তুমি নিজের পাপ কর্মের ফল লাভ কর।

যেন বিস্পর্ধসে নিত্যং যদর্থং ঘটসেঽনিশম্।
যুধ্যতস্তেন তে পাপ ভূমিশ্চক্রং গ্রসিষ্যতি॥ (শা) ২।২৪

—তুমি যাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতার মানসে দিনরাত অস্ত্রাভ্যাস করছ, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় তোমার রথ চক্র ভূমি গ্রাস করবে। তুমি যেমন অসাবধানে ধেনুকে বধ করেছ তেমনি—

প্রমত্তস্য তথারাতিঃ শিরস্তে পাতয়িষ্যতি॥ (শা) ২।২৬

—সেই অসাবধান অবস্থাতেই শত্রু তোমার শিরশ্ছেদ করে ভূপাতিত করবে।

James Shirley বলেছেন—There is no armour against fate এই উক্তিটি কর্ণের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অসতর্ক ভাবে যে অপরাধ তিনি করেছেন তার জন্যও তাঁকে অভিশাপ কুড়োতে হয়েছে, যার জন্য সমস্ত শক্তি বা গুণের আধার হয়েও ভাগ্য বিড়ম্বনায় অভিশপ্ত জীবন কাটাতে হয়েছে।

এই অভিশাপ পেয়ে কর্ণ সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বহু ধেনু, ধন রত্ন দান করে তাঁকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ পুনবায় কর্ণকে বললেন, সমগ্র জগৎও যদি এখন এসে উপস্থিত হয়, তথাপি আমার কথার অন্যথা হবে না।

এই ভাবে অভিশপ্ত হয়ে কর্ণ ভীত হলেন এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে গুরু পরশুরামের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

কর্ণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রত, তপস্যা ও শুশ্রূষার দ্বারা পরশু-রামকে সন্তুষ্ট করেন। ভৃগু নন্দন পরশুরামও কর্ণের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। ঋষি পরশুরাম তপস্বী শান্ত ভাবে প্রয়োগ ও উপ-সংহার নিয়ম সহ সমগ্র ব্রহ্মাস্ত্র বিধি মতে তাঁকে শেখালেন।

একদিন গুরু শিষ্য উভয়ে আশ্রমের নিকট পায়চারি করছিলেন। গুরু পরশুরাম উপবাসের জন্য অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছিলেন। ইতিমধ্যে কর্ণ গুরুর মধ্যে তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হয়েছেন। গুরুদেব এই বিশ্বাসে কর্ণের কোলে মাথা রেখে নিদ্রা মগ্ন হলেন। সেই সময় জঘন্য ও ভয়ানক দারুণ স্পর্শ (দারুণ স্পর্শঃ) এক কীট কর্ণের নিকট এসে কর্ণের জঙ্ঘা ভেদ করে তাতে প্রবেশ করল। গুরুদেবের ঘুমের যাতে ব্যাঘাত না ঘটে এ জন্য তিনি ঐ কীটকে নিক্ষেপ বা বধ করতে পারলেন না। ফলে ঐ কীট তাঁকে বারংবার দংশন করতে লাগল। গুরুর ঘুমের বিঘ্নের ভয়ে কর্ণ তা সহ্য করতে থাকেন (ন চৈনমশকৎ ক্ষেপ্তুং হন্তং বাপি গুরোভয়াৎ)। কীটের দংশনে অসহ্য ব্যথা অনুভব করেও ধৈর্য্যের সঙ্গে কর্ণ সব সহ্য করে কম্পিত বা ব্যথিত না হয়েই গুরুদেবকে কোলের উপর ধরে থাকেন। (কর্ণস্তু বেদনাং ধৈর্য্যাদসহ্যাং বিনিগৃহ্যতাম্ অকম্পয়ন্নব্যথয়ন ধারয়ামস ভার্গবম্।) যখন কর্ণের দেহের রক্ত পরশুরামের শরীর স্পর্শ করল, ভৃগু নন্দন পরশুরাম তখন জেগে উঠলেন। এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে বললেন—আমি যেন অশুচি হয়ে

গেলাম। ভয়শূন্য হয়ে আমাকে সব বিষয় বল। তখন কর্ণ পরশু-রামকে কীট দংশনের ঘটনা শুনালেন এবং পরশুরাম নিজেও ঐ কীটকে দেখতে পেলেন।

অতঃপর পরশুরাম রাগতঃ ভাবে বললেন—

অতিদুঃখমিদং মূঢ় ন জাতু ব্রাহ্মণঃ সহেৎ।
ক্ষত্রিয়স্যেব তে ধৈর্য্যং কাময়া সত্যমুচ্যতাম্॥ (শা) ৩।২৫

—হে মূর্খ, এরূপ ভীষণ দুঃখ কখনো ব্রাহ্মণ সহ্য করতে পারে না, দেখছি ধৈর্য্যে তুমি ক্ষত্রিয়ের মত। তুমি সত্য কথা বল। (শাপাদ ভীতঃ) গুরুর শাপের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত গুরুদেবকে প্রসন্ন করবার জন্য কর্ণ স্বীকার করলেন যে তিনি ব্রাহ্মণও নন, ক্ষত্রিয়ও নন। সূতজাতি হতে তাঁর জন্ম। রাধা সূত নামে তাঁর পরিচয়। বেদবিদ্যা যে গুরু দান করেন, তিনি পিতৃতুল্য। সেই জন্য তিনি গুরুর নিকট ভার্গব গোত্র বলে পরিচয় দিয়েছেন। (অতো ভার্গব ইত্যুক্তং ময়া গোত্রং ভবান্তিকে)।

একথা শুনে ভৃগু শ্রেষ্ঠ পরশুরাম রাগে যেন কর্ণকে দগ্ধ করবেন। অন্য দিকে কর্ণ কৃতাঞ্জলি হয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন গুরু পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণকে অভিশাপ দিলেন :—

যস্মান্মিথ্যোপচরিতো হ্যস্ত্রলোভাদিহ ত্বয়া।
তস্মাদেতদ্ধি তে মূঢ় ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাস্যতি॥
অন্যত্র বধকালাৎ তে সদৃশেন সমীয়ুষঃ॥ (শা) ৩।৩০-৩১

—হে মূঢ়, ব্রহ্মাস্ত্রের লোভে মিথ্যা কথা বলে এখানে আমার সঙ্গে তুমি মিথ্যাচার করেছ। সেইজন্য যতকাল না তুমি নিজের সমতুল্য যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হবে এবং তোমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত না হবে, ততকাল তোমার এই অস্ত্র স্মরণ থাকবে। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় এই অস্ত্র তোমার স্মরণ হবে না।

পরশুরাম আরও বললেন, যে ব্রাহ্মণ নয় তার কাছে (অব্রাহ্মণে

ন হি ব্রহ্ম ধ্রুব তিষ্ঠেৎ কদাচন) এই ব্রহ্মাস্ত্র কখনও স্থির থাকতে পারবে না। এখন তুমি এখান হতে চলে যাও। তোমার মত মিথ্যাচারীর বাসপোযোগী স্থান এ আশ্রম নয়। কিন্তু আমার আশীর্বাদ এই ভূতলেব কোন ক্ষত্রিয়ই যুদ্ধে তোমাব ন্যায় হতে পাববে না। (ন ত্বয়া সদৃশো যুদ্ধে ভবিতা ক্ষত্রিয়ো ভূবি)।

পরশুবাম মিথ্যা ভাষণেব জন্য কর্ণকে অভিশাপ দিলেও তাঁব বাহুবল প্রেম, ইন্দ্রিয় সংযম ও গুরু সেবাব দ্বাবা ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুবাম এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন (কর্ণস্য বাহুবীর্য্যেণ প্রণয়েণ দমেন চ। তুতোষ ভৃগু শার্দুলো গুরু শুশ্রূষয়া তথা) বলেই তাঁকে আশীর্বাদ জানাতে দ্বিধা করেননি।

উপরোক্ত ঘটনাবলী হতে কর্ণেব ধৈর্য্য, একাগ্রতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণেব অশেষ অধ্যবসায় ছিল বলেই সূতপুত্র হয়েও তিনি এত বড় যোদ্ধা হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

Æneid বইতে কবি Virgil বলেছেন—With patienoe bear, with prudence push, your fate. কর্ণও যেন এমনি ভাবেই তাঁব ধৈর্য, ও সহিষ্ণুতাব দ্বাবা ভাগ্যকে ঠেলে নিয়ে চলেছিলেন। তিনটি গুরুতব অভিশাপ,—জন্মেব অভিশাপ, বেদজ্ঞব্রাহ্মণেব অভিশাপ, শেষে গুরু পবশুবামেব অভিশাপ মাথায় নিয়ে তিনি সংসাব সমরে প্রবেশ কবেছিলেন। অতি কঠিন সত্য এই যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দিযে তিনি তাঁব হতভাগ্যকে ঠেলে এগিয়ে চলেছিলেন।

অতঃপব কর্ণ গুরু পবশুবামকে বিধি অনুসাবে প্রণাম করে, সেস্থান হতে ফিবে আসলেন এবং দুর্যোধনেব নিকট উপস্থিত হযে বললেন আমি সমস্ত অস্ত্রেব জ্ঞান লাভ কবেছি।

কর্ণ এইরূপে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য ও পবশুবামেব নিকট থেকে চার রকমের অস্ত্র শিখে মহাধনুর্ধব খ্যাতি লাভ কবেন। (দ্রোণাৎ কৃপাচ্চ রামাচ্চ সোঽস্ত্রগ্রামং চতুর্বিধম্)। কর্ণ বেদাদি শাস্ত্র জ্ঞানও লাভ কবেছিলেন।

পরশুরামেব নিকট হতে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করে কর্ণ দুর্যোধনেব সঙ্গে আনন্দে কালাতিপাত কবছিলেন। তখন কোন এক সময়ে কলিঙ্গ দেশেব রাজা চিত্রাঙ্গদেব বাজধানীতে স্বয়ংবর মহোৎসবে নানা দেশের রাজাবা একত্রে সমবেত হয়েছিলেন। রাজকন্যাকে লাভ করবার জন্য শত শত নৃপতি উপস্থিত হলেন।

দুর্যোধন যখন শুনলেন যে সব রাজা একত্রে সমবেত হয়েছেন, তখন তিনি নিজেও সুবর্ণময় রথে করে কর্ণের সঙ্গে সে স্বয়ংবরে উপস্থিত হলেন।

শিশুপাল, জবাসন্ধ, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা, নীল, রুক্মী স্ত্রীবাজ্যেব অধিপতি মহাবাজ শৃগাল, অশোক, শতধন্বা ও ভোজ—, ইহাঁবা এবং আরও অন্যান্য বাজারা দক্ষিণ দিকের এই রাজধানীতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ম্লেচ্ছ, আর্য, পূর্ব ও উত্তর সব দেশের রাজাই ছিলেন।

যখন সব বাজাবা স্বযংবর সভায় উপস্থিত হলেন, তখন সেই রাজকন্যা ধাত্রী ও নপুংসকদেব সঙ্গে বঙ্গভূমিতে প্রবেশ কবল। তাবপব যখন তাকে বাজাদেব নাম শুনিয়ে তাঁদের পবিচয় দেওয়া হচ্ছিল, তখন এই সুন্দরী বাজকুমাবী দুর্যোধনকে অতিক্রম কবে গেল।

দুর্যোধন উহা সহ্য করতে পাবলেন না। তিনি সমস্ত রাজাদের অপমান কবে তাঁদেব সম্মুখেই পথ রোধ কবে দাঁড়ালেন। দুর্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের শক্তিতে আশ্রিত ছিলেন বলেই সেই শক্তিতে উন্মত্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি রাজকন্যাকে রথে বসিয়ে অপহরণ করলেন।

সেই সময় অস্ত্রধারী বীবদের মধ্যে প্রধান কর্ণ রথে চড়ে হাতে দস্তানা পবে এবং তরবারি নিয়ে দুর্যোধনের পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন।

অতঃপব যুদ্ধাভিলাষী রাজারা কবচ ধারণ কবে রথে চড়ে অত্যন্ত

ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। রাজারা কর্ণ ও দুর্যোধনকে বাণ বর্ষণ করতে করতে তাঁদের দিকে ধাবিত হলেন। কর্ণ এক একটি বাণেই ঐ সব আক্রমণকারী রাজাদের ধনু ও বাণগুলি ছিন্ন করে মাটিতে পাতিত করলেন। এই ভাবে কর্ণের প্রচণ্ড আক্রমণে তাঁদের অশ্ব, সারথি, ধনু বিনষ্ট হওয়ায় পরাজিত নৃপতিরা 'রক্ষা কর' 'রক্ষা কর' বলে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন করলেন।

দুর্যোধন কর্ণের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

কর্ণের শক্তির খ্যাতি শুনে মগধরাজ জরাসন্ধ দ্বৈরথ যুদ্ধের জন্য তাঁকে আহ্বান করলেন। তাঁরা উভয়েই দিব্যাস্ত্র সমূহে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। তাঁরা তখন পরস্পরের প্রতি নানা প্রকার অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন।

উভয়ের বাণ কমে গেল, ধনু ছিন্ন হল তরবারিও খণ্ড খণ্ড হল। তখন এই দুই পরাক্রমশালী বীর ভূমিতে অবস্থান করে বাহুদ্বয় দ্বারা মল্ল যুদ্ধ করতে লাগলেন। কর্ণ বাহু কণ্টক যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধপরায়ণ জরাসন্ধের দেহের সন্ধি স্থান ভেদ করতে আরম্ভ করলেন।

রাজা জরাসন্ধ নিজের শরীরের বিকার দেখে শত্রুতার ভাব দূর করে কর্ণকে বললেন—আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে কর্ণকে অঙ্গদেশের মালিনী নগরী দান করলেন।

কর্ণ নিজের অস্ত্রের প্রতাপে সমস্ত ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হলেন। বারণাবতে পাণ্ডবদের পুড়ে মারবার ষড়যন্ত্রেও দুর্যোধনের সঙ্গে কর্ণ লিপ্ত ছিলেন। (দুর্যোধন চরিত্র দ্রষ্টব্য)

দ্রুপদ রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভার কথা ঘোষণা করা হল। সর্ত ছিল দ্রুপদরাজার পরিকল্পিত এক লক্ষ্য যে বেধ করতে পারবে, সে দ্রৌপদীকে লাভ করবে। কর্ণও সে স্বয়ংবর সভায়

উপস্থিত হলেন। তিনি যখন লক্ষ্য বিদ্ধ করবার জন্য উদ্যত হলেন তখন দ্রৌপদী সভায় সর্ব সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন—

নাহং বরয়ামি সূতম্। (আঃ) ১৮৬।২৩

—আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না।

সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্য্যং
তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তৎ॥ (আঃ) ১৮৬।২৩

—কর্ণ অসহিষ্ণুপূর্ণ হাসি হেসে স্ফুরিত সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে ধনু পরিত্যাগ করলেন।

রাজকন্যা দ্রৌপদী তাঁকে এভাবে প্রত্যাখান করাতে কর্ণ গুরুতর ভাবে আহত হলেন।

কর্ণের জন্ম রহস্য গোপন থাকায় বার বার তাঁকে সভামধ্যে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। সেই সুপ্ত অভিমান কি তাঁকে পরবর্তী জীবনে তাঁর ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে ও দ্রৌপদীকে দ্যূত সভায় লাঞ্ছিত করার অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল? জননীর কলঙ্ক সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করতে পারছেন না বলেই, তাঁর ন্যায্য সব অধিকার হতে তিনি বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও উপহসিত হয়েছেন।

জারজ সন্তান যেমন সমাজ, ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায় পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে দুর্যোধনকে নানা অন্যায় কাজে প্ররোচিত করার মধ্যে কর্ণের মনেও সেই পিতা মাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিষাণ বেজেছিল। সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে তিনি পিতা সূর্য ও জননী কুন্তীর বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাতে পারছেন না বলেই তার অভিব্যক্তি এমন হীন নীচ রূপ নিয়েছিল। তাই কর্ণ তখন সূর্যের দিকে তাকিয়ে নীরবে তাঁর ফরিয়াদ জানালেন।

কাশীদাসী মহাভারতে কিন্তু উপরোক্ত ঘটনাটি অন্যরূপে বর্ণিত হয়েছে।

তবে কর্ণ মহাবীর সূর্যের নন্দন।
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন॥

বাম হস্তে ধরি ধনু দিয়া পদ ভরে।
খসাইয়া গুণ পুনঃ দিল বীরবর॥
টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল বীর বাণ।
ঊর্দ্ধ করে আধোমুখ পুড়িয়া সন্ধান॥
ছাড়িলেন বাণ বায়ুসম বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে॥
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল।
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল॥
লজ্জা পেয়ে কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
আধোমুখ হয়ে সভা মধ্যে বসে গিয়া॥ (আঃ)

কৃষ্ণ যাঁকে মহারথ, এমন কি অর্জুনের থেকেও শ্রেষ্ঠ বীর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, কবি কাশীরাম দাস সেই কর্ণকে কেন এত দুর্বল ও হাস্যাস্পদ করে ব্যঙ্গ করেছেন, তা জানি না।—কৃষ্ণ তখন পাণ্ডবদের অপরিজ্ঞাত।

কাশীদাসী মহাভারতে অন্যত্র দেখা যায় বিপ্র বেশী অর্জুন যখন লক্ষ্য বিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন, তখন উপস্থিত নৃপতিদের সঙ্গে ভীমার্জুনের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই সময় যুদ্ধরত অর্জুন পিছনে তাকিয়ে দ্রৌপদীকে আশ্বাস দিলে, তা দেখে—

পাছে থাকি কর্ণ বীব খল খল হাসে॥
কি কর্ম করিস্ দ্বিজ মুখে নাহি লাজ।
পবনারী সম্ভাষহ কেন সভা মাঝে॥
আপনার ভার্য্যা আগে করহ ব্রাহ্মণ।
তবে কৃষ্ণা সহ কর কথোপকথন॥
এ অদ্ভূদ কারে করি উপহাস বার্ত্তা।
ভিক্ষুক হইয়া ইচ্ছে রাজার দুহিতা॥ (আঃ)

কবি কাশীরাম দাস এখানেও কর্ণের প্রতি অবিচার করেছেন। বিপ্র বেশী অর্জুন লক্ষ্য ভেদ করে কৃষ্ণাকে লাভ করেছেন। কিন্তু

কর্ণ ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরছেন। সেই ক্ষেত্রে আগে নিজের ভার্যা করার প্রশ্ন অবান্তর। এখানে কর্ণের অসূয়ার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

কাশীদাসী মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় কর্ণার্জুনের এক খণ্ড যুদ্ধের বর্ণনা আছে। সেই সময় অর্জুনের বীর্য দেখে কর্ণ বিস্মিত হয়ে বলেছেন—

কহ তুমি বেশধারী কি হেতু ব্রাহ্মণ ॥
কিম্বা ভস্মানলে ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ।
কিম্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা বিরূপাক্ষ ॥
কিম্বা তুমি ধনুর্বেদী কিম্বা তুমি রাম।
কিম্বা তুমি জীবন্ত পাণ্ডবার্জুন নাম।
এত জন মধ্যে তুমি বল কোন্ জন।
মোর ঠাঁই অন্য কে জীয়েক এতক্ষণ ॥ (আঃ)

বীরত্বের প্রতি বীরের অকৃত্রিম সম্ভ্রম এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শেষ পংক্তিতে তাঁর দাম্ভিকতাও প্রকাশ পেয়েছে।

কৌরবরা যখন জানতে পারলেন জতুগৃহে পাণ্ডবরা দগ্ধ হয়ে মারা যাননি, পরন্তু ছদ্মবেশী বিপ্রই অর্জুন, তখন

কর্ণ বলে কি কথা কহিলা মহাশয়।
হেন বাক্য কি মতে স্ফুরিত মুখে হয় ॥
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন।
আমা দেখা পাইলে কি জীয়ে পঞ্চজন ॥
ছদ্ম দ্বিজবেশে ধরি ভাণ্ডিল আমারে।
দ্বিজবধ ভয় করি ক্ষমিলাম তারে ॥
জানিলে তখন আমি মারিতাম প্রাণে।
পাণ্ডুপুত্র বলে শুনি তোমার বদনে ॥ (আঃ)

কর্ণ ও অর্জুন দুজনের স্থান একসঙ্গে পৃথিবীতে নেই। এটাই কর্ণের প্রতিজ্ঞা। কর্ণের এই আত্মশ্লাঘার মধ্যে অর্জুনের প্রতি তাঁর

চরম বৈরীভাব প্রকট হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত অনুচ্ছেদে দ্বিজের কাছে পরাভব স্বীকার করতে গিয়ে, সেই দ্বিজ কোন ছদ্মবেশী বীর তা প্রশ্ন করেছিলেন। এর থেকে অনুমিত হয়, সেই দ্বিজ শক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করেই তিনি সেই ছদ্মবেশী বীর কে তা জানতে চেয়েছেন। ব্রাহ্মণ বলে সেই বীরকে তিনি ক্ষমা করেছিলেন বলে কর্ণ যে উক্তি করেছিলেন, তা সত্যের অপলাপ মাত্র।

পাণ্ডবরা জীবিত জানতে পেরে দুর্যোধন নানা উপায়ে তাঁদের বধ করতে অথবা পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে অথবা দ্রৌপদীর মনে স্বামীরা অন্য নারীতে আসক্ত এই রকম সন্দেহ জন্মাতে বা দ্রুপদ রাজাকে ধন বা সর্ব প্রকারে প্রলোভিত করে পঞ্চপাণ্ডবকে ত্যাগ করাতে এই রূপ নানা ভাবে তাঁদের নিগ্রহের পরামর্শ দিলেন।

কর্ণ বললেন, আপনার প্রস্তাবিত এইরূপ কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ যোগ্য নয়। আপনি পূর্বেই বহুবার তাঁদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন তারা শক্তিশালী ও সহায়বান—সুতরাং তাদের পিতৃপুরুষ পরম্পরা রাজ্য ভোগ করার অভিলাষ জেগেছে। ভ্রাতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিও সম্ভব নয়, দ্রৌপদী কখনই তার পতিদের পরিত্যাগ করবে না। কারণ যখন পাণ্ডবরা ভিক্ষাজীবী ও দরিদ্র ছিল, দ্রৌপদী তখনই স্বেচ্ছায় তাদের পতিত্বে বরণ করেছে। এখন তারা সম্পত্তিশালী। সুতরাং বর্তমানে তাদের কে পরিত্যাগ করবে? কর্ণের যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট জোর ছিল।

কর্ণ সর্বদা দুর্যোধনকে কুপরামর্শ দিচ্ছেন। তার হেতু—পাণ্ডবদের রাজভোগ, রাজস্বাচ্ছন্দ্য, মান সম্মান, যশ, প্রতিপত্তি একদিকে, অন্যদিকে তাঁর ব্যবহারিক জীবনে কঠিন ব্যবহার, বাধা ও ব্যবধান কর্ণের মনে পাণ্ডবদের উপর হিংসা দ্বেষ জন্মাতে থাকে। যাদের তিনি ভালবাসতে, স্নেহ করতে পারতেন, কালের কুটিল গতিতে তাঁদের উপর তাঁর প্রবল হিংসার সৃষ্টি হল। দুর্যোধনও এ

পথের পথিক। অতএব এই দুজনের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব অধিকতর ঘনীভূত হতে থাকে। পাণ্ডবদের ক্ষতি করবার দুরন্ত স্পৃহা তাঁদের দুজনের বন্ধুত্বের মধ্যে গভীরতা সৃষ্টি করতে থাকে। দুর্যোধন চক্রের সব রকম ষড়যন্ত্রের মধ্যেও কর্ণ হাত মিলাতে কখনও দ্বিধা করেননি। দুর্যোধনের মত তাঁরও চরম উদ্দেশ্য পাণ্ডবদের সব অহঙ্কার সব দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ করা।

মহাভারত মহাকাব্যের প্রারম্ভেই দেখতে পাওয়া যায় যে কর্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা লাঞ্ছিত, উপহসিত ও উপেক্ষিত। যদিও এরূপ লাঞ্ছনা গঞ্জনার কোন হেতু ছিল না। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁকে কিছুটা রক্ষা করলেন দুর্যোধন। স্বাভাবিকই কর্ণ-পাণ্ডব দ্বন্দ্বে এই মহাকাব্যের সুরু এবং বাস্তব পক্ষে এই মহাকাব্যের যবনিকা পড়ল কর্ণের বীর শয্যা নেবার সঙ্গে সঙ্গে। শল্য পর্ব এই মহাকাব্যের Taild-piece বা শেষাংশ বটে, কেবল অবশিষ্ট কৌরব দলের ধ্বংসের কাহিনী মাত্র।

কর্ণ তাঁর যুক্তির সমর্থনে দুর্যোধনকে বললেন—

ঈপ্সিতশ্চ গুণঃ স্ত্রীণামেকস্যা বহুভর্তৃতা।

তঞ্চ প্রাপ্তবতী কৃষ্ণা ন সা ভেদিয়তুং ক্ষমা॥ (আঃ) ২০১।৮

—স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে বহু পুরুষের সঙ্গ করা। কৃষ্ণা তা পেয়েছে। সুতরাং তার বুদ্ধিতে ভেদ ঘটাতে পারবে না।

Unhappy is the man for whom his own mother has not made all other mothers venerable —German humorist Jean .Paul Richterর উক্তিটির কর্ণের জীবন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাতার অবহেলার জন্যই কর্ণকে যত্র তত্র লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

কর্ণের মত এমন ধার্মিক ব্যক্তি কি যথার্থই মাতৃজাতি সম্বন্ধে এমন হীন মনোভাব পোষণ করেন? কর্ণের এই বিকৃত মনোভাবের মূলে কর্ণের মাতৃস্নেহ ও মাতৃ সান্নিধ্য বঞ্চিত হওয়া, যার জন্য তিনি

আজীবন সভায়, সমাজে লাঞ্ছিত হয়েছেন। তিনি নিজের প্রাপ্য সম্পদ, সম্মান, অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছেন। কুমারী মাতার কৌতূহল চরিতার্থ করার পরিণামে তাঁর জন্ম। কুমারী মাতার এই পাপের বোঝা তাঁকেই সারা জীবন বইতে হয়েছে। এই জন্য সমস্ত স্ত্রী জাতিব প্রতি তাঁব মন বিদ্বেষ ভাবে পবিপূর্ণ। এই জন্যই সিদ্ধা দ্রৌপদীব মত ধার্মিকামহিলা, যাঁর তপস্যার ফলে স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে তাঁকে তুষ্ট করবার জন্য যুধিষ্ঠির দ্যূত ক্রীড়ায় যে রাজ্য সম্পত্তি ইত্যাদি হাবিয়ে ছিলেন, তাই পুনরায় তাঁকে প্রত্যর্পণ করেছিলেন। তাঁকেও কর্ণ রাজসভায় অপমান করতে দ্বিধা কবেননি।

কর্ণ আরও বললেন—দ্রুপদ রাজাও ধনলোভী নন। দ্রুপদ পুত্র যেমন গুণবান, তেমনি পাণ্ডবদের প্রতি অনুরক্ত।

তিনি পরামর্শ দিলেন—

যাবন্ন কৃতমূলাস্তে পাণ্ডবেয়া বিশাম্পতে ॥
তাবৎ প্রহরণীযাস্তে তৎ তুভ্যং তাত বোচতাম্।
অস্মৎপেক্ষ্যে মহান্ যাবদ্ যাবৎ পাঞ্চালকো লঘুঃ ॥
তাবৎ প্রহরণং তেষাং ক্রিয়তাং মা বিচারয় ॥ (আঃ)
২০১।১১-১২

— পাণ্ডবরা দৃঢ় মূল হয়ে বসবার পূর্বেই আমাদের তাদের আঘাত করা উচিত। হে তাত, মনে হয় আমার এই পরামর্শ আপনার মনঃপূত হবে। আমাদের পক্ষ যতক্ষণ প্রবল এবং দ্রুপদের পক্ষ যতক্ষণ দুর্বল আছে, সেই সময়ের মধ্যেই তাদের উপর আঘাত করা উচিত। আমার এই কথা আপনি বিচার করুন।

কর্ণের উপরোক্ত পরামর্শেও তাঁর শত্রু মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্যোধনকে সব রকম কুমন্ত্রণা দেবার জন্য শকুনির ন্যায় সহচর কর্ণও ছিলেন।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে অতর্কিত আক্রমণ করে পাণ্ডবদের নিহত

করা আকাশ কুসুম মাত্র। ভীমার্জুনের শক্তির পরিচয় দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতে পেয়েও তাঁর জ্ঞান চোখ খোলেনি।

তিনি আরও বলেছিলেন পাঞ্চালরাজ মহাবীর্যশালী পুত্রদের সঙ্গে আপনাকে আক্রমণ করবার পূর্বে আপনি তাঁকে আক্রমণ করুন। কৃষ্ণ তাঁর যাদব বাহিনী নিয়ে পাণ্ডবদের সহায়তা করবার জন্য পাঞ্চাল নগরে আসবার পূর্বেই আপনি তাঁদের আক্রমণ করুন।

ভরত বিক্রমের দ্বারাই পৃথিবী এবং পাকশাসন ইন্দ্রও বিক্রমের দ্বারাই ত্রিলোক জয় করেছেন। (বিক্রমেণ চ লোকাংস্ত্রীন্ জিতবান্ পাকশাসনঃ) ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিক্রমই প্রশংসনীয় এবং বীরদের বিক্রমই হল স্বকীয় ধর্ম। (স্বকো হি ধর্মঃ শূরাণাং বিক্রমঃ পার্থিবর্ষভ)

রাজা, আমরা চতুরঙ্গিনী সেনাবাহিনী নিয়ে দ্রুপদকে পরাজিত করে শীঘ্রই পাণ্ডবদের বন্দী করে আনব।

ন হি সাম্না ন দানেন ন ভেদেন চ পাণ্ডবাঃ।
শক্যাঃ সাধয়িতুং তস্মাদ্ বিক্রমেণৈব তান্ জহি॥ (আঃ) ২০১।২০

—সাম, দান ও ভেদের দ্বারা পাণ্ডবদের নিগ্রহ করা যাবে না। সুতরাঃ বিক্রমের দ্বারাই তাদের বশীভূত করে বধ করুন।

শক্তির দ্বারা তাদের জয় করে সমগ্র পৃথিবী ভোগ করুন। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখছি না।

উপরোক্তি হতে কর্ণের দুর্মদ বণ আকাঙ্ক্ষার আভাষ পাওয়া যায়। দুর্যোধন অপেক্ষা কর্ণ পাণ্ডব চরিত্র সম্বন্ধে অধিকতর প্রবুদ্ধ ছিলেন। তাই দুর্যোধনের কল্পিত কোন দুষ্ট অভিপ্রায়ই যে সার্থক হবে না, তা কর্ণ বিশদ রূপে বুঝিয়ে দিলেন।

উত্তরে দুর্যোধন বললেন, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ, কৃতাস্ত্র। তুমি যা বলেছ তা তোমার পক্ষে শোভনীয় ও যুক্তিযুক্ত বটে। তবু ভীষ্ম,

দ্রোণ ও বিদুরের সঙ্গে মন্ত্রণা করে এমন একটা উপায় স্থির কর যা আমাদের পক্ষে উপযোগী হবে।

দুর্যোধন কর্ণের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না, এবং পাণ্ডবদের নিগৃহীত করবার কোন কার্যকব উপায়ও আবিষ্কার করতে পারলেন না। অন্য দিকে ঘটনা প্রবাহের মত ছুটে চলেছে। পাণ্ডবরা পাঞ্চাল রাজ্য ছেড়ে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন কবেছেন, হস্তিনাপুবে ফিরলে ধৃতরাষ্ট্রের তাঁদের অর্দ্ধেক রাজ্য দান, ইন্দ্রপ্রস্থে নগর নির্মাণ নারদের দ্রৌপদী সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম গ্রহণের উপদেশ, নিয়ম ভঙ্গে অর্জুনের প্রায়শ্চিত্ত কালে উলূপীর সঙ্গে মিলন, মণিপুবে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে বিয়ে রৈবতকে সুভদ্রা হরণ ও সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনেব বিয়ে, খাণ্ডব বন দাহন, অগ্নির অর্জুনকে দিব্য ধনু, অক্ষয় তূণ, দিব্যরথ ও চক্রদান, ময়দানবের পরিত্রাণ, মযাসুবেব দিব্য সভাভবন নির্মাণ, ময়দানবের ভীম ও অর্জুনকে গদা ও শঙ্খ দান, যুধিষ্ঠিবের সভাগৃহে প্রবেশ. রাজসূয় যজ্ঞের সূচনা জরাসন্ধবধ, পঞ্চ পাণ্ডবেব দিগ্বিজয়, রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ। শিশুপাল বধ, রাজসূয যজ্ঞে কর্ণ ও কৌববদের আগমন, দিব্য সভাগৃহ দেখে দুর্যোধনের অসূয়া এবং কি করে পাণ্ডবদেব সমস্ত ঐশ্বর্য হরণ সম্ভব শকুনিব সঙ্গে জল্পনা কল্পনা। পাণ্ডবেবা সুপ্রতিষ্ঠিত-রাজ্য সম্পদে, প্রজাদেব অন্তরে, সহায় সম্বল বন্ধু বান্ধব নানাবিধ দিব্যাস্ত্র লাভে এ রকম সর্ব প্রকারে। পাণ্ডবরা অসি দ্বারা এখন দুর্জয়।

এ সময় মহাভারত মহাকাব্যেব রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল কপট শকুনিকে —দুর্যোধনদের মাতুল। (যুধিষ্ঠির ও শকুনি চবিত্র দ্রষ্টব্য)। শকুনি বললেন, যুধিষ্ঠির দ্যূতাসক্ত এবং দ্যূত ক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা প্রত্যাখান করবেন না। শকুনি নিজে একজন পটু পাশা খেলোয়াড়। দ্যূত ক্রীড়ায় তিনি যুধিষ্ঠিরের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য জয় করতে সক্ষম। দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন শকুনির আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্বাস করে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করতে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি

প্রার্থনা করলেন। তাঁর অনুমতি পেয়ে তাঁরা যথারীতি যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করে ভ্রাতাদের ও দ্রৌপদীর সঙ্গে হস্তিনাপুরে স্বাগত জানালেন।

শকুনির আয়োজিত দ্যূত ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির নিজের বলতে যে সব ধনসম্পদ ছিল সব হারালেন। এমন কি একটি একটি করে চার ভাইকেও পাশার পণে হারালেন এবং নিজেকেও পণে হারালেন। তখন কেবল অবশিষ্ট পঞ্চ ভাইয়ের স্ত্রী দ্রৌপদী। পরিশেষে দ্রৌপদীকেও পণে হারালেন।

বিজয়দর্পে উন্মত্ত দুর্যোধন প্রথমে বিদুরকে পরে প্রতিকামীকে দ্রৌপদীকে সভাকক্ষে আনবার আদেশ দিলেন। প্রতিকামী দ্রৌপদীকে সভাকক্ষে আনতে অক্ষম হলে দুর্যোধন দুঃশাসনকে যাজ্ঞসেনীকে বলপূর্বক সভাগৃহে আনবার আদেশ দিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ করে সভাগৃহে আনলেন। রোরুদ্যমানা দ্রৌপদী লজ্জা ও দুঃখে অভিভূত হয়ে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, কুরুবৃদ্ধ ও প্রধানগণ আপনারা সকলে বলুন আমাকে ন্যায়তঃ পণে জয় করা হয়েছে কি?

দ্রৌপদীর ঐরূপ নিগ্রহ দেখে পঞ্চপাণ্ডব খুবই দীন ও হীন বোধ করতে লাগলেন। তাঁদের এরূপ অবস্থা দেখে দুঃশাসন আনন্দে আত্মহারা হয়ে দ্রৌপদীকে বেগে আকর্ষণ করতে করতে তুমি আমাদের দাসী বলে সশব্দে হেসে উঠলেন। (সুবাচ দাসীতি হসন্ সশব্দম্)

কর্ণ ও দুঃশাসনের কথায় অত্যন্ত আনন্দ বোধ করে সশব্দে হেসে উঠলেন এবং দুঃশাসনকে সমর্থন করলেন। (কর্ণস্তু তদ্বাক্যমতীব হৃষ্টঃ সম্পূজয়ামাস হসন্ সশব্দম্) দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করতে দেখে কর্ণ ও শকুনি ভিন্ন সভার অন্য সবাই দুঃখ পেলেন।

যখন রোরুদ্যমানা দ্রৌপদী কুরুবৃদ্ধরা স্থবিরের মত আচরণ করছেন দেখে তাঁদের ধিক্কার দিচ্ছিলেন, তখন দুঃশাসন দ্রৌপদীকে

নানা কর্কশ ও অপ্রিয় বাক্যে আঘাত করছিলেন এবং দ্রৌপদীর উত্তরীয় বস্ত্র আকর্ষণ করে পুনঃ পুনঃ তা স্খলন করবার চেষ্টা করছিলেন এই সময় ভীম অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে কঠোর বাক্যবাণে জর্জরিত করতে থাকেন। অর্জুন কোন প্রকারে ভীমকে শান্ত করলেন।

সভাস্থলে পঞ্চপাণ্ডবের এমন করুণ অবস্থা ও দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা দেখে ধৃতরাষ্ট্র তনয় বিকর্ণ বললেন, দ্রৌপদী যে প্রশ্ন করছেন যদি তার উত্তর দেওয়া না হয় তবে আমাদের নরক অবশ্যম্ভাবী (নরকঃ সদ্য এব নঃ)। বৃদ্ধতম পিতামহ ভীষ্ম, বিদুর, পিতা ধৃতরাষ্ট্র, সকলের গুরু দ্রোণ ও কৃপাচার্য, ক্ষত্রিয় রাজগণ সকলকে নিজ নিজ বুদ্ধিমত বিচার করে দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিতে বিকর্ণ আহ্বান করলেন। সবাই কিন্তু নীরব। বিকর্ণ তাঁর আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করলেন। তাতেও সকলকে নীরব দেখে প্রবল উষ্মাতে হাতে হাত ঘষে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে থাকেন। যখন তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না, তখন অকাট্য যুক্তি দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে দ্রৌপদীকে পণ রাখা অবৈধ অতএব দ্রৌপদীকে জয় করা হয়নি। (এতৎ সর্বং বিচার্য্যাহং মন্যে ন বিজিতামিমম্)। বিকর্ণের এ বিচারে সভাস্থল কোলাহল মুখরিত হল।

সভার কোলাহল শান্ত হলে কর্ণ তাঁর বাহুতে বাহু রেখে বললেন—

দৃশ্যন্তে বৈ বিকর্ণেহ বৈকৃতানি বহূন্যপি।
তজ্জাতস্তদ্বিনাশায় যথাগ্নিররণিপ্রজঃ॥ (সভা) ৬৮।২৭
(ব্যাধির্বলং নাশয়তে শরীরস্থোঽপি সম্ভৃতঃ।
তৃণানি পশবো ঘ্নন্তি স্বপক্ষং চৈবঃ কৌরবঃ॥
দ্রোণো ভীষ্মঃ কৃপো দ্রৌণির্বিদুরশ্চ মহামতিঃ
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ গান্ধারী ভবতঃ প্রাজ্ঞতরাঃ॥)

—হে বিকর্ণ, এ পৃথিবীতে অনেক বিকৃত বস্তুর উদ্ভব দেখা

যায়। অরণি মন্থন হতে উদ্ভূত আগুন অরণিকেই দগ্ধ করে। তেমনি যে বস্তু যেখানে থেকে উৎপন্ন হয় সে সেই বস্তুকেই বিনষ্ট করে। যেরূপ ব্যাধি শরীরেই উৎপন্ন হয়ে শরীর বিনষ্ট করে, যেরূপ পশুগণ তৃণ হতে জন্ম নিয়ে তৃণকেই নিঃশেষ করে, সেরূপ তুমিও কুরুবংশে জন্ম নিয়ে কুরুবংশকেই বিনাশ করছ। দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা মহামতি বিদুর ইঁহারা সকলেই অধিকতর জ্ঞানী এমনকি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীও। ইঁহারা সকলে নীরবে অবস্থান করছেন, জিজ্ঞাসিত হয়েও কোন উত্তর দিচ্ছেন না। ইঁহার অর্থ পাঞ্চালী ন্যায় ভাবে বিজিতা। তুমি চপল বালক মাত্র। তোমার এ প্রগলভতার অর্থ বৃদ্ধদের চেয়েও তুমি বেশী বোদ্ধা।

ধর্ম সম্বন্ধে তুমি সম্যক অবগত হও। বুদ্ধিভ্রম বশতঃ দ্রৌপদীকে বিজিতা নয় বলে বলছ। যুধিষ্ঠির সভা মধ্যে সর্বস্ব পণ রেখেছিলেন, দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সর্বস্বের একাংশ, সভা মধ্যে ধর্মপুত্র দ্রৌপদীকে পণ রাখলে যখন অন্যান্য পাণ্ডুপুত্র তা অনুমোদন করলেন তখন কি কারণে তুমি তাকে অবিজিতা বলছ? আমার যুক্তি শুনে তুমি তোমার ভুল সংশোধন কর। রজঃস্বলা অবস্থায় দ্রৌপদীকে এক বস্ত্রে আনা অধর্ম নয়। স্ত্রীলোকের একটি পতিই বিধি। অনেক পুরুষের বশীভূতা পাঞ্চালী নিশ্চিত অসতী, সে যখন অসতী তখন তার এক বস্ত্র বা বহু বস্ত্র বা বিবস্ত্রাতে থাকুক, তাকে সভাস্থলে আনা অধর্ম হয়নি। তখন তিনি দুঃশাসনকে সম্বোধন করে বললেন, দুঃশাসন বৃদ্ধের ন্যায় ভাষণকারী এ বালকের কথা শোনবার প্রয়োজন নেই। সুতরাং দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের সকলেরই বস্ত্র সমূহ অপহরণ কর। (পাণ্ডবানাশ্চ বাসাংসি দ্রৌপদ্যাশ্চপ্যুপাহর) কর্ণের কাছে সমর্থন পেয়ে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করতে লাগলেন (দ্রৌপদীর চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

সভাপর্বের এ ঘটনা পড়ে পাঠকবর্গ বিভ্রান্ত হবেন। তাঁরা কি ক্ষত্রিয়কুল শিরোমণি কুরুপাণ্ডব সভাগৃহের কাহিনী পড়ছেন না

কোন অনার্য শ্রেনীর সমাবেশে স্খলিতা কোন নারীর নিগ্রহ দেখছেন। বোধ হয় এজন্য কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম কর্ণকে কটূক্তি কবে বলেছিলেন নীচের সংসর্গে থেকে তিনি নীচ মনোবৃত্তির অধিকারী হয়েছেন। সেই সভা-স্থলে সমবেত হয়েছিল পৃথিবীব নানা দেশেব বীর। সব বীবেব পক্ষে বিশেষ কবে কর্ণের মত মহাবথীর পক্ষে দ্রৌপদীর মত এক নিরাপবাধা বাজকুল বধুকে সভাকক্ষে এভাবে লাঞ্ছনা বীরজনোচিত ত নই, বরং অত্যন্ত কাপুরুষের আচবণ বটে। বিকর্ণের বিবেকের আহ্বান দুষ্ট বুদ্ধি কর্ণেব অবজ্ঞায় মিলিয়ে গেল।

দ্যূত ক্রীড়া নৈতিক পতনেব কাবণ। কিন্তু এ দুষ্ট গ্রহ অতি পুবাকাল হতে রাজবাজাদের একটি ব্যসন। সুবাপায়ী যেমন সুবা ত্যাগ করতে পাবে না, তেমনি দ্যূতকাব কখনও দ্যূত ক্রীড়া ছাড়তে পাবে না। যুধিষ্ঠিরেব দৃষ্টান্ত দ্বাবা এ সত্য প্রমাণিত হয। দ্যূত ক্রীড়ায় সর্বস্ব হাবিয়ে নিবাপবাধ ভ্রাতাদেব ও নির্দ্দোষী স্ত্রী দ্রৌপদীর সঙ্গে জীবনে কত দুঃখই পেলেন। কিন্তু বিস্মিত হই যখন পড়ি যে যুধিষ্ঠিব অজ্ঞাতবাস কালে নিজেব পবিচয় দিলেন এক অক্ষবিদ্ রূপে। শুধু পবিচয় দিলেন না, অক্ষবিদ রূপেই বিবাট রাজার দববাবে অজ্ঞাতবাস কাটালেন।

ভারতবর্ষের আর্য জাতিব এ ব্যসনের কথা ঋগ্বেদ, অথর্ববেদেও উল্লেখ আছে-তখন সমাজে টাকা পয়সার প্রচলন ছিল না। রাজ সম্পদ ছিল ভূমি, পশু, সোনা, বিবিধ সামগ্রী, দাসদাসী এমন কি আপন স্ত্রীও। স্ত্রীকে দ্যূত ক্রীড়ায় পণ রাখার গল্প অনেক দেখা যায়। ঋগ্বেদের "জুয়াড়ি বিলাপ" একটি প্রখ্যাত কবিতা। দ্যূতেব আকর্ষণ অতি প্রবল। অনেক রাজা বা সাধারণ লোকও এই জুয়া খেলায় নিজের স্ত্রীকে হারিয়েছেন। কিন্তু কোন নারীকে এরূপ ভাবে বিবস্ত্রা করার কাহিনী কোনও বইতে নেই। দ্রৌপদীকে নিয়ে এ রকম অসাধারণ উল্লাসে মনে হয়, হিংসা, ঈর্ষা ও প্রতি-হিংসার উন্মত্ততার এক ভয়ঙ্কর চিত্র।

কাশীদাসী মহাভারতে কর্ণ দুর্যোধনকে বলছেন—

যে কর্মে যে যোগ্য তারে দেহ মহারাজ ॥

... ...

সুকোমল অঙ্গ রাজা ধর্মের তনয়।
অন্য কর্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয় ॥
তাম্বুলের সেবাতে করহ নিয়োজন।
পান লৈয়ে সন্নিধানে রবে অনুক্ষণ ॥
হৃষ্ট পুষ্ট বৃকোদর হয় বলবান।

... .

বৃকোদরে চতুর্দ্দোল কর সমর্পণ।

... .

স্কন্ধে করি তোমা লৈবে সহ ভ্রাতৃগণ।
স্বচ্ছন্দে যাইব যথা করিবা গমন ॥
অর্জুনের এই সেবা দেহ মহাশয়।

... ...

বস্ত্র অলঙ্কার আদি সমর্প অর্জুনে।
লয়ে তব পুরোভাগে রবে অনুক্ষণ ॥
তব হিতপ্রিয় দুই মাদ্রীর তনয়।

.. . .

এ দোঁহারে দুই সেবা দেহ মহাশয় ॥
দুই ভিতে তোমার থাকিব দুই জন।
চামর লইয়া সদা করিবে ব্যজন ॥

... ...

আসিয়া করুক কৃষ্ণা গৃহে দাসী পণ। (সঃ)

পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে এ কি কঠোর ব্যঙ্গ। পাণ্ডব ভ্রাতাদের কাকে কোন কর্মে নিয়োগ করা হবে, সে অনুশাসন দিয়ে কর্ণ খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। যদিও তিনি কুন্তীর পুত্র, তথাপি

সংসর্গ দোষে অন্য পাণ্ডবদেব সঙ্গে রুচির কত তফাৎ। ভীষ্ম কর্ণের চরিত্র বিশ্লেষণে একটুও অত্যুক্তি করেননি। পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর বিরূপ ভাব সীমাহীন। তাঁর নীচ মনোবৃত্তি স্পষ্ট করে প্রকাশ করবার সময় বা সুযোগ তিনি কোনদিন অবহেলা করেননি।

তিনি দ্রৌপদীকে উদ্দেশ্য করে বললেন :—

দাস হৈল যুধিষ্ঠির তুই ভার্যা তার।
দাস ভার্যা দাসী হয বিদিত সংসার ॥
দাসী হৈলি দাসী কর্ম কর যথোচিত।
প্রবেশহ ধৃতরাষ্ট্র গৃহেতে ত্বরিত ॥
তোর প্রভু হৈল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
. .. .
যাবে তোর ইচ্ছা হয ভজহ তাহারে।
পাণ্ডবেরা আর তোরে নিবারিতে নারে ॥ (সঃ)

কুরুসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার পর নানা প্রকার অশুভ সঙ্কেত পেয়ে গান্ধারী ও বিদুরের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে স্বেচ্ছায বর দিযে পাণ্ডবদের রাজ্য ও ঐশ্বর্য সহ মুক্ত করে দিলেন।

তখন কর্ণ ব্যঙ্গ করে বলছেন :—

স্ত্রী গতিঃ পাণ্ডপুত্রাণামিত্যুবাচ সুদুর্মনাঃ (সঃ) ৭২।৪

—স্ত্রীই পাণ্ডবপুত্রদের পক্ষে গতি স্বরূপ হল।

যুধিষ্ঠির দ্বিতীয়বারও পাশা খেলায় হেরে গিয়ে বনবাস সর্ত মেনে নিতে বাধ্য হলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট পরামর্শ চাইলে, তিনি দুর্যোধনের কাজের সমালোচনা করে পাণ্ডবদের ফিরিয়ে এনে তাঁদের রাজ্য তাঁদের ফেরৎ দিতে বলায় ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হয়ে বিদুরকে ত্যাগ করলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অনতিবিলম্বে বিদুরকে পুনরায ফিরিয়ে আনলেন। এতে দুর্যোধন খুবই অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলেন, যদি বিদুরের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের ও ফিরিয়ে

আনেন। দুর্যোধন কোন প্রকারে পাণ্ডবদের রাজ্য ভোগ করতে দেবেন না স্থির প্রতিজ্ঞ।

দুর্যোধন তখন দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণকে বললেন তাঁকে এমন কিছু পরামর্শ দিতে যাতে পিতা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের পুনরায় ডেকে না আনেন। শকুনি বললেন, পাণ্ডবরা প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে কখনো ফিরবেন না, যদি বা সে ভাবে ফিরে তবে তাদের সত্য পালনের ত্রুটি দেখিয়ে সব সময় তাঁদের উদ্বিগ্ন করে তুলবেন। দুঃশাসন শকুনিকে অনুমোদন করল। কর্ণও প্রথমে পাণ্ডবরা কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ফিরবেন না এ আশ্বাস দিলেন। যদি তার অন্যথা হয়, তবে আবার পাশা খেলায় তাদের পরাজিত করা হবে। কর্ণের এ মন্ত্রণা দুর্যোধন হিতকর মনে করলেন না। তখন কর্ণ বীরত্ব প্রকাশ করে বললেন —

বয়স্ত শস্ত্রাণ্যাদায় রথনাস্থায দংশিতা।

গচ্ছামঃ সহিতা হন্তুং পাণ্ডবান বনগোচরান॥ (বঃ) ৭।৮

—আমরা সকলে বর্মযুক্ত হয়ে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রথে চড়ে মিলিত হয়ে বনবাসী পাণ্ডবদের বধ করব।

কর্ণের এই দুষ্ট মন্ত্রণা দুর্যোধন পক্ষের ঘোষ যাত্রার ছলনা করল। ধৃতরাষ্ট্রকে নির্দোষ ঘোষ যাত্রার অছিলায় ভুলিয়ে দুর্যোধন তাঁর সঙ্গী সৈন্য ও পুরনারীদের সঙ্গে করে বনে পাণ্ডবদের অন্বেষণে গেলেন। বনে দুর্যোধন সদল বলে গন্ধর্বরাজের সামনে পড়লেন এবং গন্ধর্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত দুর্যোধন কুলস্ত্রী সহ গন্ধর্বের বন্দী হলেন এবং কর্ণ পলায়ন করে আত্মরক্ষা করলেন। (দুর্যোধন চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

যা হোক যুধিষ্ঠিরের উদারতায় গন্ধর্বদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যুধিষ্ঠিরের আদেশে নিজের রাজধানীর দিকে রওনা হলেন। পথে দুর্যোধন বসে পড়লেন। পাণ্ডবদের দয়াতে মুক্তি তাঁর আসম্মানে প্রবল আঘাত করেছে এবং তিনি প্রযোপবেশনে মৃত্যু বরণ করবেন

স্থির করলেন। (দুর্যোধন চরিত্র দ্রষ্টব্য)। শকুনি, দুঃশাসন কেউই তাঁকে এ সঙ্কল্পচ্যুত করতে সক্ষম হলেন না। তখন কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন —

সৈনিক ও যে সব প্রজারা রাজার রাজ্যে বাস করে, উভয়েই মিলিত হয়ে যথাযথ রূপে রাজার প্রিয় কাজ করা উচিত। অতএব আপনারই প্রজা পাণ্ডবরা যদি আপনাকে মুক্ত করে থাকে তাতে বিলাপ করার কি আছে? পাণ্ডবরা আপনার প্রজা। রাজার বিপদে প্রজার সাহায্য অতি আবশ্যক। পাণ্ডবদের সমস্ত রত্ন আজ আপনিই ভোগ করছেন। দেখুন, পাণ্ডবরা কেমন বীর্যবান, সব হারিয়েও তারা প্রায়োপবেশন করেনি। হে রাজন, আপনি উঠুন, আপনার কল্যাণ হোক। চলুন এখানে আর অধিক বিলম্ব করা অনুচিত।

যদি আপনি আমার কথা না শোনেন, তবে আমি আপনার সেবা শুশ্রূষার জন্য এইখানেই থাকব। আপনাকে পরিত্যাগ করে আমি বাঁচতে চাই না আপনি প্রায়োপবেশন করলে রাজাদের নিকট হাস্যাস্পদ হব।

এইভাবে কর্ণ পাণ্ডবদের মহানুভবতার অতি সরল ও সহজ ব্যাখ্যা দিলেন। কিন্তু বন্ধুকে বিপদের মধ্যে ফেলে পলায়ন করে আত্মরক্ষার কোন কৈফিয়ৎ কর্ণ দেননি।

কর্ণ দুর্যোধনকে আরও বললেন —

ন মৃতো জয়তে শত্রূন্ জীবন ভদ্রাণি পশ্যতি।

মৃতস্য ভদ্রাণি কুতঃ কৌরবেয় কুতো জয়ঃ ॥ (বন) ২৫২।৩৯

— হে কুরুনন্দন, মৃত হলে শত্রুকে জয় করা যায় না, জীবিত থাকলে কল্যাণ লাভ সম্ভব। মৃত ব্যক্তির কল্যাণই বা কি এবং জয়ই বা কি?

এখন বিষাদের কিংবা ভয় বা মরণের সময় নয়। (ন কালোহস্য বিষাদস্য ভয়স্য মরণস্য বা) এই বলে কর্ণ দুই বাহু প্রসারিত করে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

তিনি দুর্যোধনকে আরও বললেন অর্জুনের বীরত্বে যদি আপনার মনে ভয় হয়ে থাকে, তাহলে এ ভয় দূর করবার জন্য আমি সত্য করে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমিই যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করব।

গতে ত্রয়োদশে বর্ষে সত্যেনায়ুধমালভে।

আনয়িষ্যাম্যহং পার্থান বশং তব জনাধিপ॥ (বন) ৫২।৪৩

—হে জনগণের রাজন, আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করে সত্য করছি যে ত্রয়োদশ বর্ষ গত হলে আমিই পাণ্ডবদের আপনার বশীভূত করে দেব।

কর্ণের প্রতিজ্ঞায় দুর্যোধন তাঁর সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন। এ স্থানে কর্ণের আশ্বাস দুর্যোধনের ক্লৈব্য দূর করতে বিশেষ কার্যকর হলো।

দুর্যোধন হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করলে ভীষ্ম তাঁকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করেন। তিনি দুর্যোধনকে বলেন, তুমি যখন সসৈন্য আত্মত্রানের জন্য পাণ্ডবদের শরণাগত হয়ে চীৎকার করেছিলে, তখন পাণ্ডবদের বিক্রম দেখলে এবং সেই সঙ্গে দুর্মতি সূতপুত্র কর্ণের বিক্রমও প্রত্যক্ষ করেছ। ধনুর্বেদ, শৌর্য বা ধর্মে কোন বিষয়ই এই কর্ণ পাণ্ডবদের এক চতুর্থাংশের এক অংশের যোগ্য নয়। (ন চাপি পাদভাক্ কর্ণঃ পাণ্ডবানাম্ নৃপোত্তম। ধনুর্বেদে চ শৌর্যে চ ধর্মে বা ধর্মবৎসল।) তিনি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধির পরামর্শ দেন। ভীষ্মের উপদেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উপেক্ষা করে দুর্যোধন সে জায়গা থেকে চলে গেলেন। শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণ দের অনুসরণ করলেন। ভীষ্ম চলে গেলেন। তাঁরা আবার সেই জায়গায় সমবেত হলেন এবং দুর্যোধন তাঁদের শ্রেয় লাভ হয় এমন শুভজনক কোন উপায় স্থির করবার জন্যে সকলকে আহ্বান করলেন। উত্তরে কর্ণ বললেন — ভীষ্ম সর্বদাই আমাদের নিন্দা ও পাণ্ডবদের প্রশংসা করেন। আপনার প্রতি দ্বেষ বশতঃ আমাকেও তিনি দ্বেষ করেন। আপনার কাছে সর্বদাই আমার নিন্দা করে থাকেন। আপনার সামনে ভীষ্ম যা

বলেছেন, আমি তা সহ্য করতে পারছি না। পাণ্ডবদের প্রশংসা ও আপনার নিন্দা— এটা আমার পক্ষে অসহ্য। আপনি ভৃত্য, সৈন্য ও বাহন দিয়ে আমাকে দিগ্‌বিজয়ের অনুমতি দিন। শক্তিশালী পাণ্ডবরা চার ভাই মিলে যে পৃথিবী জয় করেছিল, তা আমি একাই আপনার জন্য জয় করব। আমি পর্বত, বন ও উপবনের সঙ্গে পৃথিবীকে জয় করব—এতে সংশয় নেই, ভীষ্ম তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। যে অনিন্দনীয় ব্যক্তিকে নিন্দা করে এবং প্রশংসার অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রশংসা করে, সেই ভীষ্ম আজ আমার বাহুবল প্রত্যক্ষ করুন এবং পরে নিজেকে ধিক্কার দিন। আমি অস্ত্র স্পর্শ করে সত্য করে শপথ করছি যে আপনার জয় অবধারিত।

ভীষ্মের মত বিচক্ষন দৃষ্টি সম্পন্ন, মহাশক্তিশালী, ধার্মিক অভিজ্ঞ ব্যক্তির হিতকর বাক্যের প্রত্যুত্তরে কর্ণের উপরোক্তি প্রগলভতা মাত্র। তিনি (ভীষ্ম) হিতোপদেশই দিয়েছিলেন।

কর্ণ ভয়ানক যুদ্ধ করে বীর দ্রুপদ রাজাকে বশীভূত করে তাঁর নিকট হতে সুবর্ণ রজত, রত্ন প্রভৃতি নানা বস্তু কর স্বরূপ গ্রহণ করলেন। তাকে জয় করে তাঁর অনুগত রাজাদেরও বশ করলেন এবং তাদের থেকেও যথাযোগ্য কর আদায় করলেন।

তারপর কর্ণ উত্তর দিকের রাজাদের জয় করলেন। প্রথমতঃ ভগদত্তকে জয় করে কর্ণ শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে হিমালয় পর্বতে আরোহণ করলেন। সেখানকার রাজাদের জয় করে তাদের থেকে কর আদায় করলেন।

নেপালে যে সব রাজা ছিলেন, তাদের জয় করে তিনি হিমালয় হতে ফিরে পূর্ব দিকে গেলেন। অতঃপর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ শুণ্ডিক, মিথিলা, মগধ, কর্কখণ্ড প্রভৃতি দেশকে নিজের রাজ্যের সঙ্গে মিলিত করে আবশীর, যোধ্য ও অহিক্ষত্র দেশকে জয় করলেন। এইরূপে পূর্ব দিকের রাজাদের জয় করে বৎস ভূমিতে আসলেন।

বৎস ভূমিকে জয় করে কেরল, মৃত্তিকাবতী, মোহন, পত্তন,

ত্রিপুরী এবং কোসল প্রভৃতি দেশকে জয করে তিনি সকলেব নিকট হতে কব আদায় কবলেন। পরে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বাজগণকে জয করে কর্ণ দাক্ষিণাত্যে ভাষ্মক পুত্র রুক্মীব সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। রুক্মী কর্ণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে তাকে সুবর্ণ কর স্বরূপ দিলেন। অতঃপর কর্ণ রুক্মীব সঙ্গে মিলিত হয়ে পাণ্ড্য দেশ ও শ্রীশৈল দেশের দিকে প্রস্থান করলেন। তিনি কেবল দেশের অধিপতি বাজা নীল বেনু—দারিপুত্র এবং অন্যান্য দাক্ষিণাত্য দেশেব বাজাদের জয় করে কব আদায কবলেন।

অতঃপর কর্ণ শিশুপালের পুত্র এবং পাশেব অন্যান্য নৃপতিদের নিজের অধীনস্থ করলেন। তাবপব তিনি সামনীতির দ্বারা অবন্তী দেশের রাজা ও বৃষ্ণিবংশীয় রাজাদেব সঙ্গে মিলিত হযে পশ্চিম দিকেও জয করলেন।

প.শ্চম দি:কে আরও অগ্রসব হয়ে যবন ও বর্ববাদি পশ্চিম দিকের বাজাদেব জয় করে কর আদায় কবলেন।

এইরূপে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তব দক্ষিণ দিকেব সমগ্র পৃথিবীকে জয করে ম্লেচ্ছ, বনবাসী, পার্বতীয়, ভদ্র রোহিতক, আগ্নেয, মালব এবং সমস্ত গণবাজদেরও জয করলেন। এ ছাড়াও কর্ণ শশক ও যবনদেরও জয করলেন।

অতঃপর নগ্নজিৎ প্রমুখ মহারথী নবপতি সমূহকেজয করে দিগ্বিজয শেষ করে সমস্ত পৃথিবীকে বশে এনে কর্ণ হস্তিনাপুবে ফিবে গেলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে সর্বসমক্ষে সম্মানিত করলেন দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করবাব জন্যে কর্ণ পৃথিবী জয করে প্রচুব ঐশ্বর্য আহরণ করে দুর্যোধনকে উপঢৌকন দিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র আনন্দের আতিশয্যে কর্ণকে আলিঙ্গন করে সম্মানিত করলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বাহ্লীক আমাকে যা দিতে পাবেনি, তুমি আমাকে তা দিলে। আমি মনে করি

পাণ্ডবরা ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রাজারা তোমার ষোল কলার এক কলারও যোগ্য নয়।

সমগ্র পৃথিবী জয় করে এসে দুর্যোধনকে কর্ণ বললেন, আজ আপনার এই পৃথিবী রাজ্য নিষ্কণ্টক হয়েছে, আপনি এখন শত্রুহীন মহামান্য ইন্দ্রের ন্যায় এই পৃথিবীকে পালন করুন।

তখন দুর্যোধন তাকে বললেন তুমি যার সহায়, এ জগতে তার দুর্লভ কিছুই নাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দেখে আমারও সেই রকম একটা যজ্ঞ করবার ইচ্ছা হয়েছে, তুমি তা সম্পন্ন কর।

কুল পুরোহিত দুর্যোধনকে জানালেন যতদিন যুধিষ্ঠির জীবিত আছেন, ততদিন কুরু বংশের আর কেউ রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না। তিনি দুর্যোধনকে রাজসূয় তুল্য আর একটি মহাযজ্ঞ, বৈষ্ণব যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করতে পরামর্শ দিলেন।

দুর্যোধন বৈষ্ণব যজ্ঞের পর কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন—সৌভাগ্য বশতঃ আপনার এই মহাযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। যুদ্ধে কুন্তী পুত্রদের বধের পর আপনি রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করবেন এবং তা সমাপ্ত করবেন তখন আমি পুনরায় আপনাকে এইভাবে অভিনন্দন জানাব।

দুর্যোধন সমবেত কৌরবদের সম্বোধন করে বললেন, কবে সে সময় আসবে, যখন আমি পাণ্ডবদের বধ করে প্রচুর সম্পদ সম্পন্ন রাজসূয় মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করব?

কর্ণ বললেন— হে নৃপশ্রেষ্ঠ আমার প্রতিজ্ঞা শুনুন,

পাদৌ ন ধাবয়ে তাবদ্ যাবন্ন নিহতোঽর্জুনঃ॥
কীলালজং ন খাদয়েং করিষ্যে চাসুরব্রতম্।
নাস্তীতি নৈব বক্ষ্যামি যাচিতো যেন কেনচিৎ॥ (বন)
২৫৭।১৬-১৭

—যতদিন আমি অর্জুনকে বধ করতে না পারব ততদিন আমি অন্যকে দিয়ে পা ধোয়াবো না, মাছ মাংস (জলজ মৎস্যাদি) গ্রহণ

করব না অশুব ভাব বা ক্রূরতা ত্যাগ করব। এবং যে কোন প্রার্থীকে 'না' বলব না।

ধৃতরাষ্ট্রের তনযরা কর্ণের এই শপথ বাক্যে উল্লসিত হযে উঠলেন। সকলে মনে করলেন কর্ণের প্রতিজ্ঞা ও কাজ এক।

দূতমুখে কর্ণের প্রতিজ্ঞা শুনে যুধিষ্ঠির চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে ভ্রাতাদের ও স্ত্রীর সঙ্গে দ্বৈতবন ত্যাগ করে কাম্যক বনে চলে গেলেন। ভগবান ব্যাসের নানা হিত কথা শুনে কিছুটা নিশ্চিত হযে কাম্যক বনে আনন্দে বাস করতে থাকেন।

পাণ্ডবরা নিশ্চিন্তে কাম্যকবনে সুখে বাস করছেন শুনে দুর্যোধন তাঁদের সুখে বিঘ্ন ঘটাবার কৌশল খুঁজতে লাগলেন। সে সময—

তথা তৈর্নিকৃতিপ্রজ্ঞৈঃ কর্ণ দুঃশাসনাদিভিঃ।
নানোপায়ৈরঘংতেষু চিন্তযৎসু দুরাত্মসু॥ (বন) ২৬।৬

—ছলখলতানিপুণ কর্ণ দুঃশাসনাদি পাণ্ডুপুত্রগণকে সঙ্কটাপন্ন করবার নানা উপাযের অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

কালক্রমে এক মহাসুযোগ এ দুর্বৃত্ত দলের নিকট উপস্থিত। একদিন ঋষি দুর্বাসা এসে বললেন, "শীঘ্র আমাকে অন্ন দাও" (দদস্বান্নং শীঘ্রং মম নরাধিপ)। দুর্যোধন কর্ণ দুঃশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে (দুর্বাসা) ভোজন করালেন এবং মুনি তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। দুর্যোধন মুনিকে তিনি যেরূপ তাঁর আতিথেযতা চেযেছিলেন, সেরূপ রাজা যুধিষ্ঠিরের আতিথেয়তা গ্রহণ করতে বললেন, মুনি তথাস্তবলে চলে গেলেন। এতে কর্ণ অতীব আহ্লাদিত হযে বললেন —

দিষ্ট্যা কামঃ সুসংবৃত্তো দিষ্টা কৌরব বর্ধসে।
দিষ্টা তে শত্রবো মগ্না দুস্তরে ব্যসনার্ণবে॥
দুর্বাসঃ ক্রোধজে বহ্নৌ পতিতাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
স্বৈরেবতে মহাপাপৈর্গতা বৈ দুস্তরং তমঃ॥ (বন) ২৬।২৬-২৭

—অদৃষ্টবশতঃ তোমাদের বাসনা পূর্ণ হযেছে। অদৃষ্টবশতঃ কৌরবরা

বৃদ্ধি পাচ্ছে। অদৃষ্টবশতঃ শত্রুগণ দুস্তর বিপদসাগরে মগ্ন হয়েছে! দুর্বাসার ক্রোধরূপ বহ্নিতে পাণ্ডুপুত্ররা পতিত হয়ে নিজস্ব পাপের ফলে ঘোর নরকে যাবে।

পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির সহজাত কবচ ও কুণ্ডলধারী কর্ণের ভয়ে যখন সন্ত্রস্ত, তখন দেবরাজ ইন্দ্র লোমশ মুনিকে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে এ কথা বলে পাঠালেন—কর্ণের জন্য তোমার মধ্যে যে তীব্র ভয়ের সঞ্চার হয়েছে যা তুমি কারও কাছে প্রকাশ করছো না (যচ্ছাপি তে ভয়ং তীব্রং ন চ কীর্ত্তয়সে ক্বচিৎ) তোমার সে ভয় আমি দূর করব যখন অর্জুন স্বর্গ থেকে ফিরে যাবে (তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি ধনঞ্জয় ইতো স্বর্গ হতে) গতে।

এখানে কবি মহাকাব্য ইলিয়ডের কবির মতো Supernatural Machinery-র আশ্রয় নিয়েছেন। ইলিয়ড মহাকাব্যে Agamemnon, God of man (গ্রীক নরাধিপ) যখন বিধ্বংসী ট্রোজান সংগ্রামে আবদ্ধ গ্রীক পক্ষীয় বীর শ্রেষ্ঠ Achilles এর সঙ্গে এক প্রচণ্ড বিবাদ বাধে, মহাকবি হোমার এ বিবাদকে আশ্রয় করে তার মহাকাব্যের সূচনা করেন।

"Sing, heavenly muse, the wrath of Peleus son." বীরশ্রেষ্ঠ Achilles Peleusএর পুত্র এবং Thetis তার মাতা। হোমার তাকে শক্তি ও শৌর্যের প্রতীকরূপে চিত্রিত করেছেন। গ্রীক রাজা Agamemnonর সঙ্গে ঝগড়া করে Achilles যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে তাঁর তাঁবুতে ফিরে গেলেন এবং প্রচার করলেন তিনি গ্রীকদের পক্ষ নিয়ে আর যুদ্ধ করবেন না। Achilles যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে সরে দাঁড়ান। গ্রীকদের পক্ষে এক দুরন্ত সঙ্কট। মাতা Thetis এর ইচ্ছা সাময়িক ভাবে গ্রীকদের ট্রোজানদের হাতে লাঞ্ছিত করিয়ে রাজা Agamemnon কে Achilles কে পুনঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনতে বাধ্য করা।

এদিকে দেবী Juno গ্রীকদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি গ্রীকদের সব সময় রক্ষা করছেন ও তাদের বিজয়ে সহায়তা করছেন।

হিন্দুদের ব্রহ্মা গ্রীকদের Jupiter Juno হলেন Jupiter এর অর্ধাঙ্গিনী আর Thetis হলেন তাঁর দুহিতা। Thetis ধরে বসলেন Jupiterকে তাঁর ছেলের মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আর Juno আছেন গ্রীকদের রক্ষার জন্য। বস্তুতঃ হোমারের বর্ণিত ইলিয়াডের যুদ্ধ গ্রীক ট্রোজানের নয় ঐ যুদ্ধ ছিল গ্রীক দেব দেবীদের। মহাকবি হোমার দেবতাদের মর্তে নাবিয়ে এনেছেন।

মহাভারত মহাকাব্যেও কবি বেদব্যাস কুরু পাণ্ডবদের জন্য দেবতাদের টেনে এনেছেন মর্তে। পাণ্ডবদের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস কাল উত্তীর্ণ হয়েছে। অজ্ঞাতবাসের কাল আরম্ভ হয়েছে—রাজা যুধিষ্ঠিরের সহজাত কবচ ও কুণ্ডলের অধিকারী কর্ণ হতে অত্যন্ত ভয়। এ ভয় দূর করবার জন্যে একদিকে দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যদিকে প্রকাশকর্তা মর্তে উপস্থিত হলেন। কর্ণ প্রকাশ কর্তার নন্দন। দেবরাজ ইন্দ্র পাণ্ডবদের উপকারসাধনে ইচ্ছুক হয়ে কর্ণের সহজাত কবচও কুণ্ডলদ্বয় হরণ করবার ইচ্ছা করেছেন জানতে পেরে সূর্যদেব কর্ণকে স্বপ্নে বেদবিদ যোগসমৃদ্ধিযুক্ত ব্রাহ্মনের বেশে দেখা দিয়ে কর্ণকে বললেন—আজ তোমার পরম সুহৃদ হয়ে তোমাকে একটি কথা বলছি তা শোন। পাণ্ডবদের হিতৈষী দেবরাজ ইন্দ্র তোমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল হরণ করবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মনের বেশে তোমার নিকট যাবে। (ব্রাহ্মণছদ্মনা কর্ণ কুণ্ডলাপজিহীর্ষযা) সমস্ত পৃথিবী তোমার প্রতিজ্ঞার কথা জানে যে কোন সৎ পুরুষ তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করলে তুমি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। কখনো তাকে বিমুখ করো না বা কিছু প্রতিদান চাও না। ইন্দ্র এ কথা জেনে তোমার কাছে তোমার কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা চাইবে। দেবরাজ ইন্দ্র তোমার কবচ কুণ্ডল চাইলে তা তুমি দেবে না। তাঁকে (অনুনেয়ঃ পরং) পরম অনুনয় সহকারে প্রত্যাখান করবে। এতে তোমার মঙ্গল হবে।

কুণ্ডলের পরিবর্তে অন্যবিধ ধন সম্পত্তি দিয়ে কুণ্ডল চাইতে বারন করবে। তারপর অংশুমালী এ সাবধান বানী কর্ণকে শোনালেন—

যদি দাস্যসি কর্ণ ত্বং সহজে কুণ্ডলে শুভে।

আয়ুষঃ প্রক্ষয়ং গত্বা মৃত্যোর্বশমুপৈষ্যসি ॥ (বন) ৩০০।১৮

—যদি তোমার শুভকব কুণ্ডল তুমি দাও, তবে তোমাব আয়ু শেষ হয়েছে এবং তুমি মৃত্যুব বশীভূত হবে।

তিনি আরও বললেন —

কবচেন সমাযুক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ মানদ।

অবধ্যস্ত্বং রণেঽরীনামিতি বিদ্ধি বাচা মম ॥ (বনঃ) ৩০০।১৯

—হে মানদ, তুমি কবচ ও কুণ্ডল দ্বারা সমাযুক্ত থাকলে যুদ্ধে তুমি শত্রুগণের দ্বারা অবধ্য। আমার এ কথা স্মরণ রাখবে।

এই বত্নময় কবচ ও কুণ্ডল অমৃত হতে উৎপন্ন হয়েছে। সুতবাং কর্ণ তোমার প্রাণ যদি প্রিয় হয়, তবে এই দুটিকে অবশ্যই বক্ষা কববে। (তস্মাদ্ রক্ষ্যং ত্বযা কর্ণ জীবিতং চেৎ প্রিয়ং তব)। অন্যথা তোমার আয়ু ক্ষয় হবে।

উত্তবে কর্ণ তখন ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের পরিচয় জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন আমি সূর্যদেব। সৌহার্দবশতঃ আমি তোমাকে দেখা দিলাম ও তোমাব হিতকথা বললাম, তুমি আমার কথা পালন করলে তোমার কল্যাণ হবে।

সত্যপ্রতিজ্ঞ কর্ণ সূর্যেব প্রস্তাবে সম্মত হলেন না, তিনি বললেন সূর্যদেব আপনি আমাব মঙ্গলেব জন্য যা বলেছেন তা অতি উত্তম। কিন্তু আপনি আমাব সুহৃদ ভাবাপন্ন আমাকে আমার ব্রত হতে চ্যুত করবেন না। কারণ সমস্ত জগৎ এ কথা জানে আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আমার প্রাণও নিশ্চিত রূপে দান করতে পারি। যদিও ইন্দ্রও পাণ্ডবদেব হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে ব্রাহ্মণ বেশে ভিক্ষা করতে আসেন, তাহলে আমি আমার কবচ ও কুণ্ডল অবশ্যই দান করব। আমার লোক বিশ্রুত যশ যেন নষ্ট না হয়—তাই আমি চাই।

মদ্বিধস্য যশস্যং হি ন যুক্তং প্রাণরক্ষণম্।

যুক্তং হি যশসা যুক্তং মরণং লোকসম্মতম্॥ (বন) ৩০০।২৮

—আমাদের মত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা যশের জন্যই। কারণ যশের সঙ্গে যে মরণ তা লোক সম্মত।

বৃণোমি কীর্তিং লোকে হি জীবতেনাপি ভানুমন্।

কীর্তিমানশ্নুতে স্বর্গং হীনকীর্তিস্তু নশ্যতি॥ (বন) ৩০০।৩১

—সূর্যদেব, আমার প্রাণের বিনিময়ে কীর্ত্তিকেই বরণ করব, যেহেতু কীর্তিমান্ মানুষ স্বর্গলাভ করেন। কিন্তু কীর্তিহীন পুরুষ বিনাশ লাভ করে।

কীর্তিই মানুষকে মাতার ন্যায় নতুন জীবন দান করে থাকে। অকীর্তি জীবিত মানুষেরও জীবনকে নাশ করে। স্বয়ং বিধাতা এইরূপ একটি প্রাচীন শ্লোক গান করেছেন—কীর্তিই মানুষের আয়ু (কীর্তিরায়ুর্নরস্য হ।)

পরলোকে মানুষের কীর্তিই একমাত্র পরম আশ্রয় এবং ইহলোকে বিশুদ্ধা কীর্তি মানুষের কীর্তি বর্দ্ধন করে থাকে।

আমি আমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল বিধি পূর্বক ব্রাহ্মণকে দান করে অক্ষয় কীর্তি লাভ করব। যুদ্ধে শত্রু জয় রূপ পরম দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করে অথবা সংগ্রামে শরীর ত্যাগ করে কেবল যশ লাভ করব।

যুদ্ধে ভীত এবং শরণাগত সৈন্যদের অভয় দান করে এবং সংসারে বালক, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে মহাভয় হতে মুক্ত করে আমি স্বর্গানুকূল অনুত্তম যশ লাভ করব। সুতরাং আমার জীবনের বিনিময়েও কীর্তি রক্ষা করাই হচ্ছে আমার ব্রত।

কর্ণ জোর দিয়ে বললেন—ব্রাহ্মণ বেশী ইন্দ্রকে এই শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা দান করে পরলোকে আমি পরম শান্তি লাভ করব।

সেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের villain ইয়াগোর মুখেও এ

রকম কথা শোনা গিয়েছে। Who steals my purse steals trash, but who steals my reputation steals all.

সূর্যদেব নানা যুক্তি দিয়ে পুনঃ পুনঃ কর্ণকে ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দানে বিরত থাকতে অনুরোধ করে বললেন এ জগতে রাজারা জীবিত অবস্থাতেই পৌরুষের দ্বারা কীর্তি লাভ করতে চায়, এটা তুমি জান। জীবিত পুরুষের পক্ষেই কীর্তি সর্বোৎকৃষ্ট। মৃত মানুষের কীর্তি শবের গলায় পরিহিত পুষ্প মাল্যের ন্যায়। তুমি আমার ভক্ত। ভক্তকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তুমি আমাকে ভক্তি কর, এজন্য আমিও তোমাকে ভালবাসি। এর মধ্যে কিছু দৈব বিহিত আধ্যাত্মিক রহস্য আছে। এজন্যও আমি তোমাকে বলছি—তুমি আমারকথানুসারে কাজ কর। দেব. গুহ্য বস্তু তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তোমাকে তা বলব না, তুমি পরে তা জানতে পারবে।

সূর্যদেব. কর্ণের মন জয় করবার জন্য আরও বললেন, বিশাখা নামক দুই নক্ষত্রের মাঝে চন্দ্র যেমন বিমল আলোকে বিরাজ করে তুমিও তেমন কুণ্ডলদ্বয়ের মধ্যবর্তী হয়ে সেই শোভা প্রাপ্ত হও।

তুমি সর্বদাই সব্যসাচী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের স্পর্দ্ধা প্রকাশ কর। তুমি যদি রণক্ষেত্রে অর্জুনকে জয় করতে চাও, তবে ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় কিছুতেই দেবে না। বরং যুক্তিযুক্ত মধুর ভাষণের দ্বারা পুরন্দরকে জয় করে তাঁর মতির পরিবর্তন করবে।

উত্তরে কর্ণ সূর্যকে বললেন, আমি আপনার পরম ভক্ত। আমি আপনাকে প্রণাম করে প্রার্থনা করছি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি মৃত্যুকেও তত ভয় করি না, মিথ্যাকে যত ভয় করি। বিশেষতঃ সেই মিথ্যা ব্যবহার যদি সজ্জন ও ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঘটে, এ রকম অবস্থায় আমার প্রাণভিক্ষা করলে, তাও আমি বিনা বিচারে দিতে পারি।

অর্জুন হতে আমায় যে ভয়ের কথা বলছেন, আপনি সে দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। অর্জুন

যদি কার্তবীর্যার্জুনের ন্যায় শক্তিশালী হয় তবুও তাকে আমি যুদ্ধে অবশ্যই জয় করব। আপনি জানেন আমি পরশুরাম ও দ্রোণের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছি।

কর্ণের নিজের শক্তি সম্বন্ধে সর্বদা একটা গর্ব ছিল। এই গর্বই তাঁকে অর্জুনের বীরত্বের প্রকৃত মূল্যায়নে ব্যর্থ করেছিল। English author and journalist Daniel Defoeর কথায় Pride the first peer and president of hell এই উক্তিটির সত্যতা কর্ণের চরিত্র বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়। অহঙ্কারই তাঁর ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

কর্ণ চরিত্রের ন্যায় অন্য কোন মহান চরিত্রে বোধ হয় মহত্ব, হীনতা ও নীচতার এমন অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায় না। তাই কর্ণ চরিত্রের একদিকে যেমন আত্মত্যাগ, বদান্যতা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি মহৎ গুণ আমাদের প্রশংসা অর্জন করে, অন্যদিকে হিংসা, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি দোষ তাঁর প্রতি মন করে বিরূপ।

সূর্যদেবের কোন প্রকার যুক্তি কর্ণকে তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চ্যুত করতে সমর্থ হলো না। অন্যপক্ষে কর্ণ সূর্যদেবকে বললেন, হে মহাতেজস, আপনি বরং আমাকে অনুমতি দিন যে যদি ইন্দ্র এসে ভিক্ষা করে তবে তাঁকে যেন আমি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি (ভিক্ষাতে ব্রাহ্মণে দদ্যামপি জীবিতমাত্মনঃ)।

সূর্যদেব তখন বুঝতে পারলেন যে কর্ণ কখনো তাঁর স্থির ব্রত হতে বিচ্যুত হবার নন। সূর্যদেব তখন বললেন, বৎস যদি ইন্দ্রকে কুণ্ডলদ্বয় দাও, তবে ইন্দ্রকে বলবে—যুদ্ধে জয়লাভের একটি সর্তে আমি কুণ্ডল দিতে পারি। অর্জুনের জন্য তোমার ক্ষতি করবার জন্যই ইন্দ্র কুণ্ডল ভিক্ষায় আসবে। অতএব তুমিও পাল্টা অমোঘা একাঘ্নী শক্তি চাইবে। এ সর্তে ইন্দ্রকে কুণ্ডল দুইটি ও কবচ দিলে, তাঁর শক্তির দ্বারা শত্রুগণকে বধ করতে পারবে। ঐ শক্তির মহিমা বলতে গিয়ে সূর্যদেব বললেন ঐ শক্তি সহস্র সহস্র বীরকে বধ না করে ফিরে

আসে না। এ প্রকার কথাবার্তার পর সূর্যদেব অন্তর্হিত হলেন। রাত্রি প্রভাতে কর্ণ জপের শেষে রাতের স্বপ্ন যা ঘটেছিল আনুপূর্বিক সূর্যদেবকে জানালেন। সূর্যদেব তার সত্যতা স্বীকার করলেন। কর্ণও স্বপ্ন বৃত্তান্ত যথার্থ বুঝে শক্তি লাভের ইচ্ছা তে ইন্দ্রের প্রতীক্ষায় রইলেন।

সূর্যদেব যখন কর্ণকে তাঁর কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশী দেবরাজ ইন্দ্রকে দিতে বারণ করেছিলেন তাঁর কথার গুরুত্ব বুঝাবার উদ্দেশ্যে সূর্যদেব কর্ণকে লক্ষ করে বলেছিলেন —

দেবগুহ্যং ত্বয়া জ্ঞাতুং ন শক্যং পুরুষর্ষভ।
তস্মান্নাখ্যামি তে গুহ্যং কালে বেৎস্যতি তদ্ ভবান্॥
(বন) ৩০১।১০

—হে শ্রেষ্ঠপুরুষ, দেবগুহ্য তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তোমাকে তা বলব না, কালক্রমে তুমি তা জানতে পারবে।

সেই দেবগুহ্য আর কিছু নয়, কুন্তীর কন্যা বয়সে সূর্যদেবের ঔরসে কর্ণের জন্ম। যা কর্ণের তখনও জানা ছিল না, যদিও তিনি পরে তা জানতে পেরেছিলেন।

কর্ণ সূর্যের উপাসক ছিলেন। কর্ণ যখন মধ্যাহ্নকালে জলে দাঁড়িয়ে করজোড়ে সূর্যের স্তব করতেন তখন ধনাকাঙ্খী ব্রাহ্মণগণ তাঁর কাছে ধন ভিক্ষার জন্য আসতেন কর্ণেরও তাঁদের অদেয় কিছু ছিল না।

একদিন কর্ণ যখন সূর্যস্তব করছিলেন ব্রাহ্মণ বেশে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর নিকট "আমাকে ভিক্ষা দাও" বলে উপস্থিত হলেন। রাধাসূত কর্ণ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললেন —

হিরণ্যকণ্ঠাঃ প্রমদা গ্রামান বা বহু গোকুলান্।
কিং দদামীতি তং বিপ্রমুবাচাধিরথিস্ততঃ॥ (বন) ৩১০।২

সুবর্ণহার পরিহিতা নারী সমাকুল গ্রাম, অথবা বহু গাভী পূর্ণ গ্রাম, কি আমি আপনাকে দিব বলুন। উত্তরে দেবরাজ ইন্দ্র

বললেন, ঐ সব জিনিষ যারা চান তাঁদের দিও। যদি তুমি সত্যব্রত হও—

যদেতৎ সহজং বর্ম কুণ্ডলে চ তবানঘ।

এতদুৎকৃত্য মে দেহি যদি সত্যব্রত ভবান্॥ (বন) ৩.৩১৮

—তবে দুঃখহীন হয়ে তোমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় কেটে আমাকে দাও। সত্বর তুমি ঐগুলি আমাকে দাও সকল লাভের মধ্যে উহাই উৎকৃষ্ট লাভ (সর্বলাভানাং লাভঃ পরমাকো মতঃ)।

উত্তরে কর্ণ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, ভূখণ্ড, সুন্দরী নারী, গাভী, বহুবর্ষ স্থায়ী জীবিকা এরূপ যা কিছু ইচ্ছা করেন, তা দিতে আমি প্রস্তুত কিন্তু ঐ দুটি নয়। (ন তু বর্ম সকুণ্ডলম্)। কর্ণ তাঁকে সব প্রকারে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করলেন, তাঁর পূজা করলেন তথাপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ অন্য কিছুতে রাজি হলেন না।

যখন সেই দ্বিজত্তম অন্য কোন দানে রাজি হলেন না, তখন কর্ণ হাস্য সহকারে বললেন—আমার সহজাত বর্ম ও কুণ্ডলদ্বয় অমৃত হতে উৎপন্ন (সহজং বর্ম মে বিপ্র কুণ্ডলে চামৃতোদ্ভবে) সব লোকে জানে এবং এ দুয়ের দ্বারা আমি অবধ্য (তেনাবধ্যোঽস্মি)। অতএব তাদের ত্যাগ করতে পারি না (নৈতজ্জহাম্যহম্)। হে ব্রাহ্মণ প্রবর, আপনাকে নিষ্কণ্টক এ বিশাল পৃথিবী প্রদান করছি তা গ্রহণ করুন। যদি আমি সহজাত বর্ম ও কুণ্ডলদ্বয় ত্যাগ করি তবে আমি শত্রুদ্বারা বধ্য হব। অতএব আপনি এ দুটি চাইবেন না।

যখন দেবরাজ ইন্দ্র অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করতে রাজি হলেন না, তখন কর্ণ হেসে বললেন, আমি পূর্বেই জেনেছি যে আপনি আমার নিকট এ দান চাইবেন। হে শক্র, আমার ব্রতধারীর পক্ষে আপনার প্রার্থনাকে ব্যর্থ করা অভিপ্রেত নয়। আপনি দেবরাজ। আপনিও আমাকে কিছু বর দিন। আমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল দ্বয় আপনাকে দিয়ে আমি যদি শত্রুদের দ্বারা বধ্য হই তবে সকলে আপনাকে উপহাস করবে। অতএব অন্য বরের বিনিময়ে

তা গ্রহণ করুন। নয়ত দেব না। (যস্মাদ্ বিনিময়ং কৃত্বা কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্ হবস্ব শক্র কামং মে ন দদ্যামহমন্যথা)। তখন দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, আমি তোমার কাছে আসব তা সূর্যদেব জানতেন। তিনিই তোমাকে বিনিময়ে চাইতে বলেছেন। যা হোক আমার বজ্র ছাড়া অন্য কোন বস্তু আমার থেকে যাচ্ঞা কর। তখন কর্ণ তাঁর নিকট সফলকাম হয়ে অমোঘা শক্তি প্রার্থনা করলেন। (অমোঘাং শক্তিমভ্যেত্য বব্রে সম্পূর্ণমানসঃ)।

হে বাসব, আমার কবচ ও কুণ্ডলের বিনিময়ে আপনি আমাকে (অমোঘং শক্রসঙ্ঘানাং ঘাতিনীং) শত্রুসঙ্ঘ ঘাতিনী অমোঘা শক্তি দিন।

উত্তরে দেবরাজ বললেন, তুমি আগে তোমার সহজাত বর্ম ও কুণ্ডলদ্বয় আমাকে দাও পরে আমার নিকট এ শক্তি গ্রহণ কর। সেই শক্তির মহিমা বলতে গিয়ে দেবরাজ বললেন, আমার এই শক্তি আমার শত্রু শত শত অসুরকে বধ করে আবার আমার হাতে ফিরে আসে। হে সূতনন্দন, এই অমোঘা শক্তি তোমার করচ্যুত হয়ে গর্জনকারী ও প্রতাপশালী এক শত্রুকে বধ করে আমার কাছে ফিরে আসবে।

কর্ণ বললেন, মহাযুদ্ধে গর্জনকারী ও পরাক্রমশালী যে শত্রুকে দেখে আমি ভীত হব, সেই এক শত্রুকে আমি বধে ইচ্ছুক। উত্তরে দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, তুমি গর্জনকারী ও প্রতাপশালী একজন শত্রুকে বধ করতে চাচ্ছ। তবে জেনো তোমার সেই অভিপ্রেত শত্রু এর দ্বারা নিহত হবে না। কারণ সে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত। এ কৃষ্ণকে বিদ্বানগণ বরণীয়তম, অপরাজিত ও অচিন্ত্য নারায়ণ বলে কীর্তন করেন (যমাহুর্বেদবিদ্বাংসো বরাহমপরাজিতম্। নারায়ণমচিন্ত্যঞ্চ)। কর্ণ প্রত্যুত্তরে বললেন, তাই হোক। একজন শত্রুকে বধ করবার জন্য আমাকে এ শক্তি দিন। আমার বর্ম ও কুণ্ডলদ্বয় কেটে আপনাকে দিচ্ছি। কিন্তু এজন্য যেন আমার শরীর

বিরূপ না হয়। উত্তরে দেবরাজ বললেন, এতে তোমার শরীরে কোন ক্ষতের দাগ পর্যন্ত হবে না। কারণ (যস্ত্বং নানৃতমিচ্ছসি) তুমি অসত্য ইচ্ছা কর না। তোমার পিতার যেমন বর্ণ ও তেজ তুমিও সেরূপ বর্ণ ও তেজ সম্পন্ন হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রাণের ভয় উৎপন্ন হবে না, ততক্ষণ এই শক্তি ব্যবহার করবে না। যদি মত্ততা বশতঃ অন্যরূপ কর তবে এ শক্তি তোমার উপর পতিত হবে। (প্রমত্তো মোক্ষ্যসে চাপি ত্বয্যেবৈষা পতিষ্যতি)। কর্ণ বললেন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বলছেন, যতক্ষণ প্রাণ সংশয় উপস্থিত হবে না ততক্ষণ এ শক্তি ব্যবহার করবেন না। এই বলে ইন্দ্রের নিকট থেকে অমোঘা শক্তি নিয়ে তিনি তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা নিজ শরীর কেটে দিব্য কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ইন্দ্রকে দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অন্তর্যামী। কর্ণের অন্তরে যে জিঘাংসা লুকিয়ে ছিল তা তিনি জানতেন এবং পূর্বাহ্নে কর্ণকে জানিয়ে দিলেন যে যাকে বধ করবার ইচ্ছাতে তিনি অমোঘ শক্তি চাচ্ছেন, তিনি তাঁকে ঐ শক্তির দ্বারা বধ করতে পারবেন না।

সত্য রক্ষার জন্য কর্ণকে অভিনন্দন করে দেবতারা স্বর্গে দুন্দুভি বাজাতে থাকেন এবং মুহুর্মুহু দিব্য পুষ্প বর্ষণ করতে থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র হেসে হেসে কর্ণকে প্রবঞ্চিত করে পাণ্ডবদের মঙ্গল সাধন করলেন। অন্য দিকে কর্ণকে পৃথিবীতে যশস্বী করে রাখলেন। (শক্রঃ প্রহসন্ বঞ্চয়িত্বা কর্ণং লোকে যশসা যোজয়িত্বা) দেবরাজ ইন্দ্রের এই প্রকার আচরণের আরও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন মুনি দধীচির অস্থি আহরণ করেন নিজের বজ্রের জন্য। মহাভারতের কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল হরণ পাশ্চাত্য কবি Milton এর কাব্য নাটিকা Samson Agonistes এর কাহিনী মনে করিয়ে দেয়। Samson Israel বীর। তাঁর বিক্রম অনন্য সাধারণ ও অভূতপূর্ব। তাঁর এ অভূতপূর্ব বিক্রমের জন্য Israel বাসীরা আশা করেছিলেন যে Samson তাঁদের Philistian বশ্যতা থেকে মুক্ত করবেন।

Samsonর এই অদ্ভুত ক্ষমতার উৎস লুকিয়ে ছিল তাঁর মাথার কেশগুচ্ছে। এ তথ্য সকলের নিকট অজ্ঞাত ছিল এবং তা প্রকাশ করাও নিষিদ্ধ ছিল।

Samson জীবন সঙ্গীনি করলেন Dalila নামক এক Philistian মহিলাকে। Samson এর শক্তির গুহ্য তথ্য এই মহিলা প্রেম ও প্রণয়ের অভিনয়ে আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন।

কবির ভাষায় :—

At length to lay my head and hallow'd pledge
Of all my strength in the lascivious lap
Of a deceitful concubine who shore me
Like a tame Weather, all my precious fleeced,

Samson স্বচ্ছন্দে Dalilaর কোলে ঘুমিয়ে থাকলে Dalila তাঁর পবিত্র সম্পদ কেশ কেটে নিলেন। তখন অপরাজেয় Samson Philistian এর কাছে বন্দী হলেন। শুধু তাঁর অদ্ভুত পরাক্রম অপহৃত হলো না, তাঁর চোখ দুটিও শত্রুরা উপড়ে ফেলে তাঁকে Gaza কারাকক্ষে নিক্ষেপ করলো। কর্ণকে কবচ ও কুণ্ডল হীন না করলে যেমন পরাজিত করা সম্ভব ছিল না তেমনি কেশগুচ্ছ হীন না করলে Samsonও অপরাজিত থাকতেন।

প্রাচীন সাহিত্যে তথা প্রাচীন কবিকুলে তাঁদের মহাকাব্যে Supernatural machinery এনে তাঁদের রচনার বিকাশ, প্রসার ও সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের কাছে তাঁদের রচনা অধিকতর উপভোগ্য করবার প্রয়াস সব সময় দেখা যায়। এ ব্যাপারে প্রাচীন কবিদের মধ্যে এক সুস্পষ্ট একাত্মতা পরিলক্ষিত হয়। কর্ণ কায়মনোবাক্যে সত্যব্রত ছিলেন। বেদবিদ্ তপোসিদ্ধ যে কোন সৎ ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করতেন তাঁকে তাঁর অদেয় কিছু ছিল না। অতএব কর্ণের কাছে তাঁর সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় যে কোন সৎ দ্বিজ প্রার্থনা করলে, বোধ হয় কর্ণ তাঁকেও প্রত্যাখ্যান করতেন না।

কিন্তু কবি বেদব্যাস কর্ণের কাছে ঐ দুই বিশিষ্ট দ্রব্য ভিক্ষা করবার জন্য আনলেন দেবরাজ ইন্দ্রকে। অবশ্য কর্ম অনুযায়ী কর্তার নিয়োগ বিধি সম্মত। বিশেষ করে অর্জুন যখন ইন্দ্র পুত্র। কর্ণের নিকট তাঁর সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করা অর্থ কর্ণকে বলা তুমি স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দাও, যেমন তিনি মুনি দধীচিকে দিয়ে করিয়েছিলেন।

কর্ণ অবলীলাক্রমে অম্লান বদনে নিজের শরীর থেকে দিব্য কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় কেটে দিলে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের হর্ষে বিষাদ হল এবং এ সংবাদে পাণ্ডব শিবিরে বিষাদের জায়গায় আনন্দ দেখা গেল। কর্ণের ত্যাগ একলব্যের গুরু দক্ষিণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কর্ণ চরিত্র is an enigma, তিনি এমন এক বিরাট পুরুষ যার সমকক্ষ তখনকার ক্ষত্রিয় জগতে কেউ ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। একক ভাবে বললে মহাকবি হোমার তাঁর মানসপুত্র Achilles "The palm of stregth and valour" করে সৃষ্টি করেছেন। মহাকবি বেদব্যাসও কর্ণকে অনুরূপ বীর ক্ষত্রিয় বলে অঙ্কিতকরেছেন। মহাভারতের যুগে অর্জুনই বীর শ্রেষ্ঠ আখ্যা উপভোগ করেছেন স্বয়ং কৃষ্ণ বলেছেন কর্ণ অর্জুনের সমকক্ষ এমন কি তাঁকে অর্জুন হতেও শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। তবে দুই ভাইয়ের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান। একজন সতত দেবাশ্রিত। অন্যজন অভিশাপ ক্লিষ্ট—সৌন্দর্যে তিনি অনুপম। তাঁর অপরিসীম সত্যনিষ্ঠার পরিচয় তাঁর কবচ কুণ্ডল দানে উজ্জ্বল অক্ষরে বিরাজিত। সহজাত কবচ কুণ্ডলের মত পাণ্ডবদের প্রতি এক সহজাত প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ স্পৃহা ধৃতরাষ্ট্র তনয়দের সঙ্গে তাঁর অচ্ছেদ্য বন্ধন সেতু ছিল। কোন কিছুর প্রলোভন তাঁর এ বন্ধনে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়নি। সব দিক দিয়ে এত মহৎ এত উঁচু এক চরিত্রে এক মাত্র কালিমা পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর অবিরাম হীন ভাব ও হীন আচরণ। যেন সূর্য নন্দনের মধ্যে চন্দ্রের কলঙ্ক।

পাণ্ডবদের নিগ্রহের আরেক পর্ব শেষ হতে চলেছে। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস কাল চলেছে। রাজা দুর্যোধন নানা দিকে দূত পাঠিয়ে ও পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের জায়গা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এ ব্যাপাবে কি করা উচিত এবং কি কবে পাণ্ডবদেব আরও বার বছরেব জন্য বনে পাঠান সম্ভব তা স্থিব কববাব জন্য তিনি এক পবামর্শ সভা ডাকলেন। সে সভায় অন্যান্যদেব সঙ্গে কর্ণও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি দুর্যোধনকে লক্ষ্য কবে বললেন, এক দল দক্ষ এ কার্যে পটু সদ উদ্দেশ্যে পবিচালিত উত্তমরূপে প্রচ্ছন্ন হয়ে সমৃদ্ধ শালী জনাকীর্ণ দেশে দ্রুত গিয়ে সেখানকার সমৃদ্ধ গৃহে সিদ্ধাশ্রমে রাজধানী তীর্থস্থান প্রভৃতি জাযগায ঐকান্তিক ইচ্ছা নিয়ে অনুসন্ধান করুক, এরূপ অভিজ্ঞ ও সুনিপুণ চবদল উত্তম রূপে প্রচ্ছন্ন থেকে নদীব কুঞ্জে তীর্থ স্থানে গ্রামে নগরে বন্য আশ্রমে বা পর্বত গুহায প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত পাণ্ডবদেব খোঁজ করুক।

বিবাট পর্বেও কর্ণেব যথেষ্ট ভূমিকা আছে। বিরাট পর্বে বিবাট রাজাব গোহবণ অভিযানে দুর্যোধন (দুর্যোধন চরিত্র দ্রষ্টব্য) সদল বলে যাত্রা কবেন। ভীষ্মাদি যোদ্ধাবাও তাঁব অনুগমন কবেন। যুদ্ধ ব্যতিবেকে গোহবণ সম্ভব হল না। যুদ্ধক্ষেত্রে বৃহন্নলা বেশী অর্জুনকে দেখে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীববা শঙ্কিত হলেন।

দুর্যোধন জানালেন নির্বাসন সমাপ্ত হবাব পূর্বেই যদি অর্জুন আত্মপ্রকাশ কবে থাকে তবে পাণ্ডবরা পুনবায় দ্বাদশ বৎসব বনবাসী হবে যদি এই ব্যক্তি মৎস্য দেশেব বাজা হন অথবা অর্জুনই হয, তবু আমবা সকলে যুদ্ধ করব। গোধন যখন হবণ কবা হযেছে, তখন আমাদেব ইন্দ্রদেব বা যমেব সঙ্গেও সংগ্রাম কবতে হবে।

কর্ণ দুর্যোধনেব এই প্রস্তাব সমর্থন কবে বললেন দ্রোণাচার্য তাদেব অভিপ্রায জানেন। এজন্য আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন। অর্জুনকে তিনি বেশী স্নেহ কবেন। তাই তিনি অর্জুনকে আসতে দেখেই তাব প্রশংসা আবম্ভ কবেছেন। কিন্তু আমাদেব সৈন্যবা যাতে রণে ভঙ্গ না দেয তা কবতে হবে।

পাণ্ডববা সর্বদা আচার্যেব বিশেষ প্রিয। সময মত এ পক্ষেব

সৈন্যদের মনোবল নষ্ট করা ইত্যাদি স্বার্থ সাধনার্থেই তারা আচার্যকে এ পক্ষে রেখেছে। উনি নিজেই এ ধরনের কথা বার্তা বলছেন্।

অতি ক্ষোভের সঙ্গে কর্ণ বললেন অশ্বের হ্রেষা ধ্বনি শুনে কে প্রশংসা পরায়ণ হয়? বায়ু সর্বদাই প্রবাহিত হয। ইন্দ্র নিয়তই বর্ষণ করেন, সেই রূপ মেঘের গর্জন ত অনেক শোনা যায়।

কিমত্র কার্যং পার্থস্য কথং বা স প্রশস্যতে।

অন্যত্র কামাদ্ দ্বেষাদ্ বা রোষাদস্মাসু কেবলাৎ। (উঃ) ৪৭।২৭

—এতে অর্জুনের কৃতিত্ব বা প্রশংসার কি আছে? তার প্রতি অনুরাগ অথবা আমার ও প্রতি কেবল ক্রোধ ও বিদ্বেষ বশতঃ তার প্রশংসা করা হচ্ছে?

আচার্যরা দয়ালু, প্রাজ্ঞ ও সমদর্শী হন। মহাভয় সন্নিকটস্থ হলে কোন রূপেই এঁদের নিকট কর্তব্য জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। পণ্ডিতদের স্থান বিচিত্র রাজপ্রাসাদে বা দেবমন্দিরে বা সভাকক্ষে বা উপবনে বিচিত্র গল্প ও উপাখ্যান বলবার জন্য। তাঁরা শোভা পেয়ে থাকেন পরের দোষ ত্রুটি বিশ্লেষণে, লোকচরিত্র অনুধাবনে, হস্তী, অশ্ব ও রথারোহণে পশুর বেগ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে। সুতরাং পরের গুণবাদী পণ্ডিতদের পিছনে রেখে সেইরূপ নীতি বিধান করুন, যাতে শত্রু নিহত হতে পারে।

এখানে কর্ণের স্পর্ধা মাত্রা অতিক্রম করেছে। গুরু দ্রোণাচার্যর প্রতি কর্ণর উক্তি কেবল অন্যায় নয় গর্হিত। অর্জুনের প্রশংসা তিনি কোন প্রকারেই সহ্য করতে পারেন না। তাই অর্জুনের নাম শোনা মাত্রই যেন কর্ণ উগ্রভাব ধারণ করলেন।

কর্ণ আরও বললেন, আপনাদের সকলকেই যেন সন্ত্রস্ত, যুদ্ধে অনিচ্ছুক এবং সকলকে অত্যন্ত চঞ্চল দেখাচ্ছে। এই ব্যক্তি যদি মৎস্য দেশের রাজা অথবা যদি অর্জুনই এসে থাকে, তাহলে বেলা ভূমি যেমন সাগরের গতি প্রতিরোধ করে আমি তেমনি তাকে প্রতিরোধ করব। (অহমাবারয়িষ্যামি বেলেব মকরালয়ম্।) আমার

বাণগুলি সর্পের ন্যায় বিসর্পিত হয়। কখনও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। পতঙ্গের ঝাঁক যেমন বৃক্ষকে আচ্ছাদিত করে, তেমনি আমার তীক্ষ্ণাগ্র বাণগুলি অর্জুনকে আচ্ছাদিত করুক। অর্জুন ত্রয়োদশ বৎসর ব্রহ্মচারী ছিল। এখন যুদ্ধে আগ্রহী হয়েছে। সুতরাং সে আমাকে আক্রমণ করবে।

এষ চৈব মহেষ্বাসস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
অহং চাপি নরশ্রেষ্ঠাদর্জুনান্নাবরঃ ক্বচিৎ॥ (উঃ) ৪৮।৮

—এই অর্জুন ত্রিভুবন বিখ্যাত মহাধনুর্ধর এবং আমিও নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন অপেক্ষা কোন অংশে হীন নই।

আজ আমি আমার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করে দুর্যোধনের অপরিশোধ্য ঋণ শোধ করব। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় নিষ্ঠুর শরজালে আমি মহেন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী অর্জুনকে উল্কা পীড়িত হস্তীর ন্যায় পীড়ন করব। গরুড় যেমন সর্পকে ধরে আনে, আমি সেইরূপ অস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবীর অতিরথ অর্জুনকে রথ হতে অবশ অবস্থায় ধরে আনব। (বিবশং পার্থমাদাস্যে)।

তমগ্নিমিব দুর্ধর্ষমসিশক্তিশরেন্ধনম্।
পাণ্ডবাগ্নিমহং দীপ্তং প্রবহন্তমিবাহিতম্॥
অশ্ববেগপুরোবাতো রথৌঘস্তনয়িত্নুমান্।
শরধারো মহামেঘঃ শময়িষ্যামি পাণ্ডবম্॥ (উঃ) ৪৮।১৪-১৫

—অর্জুন দুর্ধর্ষ অগ্নির ন্যায় অসি, শক্তি ও বাণ তার ইন্ধন। আমি মহামেঘের ন্যায়, অশ্বের গতিবেগ সেই মেঘের পুরোবর্তী ঝটিকা, রথের ধ্বনি তার গর্জন, শরধারাই তার বৃষ্টি ধারা। আমি সেই পরম শত্রু প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দাহকারী পাণ্ডবানলকে প্রশমিত করব। সাপ যেমন বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে আমার ধনু হতে নির্গত সর্পতুল্য বাণগুলি অর্জুনের মধ্যে প্রবেশ করবে।

জামদগ্ন্যের নিকট থেকে আমি যে অস্ত্র পেয়েছি তা এবং নিজ বীর্য বলে আমি ইন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারি। অর্জুনের ধ্বজাগ্রে

অবস্থিত বানর আমার ভল্লাস্ত্রে ভয়ানক শব্দে ভূতলে পতিত হবে। অর্জুনের ধ্বজাশ্রিত ভূতগণ আমার দ্বারা নিগৃহীত হয়ে দিকে দিকে পলায়ন করবে ও তাদের আর্তরবে আকাশ বাতাস আহত হবে। আজ আমি অর্জুনকে রথ হতে নিপতিত করে দুর্যোধনের হৃদয়ের দীর্ঘকালের কাঁটা সমূলে উৎপাটিত করব।

আজ কৌরবরা অর্জুনকে হতাশ্ব, রথহীন ও আমার কাছে পরাজিত হয়ে সাপের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করতে দেখুন। কৌরবরা কেবল গোধন নিয়ে যথা ইচ্ছা চলে যান অথবা রথোপরি বসে আমার যুদ্ধ দেখুন।

বার বার অর্জুনের নিকট পরাস্ত হয়েও কর্ণের অহমিকা অটুট রয়েছে।

কর্ণের এই প্রকার আত্মশ্লাঘা ও ধৃষ্টতার জন্য তিনি ভীষ্ম দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য অশ্বত্থামা প্রমুখ মহারথীদের নিকট বার বার তিরস্কৃত হয়েছেন। তথাপি তিনি তাঁর বীর্যের মাত্রাধিক প্রশংসায় আপনি মুখর।

American Clergy Edwin Hubbell Chapin বলেছেন—Pride is the master sin of the devil কর্ণ সম্বন্ধেও একথা বলা যেতে পারে। অহংকারই তাঁর সর্বনাশের মূল।

কৃপাচার্য কর্ণের আত্মশ্লাঘা শুনে ভর্ৎসনা করে বললেন, কর্ণ, তোমার ক্রুর বুদ্ধি সর্বদাই যুদ্ধের দিকে। তুমি কাজের প্রকৃতি, মূল কারণ এবং ফলাফল চিন্তা করছ না।

মায়া হি বহবঃ সান্ত শাস্ত্রমাশ্রিত্য চিন্তিতাঃ।
তেষাং যুদ্ধং তু পাপিষ্ঠং বেদযন্তি পুরাবিদঃ॥ (উ) ৪৯।২

—শাস্ত্র অনুমোদিত বহু সুচিন্তিত মায়া ও ছলনা আছে। পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলেন তাদের মধ্যে যুদ্ধই অতি অধম ও হীনতম।

কৃপাচার্য আরও বললেন, কূপ মধ্যে গোপন অগ্নির ন্যায় অর্জুন অজ্ঞাতবাস করছিলেন, অজ্ঞতা বশতঃ তাঁকে আক্রমণ করে আমরা

মহাভযেব সম্মুখীন হয়েছি। এ বণ দুর্মদ অর্জুনেব সঙ্গে এখানে সমাগত আমবা সকলে এক সঙ্গে যুদ্ধ কবব। কর্ণ দুঃসাহস কব না (কর্ণ মা সাহসম্ কৃথাঃ)। আমবা ছয় বথী ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন, তুমি, অশ্বত্থামা ও স্বয়ং আমি সংহত হয়ে অবস্থান করি, তবে বজ্রপানিব মত উদ্যত পার্থেব সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবতে পারি। এরূপ যুক্তি দেখিয়ে গুরু কৃপাচার্য কর্ণকে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ স্পর্ধা কবতে বাবণ কবলেন। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাও কর্ণকে তাঁর অযথা আত্মশ্লাঘাব জন্য ভৎসনা কবেন। তিনি বললেন গোধন হবণ কবেছে মাত্র। সে গোধন এখনো বিবাটবাজাব সীমা অতিক্রম কবেনি। কিন্তু তুমি নিজেব প্রশংসাতে মুখব। তিনি আবও বললেন—

সংগ্রামাশ্চ বহূন্ জিত্বা লব্ধ্বা চ বিপুলং ধনম্।
বিজিত্য চ পবাং সেনাং নাহুঃ কিঞ্চন পৌবষম্ ॥ (উ) ৫০।২

—বহু যুদ্ধে জয়লাভ কবে বহু অর্থ আহবণ করে শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের জয় কবেও বিজয়ীবা কোন পৌরুষেব স্পর্দ্ধা কবে না।

অশ্বত্থামা আবও বললেন—

দহত্যগ্নিববাক্যস্তু তূষ্ণীং ভাতি দিবাকবঃ।
তূষ্ণীং ধাবয়তে লোকান্ বসুধা সচবাচবম্॥ (উ) ৫০।৩

—বিনা বাক্য ব্যযে অগ্নি দগ্ধ কবে, নীববে সূর্য আলো দেয বসুধা নীববে স্থাবব অস্থাবব জঙ্গম সহ সমস্ত লোককে ধাবণ কবে।

ক্ষযায ধার্ত্তবাষ্ট্রাণাং প্রাস্থভূতো ধনঞ্জয়ঃ।
ত্বং পুনঃ পণ্ডিতো ভূত্বা বাচং বক্তুমিহেচ্ছসি ॥ (উ)৫০।১৫

—ধৃতবাষ্ট্র পুত্রদেব ধ্বংস কববাব জন্য অর্জুনেব আবির্ভাব তুমি কে হে বাপু পণ্ডিতেব মত কথা বলতে ইচ্ছা কবছ।

এ ভাবে অশ্বত্থামা কর্ণকে কঠিন ধিকার দিলেন। বিবাট বাজাব গোধন হবণ কবতে কুরুপক্ষীয় বীব যোদ্ধাগণেব মনে ধাবণা ছিল যে যদি কোন যুদ্ধ হয় তবে বিবাট বাজাব সঙ্গেই যুদ্ধ হবে। কিন্তু গোধন হবণে ভযঙ্কব বাধা আসল অর্জুনেব কাছ থেকে। এ রকম অঘটন

ঘটলে সমস্ত বিজ্ঞ ও পণ্ডিত কুরু বীর ভয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। (প্রাপ্তাঃ স্মো ভয়মত্তমম্)' এবং ধীর স্থির ভাবে কি ভাবে সংহত ভাবে অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া যায় এরূপ বিচার বিবেচনা করছিলেন। তখন অধৈর্য কর্ণ গুরু আচার্যের নিন্দা করে এক উদ্ধত ভাষণ দিলেন। কারণ আচার্য কৃপ ও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্ণকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। কুরু বৃদ্ধ ভীষ্ম নিজ যোদ্ধাদের মধ্যে এক ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত দেখে সৈন্যদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অনেক হিতকর কথা বললেন। (ভীষ্ম চরিত্র দ্রষ্টব্য)

তিনি কৃপাচার্যের ও অশ্বত্থামার দৃষ্টির ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং কর্ণ যা বলেছেন তা ক্ষত্রিয়োচিত বটে। কিন্তু বিজ্ঞ আচার্যদের নিন্দা অনুচিত এবং যুদ্ধের সময়ে দেশ কাল বিচার উচিত। কুরু-বৃদ্ধ ভীষ্মও স্বীকার করলেন যে—

যস্য সূর্যসমাঃ পঞ্চ সপত্নাঃ স্যুঃ প্রপাবিণঃ।
কথমভ্যুদয়ে তেষাং নপ্রমুহ্যেত পণ্ডিতঃ॥ (উঃ) ৫১।৩

—যেখানে সূর্যের মত প্রদীপ্ত সংগ্রামপটু পাঁচ পাঁচটির অভ্যুত্থান হয়েছে, এ অবস্থায় পণ্ডিত ব্যক্তিও বিমূঢ় হয়ে থাকেন।

যাঁরা ধর্মজ্ঞ তাঁরাও বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি সকলকে শান্ত করবার জন্যে বললেন কর্ণ যা বলেছেন তা কাউকে নিন্দার উদ্দেশ্যে নয়, সকলকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে। অতএব আচার্য পুত্র কর্ণকে ক্ষমা করুন। তখন দুর্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম আচার্য কৃপের সঙ্গে গুরু দ্রোণাচার্যের ক্ষমা ভিক্ষা করলেন এবং আচার্য দ্রোণ প্রসন্ন হলেন।

দ্রোণাচার্যকে প্রসন্ন করে কুরুবীর শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কিভাবে অর্জুনের সম্মুখীন হবেন তার নির্দেশ দিলেন এবং তড়িৎ এক ব্যূহ রচনা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। জলস্থল আকাশ বাতাস আলোড়িত করে বিদ্যুৎ বেগে অর্জুন রণস্থলে পৌঁছে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং যুদ্ধে শত্রুদলকে বিকীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত করে রণাঙ্গণে বিচরণ করতে

থাকেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য)। কর্ণের ভ্রাতা সংগ্রামজিতের কাল রঙের অশ্বগুলিকে বধ করে সংগ্রামজিতকে এক বাণে নিহত করেন। ভ্রাতা সংগ্রামজিত নিহত হলে কর্ণ মহাবৃষের প্রতি বাঘ যেমন ধায় সেরূপ ভাবে অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে বারটি বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন, সারথি ও অশ্বদেরও বাণ বিদ্ধ করলেন। অর্জুন নিজ বেগে কর্ণের বেগ রোধ করলেন এবং গরুড় যেমন সাপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেভাবে কর্ণের উপর পড়লেন (নাগং গরুত্মানিব চিত্রপক্ষঃ)।

কর্ণ ও অর্জুন সমস্ত ধনুর্ধরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উভয়েই মহা পরাক্রম-শালী (মহাবলো) সমস্ত শত্রুকে সহ্য করতে সক্ষম। কৌরব পক্ষীয়রা যুদ্ধ বন্ধ করে এই দুই বীরের যুদ্ধ দেখতে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপরাধী কর্ণকে দেখে অর্জুনের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হলো। উৎসাহ সহকারে তিনি ক্ষণিকের মধ্যে কর্ণকে শরজালে আবৃত করে ফেললেন। কেবল কর্ণ একা এরূপভাবে আবৃত হলেন তা নয়, কুরুবীর ও যোদ্ধাগণ রথ ও অশ্ব সহ অর্জুনের শরজালে অন্তর্হিত হলো। মহাত্মা কর্ণ অর্জুনের নিক্ষিপ্ত শরজাল দ্রুত প্রতিহত করে, নিজের ধনু ও বাণ নিয়ে স্ফুলিঙ্গযুক্ত আগুনের শোভা ধারণ করলেন। অতঃপর ধনুকের ও জ্যাঘাতে মহাশব্দ উত্তোলনকারী কর্ণকে কুরু যোদ্ধারা অভিনন্দিত করলেন।

উদ্ধৃতলাঙ্গুল মহাপাতক ধ্বজোত্তমাংসকুলভীষণান্তম্।
গাণ্ডীবনির্হ্রাদকৃতপ্রণাদং কিরীটিনং প্রেক্ষ্য ননাদ কর্ণঃ॥

(উঃ) ৫৪।২৭

—উদ্ধৃত লাঙ্গুলের মত বিশাল পতাকা শোভিত উত্তম কপিধ্বজের স্কন্ধদেশ ভীষণ ভূতাদিযুক্ত গাণ্ডীবের ধ্বনি সঙ্গে সিংহ নিনাদকারী অর্জুনকে দেখে কর্ণ হুঙ্কার ছাড়লেন।

ছত্র থেকে যেমন ছাত্র বা ধূম হতে যেমন বহ্নি অনুমিত হয় সেরূপ মহাভারতের রথী মহারথীদের পতাকা, ধ্বজ, রথ ও বর্ম ও

বথেব বাহন দেখে যোদ্ধাবা ও সৈন্যগণ কোন্ বথী বা মহারথী যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোথায় অবস্থান কবছেন তা নিশ্চিতভাবে অনুমান করতে পাবতেন। যেমন কর্ণ অর্জুনেব আবির্ভাব অনুমান কবতে একটুও ভূল কবলেন না। মহাভারতের প্রত্যেক বথী মহাবথীর পতাকা, ধ্বজ, বথ, বর্ম ও বাহন প্রভৃতি অনন্য। যেমন অর্জুন আচার্য কৃপকে চিহ্নিত কবলেন—পতাকা যাব নীল, পবনে ব্যাঘ্রচর্ম, অশ্বগুলি লাল বঙেব, উনিই হলেন আচার্য কৃপ। যাঁর ধ্বজেব উপব সুবর্ণময় (শাতকৌম্ভময়ঃ) কমণ্ডলু বিদ্যমান তিনি গুরু দ্রোণ। যাঁব বথেব ধ্বজের অগ্রভাগে ধনুক অঙ্কিত তিনি দ্রোণপুত্র অশ্বথামা, যাঁব কবচ স্বর্ণময ধ্বজেব অগ্রভাগ সুবর্ণ পতাকাযুক্ত নাগ শোভা পাচ্ছে তিনি হলেন দুর্যোধন। যাঁর বথেব ধ্বজাগ্রভাগে হস্তী চিহ্নিত পতাকা প্রাপ্ত, তিনি হলেন কর্ণ। যে বীব নীল পতাকাযুক্ত পঞ্চ তাবকা চিহ্নিত কেতু হস্তত্রাণ ও যাঁব বথোপবি সূর্য ও তাবকা চিত্রিত ধ্বজ, যাঁর মস্তকে নির্মল শ্বেতছত্র শোভা পাচ্ছে, তিনি শান্তনু নন্দন ভীষ্ম। অর্জুনেব বথের বাহক শ্বেতবর্ণ ছিল বলে তাঁব অন্য নাম শ্বেতবাহ।

মহাভাবতেব এই দুই চিবকালেব প্রতিদ্বন্দ্বী বীরেব এ প্রথম মুখোমুখি যুদ্ধ। অর্জুন অন্যান্য সমবেত কুরু বীরদেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবে কর্ণকে তাঁব বাণে পীড়িত কবতে লাগলেন। উত্তবে কর্ণ বহুবাণে অর্জুনকে মেঘেব ন্যায আবৃত করলেন। সুতীক্ষ্ণ শব ক্ষেপণকাবী কর্ণ ও অর্জুনেব প্রচুব বাণ ও অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষতকাবী যুদ্ধে লোকে যেন মেঘেব ভেতব দিযে চন্দ্র ও সূর্যকে দেখছিলেন।

অতঃপব ক্ষিপ্র অস্ত্র ক্ষেপণকাবী কর্ণ শবের দ্বাবা অর্জুনেব অশ্ব সারথি এমন কি অর্জুনকেও বিদ্ধ কবলেন। কর্ণেব বাণে ও অস্ত্রে ক্রুদ্ধ অর্জুন যেন জাগ্রত সিংহেব ন্যায় যে সমস্ত বাণ সোজা প্রবেশ কবে এমন বাণ দ্বাবা কর্ণকে আক্রমণ কবলেন। শবজালে তিনি কর্ণেব বথকে আচ্ছাদিত কবলেন। অর্জুন কর্ণেব বাহু উরু গ্রীবাদেশ কপাল

মস্তক দেহেব সমস্ত উত্তম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাণাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করলেন। অর্জুনেব অস্ত্রাঘাতে বিজিত বলবান (গজোগজে জিতস্তবস্বী) হাতীর ন্যায় সম্মুখ সংগ্রাম (বিহায় সংগ্রামশিবঃ), ছেড়ে কর্ণ পালিয়ে গেলেন।

বিরাট পর্বে গোহবণ পর্বে কর্ণার্জুনেব দ্বিতীয় যুদ্ধে অর্জুন অশ্বত্থামার সঙ্গে ব্যপৃত যুদ্ধ ছেডে যখন কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন তখন ক্রোধে বক্ত চক্ষু হয়ে তিনি দ্বৈবথ যুদ্ধে কর্ণকে আহ্বান কবলেন (কাময়ন্ দ্বৈরথং তেন যুদ্ধং)।

অর্জুন কর্ণকে লক্ষ্য কবে বললেন সভামধ্যে তুমি অহঙ্কার কবে বলেছিলে যে তোমাব সমকক্ষ যোদ্ধা নাই (ন মে যুধি সমোহস্তীতি)। এখন সময় উপস্থিত। তার প্রমান দাও। উত্তবে কর্ণ বললেন, আজ মহাযুদ্ধে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কবে নিজেকে দুর্বল বলে বুঝতে পারবে এবং আর কখনো অন্যের অপমান করবে না (চাম্মানবমংস্যসে)। উত্তবে অর্জুন কর্ণকে আহ্বান করে বললেন (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য), পূর্বে আমাব অসাক্ষাতে যা বলেছ আজ কৌরবদের সামনে তা কাজেব দ্বাবা প্রমান কব। সভায় দ্রৌপদীকে নিপীড়িতা হতে দেখেছিলে। আজ তার ফল ভোগ কর। ধর্মের অনুরোধে এদিনে যে সব সহ্য কবেছি সে ক্রোধের বিজয়মুর্ত্তি আজ দেখ। (বাধেয় কোপস্য বিজয়ং পশ্য মে মৃধে)।

কর্ণ উত্তবে অর্জুনকে আহ্বান কবলেন এবং বললেন আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। সমস্ত কৌববরা ও তোমাব সৈন্যরা তা দেখুক। দুই বীরাগ্রণ্যই যুদ্ধেব জন্য প্রবল আস্ফালন করতে থাকেন এবং দুজনেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অর্জুন কবচ ভেদকারী বাণ নিক্ষেপ করতে করতে কর্ণেব দিকে ছুটে গেলেন। কর্ণ ও তার যোগ্য প্রত্যুত্তব দিলেন। অর্জুন কর্ণের অশ্বগুলিকে ও বাহুদ্বয়ের হস্তত্রাণকে বিদ্ধ করলেন। কর্ণও বাণে অর্জুনের মুষ্টি শ্লথ করে দিলেন। অর্জুন কর্ণের ধনু কেটে ফেললেন, কর্ণও শক্তি নিক্ষেপ কবলেন। অর্জুন

কর্ণেব বথেব অশ্বগুলিকে বধ কবলেন ও প্রদীপ্ত এক বাণ দ্বাবা কর্ণেব বুক বিদ্ধ কবলেন। বাণটি তাঁব কবচ ভেদ কবে তাঁব শবীরে প্রবেশ কবে এবং তিনি মূর্চ্ছাবিষ্ট হলেন (ততঃ স তমসাবিষ্টো)। বেদনায় কাতব হয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলাযন কবলেন। তাঁব 'সকল গর্ব খর্ব' হল দ্বিতীয বাব।

বিবাট বাজ্যে গোহবণ কবতে এসে একবাব দ্রোণেব সঙ্গে ও একবাব অশ্বত্থামাব সঙ্গে তাঁব বচসা হযেছিল। কৃপাচার্যেব ন্যায় দ্রোণ অশ্বত্থামাও কর্ণেব দোষ ও অর্জুনেব প্রশংসা করেন। অচিবেই কর্ণ তাঁব অহঙ্কাবেব ফল পেলেন।

তিনবার সাক্ষাৎ সমবে (দ্রৌপদীব স্বযংবব সভায়, গন্ধর্বদেব সঙ্গে যুদ্ধে বিবাট বাজাব গোহবণ যুদ্ধে) অর্জুনেব শৌর্য বীর্যেব প্রত্যক্ষ পবিচয পেয়েও এবং অর্জুনেব কাছে বাব বাব পবাভূত হযেও কর্ণের নিজেব বীর্য সম্বন্ধে ক্ষমতাব অহঙ্কাব কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি।

English Stateman Lord Bolingbroke বলেছেন, Pride defeats its own end, by bringing the man who seeks esteem and reverence into contempt. অতি দাম্ভিক কর্ণও এরূপ গুরুজনদেব অবজ্ঞাব পাত্র হযেছিলেন।

কর্ণেব এই ত্রুটিব জন্য বাবংবাব ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ বীরদেব নিকট লাঞ্ছিত, তিবস্কৃত হযেছেন, তথাপি এই দোষ ত্যাগ কবতে পাবেননি। তাঁব চবিত্রে এই মাত্রাধিক আত্মম্ভবিতা একটি বড় ত্রুটি।

ত্রযোদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে পাণ্ডবপক্ষ দ্রুপদ রাজাব পুবোহিত দ্বাবা সন্ধিব প্রস্তাব পাঠালেন কুরুপক্ষেব কাছে। অন্যথা তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত একথা বলে দ্রুপদ পুবোহিত অর্জুনেব বল বীর্যেব উল্লেখ কবেন। তা শুনে ভীষ্ম দ্রুপদেব পুবোহিতেব কথা সমর্থন কবে অর্জুনেব ভূয়সী প্রশংসা কবেন। (ভীষ্ম চরিত্র দ্রষ্টব্য)

অর্জুনেব প্রশংসায় অসহিষ্ণু কর্ণ দুর্যোধনেব দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ

ভাবে দ্রুপদ পুরোহিতকে বললেন, ত্রিভুবনে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে তা কারও অজ্ঞাত নয়। সে সব পুনরাবৃত্তি করে কি লাভ? দুর্যোধনের জন্যই শকুনি দ্যূত ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে জয় করেছিলেন এবং যুধিষ্ঠির পণ রক্ষার জন্য বনে গিয়েছিলেন।

স তং সময়মাশ্রিত্য-রাজ্যং নেচ্ছতি পৈতৃকম্।

বলমাশ্রিত্য মৎস্যানাং পাঞ্চালানাঞ্চ মূর্খবৎ॥ (উঃ) ২১।১১

—যুধিষ্ঠির সেই সর্ত পালন করে পৈতৃক রাজ্য লাভ করতে ইচ্ছা করেছেন, এই কথা নয়, তিনি মূর্খের ন্যায় মৎস্য ও পাঞ্চাল দেশের সেনার সাহায্যে রাজ্য লাভ করতে চাইছেন।

দুর্যোধন কারো ভয়ে নিজ রাজ্যের অর্ধেক কেন এক চতুর্থাংশও দেবেন না। কিন্তু ধর্মানুসারে তিনি শত্রুকেও সমগ্র পৃথিবী রাজ্য দিতে স্বীকৃত আছেন।

যদি পাণ্ডবরা পৈতৃক রাজ্য চান তবে অবশিষ্ট কাল বনবাসে কাটিয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, তার পর নির্ভয়ে দুর্যোধনের আশ্রয়ে বাস করতে পারবেন। কেবল মূর্খতা বশতঃ তাঁরা যেন নিজ বুদ্ধিকে অধর্ম-পরায়ণ না করেন। (অধার্মিকীং তু মা বুদ্ধিং মৌর্খাৎ কুর্বন্ত কেবলাৎ।) যদি পাণ্ডবরা ধর্ম ত্যাগ করে যুদ্ধই করতে ইচ্ছা করে, তবে এই কুরুশ্রেষ্ঠ বীরদের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত আমার কথা যেন মনে রাখেন।

কর্ণের ঐ ঔদ্ধত্যে ভীষ্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, গোহরণ কালে অর্জুন একাকী ছয়জন মহারথীকে জয় করেছিল। সে সময় তোমার বিক্রমও দেখা গেছে। বার বার তার সম্মুখীন হয়ে পরাজিত হয়ে পালিয়ে বেঁচেছ। সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত না হলে, সকলেই রণক্ষেত্রে নিহত হবে—এই ভবিষ্যৎ বাণীও কর্ণের কাছে মূল্যহীন হয়েছিল।

রাজা ধৃতরাষ্ট্রও ভীষ্মের মত সমর্থন করলেন। পাণ্ডবপক্ষের দূতকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে ফিরিয়ে দিয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে

যুধিষ্ঠিরের কাছে পাঠালেন। সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের ব্যর্থতা সম্বন্ধে বোঝাবার চেষ্টা করলে পাণ্ডব অগ্রজ যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বললেন যে কৌরবদের সঙ্গে স্থায়ী সন্ধি কখনো সম্ভব নয়। কারণ দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ যার মন্ত্রী, দুর্যোধন যেখানে সতত ধন লুব্ধ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের রাজ্য অপহারক, কর্ণের ধারণা সে অর্জুনকে সহজেই জয় করবে সেই জন্য সর্বদা যুদ্ধের স্পর্দ্ধা করে। এই অবস্থায় কৌরবদের সঙ্গে স্থায়ী শান্তির আশা অমূলক বলে যুধিষ্ঠির সঞ্জয়ের যুদ্ধের বিরুদ্ধে সব উক্তি প্রত্যাখ্যান করলেন। (যুধিষ্ঠির চরিত্র দ্রষ্টব্য)

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে ফিরে ধৃতরাষ্ট্র তথা কুরুসভায় অর্জুন সঞ্জয়কে যা যা বলেছেন তা বিস্তৃত ভাবে নিবেদন করলেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য।) অর্জুনের বীরোক্তি শুনে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম অর্জুনের উদ্দীপ্ত উক্তির যথার্থতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনকে সাবধান করে দিলেন, যদি দুর্যোধন পিতামহের কথা মান্য না করেন তবে তাঁদের বহু বন্ধু নিহত হবে। (সর্বে কুরুবঃ পর্য্যুপাসতে) ভীষ্ম বললেন, তুমিই একমাত্র যে সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেবে না। কারণ পরশুরামের দ্বারা অভিশপ্ত নীচ বংশোদ্ভব সূতপুত্র কর্ণ সুবল পুত্র শকুনি ও পাপাত্মা দুঃশাসনের মত অনুসরণ করে আসছ।

ভীষ্মের উক্তিতে প্রতিবাদ করে কর্ণ বললেন, পিতামহ, আমার উদ্দেশে যা বললেন তা আপনার অনুচিত। কারণ (ক্ষেত্রধর্মে স্থিতো অস্মি স্বধর্মাদন পেয়িবান) ক্ষত্রিয় ধর্মে অবস্থিত আমি কখনো ক্ষত্রিয় ধর্ম চ্যুত হইনি। আমার মধ্যে এমন কি দুরাচার (দুর্বৃত্তং) আছে যে জন্য আপনি আমাকে বিরূপ বাক্য বলছেন। দুর্যোধন ভ্রাতৃবৃন্দ কখনো আমাকে পাপ কাজ করতে দেখেননি বা আমি তাঁদের কোন অহিত করিনি। রণভূমিতে আমি উপস্থিত থাকলে আমি পাণ্ডবদের নিহত করব (অহং হি পাণ্ডবান সর্বান হনিস্থামি

রণে স্থিতান)। যারা সর্বদা বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সঙ্গে সন্ধি কিভাবে সম্ভব?

কর্ণের উত্তর শুনে শান্তনু নন্দন ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে বললেন

যদয়ং কথতে নিত্যং হন্তাহং পাণ্ডবানিতি।
নায়ং কলাপি সম্পূর্না পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্॥
অনয়ো যোঽয়মাগন্তা পুত্রাণাং তে দুরাত্মনাম্।
তদস্য কর্ম জানীহি সুতপুত্রস্য দুর্মতেঃ॥ (উঃ)৪৯।৩৪-৩৫

এই যে ব্যক্তি সর্বক্ষণ পাণ্ডবদের নিধন করবে বলে বলছে সে মহাত্মা পাণ্ডবদের ষোলভাগের এক ভাগও নয়। তোমার দুরাত্মা পুত্রদের উপর অন্যায়ের দরুণ যে বিপদ এসেছে তা দুষ্ট বুদ্ধি কর্ণের কর্মের ফল। এই কর্ণের প্রশ্রয়েই তোমার দুরাত্মা পুত্ররা পাণ্ডবদের অপমান করেছে। পাণ্ডবরা একক ভাবে বা মিলিত ভাবে যে সব কঠিন কাজ করেছে, অনুরূপ দুষ্কর একটি কাজও সুতপুত্র কর্ণ করেছে কি?

তারপর ভীষ্ম এক এক করে কর্ণের বিফলতার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলেন। বিরাট নগরে গোহরণ কালে অর্জুন নিজের বিক্রম দেখাতে দেখাতে কর্ণের ভ্রাতাকে বধ করলে এই কর্ণ নিজের চোখে সব দেখেও কি করতে পেরেছিল? অর্জুন একাই যখন সমস্ত কৌরব বীরদের মূর্চ্ছিত করে তাদের বস্ত্র হরণ করেছিল তখন কর্ণ কোথায় ছিল? কুরুবৃদ্ধ তারপর ঘোষ যাত্রার উল্লেখ করে ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দিলেন কি ভাবে দুর্যোধন সসৈন্যে ঘোষ যাত্রায় গন্ধর্বদের হাতে বন্দী হন এবং পাণ্ডব তনয়রা তাঁদের উদ্ধার করেন। কর্ণ তখন কি করছিল? এখন বৃষের মত গর্জন করছে (য ইদানীং বৃষায়তে)। কর্ণের আস্ফালন বৃথা। তার প্রত্যেক বাক্য মিথ্যা। কর্ণ ধর্ম ও অর্থ দুইই লোপ করাচ্ছে।

কুরু পিতামহ ভীষ্মের কোন অভিযোগের বিরুদ্ধে, বলবার কর্ণের কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র ভিত্তিহীন আত্মশ্লাঘা ব্যতীত।

তখন পর্যন্ত পাণ্ডবদের সম্মুখে কর্ণ বীবত্বেব কোন নিদর্শনই বাখতে পাবেননি।

ভীষ্ম সত্যিই বলেছেন যে দুর্যোধনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে কর্ণ কোন সৎ বা ধর্ম কাজ কবছিলেন না। কারণ দুর্যোধনেব পাণ্ডবদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ধর্ম ভীত্তিক ছিল না। এবং অন্যায যুদ্ধ অর্থ—অজস্র ধনেব ও প্রাণেব অপব্যয়। এ প্রসঙ্গে কর্ণকে Humbug বলতে কোন দ্বিধা বোধ হয না।

এত বিফলতা সত্ত্বেও বাজা ধৃতবাষ্ট্র গুরু দ্রোণ ও সুতপুত্র কর্ণকে কুরুকুলেব জয়স্তম্ভ মনে কবেছিলেন। তিনি সঞ্জয়কে বলেছিলেন—কর্ণ ঘৃণী (অর্থাৎ দযালু)। কিন্তু উন্মত্ত বা প্রমত্ত। আব গুরু দ্রোণ স্থবিব ও অন্য পক্ষে অর্জুনের গুরু। অতএব তিনি দুঃখ কবে বললেন যে যুদ্ধে বিজয়েব তিনি আশা কবেন না। এ দুর্জন নিহত হলে কুরুকুল শান্ত হবে। অন্যদিকে অর্জুন নিহত হলে পাণ্ডবরা শান্ত হবে। কিন্তু অর্জুনকে বধ করতে পাবে এমন বীব তাঁব পক্ষে নেই।

রাজা ধৃতবাষ্ট্র বাব বাব দুর্যোধনকে পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি কবতে বললে দুর্যোধন বাগতভাবে তাঁব সন্ধি প্রস্তাব উপেক্ষা কবে বললেন—আপনাব উপব বা গুরু দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম ইত্যাদি বা আপনার অন্য কোন বীবেব উপব নির্ভর কবে পাণ্ডবদেব যুদ্ধে আহ্বান কবিনি। আমি ও কর্ণ বণ যজ্ঞ বিস্তাব করে যুধিষ্ঠিবকে তাব বলি স্থিব কবে সেই যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছি। আমি কর্ণ ও আমাব ভ্রাতা দুঃশাসন পাণ্ডবদেব যুদ্ধে সংহাব কবে নিষ্কণ্টক এই পৃথিবী ভোগ কবব।

দুর্যোধনও জযেব জন্য সমভাবে কর্ণের উপব নির্ভব কবেছিলেন। কর্ণেব ন্যায় দুর্যোধনও নিজেব সামর্থের বর্ণনায় পশ্চাদপদ হলেন না।

ধৃতবাষ্ট্র বাব বাব অর্জুনেব প্রশংসা কবায ঈর্ষাপবায়ণ কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কোন সম্মান না দেখিয়ে দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট কবতে

বলতে লাগলেন—আমি পূর্বে যখন মিথ্যা পবিচয় দিয়ে পবশুবামেব নিকট হতে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা কবলাম, তখন তিনি আমাব যথার্থ পবিচয় জেনে আমাকে বললেন, বিনাশকালে তোমাব এই ব্রহ্মাস্ত্র মনে পড়বে না। (নান্তকালে প্রতিভাস্যতীতি।) যদিও গুরুদেবের কাছে আমি মহাপবাধ কবেছিলাম। তথাপি গুরুদেব আমার উপর কোন ভয়ঙ্কব অভিশাপ দেননি—এটাই আমার প্রতি তাঁব বিশেষ অনুগ্রহ। আমি নিজ পুরুষার্থ ও সেবা শুশ্রূষা দ্বাবা তাঁব মনকে প্রসন্ন কবেছিলাম আমি আজও সেই ব্রহ্মাস্ত্রেব অধিকাবী। আমাব আয়ুও এখনও যথেষ্ট আছে, সুতবাং আমি পাণ্ডবদেব জয় কবতে সমর্থ। এই যুদ্ধেব সমগ্র কার্যভাব আমাব উপব ন্যস্ত কবা হোক অথবা পাণ্ডবদেব জয় কববার ভাব আমি গ্রহণ কবলাম।

নিমেষমাত্রাৎ তমৃষেঃ প্রসাদমবাপ্য পাঞ্চাল-করূষ-মৎস্যান।
নিহত্য পার্থান্ সহ পুত্র-পৌত্রৈর্লোকানহং শস্ত্রজিতান্ প্রপৎস্যে॥
(উঃ ৬২।৫)

—মহর্ষি পরশুবামেব কৃপায আমি মুহূর্তকালেব মধ্যেই পাঞ্চাল করূষ ও মৎস্য দেশীয় যোদ্ধাদেব এবং পুত্র পৌত্রদের সঙ্গে পাণ্ডবদের নিহত কবে শস্ত্র দ্বাবা জয় লাভ কবে পুণ্যলোকে গমন কবব।

ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সমস্ত প্রধান নৃপতিবা আপনাব নিকটে আছেন। আমি নিজ প্রধান সৈন্যদেব সঙ্গে একাকীই সব পাণ্ডবদেব নিহত কবব। এব সমগ্র ভাব আমাব উপব রইল। (পার্থান্ হনিষ্যামি মমৈষ ভাবঃ।)

বাব বার অর্জুনেব নিকট পবাজিত হয়েও অমূলক আত্মশ্লাঘা কর্ণ চবিত্রেব বৈশিষ্ট্য—'though vanquished still argue' ইংরাজী প্রবচনটি কর্ণেব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

ভীষ্ম ভর্ৎসনা কবে কর্ণকে বললেন, নিজের বীবত্বের প্রশংসা কেন? মনে হচ্ছে কাল তোমার বুদ্ধিকে গ্রাস কবেছে। (কালপবীত -বুদ্ধে) যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হলে ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা কি মৃৎপ্রায় হয়ে

পড়রে ? কৃষ্ণার্জুনেব খাণ্ডবদাহ কববাব খবব শুনেও তোমার মনকে সংযত বাখা উচিত ছিল।

ইন্দ্র তোমাকে যে শক্তি দিয়েছেন কৃষ্ণ চক্রে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে দগ্ধীভূত হবে। তা তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাবে। তোমাব কাছে যে সর্পমুখ বাণ আছে যাকে তুমি বোজ পূজা কর সেই বাণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে তোমাব সঙ্গেই ধ্বংস হবে।

বাণাসুব ও ভৌমাসুরকে নিহত কবে কৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা কবেছেন। তিনি তোমাব ন্যায এবং তোমাব অধিক বীব প্রবল শত্রুকেও ভযঙ্কব সংগ্রামে বিনাশ কবতে সমর্থ।

কর্ণ ভীষ্মেব উক্তিতে শান্ত না হয়ে বললেন, আপনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে যা বললেন তা সত্য। কিন্তু তাঁব থেকেও প্রভাবশালী ও শক্তিশালী লোক আছে। আপনি আমাব প্রতি যে কটূ বললেন, তাব পবিণামে কি হবে তা এখন শুনুন।

ন্যস্যামি শস্ত্রাণি ন জাতু সংখ্যে
পিতামহো দ্রক্ষ্যতি মাং সভায়াম্।
ত্বয়ি প্রশান্তে তু মম প্রভাবং
দ্রক্ষ্যন্তি সর্বে ভুবি ভূমিপালাঃ॥ (উঃ) ৬২।১৩

—আমি অস্ত্র শস্ত্র পবিত্যাগ কবলাম। যুদ্ধে বা এই সভায পিতামহ আমাকে দেখতে পাবেন না। তাঁব মৃত্যুব পব পৃথিবীব সব বাজা আমাব পবাক্রম দেখবেন।

এই কথা বলে কর্ণ সভা ত্যাগ কবে নিজ গৃহে চলে গেলে ভীষ্ম সভায উচ্চ হাস্য কবে বললেন, কর্ণ কিরূপ সত্য প্রতিজ্ঞ দেখ। সে পূর্বে পাণ্ডবদেব জয় কববাব প্রতিজ্ঞা করে এখন যুদ্ধেব প্রাবম্ভেই পলায়ন কবল।

মহাকবি হোমারেব মানসপুত্র Achilles ও বাজা Agamemnon এব যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ শিবিবে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগে কেউ তাঁব শৌর্য বীর্যের উপব কটাক্ষ করতে

সাহস করেননি যেমন বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম কর্ণকে উদ্দেশ্য করে কঠিন উপহাস করলেন।

কর্ণের এই আত্মাভিমানে দুর্যোধনের কতটা ক্ষতি হল কর্ণের সেই দূরদর্শিতা ছিল না।' অথবা তিনি এত Self-centered বা আত্মকেন্দ্রিক যে, তাঁর এই প্রতিজ্ঞার দ্বারা অন্যের কি ক্ষতি হচ্ছে, তা উপলব্ধি করবার মত সহিষ্ণুতা তাঁর ছিল না।

অন্ধ দুর্যোধন কিন্তু কর্ণের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে-ছিলেন, কর্ণ পলকে তা ভুলে গেলেন। কর্ণের শক্তির উপর দুর্যোধনের অন্ধ বিশ্বাস কত নিশ্চিত তা বিদুর পাণ্ডব-সহায় কৃষ্ণকে জানিয়ে-ছিলেন। (বিদুর চরিত্র দ্রষ্টব্য)

কাশীদাসী মহাভারতে কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের পক্ষে সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে কৌরব শিবিরে আসেন, তখন দূত রূপী কৃষ্ণকে বন্দী করার ষড়যন্ত্রে দুর্যোধনের সঙ্গে কর্ণও লিপ্ত ছিলেন। কৃষ্ণ যখন শান্তি দূত রূপে হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের ভবনে প্রবেশ করেন, তখন দুর্যোধনের পাশে দুঃশাসন কর্ণ ও শকুনিকে উপবিষ্ট দেখলেন। যখন দুর্যোধন জনার্দ্দনকে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন কেশব সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে ক্ষুব্ধ দুর্যোধন কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে অরিন্দম কৃষ্ণকে প্রথমে রূঢ় ভাবে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। (দুর্যোধন চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

কাশীদাসী মহাভারতে শকুনি দুর্যোধনকে দূত কৃষ্ণকে বন্দী করে রাখতে বললে—

কর্ণ বলে ভাল বলে গান্ধারী নন্দন।
এই কর্মে তব সুখ হবে রাজন॥
... .
পাণ্ডবের পক্ষে হবে যত যাদুগণ।
গোবিন্দ-বিচ্ছেদে সব করিবেক রণ॥
যাহা হৌক তারা তব কি করিতে পারে।
নিভৃতে বান্ধিয়া তুমি রাখ দামোদরে॥

কৃষ্ণ হস্তিনাপুব হতে বিদায় নেবাব সময় কর্ণকে তাঁব বথে বসিয়ে আনলেন। পথিমধ্যে তিনি কর্ণকে তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত বিবৃত করে বললেন, তুমি কুন্তী দেবীব কুমাবী অবস্থাব পুত্র। অতএব তুমিও ধর্মানুসাবে পাণ্ডুবই পুত্র, সেজন্য তুমি আমাব সঙ্গে এসো। ধর্মানুসাবে তুমিই বাজা হবে। কুন্তীব পুত্রবা তোমাব সহায়ক হবে এবং মাতাব পক্ষে সমস্ত বৃষ্ণি বংশীযগণ তোমাব সহায়তা কববে। তুমি আমার সঙ্গে গেলে পাণ্ডবরা জানবে তুমি যুধিষ্ঠিবেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পঞ্চ ভ্রাতা, দ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্র এবং সুভদ্রানন্দন অপবাজিত বীব অভিমন্যু তোমাকে প্রণাম কববে। পাণ্ডবদেব সাহায্যেব জন্য সমাগত সমস্ত বাজা, বাজকুমার এবং অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয় যোদ্ধাবাও তোমাকে প্রণাম কববে।

দ্বিজ শ্রেষ্ঠ ধৌম্য আজ তোমাব জন্য হোম কববেন। তিনি পাণ্ডবদেব পুবোহিত, তোমাব বাজ্যাভিষেক কববেন। আমবা সকলে তোমাকে পৃথিবীপালক সম্রাট পদে অভিষিক্ত কবব। যুধিষ্ঠিব যুববাজ হবেন। তিনি শ্বেত চামব নিয়ে তোমাব পশ্চাতে থাকবেন। ভীম তোমাব মস্তকে শ্বেত ছত্র ধববেন, অর্জুন তোমাব রথ চালাবেন। অভিমন্যু সর্বদা তোমার সেবা কববে। নকুল সহদেব, দ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চাল দেশীয় ক্ষত্রিযগণ ও শিখণ্ডী—এবা সকলে তোমাব অনুগমন কববে। তুমি পঞ্চ পাণ্ডব ভ্রাতাদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বাজ্য শাসন কব ও কুন্তী দেবীব আনন্দ বর্ধন কব। তোমাব মিত্রবা আনন্দিত হোক, তোমাব শত্রুবা ব্যথিত হোক। কর্ণ আজ হতে তোমাব নিজের ভ্রাতা পাণ্ডবদেব সঙ্গে তোমাব স্নেহেব সম্বন্ধ স্থাপিত হোক।

প্রত্যুত্তবে কর্ণ বললেন, তিনি জানেন ধর্মানুসাবে তিনি সূর্যদেব ও কুন্তীব পুত্র। সূর্যদেবেবই নির্দ্দেশে কুন্তী দেবী আমাকে জলে বিসর্জন দিয়েছিলেন। (আদিত্যবচনাচ্চৈব জাতং মাং সা ব্যসর্জয়ৎ) এই ভাবে আমাব জন্ম হয়েছিল। অতএব ধর্মানুসাবে আমি পাণ্ডুবই পুত্র।

কিন্তু কর্ণ যে কিরূপে কার থেকে তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত জেনেছিলেন, তা মহাভারতে কোথাও প্রকাশ করা হয়নি। যখনই 'সূতপুত্র' বলে তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে, তখনই তিনি আকাশে সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। কিন্তু সূর্য যে তাঁর পিতা এ রহস্য তিনি কি ভাবে জেনেছেন তা অজ্ঞাত। এতদিনে জানা অজানার ঘোমটা খুলে গেল।

কর্ণ আরও বললেন, কুন্তী দেবী আমাকে এমন ভাবে ত্যাগ করেন যাতে ভাল ভাবে আমি বেঁচে থাকতে না পারি। (কুন্ত্যা ত্বহমপাকীর্ণো যথা ন কুশলং তথা।)

সেই সময় অধিরথ নামক সূত আমাকে জল হতে উঠিয়ে তাঁর স্ত্রী রাধার ক্রোড়ে সমর্পণ করেন। অতএব ধর্ম শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে আমি এই অবস্থায় মাতৃসম রাধা দেবীর মুখের গ্রাস কিভাবে কেড়ে নেব? অর্থাৎ এখন তাঁর ভরণ পোষণ না করে তাঁকে ত্যাগ করা কি উচিত?

আমেরিকার কবি এবং সাংবাদিক Nathaniel Parker Wills এর—Gratitude is not only the memory but the homage of the heart—rendered to God for his good -ness, উক্তিটি কর্ণের চরিত্রে প্রযোজ্য। শৈশবে যিনি মাতৃ আসনে বসে কর্ণের মাতৃত্বের অভাব পূর্ণ করেছিলেন, তাঁর ঋণ পরিশোধ করবার জন্য কর্ণ সাম্রাজ্যের লোভও ত্যাগ করলেন। মহৎ ব্যক্তির কাছে কৃতজ্ঞতাই সবচেয়ে বড় আনন্দের ঋণ। মহৎ ও সুখী মনের সমন্বয় হচ্ছে কৃতজ্ঞ মন।

এই প্রসঙ্গে English Prelate Thomas Secker এর He enjoys much who is thankful for little, a grateful mind is both a great and a happy mind, উক্তিটি মনে পড়ে।

কর্ণের কৃতজ্ঞতাবোধ ও সূত জননীর ঋণ শোধের জন্য পৃথিবীর সাম্রাজ্যকে এমন ভাবে উপেক্ষা করতে কয়জন পারে? কৃতজ্ঞতার

ঋণ পবিশোধ কবাব যে আনন্দ তা একমাত্র মহৎ ও উদাবব্যক্তিই উপলব্ধি কবতে পারে।

কেবলমাত্র বাধা দেবীব স্নেহ যত্নেব ঋণ নয়, সূত অধিবথও কর্ণকে নিজ পুত্রেব পবিচয়ে জগতে প্রতিষ্ঠিত কবেছিল। নতুবা জারজ সন্তানের গ্লানি নিয়ে কর্ণকে সাবা জীবন 'ব্যর্থ জীবনেব আবর্জনা' বইতে হোত। পিতৃ মাতৃ পবিচয় অধিকাব দিযেও অধিরথ কর্ণকে কৃতজ্ঞতাব ঋণে আবদ্ধ কবেছিল।

কর্ণ কৃষ্ণকে আবও বললেন, জনার্দ্দিন, পিতা অধিবথ কেবল পিতৃত্বের পবিচয়ই দেননি, তিনি আমাব জাতকর্মাদি সংস্কাব মূলক কর্মও কবিয়েছেন। পুত্রস্নেহবশতঃ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসাবে তিনি ব্রাহ্মণদেব দ্বাবা আমাব "বসুষেণ" নামকবণ কবিয়েছেন। যৌবনকালে অধিবথ সূত্র জাতীয় কন্যাদেব সঙ্গে আমাব বিযে দিযেছেন, তাঁদেব গর্ভে আমাব বহু পুত্রও জন্মেছে। সেই পুত্রদেব দ্বাবা আমি পৌত্রও লাভ কবেছি।

ন পৃথিব্যা সকলয়া ন সুবর্ণস্য বাশিভিঃ।
হর্ষাদ্ ভয়াদ্ বা গোবিন্দ মিথ্যা কর্তুং তদুৎসহে॥ (উঃ)
১৪১।১২

—হে গোবিন্দ, আমি সমগ্র পৃথিবীব বাজ্য পেয়ে বাশি বাশি সুবর্ণ লাভ কবে অথবা আনন্দে বা ভয়ে সেই সব সম্বন্ধ মিথ্যা কবতে পাবি না।

এখানে কর্ণ চবিত্রেব একটা বিশেষ মাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে। কর্ণ কত মহৎ, কত বৃহৎ ও সত্যসন্ধ তাব পবিচয় কর্ণেব পূর্বোক্ত উক্তিতে পাওয়া যায। পালিত পিতাব প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ সব বকম প্রলোভনকে জয় কবতে কৃত সঙ্কল্প। শুধু তাই নয়। সেই সূত্রে যাঁদেব সঙ্গে তিনি আত্মীযতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, তাঁদেব সম্পর্কও তিনি আজ অস্বীকার কবতে বাজী নন। মন কতটা দৃঢ ও সংযত হলে এত বড় প্রলোভনকে জয় কবা সম্ভব!

কর্ণ বলেছেন, আমি দুর্যোধনেব আশ্রয় পেয়ে ধৃতবাষ্ট্রের কুলে বসবাস করে তেব বৎসর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কবেছি। সেখানে আমি সূতদেব সঙ্গে বহু যজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবেছি। এবং তাদের সঙ্গে বাস কবে বহু প্রকাব কুলধর্ম ও বৈবাহিক কাজ সম্পন্ন কবেছি।

দুর্যোধন আমাব উপব বিশ্বাস কবেই অস্ত্র সংগ্রহ করেছে এবং পাণ্ডবদেব সঙ্গে যুদ্ধ করবাব সাহস কবছে। দ্বৈরথ যুদ্ধে আমাকে অর্জুনেব বিরুদ্ধ পক্ষ গ্রহণ কবতেই হবে। যুদ্ধে অর্জুনের সম্মুখীন হবাব জন্যই দুর্যোধন আমাকে ববণ কবেছেন।

বধাদ্ বন্ধাদ্ ভয়াদ্ বাপি লোভাদ্ বাপি জনার্দ্দন।
অনৃতং নোৎসহে কর্তুং ধার্তবাষ্ট্রস্য ধীমতঃ॥ (উঃ) ১৪১।১৭

—জনার্দ্দন, সুতবাং এই অবস্থায় বধ, বন্ধন, ভয় অথবা লোভ বশতঃ বুদ্ধিমান ধৃতবাষ্ট্রেব পুত্রের সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহাব করতে পাবব না।

দুর্যোধনেব প্রতি কর্ণব এই যে কৃতজ্ঞতাবোধ তা যথার্থই মহৎ ও উদার হৃদয়েব নিদর্শন। এইখানেই কর্ণ অনন্য ও অদ্বিতীয়।

কর্ণ কৃষ্ণকে পুনবায় বললেন, এখন যদি আমি অর্জুনেব সঙ্গে দ্বৈবথ যুদ্ধ না করি, তবে আমাব ও অর্জুনেব পক্ষে তা অপযশেব কাজ হবে। মধুসূদন, এতে সন্দেহ নাই যে, আপনি আমাব মঙ্গলজনক কথা বলছেন। পাণ্ডববা আপনার অনুগত। তাই আপনি তাদেব যা বলবেন, তারা তা নিঃসংশয়ে পালন কববে। কিন্তু আমার ও আপনাব মধ্যে যে আলোচনা হল তা আপনি গোপন রাখবেন। তবেই আমাব সব দিকে মঙ্গল হবে জানবেন।

যদি জানাতি মাং বাজা ধর্মাত্মা সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
কুন্ত্যাঃ প্রথমজং পুত্রং ন স বাজ্যং গ্রহীষ্যতি॥ (উঃ) ১৪১।২১

—সংযতেন্দ্রিয় ধর্মাত্মা বাজা (যুধিষ্ঠিব) যদি জানতে পাবে যে আমি কুন্তীর প্রথম জাতপুত্র কর্ণ, তবে সে এই বাজ্য গ্রহণ করতে চাইবে না।

এই অবস্থায় সেই সমৃদ্ধিশালী বিশাল বাজ্য পেয়েও আমি দুর্যোধনকেই তা সমর্পণ কবব।

কৃষ্ণ কর্ণকে বাজবংশে প্রতিষ্ঠিত করবেন ও কুরুবাজ্যেব অধীশ্বব কববেন বললেন, কিন্তু বাজবংশের সম্ভ্রম বা বাজ্যেব লোভে কর্ণ পালক পিতা অধিবথ ও তাঁব স্ত্রী ও সূতকুলেব অবমাননা কবতে বা দুর্যোধনেব সৌহার্দ্দেব অমর্যদা কবতে বাজি হলেন না। সে-ই প্রকৃত বন্ধু যে faithful and just. কর্ণ এ পবীক্ষা তাঁব চবিত্র বলে অবলীলাক্রমে উতবে গেলেন এবং মহত্বেব শিখরে অধিরূঢ় হলেন।

In noble hearts the feeling of gratitude has all the audour of a passion—French Philosopher and Author Achille Poincelot এব উক্তিটি কর্ণব চবিত্রে খুবই প্রযোজ্য। দুর্যোধনেব প্রতি কৃতজ্ঞতায় পৃথিবীব সাম্রাজ্যই তিনি কেবল ত্যাগ কবলেন না, একথাও জানালেন যে যুধিষ্ঠিব যদি তাঁব জন্ম বৃত্তান্ত জানতে পাবেন ও সেই বাজ্য কর্ণকে সমর্পণ কবেন, তিনি নিজে তা ভোগ কববেন না, বন্ধু দুর্যোধনকেই তা দান কববেন। এতটা উদাবতা বা মহানুভবতা একমাত্র কর্ণ চবিত্রেই সম্ভব।

কিন্তু কর্ণ একথাও কৃষ্ণকে বলেছেন, আমি এটাও চাই যে, যাব নেতা হৃষীকেশ ও যোদ্ধা অর্জুন, সেই ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিবই সর্বদা, রাজারূপে বিবাজিত থাকুন। যুধিষ্ঠিবেব অধিকাবেই এই সমগ্র ভূমণ্ডল ও কৌববরাজ্য থাকবে। অতঃপব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কি কি ঘটবে, কিভাবে পাণ্ডববা জয় লাভ কববে এবং কৌবব সৈন্য ধ্বংস হবে তাব বিস্তৃত বিববণ দিয়ে বললেন,

যদব্রুবমহং কৃষ্ণ কটুকানি স্ম পাণ্ডবান্।
প্রিয়ার্থং ধার্তবাষ্ট্রস্য তেন তপ্যে হ্যকর্মণা॥ (উঃ) ১৪১।৪৫

—কৃষ্ণ, আমি যে ধৃতবাষ্ট্র পুত্র (দুর্যোধনের) প্রিয় কাজ করবার জন্য

পাণ্ডবদের বহু কটূবাক্য বলেছি, সেই দুষ্কর্মের জন্য আজ আমি অনুতপ্ত।

যে কর্ণর প্ররোচনায় ও উৎসাহে দুর্যোধন একের পর এক পাণ্ডবদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, এমন কি ছোট ভ্রাতৃজায়া দ্রৌপদীকেও সভামধ্যে লাঞ্ছিত করতে উৎসাহ পেয়েছিলেন, হঠাৎ তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার হেতু কি? তবে কি এতদিন ঈর্ষাবশতঃ ভ্রাতাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন, আজ যখন জানতে পারলেন তাঁর ন্যায্য আসন তিমি অনায়াসেই লাভ করতে পারেন, তখন কি তাঁর মনে ভ্রাতাদের জন্য স্নেহের উদ্রেক হল, যার জন্য তিনি নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জাবোধ করছেন বলে স্বীকার করলেন?

এটাও কর্ণ চরিত্রের একটি অপূর্ব সৌন্দর্য। অন্যায় জেনেও সাধারণ মানুষ নিজের কৃতকর্মকে নানা ছলে বলে সমর্থন করে থাকে। কিন্তু আশ্রয়দাতা ধূর্ত বন্ধুর তুষ্টির জন্য তিনি যে সব দুর্বাক্য বলেছেন বা দুষ্কর্ম করেছেন, তা যে অন্যায় তা স্বীকার করে অনুতাপ প্রকাশ করা একমাত্র মহৎ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

কর্ণ বললেন, যখন অর্জুনের হাতে আমাকে নিহত দেখবেন, তখন এই রণ সম্পন্ন হয়েছে জানবেন। ভীম যখন দুর্যোধনকে বধ করবে, তখন এই রণযজ্ঞ সমাপ্ত হবে। মধুসূদন, আপনার এই শান্তি স্থাপনের প্রয়াসে এমন কিছু না হোক, যাতে বয়োজ্যেষ্ঠ্য গুণীজনের মৃত্যু ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ শস্ত্র দ্বারা মৃত্যু হতে তাঁরা যেন বঞ্চিত না হন।

শস্ত্রেণ নিধনং গচ্ছেৎ সমৃদ্ধং ক্ষত্রমণ্ডলম্।

কুরুক্ষেত্রে পুণ্যতমে ত্রৈলোক্যস্যাপি কেশব॥ (উঃ) ১৪১।৫৩

—কেশব, কুরুক্ষেত্র ত্রিভুবনের পক্ষেই পরম পুণ্যতম তীর্থ। এই সমৃদ্ধশালী ক্ষত্রিয়রা সেখানে সম্মিলিত হয়ে অস্ত্রের আঘাতেই যেন মৃত্যু লাভ করেন।

তিনি পুনবায কৃষ্ণকে বললেন, আপনি এই মন্ত্রণাকে সর্বদা গুপ্ত রেখেই অর্জুনকে আমাব সঙ্গে যুদ্ধ কববাব জন্য নিয়ে আসবেন। প্রত্যুত্তবে কৃষ্ণও কিছু ক্ষুব্ধ হয়ে কর্ণকে বললেন, আমি যে তোমাকে বাজ্য প্রাপ্তিব কথা বললাম, মনে হচ্ছে তোমাব তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। তুমি আমাব দেওয়া পৃথিবী শাসন্ করতে চাও না (মযা দত্তাং হি পৃথিবীং ন প্রশাসিতুমিচ্ছসি।) তবে এটা নিশ্চিত জেনো পাণ্ডবরাই যুদ্ধে বিজয় লাভ করবে। (কৃষ্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য)

কর্ণ বললেন, আপনি সব কিছু জেনেও কেন আমাকে মোহগ্রস্ত কবতে চাইছেন? আজ যে সমগ্র পৃথিবীব পূর্ণ ধ্বংস সময় উপস্থিত হযেছে, এতে আমি, শকুনি দুঃশাসন ও ধৃতবাষ্ট্র পুত্র বাজা দুর্যোধন নিমিত্ত মাত্র।

স্বপ্না হি বহবো ঘোবা দৃশ্যন্তে মুধুসূদন।

নিমিত্তানি চ ঘোবানি তথোৎপাতাঃ সুদাকণাঃ॥ (উঃ) ১৪৩।৬

—মধুসূদন, নানা ভয়ঙ্কব স্বপ্ন দেখেছি। ভয়ানক দুর্নিমিত্ত ও অত্যন্ত নিদাকণ উৎপাত সব আমি স্বপ্নে দেখেছি।

এইসব বোম হর্ষণ নানা উৎপাত হতে এটাই সূচিত হচ্ছে যে এই যুদ্ধে দুর্যোধনেব পবাজয় ও যুধিষ্ঠিবেব জয লাভ হবে। শনি জগতেব প্রাণীদেব পীড়িত কবছে। মঙ্গল গ্রহ বক্রগতিব আশ্রয নিয়ে অনুবাধা নক্ষত্রে আসতে চাচ্ছে। এতে বাজ্যেব বাজাব মিত্রদের বিনাশ সূচিত হচ্ছে। কৌববদেব উপব মহাভয় উপস্থিত হয়েছে। বিশেষতঃ মহাপাতক নামক বাহু চিত্রা নক্ষত্রকে পীড়ন কবছে। এটাও রাজাদেব পক্ষে একটা বিনাশেব কাবণ। চন্দ্রেব কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ক্ষীণ হযে গেছে, বাহু গ্রহ সূর্যেব নিকট উপস্থিত হয়েছে। আকাশ হতে এই সমস্ত উল্কা পতিত হচ্ছে, বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং পৃথিবী যেন কম্পিত হচ্ছে। গজরাজবা পবস্পব বিকৃত শব্দ কবছে। সব অশ্বই অশ্রু মোচন কবছে এবং তারা হৃষ্ট মনে ঘাস ও পানীয় গ্রহণ কবছে না। এটাই লোক সমাজে

প্রচলিত আছে যে এই সমস্ত উৎপাত সূচক লক্ষণ প্রকাশ হলে প্রাণিদেব বিনাশকব দারুণ ভয় উপস্থিত হয়। দুর্যোধনেব সমস্ত সৈন্যের মধ্যেই এই সমস্ত দুর্লক্ষণ বিশেষভাবে পবিলক্ষিত হচ্ছে।

পরাভবস্য তল্লিঙ্গমিতি প্রাহুর্মনীষিণঃ॥ (উঃ) ১৪৩।১৫

—মনীষী পুরুষবা ইহাকেই পবাজযের লক্ষণ বলেছেন।

কিন্তু পাণ্ডবদেব প্রতিটি বাহনই প্রসন্ন আছে বলা হযেছে এবং মৃগবা তাদেব দক্ষিণ ভাগ দিয়ে যাতাযাত কবছে দেখা যাচ্ছে। এই লক্ষণ তাদের পক্ষে বিজয সূচক।

সমস্ত মৃগই দুর্যোধনেব বাম দিক দিযে যাচ্ছে এবং তিনি অদৃশ্য বাণী শুনতে পাচ্ছেন। এই সব তাঁর পরাজয়েব লক্ষণ। শুভ লক্ষণ বিশিষ্ট মযূব, হংস, সাবস, চাতক ও চকোবদল পাণ্ডবদেব অনুসবণ করছে। তেমনি শকুনি, কঙ্ক, বক, শ্যেন, বাক্ষস ও চিতাবাঘ (বৃক) এবং মাছিবদল কৌববদেব পশ্চাতে ধাবিত হচ্ছে। দুর্যোধনেব ভেবীগুলি বাজালেও শব্দ হচ্ছে না এবং পাণ্ডবদেব ডঙ্কাগুলি না বাজালেও ধ্বনিত হচ্ছে। মেঘ হতে মাংস ও বক্ত বর্ষিত হচ্ছে। সূর্যের চাবদিকে একটা কাল বর্ণেব পবিমণ্ডল উদিত হচ্ছে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তেব সময শৃগালদেব ভীতি সূচক ভযানক শব্দ শোনা যাচ্ছে। এতে দুর্যোধনেব পবাজযই সূচিত হচ্ছে। মধুসূদন, একটি চক্ষু ও একটি পাদযুক্ত পক্ষীবা অত্যন্ত ভযানক শব্দ কবছে। ইহাও কৌববপক্ষেব একটি পরাজয়েব লক্ষণ।

দুর্যোধন প্রথমে ব্রাহ্মণদেব দ্বেষ করতেন, তাবপব গুরুজনদেরও নিজের প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন ভৃত্যদেবও দ্বেষ কবতে আরম্ভ কবেন। এটাও তাঁব পরাজযেবই লক্ষণ।

পূর্বদিক রক্তবর্ণ, দক্ষিণ দিক কৃষ্ণবর্ণ, পশ্চিম দিক মৃত্তিকাবর্ণ এবং উত্তব দিক শ্বেত বর্ণ বলে মনে হচ্ছে। এইভাবে দিকগুলিব পৃথক পৃথক বর্ণ উল্লেখিত হয়েছে। দুর্যোধনেব এই সমস্ত উৎপাত দেখা যাচ্ছে। এতে তার মহাভয়ের সূচনা কবছে।

আমি স্বপ্নের শেষ ভাগে যুধিষ্ঠিরকে এক হাজার স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদে ভ্রাতাদের সঙ্গে আরোহণ করতে দেখেছি। আমি আরও দেখেছি যুধিষ্ঠির পৃথিবীকে নিজের গ্রাসে পরিণত করেছে। অতএব সে নিশ্চয়ই আপনার দেওয়া এই বসুন্ধরাকে উপভোগ করবে। দুর্যোধনের সৈন্যদের মাত্র তিনজনই জীবিত থাকবেন। তাঁরা হলেন —অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। অন্য সকলেই নিহত হবেন। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য আমার ও দুর্যোধনের সঙ্গে উষ্ট্র যোজিত রথে আরোহণ করে দক্ষিণ দিক অভিমুখে গমন করছেন। এর ফল হল এই যে, অল্পকালের মধ্যেই আমাদের যমলোকে গতি।

কর্ণের উপরোক্ত উক্তিগুলি হতে তিনি যে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য এখানে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি কেবল ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নন। তিনি যে জ্ঞানী পণ্ডিত লোক তাও তাঁর উক্তি হতে উপলব্ধি করা যায়। তাই তিনি গ্রহ উপগ্রহের গমনাগমন, নানা পশুপক্ষীর গতি ইত্যাদি হতে ভবিষ্যৎ ফলাফল বর্ণনা করতে সক্ষম তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর স্বপ্নানুযায়ী বাস্তবিকই দুর্যোধনের পক্ষে মাত্র তিনজনই জীবিত ছিলেন।

কর্ণ সাধারণের বহু উর্দ্ধে। তাই যে পক্ষের হয়ে তিনি যুদ্ধ করবেন, তাঁদের পরাজয় অনিবার্য জেনেও, তাঁদের পক্ষ ত্যাগ না করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নৈতিক বন্ধন ও কৃতজ্ঞতা বন্ধনে তিনি আবদ্ধ। সাধারণ মানুষ বিপদের সময় আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়ে থাকে, অথচ কর্ণ কৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এবং নিজেও দুর্যোধনের পক্ষের ভবিষ্যৎ জানা সত্ত্বেও রাজ্যের লোভে বিপক্ষ দলে যোগ দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার প্রয়াস করলেন না বা সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হতে সম্মত হলেন না।

কিন্তু তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ জানান, তাঁর প্রকৃত পরিচয় যেন

পাণ্ডবরা জানতে না পারে। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যদি তাঁরা তাঁর পরিচয় জানতে পারেন, তবে কখনই তাঁরা এ যুদ্ধ ত্যাগ করবেন এবং ধর্মের জয় ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে না।

কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, কর্ণ,- নিশ্চয়ই আজ এই পৃথিবীর বিনাশ কাল উপস্থিত হয়েছে। সেজন্যই আমার কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।

কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ, বীর ক্ষত্রিয়দের বিনাশকর এই যুদ্ধ অতিক্রম করে যদি আমরা বেঁচে থাকি, তবে পুনরায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে। অথবা স্বর্গে নিশ্চয়ই আমরা সকলে একত্রে মিলিত হব। সেখানে পুনরায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে—এই কথা বলে কর্ণ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিয়ে রথের পিছন দিয়ে নেমে আসলেন। অতঃপর কর্ণ দুঃখিত চিত্তে তাঁর নিজের রথে করে ফিরে আসলেন।

কর্ণ কৃষ্ণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে চলে গেছেন—বিদুরের নিকট কুন্তী একথা শুনলেন।

কর্ণকে তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে পাণ্ডব পক্ষে আনবার জন্য একদিন মধ্যাহ্নে সত্যসন্ধ কর্ণ যখন গঙ্গাতীরে বেদধ্বনি করছিলেন তখন কুন্তী তাঁর নিকট গেলেন।

কর্ণ সূর্য উপাসনা সমাপান্তে কুন্তীকে প্রণাম করে বললেন :—

বাধেয়োহমাধিরথিঃ কর্ণস্ত্বামভিবাদয়ে।
প্রাপ্তা কিমর্থং ভবতী ব্রূহি কিং করবাণি তে।॥ (উঃ)
১৪৫।১

—রাধা ও অধিরথের পুত্র আমি কর্ণ আপনাকে প্রণাম করি। আপনি কি উদ্দেশ্যে আমার নিকট এসেছেন? আমি কি করব বলুন?

কৃষ্ণের নিকট পূর্বেই কর্ণ আত্ম পরিচয় জেনেও জননী কুন্তীর

নিকট নিজেকে রাধা ও অধিরথের পুত্র রূপে পরিচয় দেওয়ার মধ্যে তাঁর মনের দৃঢ়তা ও গুপ্ত অভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়

কুন্তি কর্ণকে তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত জানিয়ে পাণ্ডব পক্ষ সমর্থন করতে অনুরোধ করলেন। (কুন্তী চরিত্র দ্রষ্টব্য) ঠিক সেই মুহূর্তে কর্ণ তাঁর জন্মদাতা সূর্যের আকাশ বাণী ও শুনতে পেলেন। তিনি কর্ণকে তাঁর মাতৃবাক্য সত্য ও তা পালন করলে তাঁর মঙ্গল হবে জানালেন।

জনক জননীর বাক্য কর্ণের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল না তিনি কুন্তী দেবীকে তেজের সঙ্গে উত্তর দিলেন—ক্ষত্রিয়নন্দিনী আপনি যা বললেন তাতে আমার কোন শ্রদ্ধা নেই। আপনার কথা পালন করা আমার পক্ষে ধর্মদ্বার স্বরূপ—তাও আমি বিশ্বাস করি না অতএব আমার প্রতি যে পাপ করেছেন, তা অত্যন্ত বেদনা দায়ক। (অবকীর্ণার্থী যং পাপং ভবতি সুমহত্তমম্) আপনি যে আমাকে জলে নিক্ষেপ করেছিলেন, তা আমার পক্ষে যশ ও কীর্তি হয়েছে।

অহং চেৎ ক্ষত্রিয়ো জাতো ন প্রাপ্তঃ ক্ষত্রসংক্রিয়াম্।
ত্বংকৃতে কিং নু পাপীয়ঃ শত্রুঃ কুর্যাত্ক্রমাহিতম্॥ (উঃ) ১৪৬।৬

—যদিও আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মেছি তথাপি আপনার জন্যই আমি ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার হতে বঞ্চিত হয়েছি। অতএব শত্রুও ইহা অপেক্ষা আর অধিক ক্ষতি আমার কি করতে পারে?

যখন আমার জন্য আপনার কিছু করবার সুযোগ ছিল সেই সময় তো আমাকে আপনি এরূপ দয়া দেখাননি। আর আজ যখন আমার সংস্কারের সময় চলে গেছে, তখন আপনি আমাকে ক্ষাত্র ধর্মের দিকে প্রেরণা দিতে এসেছেন।

ন বৈ মম হিতং পূর্বং মাতৃবচ্চেষ্টিতং ত্বয়া।
সা মাং সম্বোধয়স্যদ্য কেবলাত্মহিতৈষিণী॥ (উঃ) ১৪৬।৮

—পূর্বে মাতার ন্যায় কখনও হিত কামনা করেননি আজ কেবলমাত্র আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে আমাকে কর্তব্যের উপদেশ দিতে এসেছেন।

কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত অর্জুনকে আজ কোন বীর না ভয় করবে? যদি এই সময়ে আমি পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দিই তবে কোন ব্যক্তি আমাকে ভীরু বলে মনে করবেন না? পূর্বে কোনদিন আমি জানতে পারিনি যে আমি পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। যুদ্ধের সময় আমার এই সম্বন্ধ প্রকাশ হল। এই সময় যদি আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হই তবে ক্ষত্রিয় সমাজ আমাকে কি বলবে?

এই স্পষ্ট সত্য উক্তির মধ্যে কর্ণ কর্তব্য ভ্রষ্টা জননীকে মৃদু তিরস্কার করলেন। জননী হৃদয়ের আকুল আহ্বান কর্ণের হৃদয় স্পর্শ করতে ব্যর্থ হল। জননীর স্নেহ নির্ঝর সারাজীবন কর্তব্য ভ্রষ্টতার জন্য কর্ণের মরুজীবন স্নিগ্ধ স্নেহে সিঞ্চিত করতে পারেনি। তাঁর এই নির্ভীক সত্য ভাষণের মধ্যে তাঁর দৃঢ় চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ণকে কোন রকমেই দোষারোপ করা যায় না।

তিনি কুন্তীকে আরও জানালেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা আমাকে সর্ব প্রকার মনোজ্ঞ বস্তু দান করেছেন এবং সুখের সঙ্গে বসবাসের সুযোগ দিয়ে আমাকে সর্বদা সম্মান করেছেন। তাঁদের এই উপকারকে আমি কি ভাবে নিষ্ফল করব? শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করে যাঁরা নিত্য আমার উপাসনা করেন, যাঁরা আমাকে শ্রদ্ধা করেন, আমারই প্রাণ শক্তির উপর আস্থা রেখে যাঁরা শত্রুর সামনে দণ্ডায়মান থাকতে সাহস লাভ করেন এবং এই আশাতেই যাঁরা আমাকে সমাদর করেন তাঁদের ইচ্ছাকে আমি কি করে ছিন্ন ভিন্ন করব?

ময়া প্লবেন সংগ্রামং তিতীর্ষন্তি দুরত্যয়ম্।

অপারে পারকামা যে ত্যজেয়ং তানহং কথম্॥ (উঃ) ১৪৬।১৪

—যাঁরা আমাকেই নৌকা রূপে কল্পনা করে তারই সহায়তায় দুর্লঙ্ঘ্য সমর সাগর পার হবার আকাঙ্ক্ষা করেন এবং আমার সাহায্যে অপার বিপদকে প্রতিহত করবার ইচ্ছা করেন তাঁদের এই বিপদের সময় আমি কি করে ত্যাগ করব?

অয়ং হি কালঃ সম্প্রাপ্তো ধার্তবাষ্ট্রোপজীবিনাম্।

নির্বেষ্টব্যং ময়া তত্র প্রাণানপবিবক্ষতা ॥ (উঃ) ১৪৬। ১৫

—দুর্যোধনেব উপজীবি ব্যক্তিদেব পক্ষে প্রত্যুপকাব কববার এই প্রকৃত সময উপস্থিত হয়েছে। এই সময় নিজের প্রাণ বক্ষা না কবে তাঁব ঋণ হতে আমি মুক্ত হতে চাই।

কৃতার্থাঃ সুভৃতা যে হি কৃত্যকালে হ্যুপস্থিতে।

অনবেক্ষ্য কৃতং পাপা বিকুর্বন্ত্যনবস্থিতাঃ ॥

বাজকিল্বিষিনাং তেষাং ভর্তৃপিণ্ডাপহারিণাম্।

নৈবায়ং ন পবো লোকো বিদ্যতে পাপকর্মণাম্॥ (উঃ) ১৪৬।১৬-১৭

—যে ব্যক্তি কারো দ্বারা উত্তম রূপে পালিত হয় কিন্তু সেই উপকাবেব প্রত্যুপকার দেবাব সুযোগ আসলে সে অস্থিরচিত্ত পাপাত্মা ব্যক্তি পূর্বেব উপকার স্মরণ না করে মন পবিবর্ত্তন কবে সেই ব্যক্তি প্রভুর অন্ন অপহবণকাবী ও উপকারী বাজার প্রতি অপবাধী হয়। সেই পাপকর্ম পবায়ণ কৃতঘ্ন ব্যক্তিব পক্ষে ইহলোক বা পবলোক কোন লোকই সুখময হয় না।

আপনাকে মিথ্যা কথা বলছি না। ধৃতবাষ্ট্র পুত্রদের পক্ষে আমাব শক্তি ও সামর্থ্য অনুসাবে অবশ্যই আপনাব পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

কিন্তু আপনাব আবেদন ব্যর্থ হবে না, সমর্থ হলেও আমি আপনাব সব পুত্রকে বধ কবব না। কেবল অর্জুনকে নিহত করে অভীষ্ট ফল লাভ কবব। অথবা তাব হাতে নিহত হয়ে যশ লাভ করব।

যে কোন অবস্থায আপনাব পাঁচ পুত্র অবশিষ্ট থাকবে। তবে সেই পাঁচ সংখ্যা পূর্ণ হবে অর্জুন নিহত হলে কর্ণকে ধবে অথবা আমি নিহত হলে অর্জুনকে নিয়ে আপনার পাঁচ পুত্র বিদ্যমান থাকবে।

কর্ণেব আবেদন নিবেদন খুবই মর্মস্পর্শী।

কাশীদাসী মহাভারতে কর্ণ বলছেন কুন্তীকে—

পঞ্চ পুত্র ববে তব এই পৃথিবীতে।
অর্জুন সহিত কিম্বা আমার সহিতে ॥
ব্যাসেব বচন মাতা আছে পূর্বাপর।
পৃথিবীতে তব পঞ্চ বহিবে কোঙর ॥

.. ..

এক ছত্র পৃথিবীতে হবে মহাবাজা ॥
জগতে বহিবে মাত্র তোমাব নন্দন ॥
পাইবে তোমার পুত্রগণ রাজধানী।
নিশ্চয আমাব মৃত্যু হইবে জননী ॥ (উঃ)

কর্ণ কুন্তী কথোপকথনে অভিমান ক্ষুব্ধ সন্তানেব ক্ষোভ ও দুঃখ জননীব কাছে অতি করুণ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কোথাও কর্ণ কোন অসংযত ভাষা ব্যবহাব কবে জননীকে আঘাত কবেননি বা রূঢ় ভাষায় কুন্তীকে মর্মাঘাত কবেননি। তিনি কুন্তীর কর্তব্যচ্যুতিব কথাই স্মবণ কবিয়ে নীরব হযেছেন। যদিও কর্ণ সম্বন্ধে সাবা জীবন ব্যাপী কুন্তীব নীরবতা ও নির্লিপ্ততাব দুঃখ কর্ণকে জীবন ভব জগদ্দল পাষাণেব মত বুকে চেপে রাখতে হয়েছিল, এবং ক্ষত্রিয় সন্তান হয়েও সূতপুত্র রূপে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে সমাজে ও বিশেষ কবে পঞ্চ পাণ্ডবেব কাছে।

দুর্যোধন পক্ষ ত্যাগ না কবাব যে সুন্দব যুক্তি কর্ণ কুন্তীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, তা যেমন ধর্ম সঙ্গত তেমনি যুক্তি সঙ্গত ও হৃদয় গ্রাহী। কর্ণেব চবিত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক অপূর্ব নিদর্শন। যুগ যুগ মানুষ কর্ণেব কৃতজ্ঞতাকে শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মবণ কবেবে।

দীর্ঘকাল পবে হলেও কুন্তী কর্ণকে পুত্র রূপে স্বীকৃতিব মর্যাদা দিযেছিলেন। কর্ণ মাতাকে ব্যর্থ হতে দেননি। অর্জুন ব্যতীত অপর চাব পুত্রকে বধ কবা সম্ভব হলেও তিনি বধ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

যদিও তাঁর এই প্রতিশ্রুতিব দ্বারা তাঁব উদার হৃদয়েব পরিচয়

পাওয়া যায় কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি কৌরব পক্ষেব প্রভূত ক্ষতি সাধন কবেছিল। কাবণ তিনি ইচ্ছা করেই অন্যান্য পাণ্ডবদেব নিহত করবাব সুযোগ পেযেও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এইখানে তাঁব মত দৃঢ চবিত্র বীবেব মধ্যে কিছুটা ভাব প্রবণতা প্রকাশ পেযেছে অথবা কুন্তীব মাতৃ স্নেহেব স্বাভাবিক আকর্ষণ তাঁকে অভিভূত কবেছিল।

বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব তাঁব "কর্ণকুন্তী সংবাদে" কর্ণেব দৃঢ চরিত্র সুন্দব রূপে চিত্রিত কবেছেন। কুন্তী যখন বললেন—

সর্ব-উচ্চভাগে,
তোমারে বসাব মোর সর্ব পুত্র আগে--
জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি,

কর্ণ বলছেন— কোন্ অধিকাব মতে
প্রবেশ করিব সেথা। সাম্রাজ্য সম্পদে
বঞ্চিত হয়েছে যাবা, মাতৃস্নেহ ধনে
তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে
কহো মোবে। দ্যূত পণে না হয বিক্রয়,
বাহুবলে নাহি হাবে মাতার হৃদয়—
সে যে বিধাতার দান।

কি সুন্দর যুক্তি দেখিয়েছেন! মাতৃস্নেহ কি কবে ভাগ কবা যাবে? দ্যূত ক্রীড়ায় বিক্রি সম্ভব নয়। মাতৃ হৃদয়ের ভালবাসা স্বতঃ স্ফুর্ত্ত-তা কখনও বাহুবল দ্বারা অধিকার কবা'যায় না—এটা বিধাতাব দান। মাতৃ স্নেহের কি অপূর্ব মূল্যায়ন।

মাতৃ পবিচয় পেয়ে কর্ণ বলছেন—

শুনি স্বপ্নসম
হে দেবী, তোমাব বাণী। হেবো অন্ধকাব
ব্যাপিয়াছে দিগ্বিদিকে, লুপ্ত চারিধাব,—
শব্দ হীনা ভাগীবথী। গেছ মোরে লয়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে

চেতনা প্রত্যূষে। পুরাতন সত্যসম
অস্ফুট শৈশব কাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি। রাজমাতঃ অয়ি,
সত্য হোক স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী।
তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে
রাখো ক্ষণকাল। শুনিয়াছি লোকমুখে,
জননীর পরিত্যক্ত আমি। কতবার
হেরেছি নিশীথ স্বপ্নে, জননী আমার
এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়
কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়,
"জননী গুণ্ঠন খোলো দেখি তব মুখ।"
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষার্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি। সেই স্বপ্ন আজি
এসেছে কি পাণ্ডব জননী-রূপে সাজি
সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরথী তীরে
হেরো দেবী, পরপারে পাণ্ডব শিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক, এপারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া। কালি প্রাতে
আরম্ভ হইবে মহারণ। আজ রাতে
অর্জুন জননী কণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর। মোর নাম
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সংগীতে
উঠিল বাজিয়া। চিত্ত মোর আচম্বিতে
পঞ্চ পাণ্ডবের পানে ভাই বলে ধায়।

কুন্তী মুখে জন্ম পরিচয় যেন স্বপ্ন জাল। চারিদিক যখন অন্ধকারে

সমাচ্ছন্ন, ভাগীরথী স্তব্ধ, সেই সময় কোন মায়াচ্ছন্ন লোকে বিস্মৃত আলয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? কুন্তীর বাণী পুরাতন সত্যের মত তাঁর অন্তর স্পর্শ করছে তাঁর সেই অস্ফুট শৈশবকাল জননীর গর্ভের অন্ধকার তাঁকে যেন ঘিরেছে। আজ সত্য হোক স্বপ্ন হোক স্নেহময়ী রাজমাতা তোমার দক্ষিণ হাত ক্ষণকাল আমার ললাটে চিবুকে রাখো। লোকের মুখে শুনেছি আমি জননী পরিত্যক্তা।

জননী পরিত্যক্তের নিগূঢ় অব্যক্ত বেদনা যে কত মর্মন্তুদ তা সহজে প্রকাশ সম্ভব নয়! পৃথিবীতে সবচেয়ে হতভাগ্য সে যে মাতৃ পরিত্যক্ত। সমাজ সংসারে যে মাতৃ পিতৃ পরিচয় হীন এমন জারজ সন্তানের জীবন দুর্বিসহ, বোঝা স্বরূপ। জীবনের সমস্ত সুখ, সম্পদের অধীশ্বর হলেও, মাতৃস্নেহ বঞ্চিত সন্তানের হৃদয়ের গ্লানি, মাতৃস্নেহ বুভুক্ষু হৃদয়ের যন্ত্রণার ভাষা নেই।

মাতৃ পরিচয় জানার তীব্র পিপাসায় নিশীথ রাতের ঘুমের ছেদ ঘটিয়ে স্বপ্নে যেন ধীরে ধীরে মা তাঁর শিয়রে এসেছেন। মাতৃ পরিচয় কাতর সন্তান কাতর ভাবে বলছেন জননী, গুণ্ঠন খোলো দেখি তোমার মুখ। জানি তোমার পরিচয়, অমনি তৃষ্ণার্ত উৎসুক স্বপ্নকে ছিন্ন করে সেই মূর্তি মিলিয়ে যায়।

এই একটি সামান্য স্বীকৃতিতে ধরা পড়েছে কর্ণের আজীবন মাতৃ সন্ধান। কর্ণ আজীবন মাতৃস্নেহের কাঙালী। তিনি যেন সারা জীবন তাঁর এই অব্যক্ত ব্যথা ঝিনুকের মুক্তার মতই তাঁর অন্তরের মণি কোঠায় লুকিয়ে রেখেছিলেন—যার পরিচয় পেয়ে তা ক্রমে প্রকাশ পেলো।

সেই জননী আজ পাণ্ডব জননী রূপে ভাগীরথী তীরে সন্ধ্যাবেলা দুই শিবিরের রণ দামামার মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আজ রাতে কেন অর্জুন জননীর কণ্ঠে আমার জননীর স্নেহ স্বর শুনলাম? আমার নাম তাঁর মুখে যেন মধুর সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হল। দুর্বল চিত্ত পঞ্চ পাণ্ডবকে ভাই রূপে আলিঙ্গন করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছুটে চলেছে।

কি সুন্দর ভাবে শৈশবে মাতৃ পরিত্যক্ত সন্তানের নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। তৃষিত মাতৃ স্নেহের মূর্ছনা যেন আনন্দের স্রোতে ঝংকৃত হয়ে উঠল। তাই প্রগল্ভ বালকের মত তিনি তাঁর হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার কুন্তীর সামনে উন্মোচিত করলেন।

পুনঃ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আবার ক্ষোভে দুঃখে আকুল হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—

কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্র হীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে। কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে—
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে।
রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অর্জুনে আমারে,—
তাই শিশুকাল হতে টানিছে দোঁহারে
নিগূঢ় অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে
দুর্নিবার আকর্ষণে। মাতঃ নিরুত্তর?
লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে,
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু। ... ...
... .
বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃ স্নেহ কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হতে করিলে হরণ।
সে কথার দিয়ো না উত্তর। কহো মোরে
আজ কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।

যে ব্যথা তুষাগ্নির মত ধিকি ধিকি কর্ণের বুকে এত কাল জ্বলছিল সে শূন্য ব্যথা ভাষা পেলো বিশ্ব কবির অমর কাব্যে।

অপরাধীনি কুন্তী ক্ষমা প্রার্থী আজ তাই তিনি বললেন—

হে বৎস ভর্ৎসনা তোর শত বজ্রসম
বিদীর্ণ করিয়া দিক্ এ হৃদয় মম
শত খণ্ড করি। ত্যাগ করেছিনু তোরে,
সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে করে
তবু মোর চিত্ত পুত্র হীন—তবু হায়
তোরি লাগি বিশ্ব-মাঝে বাহু মোর ধায়
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্বদেবতার। আমি আজি ভাগ্যবতী,
পেয়েছি তোমার দেখা। যবে মুখে তোর
একটি ফুটেনি বাণী, তখন কঠোর
অপরাধ করিয়াছি—বৎস সেই মুখে
ক্ষমা কর কুমাতায়। সেই ক্ষমা বুকে
ভর্ৎসনার চেয়ে, তেজে জ্বালুক অনল—
পাপ দগ্ধ করে মোরে করুক নির্মল।

প্রথম সন্তান পরিত্যাগের ব্যথা জননী কুন্তী জীবন ব্যাপী সহ্য করেছেন। অন্য পঞ্চপুত্র ধর্ম যুদ্ধ জয় করে আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত সাম্রাজ্য লাভ করলেও তাঁদের সকলের সঙ্গে সমভাবে ভোগ করতে পারেননি আনন্দ ঐশ্বর্য। পুত্রদের রাজ ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর মত বনে বনে জীবন যাপন করেছেন পরিত্যক্ত কর্ণের শোকে।

জননী কুন্তীর অপকট উক্তি কিন্তু কর্ণ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারলেন না। যিনি তাঁর সারা জীবনকে ঐশ্বর্যের সম্মানের, যশের অধিকারী হবার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, সমাজে সংসারে যাঁর কর্মদোষে তিনি চির লাঞ্ছিত, উপহসিত আজ তিনি তাঁর

সেই হৃত ঐশ্বর্য সম্মান ফিরিয়ে দিতে চাইলেও ক্ষোভে দুঃখে কর্ণ তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন—

মাতঃ ! সূতপুত্র আমি। রাধা মোর মাতা
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক কৌরব কৌরব—
ঈর্ষা নাহি করি কারে।

German Poet Dramatist & Philosopher Johann Wolfgang Von Goefhe বলেছেন—All is created and goes according to order, yet o'er our life time rules an uncertain fate. কথাটি কর্ণ চরিত্রে প্রযোজ্য। কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণ কেন সমাজ ও দেশে সূত পুত্র রূপে পরিচিত অথবা তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের হাতে লাঞ্ছিত হবেন ?

কুন্তী রাজ্যের লোভ দেখিয়ে পঞ্চ ভ্রাতা কি ভাবে তাঁর সেবা করবেন প্রভৃতি উপায় বলে কর্ণকে প্রলুব্ধ করতে চাইলেন—

উত্তরে কর্ণ বললেন—

সিংহাসন ? যে ফিরাল মাতৃস্নেহপাশ
তাহারে দিয়েছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস।
একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরিয়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই মাতঃ, করেছ নির্মূল
মোর জন্ম ক্ষণে। সূতজননীরে ছলি
আজ যদি রাজ জননীরে মাতা বলি,
কুরুপতি কাছে বদ্ধ আজি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে ধাই যদি রাজসিংহাসনে—
তবে ধিক মোরে।

জন্ম মুহূর্তে যে সন্তানকে কুন্তী বিসর্জন দিয়েছিলেন একদিন

তাঁরই কাছে মাতৃত্বের দাবী জানাতে এসে তিনি প্রত্যাখ্যাত হবেন, তা কি জানতেন? ভাগ্যের ঘুড়ির হাওয়া কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাই লাঞ্ছনার ভয়ে যে সন্তানকে জন্ম লগ্নে কুন্তী ত্যাগ করেছিলেন, ভাগ্যের পরিহাসে পরিণত বয়সে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্য ঘুষ দিতে চাইলেন তিনি কর্ণকে, তবু কুন্তী প্রত্যাখ্যাত হলেন সেই সন্তানের নিকট। তাঁর মাতৃত্বের গরিমা নিষ্প্রভ হয়ে গেল কর্ণের পালিতা জননী রাধার পাশে।

তাই কুন্তী আক্ষেপ করে বলছেন—

বীর তুমি, পুত্র মোর,
ধন্য তুমি। হায় ধর্ম, একি সুকঠোর
দণ্ড তব। সেইদিন কে জানিত হায়
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়।
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে—
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে।
একি অভিশাপ!

এখানে কুন্তীর স্বার্থান্বেষী মনের ছবি পাওয়া যায়। পরিত্যক্ত পুত্রকে তিনি ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন তাঁর অন্য পঞ্চ পুত্রের হিতের জন্য। কর্ণের প্রতি স্নেহ হতে অন্য পুত্রদের মঙ্গলই কুন্তীর কথায় বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। কর্ণের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে জননীর নিকট বিদায় বাণীতে—

মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমির ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে

অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম,—হেরিতেছি শান্তিময়
শূণ্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক্ পাণ্ডব সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।
জন্ম রাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন গৃহহীন। আজিও তেমনি
আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগো জননী।
দীপ্তিহীন কীর্ত্তিহীন পরাভব—'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্য লোভে, আমি
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাই হই।

কর্ণের উপরোক্তি তাঁকে মহত্তর থেকে মহত্তম করে রেখেছে। কুন্তীকে ভয় করতে বারণ করে তিনি ভবিতব্যের লিখন কুন্তীর সামনে তুলে ধরলেন। তাঁর পঞ্চ পুত্রই রাজা হবে। তিনি পরাজিতের সারিতেই থাকবেন। কিন্তু মার কাছে এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন যেন জয় যশ বা রাজ্যের লোভে সদ্গতির জন্য বীরদের যে পথ আছে তিনি যেন তা থেকে ভ্রষ্ট না হন অর্থাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যু বরণের গৌরব হতে বঞ্চিত না হন্। তিনি যেন কুন্তীকে Sir Walter Scott এর মতই বলতে চাইছেন—

Not *you*, but Fate, *has* Vanquished me.

মহাভারতে কর্ণ একটি চরিত্র যা আমাদের খুবই পরিচিত মনে হয়। অদৃষ্টের ঘূর্ণাবর্তে বার বার কর্ণের ঈপ্সিত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে জন্ম দিয়েছে ঈর্ষা হিংসা প্রতিশোধ স্পৃহা। শৌর্যে বীর্যে দানে ত্যাগে ধর্মে কর্ণ চরিত্রের অনুরূপ চরিত্র মহাভারতে বিরল।

অভিশাপের চাপে জর্জবিত হয়ে ভাগ্যেব চক্রান্তে তিনি রাজমুকুটেব অধিকাবী হয়েও কপালে সূতপুত্র অভিজ্ঞান এঁটে জীবত-পাত কবলেন। তাঁর চবিত্রে একটি অতি মানবীয় গুণ দেখা যায়—জেনে শুনে পবাজিতেব দলভুক্ত হয়েছিলেন ধর্ম বক্ষার্থে ও কৃতজ্ঞতার বন্ধ পাশ হতে মুক্ত হতে। তাই ধর্ম ও সৌহার্দ্যের সম্মানে জেনেশুনে তিনি পবাজিতেব তালিকায থাকতে দুঃখ বোধ করেননি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেব উদ্যোগ চলছে। কেউ দুর্যোধনকে সন্ধিব প্রস্তাবে সম্মত কবাতে সক্ষম হলেন না অতঃপব দুর্যোধন ভীষ্মকে উভয় পক্ষেব শক্তিব পবিমাপ কবতে বললেন। প্রথমেই ভীষ্ম তাঁকে প্রত্যেক বীবেব শক্তিব বর্ণনা দেন (ভীষ্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য।) তিনি দুর্যোধনকে বললেন, তোমাব প্রিয় সখা কর্ণ যে তোমাকে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ কববাব জন্য সর্বদা উৎসাহিত করে এবং বণক্ষেত্রে সর্বদা ক্রুবতা দেখিয়ে থাকে, অত্যন্ত কটুভাষী আত্মপ্রশংসাকারী ও নীচ যে কর্ণ তোমাব মন্ত্রী, নেতা ও বন্ধু, সে অত্যন্ত অভিমানী। তার উপর তোমাব আশ্রয় পেযে আবও উচ্চ স্থান করে নিয়েছে।

এষ নৈব বথঃ কর্ণো ন চাপ্যতিবথো বণে।
বিযুক্তঃ কবচেনৈব সহজেনবি চেতনঃ॥
কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ দিব্যাভ্যাং বিযুক্তঃ সততং ঘৃণী।
অভিশাপাচ্চ বামস্য ব্রাহ্মণস্য চ ভাষণাৎ॥
করুণানাং বিযোগাচ্চ তেন মেঽর্ধরথো মতঃ।
নৈষ ফাল্গুনমাসাদ্য পুনর্জীবন্ বিমোক্ষ্যতে॥ উঃ (১৬৮।৫-৭)

—এই কর্ণ যুদ্ধে অতিবথী বা রথী বলার যোগ্য নয়। কারণ সে নিজেব সহজাত কবচ ও দিব্য কুণ্ডল হারিয়েছে। সে সর্বদা অন্যের কুৎসা বটনা কবে। পবশুবামেব অভিশাপে ব্রাহ্মণেব শাপে এবং বিজয়সাধক পূর্বোক্ত কবচ-কুণ্ডল বঞ্চিত হওয়ায় আমার দৃষ্টিতে সে অর্দ্ধবথী। অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হলে জীবিত থাকতে পারবে না।

ভীষ্মেব কথায দ্রোণও সায দিয়ে বললেন, আপনি যা বললেন

তা সত্য। কর্ণ অত্যন্ত অহঙ্কারী দয়ালু ও অসাবধান। প্রত্যেক যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপদ হওয়ার জন্য তিনিও কর্ণকে অর্ধরথ মনে করেন।

ভীষ্ম ও দ্রোণের মন্তব্য শুনে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মকে কটূক্তি করে বললেন, পিতামহ যদিও আমি আপনার কাছ কোন অপরাধ করিনি তবু আমার উপর বিদ্বেষবশতঃ আপনি ইচ্ছানুসারে পদে পদে আমাকে এইরূপ বাক্যবাণে জর্জরিত করেছেন। আমি দুর্যোধনের জন্য নীরবে এ সব সহ্য করেছি। কিন্তু আপনি আমাকে মুর্খ ও কাপুরুষ মনে করেছেন (ত্বং তু মাং মন্যসে মন্দং যথা কাপুরুষং তথা) আপনি সর্বদা কৌরবদের অনিষ্ট করছেন। কিন্তু দুর্যোধন এ বিষয়ে বুঝতে পারছেন না। আপনি আমার গুণের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ যেভাবে রাজাদের মধ্যে আমার উপর বিরক্ত ভাব জন্মাতে চেষ্টা করেছেন, তা আপনি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি করতে পারে? যুদ্ধ সমাগত এবং সমমনোভাবাপন্ন উদার চরিত্র রাজারা একত্রিত হয়েছেন। এ সময় নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক এমন কোন ব্যক্তি আছে যে স্বপক্ষের যোদ্ধাদের এই ভাবে তেজ ও উৎসাহ নষ্ট করে?

কেবল মাত্র বয়োবৃদ্ধ হলে কেশ পক্ক হলে অধিক ধন সংস্থান থাকলে এবং বহুসংখ্যক বন্ধুবান্ধব থাকলেই কোন ক্ষত্রিয়কে মহারথী বলে গণ্য করা যায় না।

বলজ্যেষ্ঠং স্মৃতা ক্ষত্রং মন্ত্রজ্যেষ্ঠা দ্বিজাতয়ঃ।

ধনজ্যেষ্ঠাঃ স্মৃতা বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তু বয়সাধিকা॥ (উঃ) ১৬৮।১৭

—ক্ষত্রিয় জাতিতে যে ব্যক্তি অধিক বলে বলীয়ান তাকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়। এইরূপ ব্রাহ্মণ বেদ মন্ত্রের জ্ঞানে বৈশ্য অধিক ধনে এবং শূদ্র বয়সে অধিক হলেই শ্রেষ্ঠ শোনা যায়।

আপনি ইচ্ছানুসারে রথী ও অতিরথীর কথা বলে যান। কিন্তু আপনি পাণ্ডবদের উপর শুভেচ্ছা ও আমার উপর বিদ্বেষ ভাব রেখে মোহবশতঃ বিভেদ সৃষ্টি করছেন।

দুর্যোধন আপনি ভাল কবে বিচাব করে রথী অধিবথী প্রভৃতিব পর্যালোচনা করুন। এই ভীষ্ম দুষ্টভাবে দুষিত হয়ে আপনাব অহিত করছেন। আপনি তাঁকে ত্যাগ করুন।

সৈন্যদেব মধ্যে একবাব বিভেদ সৃষ্টি হলে তাদেব সঙ্ঘবদ্ধ করা কঠিন। এই যোদ্ধাদেব মধ্যে যুদ্ধের সময় দ্বিধাভাব সৃষ্টি হযেছে। আপনি তো প্রত্যক্ষই দেখতে পাচ্ছেন যে এই ভীষ্ম আমাব তেজ ও উৎসাহ বিশেষ ভাবে নষ্ট করে দিচ্ছেন। কোথায় বথীদেব সম্বন্ধে বিশেয জ্ঞান আব কোথায অল্প বুদ্ধি ভীষ্ম? আমি একাকীই পাণ্ডব সৈন্যদেব অগ্রগতি রোধ কবব। আমাব বাণ অব্যর্থ। আমাব সামনে পড়লে পাণ্ডব পাঞ্চালবা চতুর্দিকে পালাতে বাধ্য হবে। যেমন ব্যাঘ্রকে দেখলে বৃষগণ পালায। (পাণ্ডবাঃ সহ পাঞ্চালাঃ শার্দূলং বৃষভা ইব।)

ভীষ্মেব মত বযোবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ ও ধার্মিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অল্পবুদ্ধি বলে অভিযোগ কর্ণেব ধৃষ্টতাই প্রকাশ করেছে। এব দ্বাবা কুরু পিতামহের কর্ণেব বিরুদ্ধে ক্রুবতা ও হীনতাব অভিযোগের সত্যতা প্রমান করে। তাছাড়া আত্মশক্তি নিযে তিনি বাব বার দম্ভ কবে ব্যর্থ হয়েও এই আত্মশ্লাঘা কখনো ত্যাগ কবতে পারেননি।

কর্ণ আবও কড়া ভাষায় ভীষ্মেব প্রতি কটূক্তি করলেন ও দুর্যোধনকে বললেন নৃপশ্রেষ্ঠ আমি এই ঘোবতব যুদ্ধে একাই পাণ্ডব সৈন্যদেব বিনাশ কবব। কিন্তু সকল যশ ভীষ্মই লাভ কববেন। আপনি ভীষ্মকে সেনাপতি কবেছেন। বিজযেব যশ সেনাপতিব প্রাপ্য—

নাহং জীবতি গাঙ্গেয়ে যোৎস্যে রাজন্ কথঞ্চন।
হতে ভীষ্মে তু যোদ্ধাস্মি সর্বৈবেব মহাবথৈঃ॥ (উঃ) ১৬৮।২৯

—অতএব যদ্দিন ভীষ্ম জীবিত থাকবেন আমি কোন যুদ্ধ করব না। ভীষ্ম নিহত হলে সব মহারথীব সঙ্গে আমি যুদ্ধ কবব।

কর্ণেব এইরূপ প্রতিজ্ঞা কৌরব পক্ষে প্রভূত ক্ষতির কাবণ হযেছিল। কিন্তু কেউই কর্ণকে তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কবাতে পারেননি

কর্ণের মত বীরের মধ্যে এরূপ ভাব প্রবণতা শোভনীয় নয় বা সমর্থন যোগ্য ও নয়।

প্রত্যুত্তরে ভীষ্ম কঠোর ভাষায় কর্ণকে তিরস্কার করে বললেন (ভীষ্ম চরিত্র দ্রষ্টব্য) তুমি একজন মূর্তিমান বৈর পুরুষ। তোমার মিথ্যা আশ্রয়ে কুরুকুল বিনাশের মহা সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। এখন তুমি সঙ্কট দূর করবার ব্যবস্থা কর এবং পুরুষত্বের পরিচয় দাও। তুমি যার সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধ স্পর্দ্ধা কর সেই অর্জুনের সঙ্গে মহারণাঙ্গণে তুমি যুদ্ধ কর। আমি দেখব কি ভাবে তুমি এই সংগ্রাম হতে মুক্তি পাও।

অতঃপর দুর্যোধন ভীষ্মকে শান্ত করলেন। দুর্যোধন কৌরব যোদ্ধাদের সকলকে জিজ্ঞেস করলেন কে কত দিনে পাণ্ডব সৈন্য নিহত করতে পারবেন?

কর্ণস্তু পঞ্চরাত্রেণ প্রতিজজ্ঞে মহাস্ত্রবিৎ। (উঃ) ১৯৩।২০

—কর্ণ পাঁচ রাতে অর্থাৎ পাঁচ দিনেই পাণ্ডব সৈন্য নিধন করবার প্রতিজ্ঞা করলেন।

কর্ণের উক্তিতে ভীষ্ম উচ্চৈঃস্বরে হেসে বিদ্রূপ করে কর্ণকে বললেন রাধাসূত যতক্ষণ না তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে শঙ্খ বাণ ও ধনুর্দ্ধারী কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনকে একই রথে আসতে দেখবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হবে ততক্ষণ তুমি এরূপ গর্ব প্রকাশ করবে বা ইচ্ছানুসারে যা ইচ্ছে বলবে।

যথার্থই কর্ণের উক্তি তাঁর ধৃষ্টতাই প্রকাশ করেছে মাত্র। অর্জুনের বীর্য ও কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্ণর পরিচয় থাকা সত্ত্বেও এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করা কখনো বীরোচিত হয়নি। কর্ণ চরিত্রের অহং ভাবই তাঁর জ্ঞান বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব মুহূর্তে কৃষ্ণ আবার কর্ণের নিকট গিয়ে তাঁকে বললেন। শুনেছি ভীষ্মের জীবতাবস্থায় তুমি যুদ্ধ করবে না। তা

বদি সত্য হয় তবে তুমি ততদিন পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিয়ে কৌববদেব বিপক্ষে যুদ্ধ কর। পবে কৌবব পক্ষে যোগ দেবে।

কর্ণ তাঁব স্বভাবসিদ্ধ ভাবে উত্তব দিলেন, কেশব, আপনাব জানা উচিত যে আমি দুর্যোধনেব একজন হিতৈষী। প্রয়োজন হলে তাঁর জন্য আমি নিজেব প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ কবব। কিন্তু তাঁব অপ্রিয় কাজ কখনই করতে পাবব না।

কর্ণ চবিত্রে কৃতজ্ঞতা কেবল অনন্য সাধারণ নয়। এজন্য তিনি পূজার্হ। এ স্থানে কৃষ্ণের এরূপ প্রস্তাব বিবেক বুদ্ধিকে স্তম্ভিত কবে। এখানে কৃষ্ণ পবব্রহ্ম জগৎকর্তা নন। আমবা যেন এখানে আধুনিক সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ্‌দের মুখোমুখি। কৃষ্ণেব ভগবৎ অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি যেন স্রষ্টাব শ্রেষ্ঠ জীবেব একজন। ধরাধামে কৃতঘ্নতাব বিব এমন নগ্ন ভাবে ছড়াতে তাঁব কোন কুণ্ঠা দেখা যাচ্ছে না। এখানে কর্ণেব পাশে কৃষ্ণ যেন নিস্প্রভ।

যুদ্ধেব অষ্টম দিন পর্যন্ত কৌরবদেব অধিক ক্ষতি হচ্ছিল। দুর্যোধন এসে কর্ণকে জানালেন ভীষ্মাদি বীবেবা যেন কিছুই কবতে পাবছে না। এ অবস্থায় কি উপায়?

উত্তবে কর্ণ বললেন ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করতেই দুর্যোধনেব বিজয় সুনিশ্চিত। কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন তিনি যেন ভীষ্মকে অস্ত্র ত্যাগ করতে উপদেশ দেন। তাবপব কর্ণ সৈন্য সহ পাণ্ডবদেব নিহত করবেন।

কর্ণেব এই প্রকার অহমিকা তাঁব প্রকৃতিগত।

যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্মেব পতন ঘটেছে। তিনি শরশয্যা গ্রহণ কবেছেন। এবাব কর্ণ ভীত হলেন। ভীষ্মেব সামনে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, আমি রাধেয় কর্ণ। নিবপবাধ হয়েও আমি আপনাব বিবাগ ভাজন।

ভীষ্ম নয়ন মেলে কর্ণকে দেখে তাঁব বক্ষিদেৰ দূৰে সবিৰে দিয়ে পুত্রের ন্যায় কর্ণকে আলিঙ্গন কবে কর্ণকে ডাকলেন। তুমি সৰ্বদাই

আমাব সঙ্গে স্পর্ধা কবে থাক এবং আমাব প্রতিকুল আচবণ কর। আজ যদি তুমি আমার নিকট না আসতে, তবে তোমাব মঙ্গল হত না।

তুমি বাধাব পুত্র নও, কুন্তীব পুত্র। তোমাব পিতা অধিবথ নয়, সূর্য। তোমাব জন্ম বৃত্তান্ত আমি নাবদ মুনি ও ব্যাসদেবের নিকট শুনেছি। তোমাব প্রতি আমাব কোন বিদ্বেষ ভাব নেই।

তোমাকে আমি মাঝে মাঝে কটুবাক্য বলেছি তোমাব উৎসাহ ও তেজ নষ্ট করবাব জন্য। কাবণ তুমি দুর্যোধনেব প্রেবণায় অকাবণে পাণ্ডবদেব বাব বাব নিন্দা কবতে। নীচ স্বভাব দুর্যোধনেব আশ্রয়ে থেকে তুমি পবশ্রী কাতব হয়েছ। অহঙ্কাব ত্যাগের প্রেরণাব জন্য আমি তোমাকে কুরুসভায় বহুবাব রুক্ষ কথা বলেছি।

আমি জানি তোমার পবাক্রম সমবাঙ্গণে শত্রুদেব পক্ষে দুঃসহ, তুমি ব্রাহ্মণ ভক্ত শক্তিশালী বীব এবং দানে উত্তম নিষ্ঠাবান। (ব্রহ্মণ্য-তাঞ্চ শৌর্যঞ্চ দানে চ পবমাং স্থিতিম্) মানুষেব মধ্যে তোমার সমান কেউ নাই। (ন ত্বযা সদৃশঃ কশ্চিৎ পুরুষেষ্বমবোপম্) আমি নিজেব বংশ বিভক্ত হযে যাবার ভয়ে সর্বদা তোমাকে কটুবাক্য বলতাম।

ইম্বস্ত্রে চাস্ত্রসন্ধানে লাঘবেঽস্ত্রবলে তথা।
সদৃশঃ ফাল্গুনেনাসি কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা॥ (ভীঃ) ১২২।১৬

—বাণ ক্ষেপণে, দিব্যাস্ত্রেব সন্ধানে, হাতেব নৈপুণ্য এবং অস্ত্র বলে তুমি অর্জুন ও মহাত্মা কৃষ্ণেব ন্যায।

কর্ণ, দুর্যোধনেব জন্য কাশীপুবীতে একাকী গিয়ে তুমি ধনুর সাহায্যে উপস্থিত সমস্ত বাজাদেব পবাস্ত কবে কন্যা হবণ কবেছিলে। যদিও জরাসন্ধ দুর্জয় ও বলবান্ ছিল, তথাপি রণাঙ্গনে সে তোমার সমকক্ষ হতে পাবেনি।

ব্রহ্মণ্যঃ সত্ত্বযোধী চ তেজসাচ বলেন চ।
দেবগর্ভসমঃ সংখ্যে মনুষ্যৈরধিকো যুধি॥ (ভীঃ) ১২২।১৯

—তুমি ব্রাহ্মণ ভক্ত ধৈর্য সহকারে যুদ্ধ কবতে সমর্থ এবং তেজও বল সম্পন্ন। সংগ্রাম ভূমিতে তুমি দেবকুমাবেব ন্যায শোভা পেয়ে থাক ও প্রত্যেক যুদ্ধেই তুমি অন্য ব্যক্তিদেব অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।

আমি পূর্বে তোমাব প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ কবেছিলাম, তা এখন আব নেই, কাবণ

দৈবং পুরুষকাবেণ ন শক্যমতিবর্ত্তিতুম্ ॥ (ভীঃ) ১২২।২০

—প্রারব্ধের বিধানকে কেউই পুরুষকাবেব দ্বাবা অন্যথা কবতে পাবে না।

পাণ্ডববা তোমাব সহোদব ভ্রাতা, যদি তুমি আমাব প্রিয় কাজ কবতে চাও, তবে তুমি নিজেব ভ্রাতাদেব সঙ্গে মিলিত হও। আমাব মৃত্যুব দ্বারাই শত্রুতাব অবসান হোক এবং পৃথিবীব বাজা নিরুদ্বিগ্ন ও নির্ভয় হোন।

ভীষ্মের মুখে কর্ণের এই রূপ প্রশংসা অমূল্য। যথার্থই কর্ণ যে বীর, ধর্মজ্ঞ ও দানবীব-ভীষ্ম অপকটে তা স্বীকাব কবেছেন। তিনি এ কথাও স্বীকাব কবেছেন যে কর্ণেব পুরুষকার তাঁব প্রাবব্ধ কর্মকে রুখতে পাবেনি। তাই এত গুণেব আধাব হয়েও তাঁব জীবন ব্যর্থ হয়েছিল। যে যশ সম্পদের অধিকাবী হওয়া তাঁর বিধিলিপি হওয়া উচিত ছিল, তা তিনি লাভ কবতে পাবেননি।

কর্ণ বললেন, আপনি যা বললেন তা আমি জানি। কিন্তু কুন্তী আমাকে ত্যাগ কবলে সূত জাতীয় অধিবথ আমাকে প্রতিপালন কবেছিলেন, আমি দুর্যোধনেব ঐশ্বর্য ভোগ কবছি, তা নিষ্ফল করতে পাবব না। বাসুদেব যেমন পাণ্ডবদের জযেব জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমিও সেইরূপ দুর্যোধনেব জন্য ধন শরীব দাবা পুত্র সমস্তই উৎসর্গ করেছি।

এখানে কর্ণেব অতি সহজ সবল উক্তিতে তাঁব সুন্দব ও মধুব চবিত্র উজ্জ্বলতব হযে প্রকাশ পেয়েছে।

অবশ্যম্ভাবী হ্যর্থোঽয়ং যো ন শক্যো নিবর্ত্তিতুম্॥
দৈবং পুরুষকারেণ কো নিবর্ত্তিতুমুৎসহেৎ। (ভীঃ) ১২২।২৭-২৮

—এই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ছিল, ইহাকে কেউই বোধ কবতে পাববে না। দৈবকে পুরুষকাবেব দ্বাবা কে প্রতিবোধ কবতে সমর্থ হয ?

পিতামহ, আপনিও এমন বহু নিমিত্ত দেখেছিলেন যে সমস্ত নিমিত্ত পৃথিবী বিনাশসূচক ছিল। আপমি কৌবব সভায় সে সমস্ত বর্ণনাও কবেছিলেন।

এই দারুণ শত্রুতাব অবসান করা আমাব অসাধ্য। আমি যুদ্ধে কৃত নিশ্চয় হযেছি, আমাকে অনুমতি দিন। হঠাৎ চপলতাব বশে যে কটুবাক্য বলেছি বা অন্যায় কবেছি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

ভীষ্ম বললেন, যদি তুমি এই ভয়ঙ্কব শত্রুতা এখন ত্যাগ কবতে না পার, তবে আমি তোমাকে আদেশ কবছি যে স্বর্গ প্রাপ্তিব ইচ্ছায় যুদ্ধ কব। নীচতা ও ক্রোধ ত্যাগ করে শক্তি ও উৎসাহের সঙ্গে সৎ-পুরুষদেব ন্যায় যুদ্ধ কব। কর্ণ, আমি তোমাকে আদেশ কবছি, তুমি যা লাভ কবতে ইচ্ছা কব, তা কব। অর্জুনেব হাতে মৃত্যু ববণ কবে ক্ষত্রিয় ধর্মেব বীবগতি লাভ কব। ক্ষত্রিয়েব পক্ষে ধর্মানুকুল যুদ্ধ অপেক্ষা অধিক কল্যাণকব আব কিছুই নাই।

আমি কৌবব ও পাণ্ডবদেব মধ্যে শান্তি স্থাপনেব জন্য দীর্ঘকাল ধবে চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হযেছি। অতঃপব কর্ণ ভীষ্মকে প্রণাম করে বথে কবে দুর্যোধনেব কাছে ফিবে গেলেন।

ভীষ্ম-কর্ণ সংবাদে কর্ণ চবিত্রেব অন্য এক দিক সুন্দব ভাবে ফুটেছে। বন্ধুব প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য কৃতকর্মেব অনুতাপে গুরু-জনেব পদস্পর্শ কবে ক্ষমা প্রার্থনাব মধ্যে তাঁব মনের উদাবতাব পবিচয় পাওয়া যায়। কর্ণ চবিত্রটি যেন এখানে অপূর্ব বঙ্গে বাঙা হযেছে।

ভীষ্মেব পতনে কর্ণ দুর্যোধনেব সহাযতাব জন্য তাঁব নিকট গেলেন ও বললেন, ব্রাহ্মণদেব শত্রু বিনাশকাবী এবং কৃতজ্ঞ যে বীবচূড়ামণি

ভীষ্মেব মধ্যে ধৈর্য, বুদ্ধি পবাক্রম, ওজ, সত্য, স্মৃতি, বিনয, লজ্জা, প্রিযবাণী এবং অনসূযা (দোষ দৃষ্টিব অভাব)—এই সব বীবোচিত গুণাবলী ওদিব্যাস্ত্র শোভা পেতো—সেই শত্রুবীবনাশী দেবব্রত ভীষ্ম যদি চিবকালেব জন্য শান্ত হয়ে থাকেন, তবে আমি সমস্ত বীববাই নিহত হযেছেন বলে মনে করবো। এ জগতে নিশ্চয়ই কর্ম সকলেব অনিত্য সম্বন্ধ হতে কখনও কোন বস্তু স্থিব থাকতে পাবে না। ভীষ্ম নিহত হলে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি সংশয়শূন্য হযে বলতে পাবেন আগামী কাল সূর্যোদয হবে ? অর্থাৎ তিনি আগামী কালেব-সূর্যোদয় দেখতে পাবেন ? এই বসুধাব অধিপতি ভীষ্মেব পতনে ও অভাবে আপনাবা সকলে স্বীয ধন, পুত্র, ভূমি, কুরুবংশ কুরুদেশেব প্রজাবা ও কৌবব সৈন্যদেব জন্য শোক করুন। এই কথা বলে কর্ণ অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে অশ্রু বিসর্জন কবতে লাগলেন।

কর্ণেব অন্তরে ভীষ্ম কত পূজনীয ছিলেন এবং তিনি ভীষ্মকে কি গভীব শ্রদ্ধাব চোখে দেখতেন তাব স্পষ্ট নিদর্শন উপবেব শ্রদ্ধার্ঘ।

তিনি দুর্যোধনকে আবও বললেন, সর্বদা মৃত্যুব দিকে ধাবিত এই অনিত্য জীব জগতে বহু চিন্তা কবেও কোন বস্তুকেই আমি স্থির দেখতে পাচ্ছি না। নতুবা যুদ্ধে আপনাদেব মত বীববা উপস্থিত থাকা সত্বেও ভীষ্ম কেন নিহত হবেন ?

সাবা জীবন কর্ণ ভীষ্মেব নিকট উপহসিত ও তিবস্কৃত হয়েছেন। এমন একজন শত্রুর পতনে আনন্দেব পবিবর্তে অশ্রু বিসর্জন কবার এবং তাঁব গুণাবলী কৌবব রাজপুত্র ও সৈন্যদের সামনে তুলে ধরাব মধ্যে তাঁর উদাব চবিত্রেবই স্বাক্ষব পাওযা যায়।

ভীষ্মেব পতনের পব দুর্যোধন কর্ণকে জিজ্ঞেস করলেন কাকে সেনাপতি পদে ববণ কবা যোগ্য বলে তিনি মনে কবেন।

উত্তবে কর্ণ বললেন, দ্রোণ সকল যোদ্ধাব শিক্ষক, বয়োবৃদ্ধ মাননীয় এবং শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ্। ইনি ব্যতীত অপর কেউ সেনাপতি

হতে পাবেন না। এমন যোদ্ধা নেই যিনি যুদ্ধে দ্রোণের অনুবর্ত্তী হবেন না। দ্রোণাচার্য সব সেনাপতি অস্ত্রধাবী ও বুদ্ধিমানদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব অসুবদেব জয় কবতে ইচ্ছুক দেবতাব যুদ্ধে কার্ত্তিকেয়কে নিজেদেব সেনাপতি পদে ববণ কবে থাকেন, তেমনি আপনিও আচার্য দ্রোণকে অতি সত্বব সেনাপতি পদে বরণ করুন।

এখানেও কর্ণের উদবতা ও অপূর্ব গুরু ভক্তিব নিদর্শন পাওযা যায়। কর্ণ ভীষ্মেব পতনে যথেষ্ট ভয় পেলেও, নিজেব কর্ত্তব্য ভুলেননি। তাই কৌবব সৈন্যদেব উৎসাহিত কববার জন্য দীর্ঘ দশ দিন পর বণ সাজে সজ্জিত হলেন।

কর্ণ বথ হতে অবতরণ কবে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ভীষ্মকে প্রণাম কবে বললেন আপনার কল্যাণ হোক। আমি কর্ণ আপনি স্বীয় পবিত্র ও মঙ্গলময় বাণীব দ্বাবা আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

ন নূনং সুকৃতস্যেহ ফলং কশ্চিৎ সমশ্নুতে॥
যত্র ধর্মপরো বৃদ্ধঃ শেতে ভুবি ভবানিহ। (দ্রোঃ) ৩।১০-১১

—নিশ্চয়ই ইহলোকে কোন ব্যক্তিই নিজেব পুণ্য কর্মেব ফল ভোগ কবতে পাবে না। কাবণ আপনি এই বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত সর্বদা ধর্মেই তৎপব ছিলেন। তথাপি আপনি এরূপ ভূতলশাযী হয়ে আছেন।

আজ যদি আপনি আমাকে আজ্ঞা দেন, তবে আমি অর্জুনকে বধ কবতে সমর্থ হব।

ভীষ্ম কর্ণকে বললেন, যেমন দেবতাবা ইন্দ্রকে আশ্রয় করে নিজেদেব জীবিকা নির্বাহ কবে, তেমনি সমস্ত বন্ধুবা তোমাকে আশ্রয় কবে জীবন ধাবণ করুক। তুমি দুর্যোধনের জন্য জয় লাভেচ্ছু হযে নিজ শক্তিতে বাজপুবে গিয়ে সমস্ত কাম্বোজদের জয় কবেছ। গিরিব্রজ নিবাসী নগ্নজিৎ প্রভৃতি নৃপতিদের অম্বষ্ঠ, বিদেহ ও গান্ধারদেশীয ক্ষত্রিয়দেরও তুমি পরাজিত করেছ। তুমি হিমালযের কিবাতদেব জয় কবে দুর্যোধনেব অধীনস্থ করেছ।

উৎকল, মেকল, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, নিষাদ, ত্রিগর্ত্ত ও বাহ্লীকাদি দেশের নৃপতিদের তুমি পবাজিত কবেছ। এ ছাড়াও কর্ণ, তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে দুর্যোধনেব হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে মহাপরাক্রমশালী বীববব তুমি বহু বীবকে জয় কবেছ। জ্ঞাতি, কুল ও বন্ধু বান্ধবদেব সঙ্গে দুর্যোধন যেমন সমস্ত কৌববদের আশ্রয় তেমনি তুমিও কৌরবদেব আশ্রয়দাতা হও।

আমি তোমাকে আশীর্বাদ কবছি, তুমি যাও এবং শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ কব, বণাঙ্গনে কৌবব সৈন্যদের কর্ত্তব্য পালনেব জন্য আদেশ দাও এবং দুর্যোধনকে জয়ী করাও। দুর্যোধনেব পক্ষ হতে তুমিও আমার পৌত্রেব ন্যায়। আমি যেমন দুর্যোধনেব হিতৈষী, তেমনি তোমাবও হিতৈষী।

কুরু পিতামহ ভীষ্ম যখন দেখলেন কর্ণকে দুর্যোধন থেকে বিচ্ছিন্ন কবা সম্ভব নয় তখন তিনি যুদ্ধ জযের জন্য কর্ণকে উৎসাহিত কবেন।

তিনি আরও বললেন—

যৌনাৎ সম্বন্ধকাল্লোকে বিশিষ্টং সঙ্গতং সতাম্।
সদ্ভিঃ সহ নবশ্রেষ্ঠ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ (দ্রোঃ) ৪।১৩

—নবশ্রেষ্ঠ, সংসাবে জ্ঞাতি সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা সজ্জন পুরুষদেব সঙ্গে মিত্রতাব সম্বন্ধ শ্রেষ্ঠ—এ কথা মহাপুরুষবা বলে থাকেন।

তুমি প্রকৃত মিত্রেব ন্যায় কৌবব সৈন্যদেব বক্ষা কব। ভীষ্মেব এই কথা শুনে কর্ণ তাঁকে প্রণাম কবলেন এবং কৌবব সৈন্যদেব নিকট গেলেন। তাঁকে দেখে তাবা উৎসাহিত হলো।

তিনি কৌবব সৈন্যদেব উৎসাহিত করবাব জন্য পুনবায বললেন, ভীষ্মেব অভাবে আমাবই এখন কৌবব সৈন্যদেব বক্ষা কবা উচিত। আমি পাণ্ডবদেব যমালযে পাঠিযে বণাঙ্গনে বিচবণ কবব এবং এ জগতে উত্তম যশস্বী হয়ে বাস কবব অথবা শত্রুদেব দ্বাবা নিহত

হয়ে বীবগতি প্রাপ্ত হব। (অর্থাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দেব।)

যুধিষ্ঠিব ধৈর্য, বুদ্ধি, সত্য সত্বগুণ সম্পন্ন। ভীমসেনেব শক্তি শত হস্তী তুল্য। ইন্দ্রপুত্র অর্জুনও তকুণ। অতএব পাণ্ডব সৈন্যদেব সমস্ত দেবতাবাও অনায়াসে জয় কবতে পাববে না।

মহাপুকষবা তপস্যাব দ্বারা অপরের প্রবল তপস্যাকে এবং বলেব দ্বারা বলকে নিবাবণ কবে থাকেন। এ সব চিন্তা করে আমার মনও শত্রুদেব কুদ্ধ কবতে সঙ্কল্প কবেছে। কৌববদের রক্ষা কববার জন্য এবং পাণ্ডবদেব বধ করবাব জন্য আমি নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ কবে এই মহাযুদ্ধে সমস্ত শত্রুবর্গকে সংহাব কববে এবং দুর্যোধনকে সমগ্র বাজ্য সমর্পণ করব। অতঃপব তিনি তাঁর সাবথিকে বণ সাজে তাঁকে সজ্জিত কবতে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ও যান বাহন আনতে আদেশ দিলেন।

তিনি সাবথিকে বললেন এই সব কাজ শেষ কবে তুমি শীঘ্রই রথ নিযে সেই জায়গায় যাও যেখানে অর্জুন, ভাম, যুধিষ্ঠিব, নকুল, সহদেব অবস্থান করছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে হয় তাদের সকলকে হত্যা করব অথবা তাদেব হাতে নিহত হয়ে মৃত্যুববণ করে ভীষ্মেব নিকট যাব।

কাশীদাসী মহাভাবতে সংশপ্তকদেব সঙ্গে অর্জুন যখন প্রচণ্ড যুদ্ধে ব্যস্ত তখন কর্ণ দুর্যোধনকে বলেছেন—

বুঝিতে না পাবি কিছু বিধাতাব ইচ্ছা
কবিলাম যে প্রতিজ্ঞা সে হইল মিছা ॥
অর্জুনে বধিব আছে অঙ্গীকাব।
পডিবা সংশপ্ত হাতে হইবে সংহাব ॥ (দ্রোঃ)

এখানে পুকষকাবে বিশ্বাসী বর্ণ হঠাৎ দৈবেব শবণাপন্ন হচ্ছেন। কর্ণ চবিত্রে যেন সবই সম্ভব।

সপ্তবথী মিলে অর্জুন পুত্র অভিমন্যুবে বধ কববাব ষড়যন্ত্রে বর্ণ

অন্যতম নায়ক। তিনি কি প্রকারে অভিমন্যু বধ সম্ভব হবে রথীদের তাঁর নির্দেশ দিয়ে বললেন—

অর্জুন অধিক শিশু মহাপরাক্রম।
অবসাদ বলি হৃদে তিলে নাহি ভ্রম।।
সাবধান হয়ে এবে সবে কর রণ।
এক কালে করহ সন্ধান সপ্ত জন।।
কেহ কাট ধনুখানি কেহ কাট গুণ।
কেহ কাট রথ কেহ কাট অস্ত্র তূণ।।
এই সে উপায় বিনা নাহি দেখি আর।
কালাগ্নি সমান শিশু দেখ চমৎকার।। (দ্রোঃ)

এখানে কর্ণের জিঘাংসা বৃত্তির এক ঘন কাল রূপ আমরা দেখতে পাই। এক কিশোর বীরকে বধ করবার জন্য সপ্তরথীকে তিনি কি রূপ অন্যায় ও নৃশংস নির্দেশ দিচ্ছেন। এখানে কর্ণ অতি নীচ মনের পরিচয় রেখে গেছেন। এরূপ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়োচিত বা বীরোচিত হয়নি।

বেদব্যাসের মহাভারতে অর্জুনের অবর্তমানে যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করবার জন্য অগ্রসর হন। অভিমন্যুর প্রচণ্ড যুদ্ধে কৌরব পক্ষের মহারথীরা পরাস্ত হচ্ছিলেন। (অভিমন্যু চরিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি দুঃশাসনকে পরাজিত করেছেন দেখে দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, দেখো, বীর দুঃশাসন সূর্যের ন্যায় শত্রুদের সংহার করছিল, এই অবস্থায় সে অভিমন্যুর বশীভূত হয়ে পড়েছে। অন্য দিকে ক্রুদ্ধ পাণ্ডবরা অভিমন্যুকে রক্ষা করবার জন্য বেগে আসছে।

এই কথা শুনে কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুর অনুগামীদের আক্রমণ করেন। এই সময় অভিমন্যু দ্রোণাচার্যের নিকট যাবার জন্য তিয়াত্তরটি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করলেন। এই সময় কোন বীর অভিমন্যুকে দ্রোণাচার্যের নিকট যেতে বাধা দিতে সমর্থ হয়নি।

কর্ণ অভিমন্যুকে শত শত বাণ বিদ্ধ করলেও যুদ্ধক্ষেত্রে অভিমন্যু

ক্লান্ত হযে পডলেন না, (অভিমন্যু চবিত্র দ্রষ্টব্য) ববং অভিমন্যুব নিকট পবাজিত হযে দুঃশাসন ও কর্ণ পলায়ন কবেন।

অভিমন্যুব মৃত্যুব পব অর্জুনেব জয়দ্রথ বধেব প্রতিজ্ঞা শুনে দুর্যোধন কর্ণব নিকটে আসলেন। ভীমার্জুনেব যুদ্ধ দেখে কর্ণও ভীত হযে দুর্যোধনকে বললেন—

অদ্য যোৎস্যেঽহর্জুনমহং পৌরুষং স্বং ব্যপাশ্রিতঃ।

ত্বদর্থে পুরুষব্যাঘ্র জযো দৈবে প্রতিষ্ঠিত ॥ (দ্রোঃ) ১৪৫।৩২

—হে পুরুষ ব্যাঘ্র, আজ আমি সর্বশক্তি প্রযোগ কবে তোমাব জযেব জন্য অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধ কবব। যুদ্ধের জয় দৈবের হাতে।

এদ্দিনে কর্ণ বোধ হয় সম্বিত ফিরে ফেলেন। এখন কর্ণেব ন্যায় পুরুষকাববাদীব মুখে দৈবেব দোহাই। আপন বীর্যেব বা সামর্থ্যেব প্রতি মানুষ যখন আস্থা হাবায়, তখনই দৈবের শবণাপন্ন হয়। এখানে কর্ণব অহমিকাব সৌধেব ভিতে যেন ক্রমেই চিব ধবতে সুরু করেছে। তাই পূর্বেব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাবেব একান্ত অভাব। দৈবের উপরই যেন নির্ভর কবছেন।

জয়দ্রথ বধপর্বেও কর্ণকে বীরত্বেব সঙ্গে ভীমেব সঙ্গে কয়েকবাব যুদ্ধ কবতে দেখা গেছে। (ভীষ্ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

অর্জুনেব হাতে জযদ্রথ নিহত হলে, দুর্যোধন অর্জুনেব প্রতি দ্রোণেব পক্ষপাতেব আশঙ্কা কবলেন। এই সময় কর্ণ দুর্যোধনকে বলেছিলেন—

আচার্যকে সন্দেহ কবা উচিত নয়। তিনি অতি বৃদ্ধ হযেও বল, শক্তি ও উৎসাহেব সঙ্গে প্রাণের মাযা ত্যাগ কবে যুদ্ধ করছিলেন। অর্জুন দ্রোণাচার্যকে অতিক্রম কবে সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ কবলেও আচার্যেব কোন দোষ নেই।

অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় পাবদর্শী, দক্ষ, যুবক, বহু দিব্যাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং দ্রুত পরাক্রম প্রকাশে অভ্যস্ত। কৃষ্ণ তার সাবথি। অর্জুন যদি আচার্যকে অতিক্রম কবে যায়, তবে সে তাব যোগ্য কাজ

করেছে। আচার্য বৃদ্ধ। তিনি দ্রুত গমনে অপারগ। নিজ বাহু দ্বারা পরিশ্রম করে প্রত্যেক কাজ করার শক্তি তাঁর আর নেই।

সেই জন্য কৃষ্ণ যার সারথি, সেই অর্জুন আচার্যকে অতিক্রম করেছে। এটাই প্রকৃত কারণ। সুতরাং এ বিষয়ে দ্রোণাচার্যের কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। আমি মনে করি অস্ত্রজ্ঞ হলেও যুদ্ধে আচার্য পাণ্ডবদের জয় করতে সমর্থ হবেন না। এই জন্য অর্জুন ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে।

দৈবাদিষ্টেঽন্যথাভাবো ন মন্যে বিদ্যতে ক্বচিৎ।

যতো নো যুধ্যমানানাং পরং শক্ত্যা সুযোধন ॥ (দ্রোঃ) ১৫২।২৩

—দৈবের বিধান অপরিবর্তনীয়, এটাই আমি মনে করি। কারণ আমরা সকলে পূর্ণ শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করছি। তথাপি রণাঙ্গণে জয়দ্রথ নিহত হলেন। এ বিষয়ে আমি দৈবকেই প্রধান বলে মনে করছি।

যুদ্ধে জয় লাভের জন্য ছল কপটতা এবং পরাক্রমের দ্বারাও সদা জয় লাভের চেষ্টায় আছি। তথাপি দৈব আমাদের সব পুরুষার্থকে নষ্ট করে দিয়ে আমাদের পিছনে ঠেলে দিচ্ছে।

দৈবোপসৃষ্টঃ পুরুষো যৎ কর্ম কুরুতে ক্বচিৎ।

কৃতং কৃতং হি তৎ কর্ম দৈবেন বিনিপাত্যতে ॥ (দ্রোঃ)১৫২।২৬

—দৈব বা দুর্ভাগ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত পুরুষ যে কোন স্থানে যা কিছু কার্য করে, তার প্রত্যেক কাজই দৈব নষ্ট করে দেয়।

সর্বদা উদ্যোগী হয়ে কর্তব্য কাজ করা উচিত। কিন্তু সেই কাজের ফল দৈবের অধীন। আমরা কপটতা করে পঞ্চ পাণ্ডবকে প্রতারণা করেছি, তাদের বিষ প্রয়োগ করেছি। জতুগৃহে পুড়াবার চেষ্টা করেছি, পাশা খেলায় শঠতা করে হারিয়েছি এবং তাদের বনে পাঠিয়েছি। আমাদের এমন সব চেষ্টাকেই দৈব নষ্ট করে দিয়েছে। তবু আপনি দৈবকে ব্যর্থ করে যত্নের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। আপনি ও পাণ্ডবরা পরস্পর নিজ নিজ জয় লাভের চেষ্টা করতে থাকলে দৈব

স্বীয় গন্তব্য পথে গমন করবে। (যততস্তব তেষাঞ্চ দৈবং মার্গেন যাস্যতি।)

দৈবং প্রমাণং সর্বস্য সুকৃতস্যেতরস্য বা।
অনন্যকর্ম দৈবং হি জাগর্তি স্বপতামপি॥ (দ্রো) ১৫২।৩২

—সুকৃতই হোক, বা দুষ্কৃতই হোক, সব কিছুর উপরে দৈবের অধিকার আছে। এই দৈবই সেই সুকৃত বা দুষ্কৃতের ফল দান করে থাকে। নিজেরই পূর্বকৃত কর্মকেই দৈব বলা হয়। মানুষ নিদ্রিত থাকলেও সেই দৈব সর্বদা জাগ্রত থাকে।

পাণ্ডবদের অল্প সৈন্য আপনার বহু সৈন্যকে ধ্বংস করেছে। এতে আমি এই আশঙ্কাই করছি যে এটা দৈবেরই কাজ। এই দৈবই আপনার সব পুরুষার্থ নষ্ট করছে। (শঙ্কে দৈবস্য তৎ কর্ম পৌরুষং যেন নাশিতম্।)

আশাবাদী কর্ণ আজ যেন নিরাশ হয়ে পড়েছেন। অর্জুনের বীরত্ব দেখে এখন তিনি তাঁর বীর্যের প্রশংসা করতে পরাঙ্মুখ নন। আচার্যকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার মধ্যেও যেন কর্ণ চরিত্রের যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে। তিনি পুরুষকার অপেক্ষা দৈবকেই প্রাধান্য দিয়ে দুর্যোধনকে বোঝাতে চাইলেন যে ভাগ্যের নিকট পুরুষকারকে আত্মসমর্পণ করতেই হয়। কর্ণের নিজের জীবনেও দেখা যাচ্ছে তাঁর পুরুষকার বার বার প্রতিহত হয়েছে দৈবেরই চক্রান্তে।

তবু মাঝে মাঝে কর্ণের আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসতো। তিনি দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, আমি জীবিত থাকতে আপনি বিষাদগ্রস্ত হবেন না। সমস্ত পাণ্ডবদের আমি জয় করবো।

ঘটোৎকচ বধ পর্বেও কর্ণের বীরত্বের প্রমাণ বহুবার পাওয়া যায়। তিনি সহদেবকে একবার পরাজিত করেন। সাত্যকির সঙ্গে কর্ণের যে যুদ্ধ হয়েছিল তা রাজা বলি ও ইন্দ্রের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয়। কর্ণ তাঁর ধনুর টঙ্কারের ধ্বনিতে পৃথিবীকে কম্পিত করতে করতেই সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কর্ণ

সাত্যকিকে বিপাঠ, কর্ণী, নারাচ, বৎসদন্ত ক্ষুর ও অন্যান্য শত শত বাণের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করে দিলেন। এই যুদ্ধে সাত্যকিও কর্ণের উপর বাণ বর্ষন করতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যেই সমান ভাবে যুদ্ধ চলতে লাগল। এই সময় কৌরবদের অন্যান্য যোদ্ধারা ও কর্ণের পুত্র বৃষসেন তীক্ষ্ম বাণের দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। এতে সাত্যকি ক্রুদ্ধ হয়ে সব যোদ্ধাদের ও কর্ণের অস্ত্র গুলি তাঁর অস্ত্র দ্বারা নিবারণ করে বৃষসেনের বক্ষে একটি বাণ বিদ্ধ করলেন। বৃষসেন মূর্ছিত হয়ে পড়লে তাঁকে মৃত মনে করে শোকার্ত্ত কর্ণ সাত্যকিকে আঘাত করতে লাগলেন। সাত্যকিও বার বার বাণাহত করেন। সাত্যকি কর্ণকে দশ ও বৃষসেনকে সাত বাণে বিদ্ধ করে তাঁদের হস্তত্রাণ ও ধনু ছিন্ন করলেন। সাত্যকি ও কর্ণের মধ্যে যখন তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে, তখন অর্জুনের রথের ও গাণ্ডীবের টঙ্কার ধ্বনি শুনে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন—অর্জুনের সামনে পড়ে, আপনার সৈন্যরা বহুভাগে বিভক্ত হযে পলায়ন করছে। এখন এদের অবস্থা সমুদ্রে ভগ্ন নৌকার ন্যায়। রাত্রিতে আকাশে মেঘ গর্জনের ন্যায় অর্জুনের রথের নিকটে যে দুন্দুভি ধ্বনি হচ্ছে, তা শ্রবণ করুন। অর্জুনের রথের পার্শ্ব ভাগে যে নানাবিধ হাহাকার, বারংবার সিংহধ্বনি এবং আরও বহুবিধ শব্দ হচ্ছে আপনি সেই সব শুনুন।

সাত্যকি বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে আছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছে এবং সে আমাদের রথী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বীরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। আমরা যদি সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করতে পারি তবে আমাদের স্থায়ী জয় লাভ হবে। অতএব আমরা অভিমন্যুর ন্যায় সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এই দুই মহারথী বীরকে চারদিকে ঘিরে ফেলে সংহার করবার চেষ্টা করব। অর্জুন যতক্ষণ পর্যন্ত জানতে পারে যে সাত্যকি বহু সংখ্যক বীর যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, সেই সময়ের মধ্যে আপনারা সকলে সাত্যকিকে দ্রুত আঘাত করুন যাতে সে নিহত হয়।

কর্ণেব এত পবামর্শ ও চক্রান্ত ব্যর্থ হল। যে কর্ণ একাই পাণ্ডবদেব নিহত কববেন বলছিলেন, তিনি এখন গাণ্ডীবেব ধ্বনি শুনে আতঙ্কিত হচ্ছেন। হয়ত কর্ণব অবচেতন মনে তাঁব প্রতি গুরু পবশুবাম ও ব্রাহ্মণেব অভিশাপ বাণী ক্রিয়া কবছিল। তাই তিনি অর্জুনকে ক্রমেই ভয় করতে শুরু কবেছেন।

সাত্যকি দুর্যোধন, অর্জুন শকুনি ও তাঁব পুত্র উলুক ও ধৃষ্টদ্যুম্নব হাতে কৌবব সৈন্যবা পবাজিত হয়ে পলায়ন করতে লাগল। তখন ক্রুদ্ধ দুর্যোধন দ্রোণাচার্য ও কর্ণকে তিবস্কাব কবে বললেন, অর্জুন জয়দ্রথকে বধ কবেছে দেখে আপনাবা বাত্রিতেও যুদ্ধ কবেছেন। কিন্তু পাণ্ডব সৈন্যদেব দ্বাবা আমাদেব বিশাল সৈন্য বাহিনী ধ্বংস হচ্ছে, আব আপনাবা তাদেব জয় কবতে সমর্থ হয়েও অসমর্থেব ন্যায তা দেখছেন। যদি আপনাবা আমাকে ত্যাগ কবাই উচিত বলে মনে কবেন, তবে আপনাদেব আমাকে বলা উচিত হয়নি যে আপনাবা পাণ্ডবদেব জয কববেন। আপনাদের সম্মতি না পেলে আমি পাণ্ডবদেব সঙ্গে শত্রুতা কবতাম না—যা সমস্ত যোদ্ধাদেব বিনাশকাবী হচ্ছে।

আপনাবা উভয়েই অত্যন্ত পরাক্রমশালী। যদি আপনারা আমাকে ত্যাগ কবতে না চান তবে আপনারা নিজ নিজ যোগ্য পরাক্রম প্রকাশ করুন এই যুদ্ধে। দুর্যোধনেব দ্বাবা তিবস্কৃত হলে কর্ণ ও দ্রোণাচার্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ কবলেন। কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাঞ্চালদের পবাজিত কবেন। কর্ণেব ভয়ে পাণ্ডব সৈন্যরা পলাযন কবতে লাগলো। তা দেখে যুধিষ্টিব অর্জুনকে বললেন কর্ণ আমাব সমস্ত সৈন্যকে সংহার কববে। কর্ণকে বধ করবার উপায় স্থির কর। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের ভয়ের কারণ কৃষ্ণকে জানালেন।

অর্জুন বললেন দ্রোণাচার্য ও কর্ণ ভযে ভীত হয়ে আমাদেব সৈন্যবা পলাযন কবছে। অতএব আপনি শীঘ্র যেখানে কর্ণ আছে

সেখানে আমাকে নিয়ে চলুন। আজ হয আমি কর্ণকে বধ কবব অথবা সে আমাকে বধ কববে।

কৃষ্ণ বললেন আজ রণাঙ্গনে তুমি অথবা ভীম পুত্র ঘটোৎকচ ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধাই নেই যে কর্ণের সম্মুখীন হতে পাবে। এই সময়ে কর্ণেব সঙ্গে তোমাব যুদ্ধ কবা উচিত নয়। কর্ণ তোমাকে নিহত কববাব জন্য ইন্দ্র প্রদত্ত একটি শক্তি সুবক্ষিত কবে রেখেছে। আমাব মতে এই সময় ঘটোৎকচই কর্ণেব সামনে গমন করুক। কাবণ সে ভীমেব পুত্র। দেবতাদেব ন্যায পবাক্রমশালী এবং তার নিকট রাক্ষস সম্বন্ধ যুক্ত ও অসুব সম্বন্ধ যুক্ত দিব্য অস্ত্র সব বযেছে। ঘটোৎকচ তোমাদের হিতৈষী এবং সর্বদা সে তোমাব অনুবক্ত। সে রণাঙ্গনে কর্ণকে জয় কবতে পাববে, এতে আমাব বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণের পবামর্শে অর্জুন ঘটোৎকচকে স্মবণ করলেন। ঘটোৎকচকে কৃষ্ণ বললেন, এখন তোমার পবাক্রম দেখাবাব সুযোগ এসেছে। তোমাব কাছে নানা বকম অস্ত্র আছে। তুমি রাক্ষসী মায়া ও জান। এখন এই যুদ্ধে এরূপ অন্য কোনও যোদ্ধা নেই যে কর্ণকে নিবৃত্ত কবতে পারে, সেইজন্য তুমি তোমাব তেজ, বল ও পবাক্রম দেখাও। এজন্যই মানুষ পুত্র কামনা কবে যে, সেই পুত্র যে কোন প্রকাবে আমাকে দুঃখ হতে মুক্ত কববে। রাত্রে কর্ণেব বাণাঘাতে পাণ্ডব সৈন্যবা পলায়ন করছে, তুমি এদেব নিকট তীব স্বরূপ হও, বাত্রে বাক্ষসদেব শক্তি আবও বৃদ্ধি পায। তারা তখন বলবান, অতিশয দুর্ধর্ষও পরাক্রম সহকারে বিচবণ কবে। তুমি অর্ধবাত্রে মায়াব দ্বারা কর্ণকে বধ কব। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অন্য পাণ্ডব যোদ্ধারা দ্রোণাচার্যকে বধ কববে।

অর্জুনও ঘটোৎকচকে বললেন, আমাদের সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে তুমি, সাত্যকি ও ভীমসেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বীব বলে গণ্য কবা হয। অতএব এই রাত্রিতে তুমি কর্ণেব সঙ্গে দ্বৈবথ যুদ্ধ কর এবং

মহারথী সাত্যকি তোমাব পৃষ্ঠ বক্ষক হবে।

ঘটোৎকচ বললেন, আপনি যা বললেন আমি তা করব। যুদ্ধে আমি কর্ণের সম্মুখীন তো হবই, পবন্তু দ্রোণাচার্যেব সম্মুখীন হতে পাবি। অস্ত্র বিদ্যায় অভিজ্ঞ অন্য যে সব বীব আছেন, আমি তাঁদেব সঙ্গেও যুদ্ধ কবতে সমর্থ।

আজ রাত্রে আমি কর্ণেব সঙ্গে এরূপ ভয়ানক সংগ্রাম কবব। যে পর্যন্ত পৃথিবী অবস্থান করবে, মানুষ সেই সম্বন্ধে আলোচনা কববে। আমি জীবিতস্থায এই যুদ্ধে বীবদেব ত্যাগ কবব না। এমন কি যাবা ভীত তাদেবও আমি ত্যাগ কবব না।

ত্রয়োদশ দিবসে যুদ্ধ সমাপ্তিব পব ভীষণ যুদ্ধ আবম্ভ হল। এই যুদ্ধে ঘটোৎকচ কর্ণের সঙ্গে ভয়ঙ্কব যুদ্ধ কবে।

কৃষ্ণেব পবামর্শই ঘটোৎকচ অশ্বত্থামা, কর্ণ প্রভৃতি বীবদেব সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল।

মাযাবী ঘটোৎকচেব যুদ্ধে কৌবব পক্ষে অসংখ্য সৈন্য নিহত হওয়ায় সকলেব অনুবোধে কর্ণ, অর্জুনকে হত্যা কববার জন্য ইন্দ্রদত্ত যে অস্ত্র শক্তি সযত্নে বেখে দিয়েছেন, যে অস্ত্রেব ভরশায় তিনি সর্বদা দুর্যোধনকে জযযুক্ত কববেন বলতেন, সেই অস্ত্রটি প্রয়োগ করে ঘটোৎকচকে হত্যা কবলেন। (ঘটোৎকচ চবিত্র দ্রষ্টব্য।)

পবিবেশেব চাপে পড়ে এবং সকলেব দ্বাবা অনুকদ্ধ হয়ে কর্ণ যে মহাস্ত্রটি ঘটোৎকচেব উপর প্রয়োগ কবলেন, তাব দ্বারা কর্ণ আপন সর্বনাশ সাধন কবলেন। স্থিব মস্তিষ্কে কাজ কবলে, তিনি কখনই ঐ অস্ত্র অর্জুন ব্যতীত অন্য কাবো উপবে ব্যবহাব করতেন না, বাসুদেবই কর্ণকে দুর্বল করবাব জন্য ও অর্জুনকে বক্ষা কববাব জন্য কৌশলে ঘটোৎকচকে সমব ক্ষেত্রে পাঠিয়ে কৌববদেব মধ্যে ভীতি সঞ্চার কবিযেছিলেন।

ঘটোৎকচ নিহত হলেন বটে, কিন্তু পুরুবোত্তম কৃষ্ণেব নিকট কর্ণ পবাজিত হলেন। কৃষ্ণ কর্ণেব অব্যর্থ সন্ধান বাসব প্রদত্ত শক্তি

সুকৌশলে অপহরণ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণের দুর্লভ সহজাত কবচ ও কুণ্ডল অপহরণ করে শক্তি অস্ত্র দিয়ে কিছু সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। ঘটোৎকচ বধে কর্ণ যে অস্ত্র দ্বারা অর্জুনকে বধ করবেন বলে সযত্নে রেখেছিলেন, তা হারালেন। এখানে কর্ণের Tactical defeat হলো। কুণ্ডল কবচ ত্যাগ করে ও শক্তি অস্ত্র হারিয়ে কর্ণ আজ অন্য দশ বীর যোদ্ধার সমস্তরে নেমে আসলেন।

কর্ণ অর্জুনের উপর ইন্দ্রদত্ত শক্তি কেন নিক্ষেপ করেননি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করলে, সঞ্জয় উত্তরে জানান যদিও শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং তিনি (সঞ্জয) সর্বদা কর্ণকে পরামর্শ দিতেন যেন তিনি প্রথমে অর্জুনকেই বধ করেন। তখন তাঁরা পাণ্ডব ও পাঞ্চালদের ভৃত্যের ন্যায় উপভোগ করেন। অথবা অর্জুন নিহত হলে কৃষ্ণ যদি অন্য কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধের জন্য নিয়োগ করেন, তবে কৃষ্ণকেও বধ করেন। কারণ—

কৃষ্ণো হি মূলং পাণ্ডূনাং পার্থঃ স্কন্ধ ইবোদ্গাতঃ।
শাখা ইবেতরে পার্থাঃ পাঞ্চালাঃ পত্রসংজ্ঞিতাঃ॥ (দ্রোঃ)
১৮২।২৩

—কৃষ্ণই পাণ্ডবদের মূল, অর্জুন স্কন্ধ হয়ে উৎপন্ন হয়েছেন। অন্য কুন্তী পুত্ররা শাখাসমূহ এবং পাঞ্চালরা হলো তার পত্র স্বরূপ।

যদি কর্ণ কৃষ্ণকে সংহার করত, তবে এই সমস্ত পৃথিবীই তাঁর বশীভূত হয়ে পড়ত—এতে কোন সংশয় নেই। কিন্তু কর্ণ যখনই যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের নিকট গমন করতেন, তখন তিনি মোহিত হয়ে যেতেন।

সাত্যকিও কৃষ্ণকে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন যে কর্ণ ইন্দ্র দত্ত শক্তি কেন অর্জুনের উপর আরোপ করলেন না। উত্তরে কৃষ্ণ জানালেন, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র যেমন অত্যন্ত যশস্বী, তেমনি অর্জুনই সর্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী। অর্জুন নিহত হলে পর সৃঞ্জয়দের সঙ্গে পাণ্ডবরা অগ্নিহীন দেবতাদের ন্যায় মৃতপ্রায় হয়ে

যাবে। কর্ণ অর্জুনকে বধ কববাব প্রতিজ্ঞা কবেছিল। কিন্তু আমিই (কৃষ্ণ) সর্বদা কর্ণকে মোহিত কবে রাখতাম। সেজন্য সে অর্জুনেব উপব সেই শক্তি নিক্ষেপ কবেনি।

এই শক্তি অর্জুনের পক্ষে মৃত্যু স্বরূপ ছিল। এই চিন্তাতেই আমি (কৃষ্ণ) নিমগ্ন থাকায় আমাব নিদ্রা হত না এবং আমাব হৃদয়ে কোন হর্ষেব উদ্রেক হোত না। এইজন্য আমি অন্যান্য বীরদের কর্ণেব সামনে পাঠাতাম যাতে তাব অমোঘ শক্তি ব্যর্থ হয়। সেই শক্তিকে ঘটোৎকচেব উপব নিক্ষেপ কবতে দেখে আমি মনে কবেছি যে অর্জুন মৃত্যুব মুখ হতে মুক্তি পেয়েছে। এজন্য আমিই ঘটোৎ-কচকে কর্ণের সামনে পাঠিয়েছিলাম। সে ছাড়া অন্য কেউই বাত্রে কর্ণকে আক্রমণ কবতে পাবতো না।

সঞ্জয় ধৃতবাষ্ট্রকে আরও বলেছিলেন, প্রতিদিন বাত্রে আমাদেব মধ্যে এই পরামর্শ হত যে কর্ণ পবদিন প্রভাতেই কৃষ্ণ অথবা অর্জুনেব উপব এই শক্তি নিক্ষেপ কববে। কিন্তু প্রভাত হলেই দেবতারা কর্ণ ও অন্য যোদ্ধাদেব সেই বুদ্ধিকে পুনবায় নষ্ট করতেন। আমি দৈবকেই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মনে করি। যার জন্য কর্ণের শক্তিব দ্বাবা অর্জুন অথবা দেবকী নন্দন নিহত হননি। (দৈবমেব পরং মন্যে যৎ কর্ণে হস্তসংস্থয়া)

উপরোক্ত কথোপকথন হতে এটাই উপলব্ধি হয়েছিল দেবতারা তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ কববাব জন্যই কর্ণকে মোহিত করে তাঁর ঈপ্সিত কর্ম কবতে তাঁকে দেননি।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে অর্জুনের পবাক্রম দেখে দুর্যোধন ভীত হলে, কর্ণ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন ঃ—

পবিত্রাতুমিহ প্রাপ্তো যদি পার্থং পুরন্দবঃ।

তমপ্যাশু পরাজিত্য ততো হন্তাস্মি পাণ্ডবম্॥ (দ্রোঃ) ১৫৮।৫

—আজ যদি স্বয়ং ইন্দ্রও অর্জুনকে বক্ষা করতে আসেন, তথাপি ইন্দ্রকে পবাজিত করে অর্জুনকে বধ করব।

আপনি ধৈর্য ধরুন। আমি আপনাকে প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে, যুদ্ধে সমস্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যদের আমি বিনাশ করব। যেমন কার্ত্তিকেয় তারকাসুরকে বিনাশ করে ইন্দ্রকে জয় দান করেছিলেন, তেমনি আমিও আজ আপনাকে জয় দান করব। আপনার প্রিয় কাজ করা আমার কর্তব্য, সেই জন্যই আমি জীবন ধারণ করে আছি। কুন্তী পুত্রদের মধ্যে অর্জুনই অধিক শক্তিশালী। অতএব আমি ইন্দ্রের থেকে যে অব্যর্থ শক্তি পেয়েছি তা অর্জুনের উপরই নিক্ষেপ করব। অর্জুন নিহত হলে তার সব ভ্রাতারা আপনার বশীভূত হবে অথবা পুনরায় বনে চলে যাবে। আমি জীবিত থাকতে আপনি বিষণ্ণ হবেন না। আমি সব পাণ্ডব সৈন্যদের জয় করব।

সাময়িক দুর্বলতা ত্যাগ করে কর্ণ আবার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

কর্ণের এই উক্তির মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। যথার্থই তিনি দুর্যোধনের কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করবার জন্য সব প্রলোভন জয় করেছিলেন।

কর্ণের কথা শুনে কৃপাচার্য হেসে বললেন, অতি সুন্দর। যদি বাক্যের দ্বারা সব কার্য সিদ্ধ হয়, তবে তোমার ন্যায় এরূপ সহায়ক লাভ করে দুর্যোধন আজ সহায়বান হলো। তুমি আত্মপ্রশংসা সূচক বহু কথাই বলছ, কিন্তু এরূপ পরাক্রম তো তোমার মধ্যে দেখা যায় না এবং সেরূপ কোন ফলও দেখা যায় নাই। পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে তোমার বহুবার সম্মুখ সমর হয়েছে, কিন্তু সর্বত্রই পাণ্ডবরাই তোমাকে পরাজিত করেছে।

যখন গন্ধর্বরা দুর্যোধনকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সমস্ত সৈন্যরা যুদ্ধ করছিল, কিন্তু তুমি একাকীই সর্বাগ্রে পালিয়েছিলে। বিরাট নগরে সমস্ত কৌরবরা একত্রে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুন একাকীই সেখানে সকলকে পরাজিত করেছিল। কর্ণ তুমিও তোমার ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে এখানেও পরাজিত হয়েছিলে। যুদ্ধে

একাকী অর্জুনের সম্মুখে তুমি যুদ্ধ করতে সমর্থ নও। সুতরাং কি করে তুমি কৃষ্ণ সহ সব পাণ্ডবদেব জয় কববার উৎসাহ দেখাচ্ছ?

কোন কথা না বলে তুমি যুদ্ধ কবে যাও। তুমি অত্যন্ত আত্ম প্রশংসাসূচক কথা বলে থাক। যে ব্যক্তি কোন কিছু না বলেই পরাক্রম দেখিয়ে থাকে, সেই ব্যক্তিই বীব। আর এরূপ করাই সৎ পুরুষেব ব্রত। তুমি বৃথা গর্জন কবচ্ছ, তাই কোন ফল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু দুর্যোধন তা বুঝতে পারছে না। যতক্ষণ তুমি অর্জুনকে দেখতে পারছ না, ততক্ষণই গর্জন কব। তাকে দেখলে বা তার শবাঘাতে তুমি স্তব্ধ হবে। ক্ষত্রিয়বা নিজ বাহুবলেব দ্বারা শৌর্যেব পরিচয় দিয়ে থাকেন, আব ব্রাহ্মণবা বাণীব দ্বারা উপদেশ দান কবতে নিপুণ। অর্জুন ধনুর্ধারণে বীব আব কর্ণ কেবল মনের সঙ্কল্পের দ্বারাই নিজেব বীবত্বেব পবিচয় দিযে থাকে। (ধনুষা ফাল্গুনঃ শূর কর্ণঃ শূবো মনোবথৈঃ।) যে অর্জুন শঙ্কবকে যুদ্ধেব দ্বাবা সন্তুষ্ট কবেছে, সেই অর্জুনকে তুমি বধ করতে সমর্থ হবে?

প্রত্যুত্তবে কর্ণ রুষ্ট হয়ে বললেন, বীবেরা সর্বদা গর্জন কবে থাকেন, আবার যথা সময়ে ফল দানও করে থাকেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বীর যোদ্ধাবা যদি আত্মপ্রশংসা করে, তবে তাতে কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। মানুষ নিজের মনে যে কার্যভার বহন কববাব জন্য প্রস্তুত হয, এ বিষয়ে দৈব নিশ্চযই তাকে সহায়তা করে থাকে। (দৈবমস্থ ধ্রুবং তত্র সাহায্যাযোপপদ্যতে)। আমি কৃষ্ণ ও সাত্যকি সহ সমস্ত পাণ্ডবদেব যুদ্ধে বধ কববাব জন্য নিশ্চয কবে যে গর্জন কবছি, তাতে আপনাব কি অনিষ্ট হচ্ছে?

বৃথা শূবা ন গর্জন্তি শারদা ইব তোযদাঃ।
সামর্থমাত্মনো জ্ঞাত্বা ততো গর্জন্তি পণ্ডিতাঃ॥ (দ্রোঃ) ১৪৮।৩০

—শবৎকালেব মেঘেব ন্যায় বীরবা বৃথা গর্জন কবেন না। বিদ্বানবা প্রথমে নিজের সামর্থ্যকে বুঝে থাকেন, পবে তাঁবা গর্জন করেন।

আমি যুদ্ধে কৃষ্ণ, সাত্যকি এবং অন্যান্য অনুগামীদেব সঙ্গে

পাণ্ডবদের বধ করে পৃথিবীর রাজ্য নিষ্কণ্টক করে দুর্যোধনকে দান করব।

কৃপাচার্য বললেন, তোমার এই মনোগত নিরর্থক প্রলাপ আমার বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। কর্ণ, তুমি সর্বদাই কৃষ্ণ, অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করে থাক। কিন্তু তুমি এটা জেনে রাখ যে, যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জুন সেখানে জয় সুনিশ্চিত। যদি দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, মনুষ্য, সর্প ও রাক্ষসরাও যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হন, তবে যুদ্ধে কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে কখনও তাঁরা জয় করতে সমর্থ হবেন না। এই ভাবে তিনি যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ভ্রাতাদের ও আত্মীয় বন্ধুদের গুণের বর্ণনা করে বললেন, সূতপুত্র, তুমি সর্বদা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দেখাচ্ছ, তা তোমার গুরুতর স্পর্ধা।

কৃপাচার্যের কথা শুনে কর্ণ উপহাস করে বললেন—ব্রহ্মণ, পাণ্ডবদের বিষয়ে আপনি যে সব কথা বললেন তা সত্য। কেবল তা নয়। পাণ্ডবদের মধ্যে আরও বহু গুণ আছে। আর এটাও ঠিক যে পাণ্ডবদের যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবতা এবং দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসরাও জয় করতে পারবে না। তবু আমি ইন্দ্র প্রদত্ত শক্তির বলে তাদের জয় করব। ব্রহ্মণ, আমাকে দেবরাজ ইন্দ্র যে অমোঘ শক্তি দিয়েছেন, আমি তা দিয়ে যুদ্ধে অর্জুনকে অবশ্যই নিহত করব।

অর্জুন নিহত হলে, তার ভ্রাতারা কখনই এই পৃথিবী-রাজ্য ভোগ করতে সমর্থ হবে না। তাহলে অনায়াসেই এই সমগ্র পৃথিবী কৌরবরাজ দুর্যোধনের বশে থাকবে। এই সংসারে সুনীতি পূর্ণ যত্ন সহকারে সমস্ত কার্যই সিদ্ধ হয়ে থাকে, এতে কোন সংশয় নেই। এটা বুঝেই আমি গর্জন করছি।

ত্বং তু বিপ্রশ্চ বৃদ্ধশ্চ অশক্তশ্চাপি সংযুগে।

কৃতস্নেহশ্চ পার্থেষু মোহাম্মামবমন্যসে॥ (দ্রোঃ) ১৫৮।৫৬

—আপনি ব্রাহ্মণ, আবার তার উপর বৃদ্ধ হয়েছেন। আপনার আর

যুদ্ধ কববাব শক্তি নাই। এটা ছাড়া, আপনি কুন্তী পুত্রদেব স্নেহ কবেন সেই জন্য মোহবশতঃ আমাকে অবজ্ঞা করছেন। পুনরায় আমাকে অপ্রিয় বাক্য বললে জিভ কেটে দেব।

গুরুর প্রতি এ প্রকাব রূঢ় বাক্য জ্ঞানী পণ্ডিত কর্ণের পক্ষে খুবই গর্হিত। তাঁর এই কটূক্তি হতে মনে হয় অল্পে তিনি ক্রুদ্ধ হতেন এবং ক্রোধে তিনি অমর্ষ ছিলেন।

এইভাবে তিনি কৃপাচার্যকে আবও কঠোরতব ভাষায ভর্ৎসনা করলেন।

মাতুলেব অপমানে অশ্বত্থামা কর্ণকে তিবস্কাব কবে বললেন, তোমাব বুদ্ধি অত্যন্ত দূষিত হযেছে। আমাব মামা সমগ্র জগতেব শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধব এবং বীব। ইনি অর্জুনেব গুণেব সত্য প্রশংসা কবেছেন। তুমি বিদ্বেষবশতঃ আত্মপ্রশংসায় অন্ধ হযে যুদ্ধে কাউকে গণ্য কর না। তাঁকে অযথা তিবস্কাব কবছ কেন? অর্জুন তোমাকে পবাজিত কবে তোমাব সামনেই জয়দ্রথকে বধ কবেছিল। তখন তোমাব বীরত্ব কোথায ছিল? তোমার এই সব অস্ত্রগুলিই বা তখন কোথায ছিল? যে পূর্বে শঙ্কবেব সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তাকে তুমি কেবল কল্পনাতে জয় কববার ইচ্ছা কবছ?

অর্জুন অস্ত্রধাবীদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ সঙ্গে থাকলে যাকে দেবতা ও অসুরবাও জয করতে পাবে না, একমাত্র অপরাজেয় বীব সেই অর্জুনকে বধ কববাব জন্য এই নৃপতিদের সঙ্গে তোমাব কত শক্তি আছে? এখনই তোমাব মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছি (এষ তেঽদ্য শিবঃ কাযাদুদ্ধবামি সুদুর্মতে।) বলে সবেগে অশ্বত্থামা উত্থিত হলে দুর্যোধন ও কৃপাচার্য তাঁকে নিবৃত্ত কবেন।

দ্রোণপর্বে কর্ণব সঙ্গে ভীমের প্রচণ্ড যুদ্ধ হযেছিল। (ভীম চবিত্র দ্রষ্টব্য)

দ্রোণের মৃত্যুতে দুর্যোধন শোক কবায—কাশীদাসী মহাভারতে কর্ণ বলেছেন—

কর্ণ বলে শুন রাজা বলি হে তোমায় ॥
বড়ই দুর্বল পুরাতন বৃদ্ধ ছিল।
রণে শিক্ষা ছিল তাই সমর করিল ॥
দোঁহা হেতু শোক নাহি কর দুর্যোধন।
আমিই বান্ধিয়া দিব পাণ্ডবের গণ ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিব সমর ভিতর।
রণস্থলে শোক নাহি কর নৃপবর ॥ (দ্রোঃ)

কর্ণের এ উক্তিতে কেবল ধৃষ্টতাই প্রকাশ পেয়েছে। গুরুর মৃত্যু এত সহজভাবে নেওয়া গুরু নিন্দার পর্য্যায়ে পড়ে। ইহা গর্হিত।

অর্জুনের প্রতি দ্রোণের পক্ষপাতের জন্যই বোধ হয় ভীষ্মের ন্যায় দ্রোণের প্রতিও কর্ণ এইরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন।

দুর্যোধন পরামর্শ চাইলে অশ্বত্থামা বললেন, আমাদের পক্ষে যে সমস্ত পরাক্রমশালী, বিশ্ব বিখ্যাত মহারথী, নীতিজ্ঞ, সাধনসম্পন্ন, দক্ষ ও অনুরক্ত যোদ্ধা ছিলেন, তাঁরা সকলেই যদিও নিহত হয়েছেন, তথাপি আমাদের নিজের বিজয়ের প্রতি কোনরূপ নিরাশ হওয়া উচিত নয়। যদি সমস্ত কার্য উত্তম নীতি অনুসারে সম্পন্ন করা হয়, তবে তার দ্বারা দৈবের আনুকুল্য লাভ করা যায়। অতএব আমরা সর্বগুণ সম্পন্ন কর্ণকেই সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করব এবং তাকে সেনাপতি করে আমরা শত্রুদের নিহত করব।

অশ্বত্থামার নির্মল অভিমত শুনে দুর্যোধন কর্ণের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করলেন। তিনি কর্ণকে বললেন, কর্ণ আমি তোমার পরাক্রম জানি এবং আরও অনুভব করি যে, আমার প্রতি তোমার স্নেহও অধিক। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সর্বদা আমার পক্ষে পরম আশ্রয়। আমার দুই অতিরথী বৃদ্ধ বীর পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণ নিহত হয়েছেন। উভয়েরই অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত ছিল। তাই উভয়ে নিহত হয়েছেন। এই প্রধান দুই সেনাপতির মৃত্যুর পর আমি বহু চিন্তা করেও সমরাঙ্গণে

তোমাব সমান অন্য কোন যোদ্ধাকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি সেনাপতি হযে শত্রুদেব পরাজিত কব।

কর্ণ প্রত্যুত্তরে বললেন, আমি পাণ্ডবদের তাদের পুত্র ও কৃষ্ণের সঙ্গে পরাজিত কবব। আপনি ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার সেনাপতি হব। এখন পাণ্ডবরা পরাজিত বলেই মনে করুন।

কর্ণ সেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত হযেই স্বভাববশতঃ পুনরায আত্ম প্রশংসায় মুখব হলেন।

অতঃপর দুর্যোধন শাস্ত্রানুসাবে কর্ণের অভিষেক কবলেন।

কর্ণ সেনাপতি হওয়ায কৌবব সৈন্যদেব মধ্যে সর্বত্র 'সাজ' 'সাজ' রব উঠল।

কর্ণ কৌরবদেব বিশাল বাহিনীকে শিবিব হতে নিষ্ক্রান্ত কবালেন। অতঃপব তিনি পাণ্ডবদেব জয় কববাব জন্য কৌবব সৈন্য বাহিনীব জন্য মকব ব্যূহ বচনা কবে অগ্রসব হলেন। তিনি স্বয়ং মকব ব্যূহেব মুখে বইলেন। নেত্রদ্বযেব স্থানে শকুনি ও উলূককে দাঁড় কবালেন, শীর্ষ স্থানে অশ্বত্থামা ও গ্রীবাস্থানে দুর্যোধনের ভ্রাতাবা অবস্থান কবলেন, এইভাবে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বীবদেব মকর ব্যূহেব বিভিন্ন স্থানে দাঁড় কবালেন।

কর্ণকে এইভাবে যাত্রা করতে দেখে যুধিষ্ঠিব অর্জুনকে বললেন, পার্থ, দেখ বীব কর্ণ মহাবথীদেব দিযে সৈন্যবাহিনীকে কি ভাবে সুরক্ষিত কবেছেন।

প্রধান বীরবা নিহত হযেছেন অবশিষ্ট বীরদেব আমাব তৃণের মত মনে হচ্ছে।

এই সৈন্য বাহিনীব মধ্যে একমাত্র মহাধনুর্ধর কর্ণ আছেন, যিনি বথীদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দেবতা, অসুব, গন্ধর্ব, কিন্নর, মহাস্পর্শ ও চবাচব প্রাণিদের সঙ্গে ত্রিলোকের সব যোদ্ধা মিলিত হযেও যাঁকে জয় কবতে সমর্থ হয না। আজ সেই কর্ণকে বধ কবে তোমার জয় সূচনা করবে এবং আমার হৃদয়ে বাব বৎসব ধবে যে শল্য বিদ্ধ

বয়েছে তা নির্গত কববে। অতএব তোমাব যেরূপ ইচ্ছা হবে, সেইরূপ ব্যূহই বচনা কব।

যুধিষ্ঠিবেব এই উক্তি হতে কর্ণের্ব বীর্যের প্রকৃত পবিচয পাওয়া যায়। একমাত্র কর্ণের শক্তি ও শৌর্যেব কথা চিন্তা কবেই যুধিষ্ঠির বনবাসেব বাব বৎসব বিনিদ্র কাটিয়েছেন। কর্ণ সহজাত কুণ্ডল কবচ বিযুক্ত এবং শক্তি অস্ত্র বঞ্চিত হলেও কর্ণেব স্বকীয় বল বীর্যেব ভয় যুধিষ্ঠিব কখনো কাটাতে পাবেননি।

অর্জুন অর্দ্ধচন্দ্রাকাবে ব্যূহ বচনা করলেন। সেই ব্যূহেব বাম পার্শ্বে ভীম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধৃষ্টদ্যুম্ন মধ্যভাগে যুধিষ্ঠিব ও অর্জুন বইলেন। যুধিষ্ঠিবেব পশ্চাতে নকুল ও সহদেব বইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল ও বহু বীব হতাহত হলেন।

কর্ণেব সঙ্গে সাত্যকিব যুদ্ধ হয। কর্ণ তেজস্বী বাণেব দ্বাবা সাত্যকিকে আঘাত কবলেন। সাত্যকিও দ্রুত বিষাক্ত নানাবিধ বাণেব দ্বাবা বথ, অশ্ব ও সাবথিসহ কর্ণকে আচ্ছাদিত করলেন। তখন কর্ণেব সাহায্যেব জন্য কৌবব বীববা হস্তী, অশ্ব, বথ ও পদাতি নিয়ে তাঁব সাহায্যে আসলেন। অন্যদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব বীরবা কৌবব বাহিনীব উপব আক্রমণ কবলেন এবং কৌবব সৈন্যবা পাণ্ডবদেব দিকে ধাবিত হলেন। অপবাহ্নে শঙ্কবেব পূজা সম্পন্ন কবে অর্জুন ও কৃষ্ণ কৌবব সৈন্যদের আক্রমণ কবলেন। অর্জুন কৌবব সৈন্যদেব সংহাব কবলেন। (অর্জুন চবিত্র দ্রষ্টব্য) পাণ্ডবদেব জয লাভ ঘটল।

কৌবব সেনাবা পবাজিত হযে দুঃখিত চিত্তে গুপ্ত মন্ত্রণা কবতে লাগলেন। সেই সময় কর্ণ ক্রুদ্ধ সাপের ন্যায দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দুর্যোধনেব দিকে তাকিয়ে বললেন, অর্জুন সাবধানী, দৃঢচেতা, চতুব ও ধৈর্যশীল। তদুপবি যথাসময়ে কৃষ্ণও তাকে কর্তব্য জ্ঞান দান কবেন। সেই জন্য সে সহসা অস্ত্র দ্বারা আমাদেবব ক্ষিত কবেছে।

আগামী কাল আমি তার সমস্ত সঙ্কল্প নষ্ট করে দেব। দুর্যোধন তথাস্তু বলে বিশ্রাম করতে গেলেন।

কর্ণ সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলেছেন,—

কর্ণো হ্যেকো মহাবাহুর্হন্যাৎ পার্থান্ সসৃঞ্জয়ান্।
কর্ণস্তু ভুজয়োবীর্য্যং শক্র-বিষ্ণুসমং যুধি ॥
তস্য শস্ত্রাণি ঘোরাণি বিক্রমশ্চ মহাত্মনঃ।
কর্ণমাশ্রিত্য সংগ্রামে মত্তো দুর্যোধনো নৃপঃ ॥ (কঃ) ৩১।১৯-২১

—মহারাজ কর্ণ একাকী সৃঞ্জয়দের সঙ্গে কুন্তীপুত্রদের বধ করতে সমর্থ। যুদ্ধে কর্ণের বাহুবল ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তুল্য। তার অস্ত্রগুলিও ভয়ঙ্কর এবং এই মহাত্মা বীরের পরাক্রমও অদ্ভুত। এই সব চিন্তা করে রাজা দুর্যোধন যুদ্ধে কর্ণেরই আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধে মেতে উঠেছিল।

কর্ণের উপর দুর্যোধনের এত বেশী নির্ভরশীলতার কারণ ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি হতে উপলব্ধি করা যায়।

পরদিন প্রভাতে কর্ণ দুর্যোধনকে জানালেন—আজ আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। এই যুদ্ধে হয় আমি তাকে বধ করব অথবা সে আমাকে বিনাশ করবে। (নিহনিষ্যামি তং বীরং স বা মাং নিহনিষ্যতি।) আমার ও অর্জুনের সামনে নানা প্রকার বহু কাজ এসে উপস্থিত হয়েছিল, সেজন্য তার সঙ্গে আমার দ্বৈরথ যুদ্ধ এখনও হয়নি।

আমাদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান বীররা নিহত হয়েছেন। অতএব আমি যখন যুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান করব, তখন অর্জুন আমাকে ইন্দ্র দত্ত শক্তি হতে বঞ্চিত জেনে অবশ্যই আমাকে আক্রমণ করবে। দিব্যাস্ত্রগুলির বল আমার ও অর্জুনের সমানই আছে।

হাতী প্রভৃতির বিশাল দেহ ভেদ করতে, দ্রুত অস্ত্র চালাতে, দূরে লক্ষ্যভেদ করতে, সুন্দর রীতিতে যুদ্ধ করতে এবং দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে অর্জুন আমার সমকক্ষ নন। শারীরিক বল, শৌর্য, অস্ত্র বিজ্ঞান, পরাক্রম এবং শত্রুদের উপর জয় লাভ করবার উপায়

অন্বেষণেও সব্যসাচী আমাব সমান নয। আমার ধনুব নাম বিজয়, যা সমস্ত অস্ত্রেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যা স্বযং বিশ্বকর্মা ইন্দ্রব জন্য প্রস্তুত কবেছেন। এই পবম প্রিয ধনুটি ইন্দ্র পবশুবামকে দিযেছিলেন এবং পবশুবাম সেই দিব্য উত্তম ধনু আমাকে দান কবেছেন। সেই দিব্য ধনু দিযেই আজ আমি অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধ করব। এই ধনু গাণ্ডীব ধনু হতেও শ্রেষ্ঠ। এই সেই ধনু যাব দ্বারা পবশুবাম একুশবাব পৃথিবী ক্ষত্রিয়হীন কবেছিলেন। (ত্রিসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী ধনুষা যেন নির্জিতা।)

আজ আমি সেই ধনু দিযে অর্জুনকে বধ কবে বন্ধু বান্ধবদেব সঙ্গে আনন্দিত হব। বৃক্ষ যেমন অগ্নিব আক্রমণ সহ্য কবতে পারে না, তেমনি অর্জুনেব মধ্যে তেমন কোন শক্তি নেই যা দ্বারা সে আমাব বেগকে সহ্য করতে পাববে। কিন্তু একটি বিষযে আমি অর্জুন অপেক্ষা হীন, তা আমাব পক্ষে আপনাকে বলা উচিত। তাব ধনুব গুণ দিব্য, তাব কাছে দুটি বড় বড অক্ষয় তূণ আছে এবং তাব সারথি স্বয়ং কৃষ্ণ—এ সমস্ত আমাব নেই।

অর্জুন হতে কর্ণ তিন বিষযে নিকৃষ্ট সবলভাবে তা তিনি স্বীকাব কবলেন।

কৃষ্ণ তাব বথেব অশ্বেব লাগাম ধরে আছেন। তাব কাছে অগ্নি প্রদত্ত সুবর্ণ ভূষিত দিব্য বথ আছে, যাকে কোন প্রকারেই বিদ্ধ কবা যায় না। তাব অশ্বরা মনেব মত বেগগামী। তার তেজস্বী ধ্বজ, ও দিব্য, যাব উপর স্বযং হনুমান বিদ্যমান বযেছে। কৃষ্ণ জগতেব স্রষ্টা। (কৃষ্ণশ্চ স্রষ্টা জগতো) তিনি অর্জুনেব বথকে বক্ষা কবছেন। এই সব বস্তু হীন হয়েও আমি অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে ইচ্ছুক।

কর্ণেব অদম্য সাহস পাঠক মনকে আনন্দিত কবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁব দুঃখে বেদনা বোধ কবে কর্ণ ও অর্জুনেব মধ্যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অসমতা লক্ষ্য করে।

কৃষ্ণেব তুল্য সাবথি কার্যে নিপুণ এই শল্য যদি আমাব সাবথিব

কার্য করবেন তবে আপনার জয় লাভ হবে। শত্রুরা যাকে সহজে জয় করতে সমর্থ হয় না, সেই রাজা শল্য গৃধ্রের পক্ষযুক্ত নারাচ সমূহ বহন করে নিক। ভাল অশ্বে সংযোজিত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বহু রথ সর্বদা আমার পশ্চাতে পশ্চাতে অনুসরণ করুক। এরূপ ব্যবস্থা হলে আমি অর্জুন হতে অধিক শক্তিধর হব।

শল্যোঽপ্যধিকঃ কৃষ্ণাদর্জুনাদপি চাপ্যহম্॥ (কঃ) ৩১।৬১

—শল্যও কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক এবং আমিও অর্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শল্যকে কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক আখ্যা অনুচিত।

কর্ণ আরও বললেন, কৃষ্ণ অশ্ব বিদ্যার রহস্য জানেন, শল্যও অশ্ব জ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। বাহুবলে মদ্ররাজ শল্যের তুল্য অপর কোন ব্যক্তি নেই। সেরূপ অস্ত্র বিদ্যায় আমার সমান আর কোন ধনুর্ধর নেই। শল্য আমার সারথি হলে পর আমার এই রথ অর্জুনের রথ হতে শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। এইভাবে এই যুদ্ধে আমি অর্জুনকে জয় করতে পারবো। আমি ইচ্ছা করি আপনার দ্বারা আমার মনোমত এই ব্যবস্থা হবে।

আপনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করলে যুদ্ধে দেবতা ও অসুররাও আমার সম্মুখীন হতে পারবে না, সুতরাং সেই স্থলে পাণ্ডবরা আমার কি করতে পারবে?

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন আনন্দিত হলেন এবং বললেন, কর্ণ, তুমি যা করণীয় মনে কর আমি তা অবশ্য করব। যুদ্ধে বহু তূণীরে পরিপূর্ণ ও বহু অশ্বযুক্ত রথ তোমার পিছনে যাবে। বহু গাড়ী গৃধ্রপক্ষ যুক্ত নারাচগুলিকে তোমার পশ্চাতে বহন করা যাবে। আমরা এবং সমস্ত নৃপতিরাও তোমার অনুগমন করব। এই কথা বলে দুর্যোধন শল্যের নিকট গমন করলেন।

দুর্যোধন শল্যকে কর্ণের সারথ্য পদ নেবার জন্য অনুরোধ করতে গেলে শল্য সূত পুত্রের সারথি হওয়ার প্রস্তাবকে অপমান জনক মনে করে ক্রুদ্ধ হলেন।

উত্তরে দুর্যোধন শল্যকে কৃষ্ণর সঙ্গে তুলনা করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে কর্ণ সম্বন্ধে বললেন—যদি কর্ণে কোনও পাপ বা দোষ থাকত, তবে ভৃগু নন্দন পরশুরাম তাকে দিব্যাস্ত্রগুলি দান করতেন না।

নাপি সূনকুলে জাতং কর্ণং মন্যে কথঞ্চন ॥

দেবপুত্রমহং মন্যে ক্ষত্রিয়াণাং কুলোদ্ ভবম্।

বিসৃষ্টমববোধার্থং কুলস্যেতি মতির্মম ॥ (কঃ) ৩৪।১৫৯-১৬০

—রাজন, কর্ণ সূতকুলে জন্মেছে এ কথা কোন রূপে আমি বিশ্বাস করি না। আমি তাকে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব দেবপুত্র বলেই মনে করি। আমার ত বিশ্বাস হচ্ছে যে, তার মাতা নিজের গুপ্ত রহস্য গোপন করবার জন্য এবং তাকে অন্য কুলে বালক বলে বিখ্যাত করবার জন্যই সূতকুলে পরিত্যাগ করে গেছেন।

আমি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করি যে কর্ণ সূত পুত্র নয়। মহারথী ও সূর্যতুল্য তেজস্বী কবচ কুণ্ডল ভূষিত পুত্রকে সূতজাতির স্ত্রী কি করে লাভ করবে? কোন হরিণী কি ব্যাঘ্রের জন্ম দিতে পারে? (যথা হ্যস্য ভুজৌ পীনৌ নাগরাজকরোপমৌ।)

দুর্যোধনের এরূপ স্থির নিশ্চিত উক্তি শুনে শল্য কর্ণের সারথি পদ গ্রহণে সম্মত হলেন।

প্রাতে যুদ্ধে উপস্থিত হয়ে দুর্যোধন মদ্ররাজ শল্যকে বললেন, আপনি সংগ্রাম ক্ষেত্রে কর্ণের এই অশ্বদের সংযত রাখবেন আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে কর্ণ নিশ্চয়ই অর্জুনকে জয় করতে পারবে।

শল্য রথ স্পর্শ করে বললেন, তথাস্তু, তাই হোক। বেদজ্ঞ পুরোহিত দ্বারা পূর্বেই যার মাঙ্গলিক কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই রথকে কর্ণ বিধি অনুসারে পূজা এবং প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর সূর্যের উপাসনা করে পার্শ্বে দণ্ডায়মান শল্যকে বললেন, প্রথমে আপনি রথে উপবেশন করুন। অতঃপর কর্ণ রথে আরোহন করলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, যুদ্ধে দ্রোণ ও ভীষ্ম যে কাজ করতে পারেননি সেই দুষ্কর কর্ম তুমি সমস্ত বীরদের সামনে সম্পন্ন কর। আমার বিশ্বাস ছিল ভীষ্ম ও দ্রোণ অর্জুন ও ভীমকে অবশ্যই বধ করবেন। তুমি যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবে অথবা অর্জুন, ভীম এবং নকুল সহদেবকে নিহত কর।

কর্ণ দুর্যোধনের আদেশ শিরোধার্য করে শল্যকে বললেন, মহাবাহো, আমার অশ্বদের চালনা করুন, যাতে আমি অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব এবং যুধিষ্ঠিরকে সংহার করতে পারি।

কর্ণ শল্যকে আরও বললেন, শল্য, আজ শত শত সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণকারী আমার বাহুবল অর্জুন প্রত্যক্ষ করবে। আজ আমি পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য এবং দুর্যোধনের জয় লাভের জন্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করব।

শল্য বললেন, সূতপুত্র, তুমি পাণ্ডবদের অবহেলা করছ কেন? কারণ তারা সকলে সর্বপ্রকার অস্ত্রে অভিজ্ঞ মহাধনুর্ধর, অত্যন্ত শক্তিশালী, যুদ্ধে কখন পশ্চাদপসরণ করে না, অজেয় এবং সত্য পরাক্রমী। তারা ইন্দ্রের মনেও ভয় উদ্রেক করতে সমর্থ। যখন তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে গাণ্ডীবের ধ্বনি শুনবে, তখন আর একপ কথা বলবে না। যখন তুমি দেখবে ভীমসেন গজ-সৈন্যদের দন্ত উৎপাটিত করে তাদের সংহার করছে, তখন তুমি একপ কথা আর বলতে পারবে না। যখন তুমি দেখবে যুদ্ধে যুধিষ্ঠির, নকুল-সহদেব এবং অন্যান্য দুর্জয় নৃপতিদের সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করে শত্রুদের সংহার করছে, তখন তুমি আর এরূপ কথা বলবার সাহস পাবে না।

মদ্ররাজ শল্য যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি কর্ণের সারথি হয়ে সর্বদা পাণ্ডবদের প্রশংসা করে কর্ণের নিন্দা করে তাঁর তেজ নষ্ট করে দেবেন। এই জন্যই শল্য পাণ্ডবদের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন।

কর্ণ সসৈন্যে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হলে নানা অশুভ লক্ষণ দেখা

গেল। পৃথিবী কাঁপতে লাগল এবং তীব্র স্বরে অব্যক্ত শব্দ করতে আরম্ভ করল। সূর্য মণ্ডল হইতে সাতটি বড় বড় গ্রহ পতিত হল, উল্কাপাত আরম্ভ হল, চারিদিক হতে অগ্নির উত্তাপ উপস্থিত হল, বিনা মেঘে বজ্রাপাত হল এবং ভয়ঙ্কর ঝঞ্চা বইতে লাগল। দলে দলে বহু মৃগ ও পক্ষী মহাভয়ের সূচনা করতে করতে অনেক বার কৌরব সৈন্যদের তখন দক্ষিণ দিকে গমন করতে লাগল।

কর্ণ যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন তার অশ্বরা ভূতলে পড়ে গেল এবং আকাশ হতে ভয়ানক অস্থি সমূহ বর্ষিত হতে লাগল। সেই সময় কৌরবদের অস্ত্রগুলি জ্বলে উঠল, ধ্বজগুলি আন্দোলিত হতে লাগল এবং বাহনগুলি অশ্রুধারা মোচন করতে লাগলো। এই ধরণের আরও বহু উৎপাত উপস্থিত হলো যা কৌরবদের বিনাশেরই সূচনা করেছিল।

কিন্তু দৈবের দ্বারা মোহিত হওয়ায় কৌরবরা এ সমস্ত উৎপাতকে গ্রাহ্যই করল না। (ন চ তান্ গণয়ামাসুঃ সর্বে দৈবেন মোহিতাঃ) কর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলে সমস্ত কৌরব রাজারা জয়ধ্বনি করতে লাগল। তাঁদের এই বিশ্বাসই হলো পাণ্ডবরা পরাজিত হবে।

কর্ণ পুনরায় আত্মপ্রশংসায় মুখর হয়ে বললেন, যদি আমি অস্ত্র ধারণ করে রথে উপবিষ্ট থাকি, তবে স্বয়ং ইন্দ্রও যদি ক্রুদ্ধ হয়ে আসেন, তাতেও আমি ভীত হই না। ভীষ্মাদি মহারথীদের যুদ্ধে শায়িত দেখেও আমি অস্থির নই। অবধ্য ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে শত্রুরা বিনাশ করেছে। তারা আমাকেও বধ করবে এই আশঙ্কাকেও আমার যুদ্ধে ভয় হচ্ছে না।

আমি ব্যতীত অপর কোন যোদ্ধাই অর্জুনের বেগ সহ্য করতে পারবে না। কারণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার রূপ সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় উগ্র হয়ে উঠে। বল, বীর্য, ধৈর্য, মহাস্ত্রগুলি ও বিনয়—এ সমস্ত গুণই দ্রোণাচার্যের ছিল। তিনি যখন মৃত্যু বরণ করেছেন, তখন অন্যান্য সব যোদ্ধাকেই আমি মৃত বলে মনে করি।

নেহ ধ্রুবং কিঞ্চিদপি প্রচিন্তয়ন্
বিদ্মাং লোকে কর্মণো নিত্যযোগাৎ।
সূর্যোদয়ে কো হি বিমুক্তসংশয়ো
ভাবং কুর্বীতাস্থ গুরৌ নিপাতিতে ॥ (কঃ) ৩৭।১৮

—আমি নানা ভাবে বহু চিন্তা কবে কর্মের অনিত্যতাব জন্য এজগতে কোন বস্তুকেই নিত্য বলে মনে কবি না। যখন গুরু নিহত হয়েছেন তখন অপর আব কোন্ ব্যক্তি নিঃসংশয় চিত্তে আগামী সূর্যোদয় পর্যন্ত জীবিত থাকবাব দৃঢ বিশ্বাস বাখতে পারে ?

অস্ত্র, বল, পবাক্রম, ক্রিযা, ভাল নীতি কিংবা শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্রভৃতি কোন মানুষকে সুখী কবতে পাবে না। কাবণ এই সব বস্তু থাকতে ও দ্রোণাচার্যকে শত্রুবা বিনাশ করেছে।

দ্রোণাচার্য নিহত হওযার পব কৌবব সৈন্যদেব মধ্যে তখন 'ত্রাহি' ত্রাহি' বব উঠল। যখন আমার সহায়তা দুর্যোধনেব একান্ত আবশ্যক হলো, তখন আমি আমাব কর্ত্তব্যে ব্রতী হলাম। সুতবাং আপনি শত্রুদের নিকট অগ্রসব হোন।

যেখানে যুধিষ্ঠিব ভীম,অর্জুন, কৃষ্ণ, সাত্যকি, সৃঞ্জয বীবরা এবং নকুল ও সহদেব আছে, সেখানে আমি ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধা এই বীবদেব বেগ সহ্য কবতে পাবে? সুতবাং আপনি আমার বথকে তাদের দিকে নিয়ে চলুন। আজ যুদ্ধে হয় আমি তাদেব সংহার কবব অথবা স্বয়ংই দ্রোণাচার্যেব ন্যায় মৃত্যু বরণ কবব।

শল্য, আমি শক্তিশালী বীবদের মধ্যে যাব না এমন হীন আমাকে মনে কববেন না। কাবণ যুদ্ধে পশ্চাদপসবণ কবা মিত্রদোহ এবং মিত্রদোহ আমাব পক্ষে অসহ্য হযে উঠবে। সেজন্য আমি প্রাণ ত্যাগ কবে দ্রোণকেই অনুসরণ কববো।

প্রাজ্ঞস্য মূঢস্য চ জীবিতান্তে
নাস্তি প্রমোক্ষোঽন্তকসৎকৃতস্য।

অতো বিদ্বন্নভিযাস্যামি পার্থান্
দিষ্টং ন শক্যং ব্যতিবর্তিতুং বৈ ॥ (কঃ) ৩৭।১৫

—বিদ্বান ও মূর্খ উভয় ব্যক্তিবই আয়ু সমাপ্ত হলে মৃত্যুব হাত হতে অব্যাহতিব উপায নেই। বিদ্বন, অতএব আমি কুন্তী পুত্রদেব উপর অবশ্যই আক্রমণ করব। দৈবেব বিধানকে কেউই পবিবর্ত্তন করতে পাবে না।

দুর্যোধন সর্বদাই আমাব কল্যাণ করেছে। সেইজন্য আজ আমি তাঁব মনোবথ সিদ্ধিব জন্য নিজেব ভোগ্য সামগ্রী এবং যাকে ত্যাগ কবা অত্যন্ত কঠিন, সেই প্রাণকেও ত্যাগ কববো।

কর্ণ শল্যকে আরও বললেন, গুরুদেব পবশুবাম আমাকে এই উত্তম ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত এবং উত্তম অশ্বদের দ্বারা যোজিত রথ দান করেছেন। এতে তিনটি সোনাব কোষ এবং বজতেব ত্রিবেণু শোভা পাচ্ছে। এব অক্ষ ও চক্রগুলি হতে কোন শব্দ হয় না। তাবপব তিনি বহু বিচিত্র ধনু, ভয়ঙ্কব বাণ, ধ্বজ, গদা খড়্গা, দীপ্ত উত্তম অস্ত্র এবং গম্ভীর ধ্বনি যুক্ত ভযঙ্কর শ্বেত শঙ্খও দান কবেছেন। এই রথ সর্বশ্রেষ্ঠ বথ। এতে শ্বেতবর্ণেব অশ্ব চারটি আছে এবং সুন্দব তূণীব এব শ্রী বৃদ্ধি করছে। চলবাব সময় এই রথ হতে বজ্রপাতেব ন্যায় শব্দ হয়। আমি এই রথে উপবেশন কবে বণাঙ্গনে অর্জুনকে সবলে বিনাশ কবব অথবা মৃতুববণ করব।

কর্ণব আত্মশক্তি ও তাঁর যুদ্ধেব যান সবঞ্জাম সম্বন্ধে এমন আবেগ পূর্ণ ভাষণ শুনে শল্য উপহাস করে বললেন, কর্ণ তুমি নিজেব প্রশংসা হতে বিরত হও। তুমি অত্যন্ত উৎসাহে আবেগবশতঃ নিজেব শক্তির অতিরিক্ত কথা বল। কোথায় নবশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আর কোথায় মানুষদেব মধ্যে অধম তুমি।

তুমি বলত অর্জুন ব্যতীত আব অপব কোন বীর কৃষ্ণেব কনিষ্ঠা ভগ্নী সুভদ্রাকে অপহবণ কবতে পাবত? অর্জুন গরুড়, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, দেবতা, অসুব, মহানাগ এবং মানুষদের নিজের বাণের

দ্বারা পবাজিত কবেছে ও অগ্নিব অভীষ্ট হবিষ্য দান কবেছে।

কর্ণ, তোমাব কি মনে আছে কৌববদেব ঘোষ যাত্রাব সময গন্ধর্বরা শক্র হযে দুর্যোধনকে অপহবণ কবে, তখন এই অর্জুনই শক্রদেব বিনাশ কবে দুর্যোধনকে বন্ধন মুক্ত কবেন। সেই যুদ্ধে তুমিই সর্ব প্রথম পলাযন করেছিলে (প্রথমমপি পলাযিতে ত্বযি)। তখন পাণ্ডববাই গন্ধর্বদেব পবাজিত কবে কলহপ্রিয ধৃতবাষ্ট্র পুত্রদেব মুক্ত কবেছিল। এসব কথা কি তোমাব মনে আছে ?

বিরাটনগরে গোহবণেব সময় অর্জুন বিশাল বলবাহন সম্পন্ন তোমাদেব সকলকে দ্রোণাচার্য, অশ্বথামা ও ভীষ্মের সঙ্গে পরাজিত করেছিল। সেই সময় তুমি অর্জুনকে পবাজিত কবনি কেন ?

সুতপুত্র, এখন তোমাব বধেব জন্য পুনবায় অপব এক উত্তম যুদ্ধ উপস্থিত হযেছে। যদি তুমি শক্রর ভয়ে পালিযে না যাও, তবে রণাঙ্গনে তুমি অবশ্যই নিহত হবে।

শল্যেব কথা শুনে কর্ণ ক্রুদ্ধ হযে বললেন, ও প্রসঙ্গ থাক। কেন শক্রর প্রশংসা কবছেন ? এখন ত আমাব ও অর্জুনেব যুদ্ধ উপস্থিত হযেছে। যদি যুদ্ধে অর্জুন আমাকে এখন পবাজিত করতে পারে, তবে আপনার এই প্রশংসা কবা উচিত বলে গণ্য হবে।

অতঃপব কর্ণ পাণ্ডব সৈন্যদের প্রত্যেককে বললেন, যে আজ আমাকে অর্জুনকে দেখাতে পারবে, তাকে আমি তার অভীষ্ট ধন, যত ইচ্ছা চাইবে, তা দান কবব। যে আমাকে অর্জুনেব সন্ধান দেবে তাকে আমি এক গাড়ী ধন দান কবব। অথবা তাকে আমি প্রতিদিন দুগ্ধ দানকারী এক শত ধেনু ও কাংস্য দুগ্ধ পাত্র দান কবব। কেবল তা নয। অর্জুনকে যে দেখেছে, তাকে আমি বড় বড় গ্রাম দান করব, যে তাব সন্ধান দিতে পাববে, তাকে খচ্চবী যোজিত একটি শ্বেত বথ দান কবব। সেই রথে কৃষ্ণবেশী বহু যুবতী বাস করবে।

যদি অর্জুনেব দ্রষ্টা পুরুষ এই ধনকেও পর্যাপ্ত বলে মনে না কবে, তবে অপব একটি স্বর্ণময় বথ দান কবব, যাতে হাতীব সমান হৃষ্ট পুষ্ট ছয়টি বলদ যোজিত থাকবে, সেই সঙ্গে বস্ত্রালঙ্কাবে বিভূষিত এক শত শ্যামা ষোড়শী রমণী যাবা সুবর্ণ অলঙ্কাবে ভূষিতা, গানে ও বাদ্যে অভিজ্ঞা।

অর্জুন দ্রষ্টা পুরুষ যদি এতে প্রসন্ন না হন, তবে এক শত হাতী, এক শত ধেনু, পাকা সোনায় তৈবী একশ বথ এবং দশ হাজাব অশ্ব দান কবব। যে আমাকে অর্জুনেব সন্ধান দিতে পারবে তাকে আমি চাবশ সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী, যাদেব প্রত্যেকেব শৃঙ্গ স্বর্ণপাতে আবৃত থাকবে। যদি এতেও সেই পুরুষ প্রসন্ন না হয় তবে তাকে শ্বেত বর্ণেব পাঁচ শত অশ্ব যাবা স্বর্ণেব সজ্জায় সজ্জিত এবং বিশুদ্ধ মণি ভূষণে ভূষিত থাকবে। যে আমাকে অর্জুনেব সন্ধান দিতে পাববে তাকে আমি অতি উজ্জ্বল এবং অলঙ্কারে সজ্জিত আটটি সুবর্ণময় বথে উত্তম কম্বোজ দেশীয় অশ্ব যোজনা কবে দান কববো।

এই ভাবে তিনি অর্জুনেব সন্ধানকাবীকে বহু প্রকাব ধন দানের প্রলোভন দেখালেন। আবাব বললেন, এমন কি আমি সোনার কণ্ঠ হাবে বিভূষিত মগধ দেশেব একশত নব যুবতী দান কববো। তাতেও যদি সে খুশী না হয তবে কর্ণেব নিকট স্ত্রী, পুত্র, বিহাব স্থান এবং অপর যা যা চায়, সবই তিনি দান কববেন।

যে ব্যক্তি কৃষ্ণার্জুনেব সন্ধান দিতে পাববে, তাকে কর্ণ উপবোক্ত দুজনকে বধ করে সমস্ত ধনই দান করবেন বললেন।

কর্ণ এইসব কথা বলে তাঁব শঙ্খতে ধ্বনি তুললেন। দুর্যোধন ও কৌবব সৈন্যবাও কর্ণেব কথা শুনে আনন্দিত হল।

মদ্ররাজ শল্য হাসতে হাসতে বললেন, তুমি কাউকে হস্তিব ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট ছয়টি বলদ যোজিত স্বর্ণময় বথ দান কব না। কাবণ তুমি আজ অবশ্যই অর্জুনকে দেখতে পাবে। তুমি মূর্খেব মত আজ কুবেরেব ন্যায় ধন দান করতে চাচ্ছ। আজ অর্জুনকে ত তুমি বিনা

আয়াসেই দেখতে পাবে। মূর্খের ন্যায় তুমি আজ নিজের বহু ধন দান করবার যে ঘোষণা করছ, তাতে মনে হচ্ছে যে অপাত্রে ধন দানের দোষ তুমি কিছুই জান না। তুমি যে বহু ধন দান করবার কথা বললে, এই সব ধনের দ্বারা তুমি নিশ্চয়ই নানাবিধ বহু যজ্ঞ করতে পারতে। অতএব তুমি এই সব যজ্ঞানুষ্ঠান কর।

কৃষ্ণ ও অর্জুনকে নিহত করবার যে ইচ্ছা তোমার হয়েছে, তা তোমার ব্যর্থই হবে। কারণ এরূপ কথা কখনও শুনিনি যে একটি শৃগাল দুটি সিংহকে নিহত করেছে। (ন হি শুশ্রুম সংমর্দে ক্রোষ্ট্রা সিংহৌ নিপাতিতৌ।)

তুমি যা কামনা করছ তা আজ অবধি কোন ব্যক্তিই কামনা করেনি। মনে হচ্ছে তোমার বন্ধু বলতে কেউ নেই, যারা এখন অতি শীঘ্র এসে প্রজ্বলিত অগ্নিতে পতন হতে তোমাকে রক্ষা করবে।

তোমার কর্তব্য অকর্তব্য জ্ঞান নেই। তোমার শেষ সময় আসন্ন। নতুবা যে ব্যক্তি জীবিত থাকতে চায়, সে তোমার মত কথা বলতে পারে না।

সমুদ্রতরণং দোর্ভ্যাং কণ্ঠে বদধ্বা যথা শিলাম্।
গির্য্যগ্রাদ বা নিপতনং তাদৃক্ তব চিকীর্ষিতম্॥ (ক) ৩৯।৮

—যেমন কোন ব্যক্তি গলায় প্রস্তর বেঁধে দুই হাতে সমুদ্র পার হতে চায় কিংবা পর্বতের শিখর হতে ভূমিতে লাফ দিতে চায় ঠিক তোমারও সেই রকম ইচ্ছা ও চেষ্টা।

যদি তুমি নিজের মঙ্গল চাও তবে ব্যূহ রচনা করে দণ্ডায়মান সমস্ত সৈন্যদের সঙ্গে সুরক্ষিত থেকে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। দুর্যোধনের মঙ্গলের জন্যই আমি একথা বলছি, ঈর্ষাপরবশ নয়। যদি তোমার জীবিত থাকবার ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি আমার এই কথায় বিশ্বাস কর।

কর্ণ উত্তরে বললেন, শল্য, আমি নিজের শক্তিকে আশ্রয় করে

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সম্মুখীন হতে চাই। কিন্তু আপনি তো মুখে মিত্র হয়ে প্রকৃত পক্ষে শত্রুই হয়েছেন। সেজন্য আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু আজ আমাকে কোন ব্যক্তিই এই অভিপ্রায় হতে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

কর্ণের কথা শুনে শল্য বললেন, কর্ণ অর্জুনের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণগুলি যখন তোমার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকবে, তখন তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার অভিলাষের জন্য অনুতপ্ত হবে।

বালশ্চন্দ্রং মাতুরঙ্কে শয়ানো
যথা কশ্চিৎ প্রার্থয়তেঽপহর্তুম।
তদ্বন্মোহাদ্ দ্যোতমানং রথস্থং
সম্প্রার্থয়স্যর্জুনং জেতুমদ্য॥ (ক) ৩৯।১৬

—যেমন মাতৃক্রোড়ে শায়িত কোন বালক চন্দ্রকে পেতে চায়, তেমনি তুমিও রথে উপবিষ্ট থেকে তেজস্বী অর্জুনকে মোহবশতঃ আজ পরাজিত করতে চাচ্ছ।

অর্জুনের শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারাল ত্রিশূলের মত। সেই অর্জুনের সঙ্গে আজ তুমি যুদ্ধ করতে চাচ্ছ। অর্থাৎ আজ তুমি ত্রিশূল নিয়ে তা দিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ ঘর্ষণ করতে ইচ্ছা করছ। যেমন বালক, মূঢ় ও বেগবান ক্ষুদ্র হরিণ ক্রুদ্ধ বিশালাকৃতি সিংহকে আহ্বান করে, তেমনি তুমিও আজ এই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তাকে আহ্বান করছ? তুমি মহাশক্তিশালী অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান কর না, যেমন বনে মাংস ভক্ষণে ইচ্ছুক শৃগাল মহাবল সিংহের কাছে গিয়ে নিহত হয়, তেমনি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হয়ে নিহত হবে।

কর্ণ, যেমন কোন খরগোস হস্তীকে যুদ্ধে আহ্বান করে থাকে, তেমনি তুমিও কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে আহ্বান করছ। তুমি যদি ক্রুদ্ধ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও, তবে তুমি মূর্খতাবশতঃ গর্তের মহাবিষাক্ত কৃষ্ণ সর্পকে এক খণ্ড কাঠের দ্বারা আঘাত করছ বুঝতে

হবে। তুমি মূর্খ, যেমন কোন শৃগাল ক্রুদ্ধ সিংহকে অবজ্ঞা করে স্বয়ং গর্জন করতে থাকে, তেমনি তুমিও মনুষ্যদের মধ্যে সিংহ তুল্য পরাক্রমশালী ও ক্রুদ্ধ অর্জুনকে অবজ্ঞা করে গর্জন করছ। (শৃগাল ইব মূঢ়স্ত্বং নৃসিংহং কর্ণ পাণ্ডবম্।) যেমন কোন সর্প নিজের মৃত্যুর জন্যই পক্ষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বেগশালী গরুড়কে আহ্বান করে থাকে, তেমনি তুমিও নিজের বিনাশের জন্যই অর্জুনকে আহ্বান করছ।

সর্বাম্ভসাং নিধিং ভীমং মূর্তিমন্তং ঝষাযুতম।
চন্দ্রোদয়ে বিবর্ধন্তমপ্লবঃ সংতিতীর্ষসি ॥ (ক) ৩৯।২৪

চন্দ্রোদয়ে বর্ধিত, জলজন্তুতে পরিপূর্ণ এবং উত্তাল তরঙ্গ মালায় ব্যাপ্ত অগাধ জলরাশি পূর্ণ ভয়ঙ্কর সমুদ্রকে বিনা নৌকাতেই কেবল দুই হাত দিয়ে তুমি পার হতে চাও।

মহামেঘং মহাঘোরং দর্দুরঃ প্রতিনর্দসি।
বাণতোয়প্রদং লোকে নরপর্জন্যমর্জুনম ॥ (ক) ৩৯।২০

—যেমন মহাভয়ঙ্কর মহামেঘের গর্জনের প্রত্যুত্তরে কোন ব্যাঙ শব্দ করতে থাকে, তেমনি তুমি জগতে বাণ রূপ জল বর্ষণকারী মনুষ্যের ন্যায় অর্জুনকে লক্ষ্য করে গর্জন করছ।

কর্ণ, যেমন নিজ গৃহে উপবিষ্ট কোন কুকুর বনের ব্যাঘ্রের দিকে মুখ করে ডাকতে থাকে, তেমনি তুমিও নরব্যাঘ্র অর্জুনের দিকে লক্ষ্য করে গর্জন করছ।

শৃগালোঽপি বনে কর্ণ শশৈঃ পরিবৃতো বসন্।
মন্যতে সিংহমাত্মানং যাবৎ সিংহ ন পশ্যতি ॥ (ক) ৩৯।২৮

—কর্ণ, বনে শশকের (খরগোস) সঙ্গে বাসকারী শৃগালও যতক্ষণ না সিংহকে দেখতে পায়, ততক্ষণ নিজেকে সিংহ বলেই মনে করে।

তেমনি রাধানন্দন, তুমিও পুরুষসিংহ অর্জুনকে যতক্ষণ দেখতে পাচ্ছ না, ততক্ষণ নিজেকে সিংহ বলে মনে করছ। একই রথে উপবিষ্ট সূর্য ও চন্দ্র তুল্য সুশোভিত কৃষ্ণ ও অর্জুনকে তুমি যতক্ষণ না দেখতে পাচ্ছ, ততক্ষণই তুমি নিজেকে ব্যাঘ্র মনে কর। এই মহাযুদ্ধে

যতক্ষণ না তুমি গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনি শুনতে পাও, ততক্ষণ তুমি যা ইচ্ছা বল, অর্জুনের রথের ও গাণ্ডীবের ধ্বনি যখন তুমি রণাঙ্গনে শুনবে ও দেখবে, তখন তুমি সত্বর শৃগালের ন্যায় আচরণ করবে।

নিত্যমেব শৃগালস্ত্বং নিত্যং সিংহো ধনঞ্জয়ঃ।

বীরপ্রদ্বেষণান্মূঢ় তস্মাৎ ক্রোষ্টেব লক্ষ্যসে॥ (ক) ৩৯।৩৩

—আরে মূঢ়, তুমি চিরদিনের জন্য শৃগাল। আর অর্জুন চিরকালের জন্যই সিংহ। বীরদের হিংসা কর বলেই তোমাকে শৃগালদের ন্যায় মনে হচ্ছে।

যেমন ইন্দুর ও বিড়াল, কুকুর ও ব্যাঘ্র, শৃগাল ও সিংহ এবং খড়গোস ও হাতী নিজ নিজ দুর্বলতা এবং প্রবণতার জন্য প্রসিদ্ধ তেমনি তুমি নির্বল ও অর্জুন সবল বলে বিখ্যাত।

যথানৃতঞ্চ সত্যঞ্চ যথা চাপি বিষামৃতে।

তথা ত্বমপি পার্থশ্চ প্রখ্যাতাবাত্মকর্মভিঃ॥ (ক) ৩৯।৩৫

—যেমন মিথ্যা ও সত্য এবং বিষ ও অমৃত নিজ পৃথক পৃথক প্রভাব ধারণ করে, তেমনি তুমি ও অর্জুন নিজ নিজ কর্মের জন্য বিখ্যাত।

মদ্ররাজা শল্য যুধিষ্ঠিরের নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষার্থেই উপরোক্ত শ্লেষোক্তি দ্বারা উত্তেজিত করে তাঁর তেজ নষ্ট করতে আরম্ভ করেন।

শল্যের নিন্দা শুনে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, শল্য গুণবান পুরুষদের গুণাবলি গুণবান্ পুরুষই জানতে পারেন, গুণহীন ব্যক্তি জানতে পারে না। (গুণান্ গুণবতাং বেত্তি নাগুণঃ।) আপনি সমস্ত গুণ হতে বঞ্চিত, সুতরাং গুণাগুণ বিষয়ে আপনার আর কি জ্ঞান থাকতে পারে?

শল্য, আমি অর্জুনের মহাস্ত্র, ক্রোধ, শক্তি, ধনু, বাণ ও পরাক্রমকে উত্তম রূপে জানি। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য আমি যেমন জানি, আপনি তেমন জানেন না।

কর্ণের এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়। কারণ কর্ণ প্রকৃত বীর ও সঙ্গে সঙ্গে চরম ধর্মনিষ্ঠ।

আমি নিজের ও অর্জুনের শক্তি জেনেই পার্থকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছি। আমার এই বাণ শত্রুদের রক্ত পান করে। এই বাণ একটিমাত্র তূণীরেই থাকে, তা অত্যন্ত স্বচ্ছ, কঙ্কপত্রযুক্ত এবং উত্তম রূপে অলঙ্কৃত। এই সর্পময় বিষাক্ত বাণ বহু বর্ষকাল পর্যন্ত চন্দনের চূর্ণ মধ্যে রেখে পূজিত হয়। সেই বাণ এককালীন বহু মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বদের নিহত করতে পারে। এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বাণ কবচ এবং অস্থিকেও বিদীর্ণ করতে পারে। আমি ক্রুদ্ধ হলে এই বাণের দ্বারা পর্বতরাজ মেরুকেও বিদীর্ণ করতে পারি। আমি অর্জুন বা কৃষ্ণকে ছেড়ে অন্য কারও উপর এ বাণ নিক্ষেপ করব না। আমার এই কথা সত্য। এই বাণ দিয়েই আমি কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব এবং সেই-ই আমার যোগ্য হবে। সমস্ত বৃষ্ণি বংশের বীরদের যোগ্যতা সঙ্গতি ও সম্পত্তি কৃষ্ণের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং পাণ্ডুর পুত্রদের বিজয় অর্জুনের উপরেই নির্ভর করছে। সুতরাং এই দু যোদ্ধাকে যুদ্ধে এক সঙ্গে পেয়ে কোন বীর পশ্চাদপসরণ করবে? এই দুই পুরুষ শ্রেষ্ঠ এক সঙ্গে মিলিত হয়ে রথারূঢ় হয়ে একা আমাকে আক্রমণ করবে। অতএব আমার ভাগ্য কত ভাল—তা লক্ষ্য কর। সূত্রমধ্যে গ্রথিত দুটি মণির ন্যায় প্রেম সূত্রে বদ্ধ এই দুই পিসতুতো ও মামাতো ভাই কৃষ্ণ এবং অর্জুন কখনও কার নিকট পরাজিত হয় না। কিন্তু আপনি আজ দেখবেন আমি তাদের নিহত করব।

অর্জুনের হাতে গাণ্ডীব ধনু এবং কৃষ্ণের হাতে সুদর্শন চক্র বিরাজ করে। অর্জুন হল কপিধ্বজ এবং কৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ। ভীরুরা এ সমস্ত দেখে ভয় পায়, কিন্তু আমার এতে আনন্দ হয়।

আপনি দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন মূর্খ। যুদ্ধে কি ভাবে শত্রুর সম্মুখীন হতে হয় তা আপনি জানেন না। ভয়ে আপনি ম্রিয়মাণ, সেজন্য আপনি নানা প্রকার অসঙ্গত সংলাপ করছেন।

কর্ণ শল্যকে দুষ্ট পাপী, নীচ, ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার দুর্মতি ইত্যাদি

কঠিন ভাষায় তিরস্কার করে বললেন, আপনি এদের কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য স্তুতি করছেন? আজ যুদ্ধে আমি এদের বধ করে আপনাকেও বন্ধু বান্ধব সহ নিহত করব। আপনি আমার শত্রু হয়েও বন্ধুরূপে যেন অর্জুন ও কৃষ্ণ হতে ভয় দেখাচ্ছেন? আজ হয় আমি এদের উভয়কে বিনাশ করব, অথবা আমাকে এরা উভয়ে হত্যা করবে।

আমি নিজের শক্তি ভাল ভাবেই জানি। সেজন্য কৃষ্ণ ও অর্জুনকে কখনও ভয় পাই না। নীচ দেশ জাত শল্য, আপনি চুপ করুন। আমি একাই সহস্র সহস্র কৃষ্ণ ও অর্জুনকে নিহত করব।

মূর্খ শল্য, স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধরা, ক্রীড়াসক্ত মানুষ এবং স্বাধ্যায়-কারী মানুষরা ও দুরাত্মা মদ্রবাসী ব্যক্তিদের বিষয়ে যে সব গাথা গান করে থাকে এবং ব্রাহ্মণরা প্রথমে রাজার নিকট এসে যথাযথ রূপে যার বর্ণনা করেন, সেই গাথাগুলি আপনি একাগ্র চিত্তে নীরবে শুনুন অথবা উত্তর দিন।

মদ্রবাসী সর্বদা মিত্রদোহী, যে ব্যক্তি আমাদের অকারণে ঈর্ষা করে, সে মদ্রদেশেরই অধম মানুষ। নীচ বাক্যভাষী মদ্রবাসীরা কারো প্রতি সৌহার্দ ভাব পোষণ করে না। মদ্রবাসী সর্বদা দুরাত্মা, সদা মিথ্যাবাদী ও কুটিল। শোনা যায় মদ্রবাসীরা আমরণ দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন। কর্ণ শল্যের নিকট এভাবে মদ্রবাসীর আচার রীতি নীতির তীব্র নিন্দা করেন। তিনি আরও বললেন মদ্রবাসীরা কেশাগ্র হতে নখাগ্র পর্যন্ত নিন্দনীয়। এরা সকলেই প্রায় কুকর্মে আসক্ত। তাদের বিষয়ক আমি অন্যান্যরাও এরূপ কথা বলে থাকি। মদ্র ও সিন্ধু সৌবীর দেশবাসীরা পাপপূর্ণ দেশে জন্মে ম্লেচ্ছ হয়। এদের মধ্যে ধর্ম কর্মের বিষয়ে কোন জ্ঞানই দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তারা এ জগতের ধর্ম সম্বন্ধে কি বলবে?

ক্ষত্রিয়দের সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়ে মৃত্যুবরণ করা আমিও যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিজের প্রাণ ত্যাগ করব। এটাই আমার পক্ষে

প্রথম শ্রেণীব কাজ হবে। কারণ আমি মৃত্যুব পর স্বর্গে যাবার অভিলাষী।

কর্ণ যে সূতপুত্র নয প্রকারান্তে তা তিনি বার বাব প্রকাশ কবেছেন। অন্যথা ক্ষত্রিয়েব ধর্ম বীবগতি লাভেব জন্য তিনি এত আগ্রহী কেন হয়েছিলেন?

আমি দুর্যোধনেব প্রিয়। সুতবাং আমার কাছে যা কিছু ধন বৈভব আছে, সেই সমস্ত এবং আমাব প্রাণও তাবই জন্য। শল্য, এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, পাণ্ডববা আমাদেব পবস্পবেব মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবাব জন্য তোমাকে নিযুক্ত কবেছে এবং সেজন্যই তুমি এভাবে শত্রুতা কবছ।

কর্ণেব উপবোক্তি হতে তাঁব বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তাব পরিচয পাওয়া যায। তাই তিনি শল্যব অভিপ্রায উপলব্ধি কবতে ব্যর্থ হননি।

কর্ণ উদাহবণ দিয়ে শল্যকে বোঝালেন যেমন শত শত নাস্তিক মিলিত হযেও ধর্মজ্ঞ পুরুষকে ধর্ম হতে বিচলিত কবতে পাবে না, তেমনি আপনার ন্যায় শত শত ব্যক্তি আমাকে যুদ্ধ হতে বিবত করতে পাববে না। বোদেব তেজে সন্তপ্ত হবিণেব মত ইচ্ছানুসারে বিলাপ কব বা শুষ্ক হও, কিন্তু ক্ষত্রিয ধর্মে স্থিত আমাকে তুমি কোন প্রকারে ভয দেখাতে পাববে না।

পূর্বে গুরু পরশুবাম যুদ্ধে অনিবৃত্ত এবং শত্রুব সম্মুখীন হয়ে প্রাণত্যাগকাবী সিংহতুল্য পবাক্রমী বীবদেব লভ্য যে উত্তম গতির কথা বলেছেন, তা আমাব মনে আছে। শল্য, আপনি এটা জানবেন যে আমি ধৃতবাষ্ট্রেব পুত্রদেব বক্ষা কববাব জন্য এবং বাজা পুরূববার চরিত্রেব আশ্রয নিযে যুদ্ধ কবতে ইচ্ছুক হযে এখানে আছি। (বিদ্ধি মামাস্থিতং বৃত্তং পৌরূববসমুত্তমম্।) ত্রিভুবনে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে আমাকে আমাব সঙ্কল্পচ্যুত কবতে পাবে।

বিদ্বান শল্য, এটা জেনে আপনি নীববে থাকুন। ভযে কেন

এত কথা বলছেন? যদি আপনি নীরবে বসে না থাকেন, তবে আপনাকে খণ্ড খণ্ড করে মাংসভক্ষী প্রাণীদের দেব।

শল্য, প্রথমতঃ আমি মিত্র দুর্যোধন ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র উভয়ের জন্য কাজ করছি, দ্বিতীয়তঃ নিজের নিন্দাকে আমি ভয় করি, তৃতীয়তঃ আমি ক্ষমা করব'—বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—এই তিন কারণে আপনি এখনও জীবিত আছেন।

মহারাজ, যদি পুনরায় আপনি এরূপ কথা বলবেন তবে আমি আমার এই বজ্রতুল্য গদার দ্বারা আপনার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করে ভূপাতিত করব।

নীচ দেশে জন্ম শল্য, আজ এখানে শ্রোতারা সকলে শুনুক এবং দ্রষ্টা ব্যক্তিরা সকলে দেখুক যে কৃষ্ণ ও অর্জুন কর্ণকে বধ করবে অথবা কর্ণ ই তাদের দুজনকে বধ করবে। একথা বলে কর্ণ শল্যকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন।

শল্য কর্ণের তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে বললেন, সূতপুত্র, আমি যুদ্ধে অনিবৃত্ত, যজ্ঞপরায়ণ, মূর্ধাভিষিক্ত রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেছি এবং নিজেও ধর্মপরায়ণ, মদ্যপায়ী ব্যক্তি যেমন মত্ত হয়, তেমনি তুমিও উন্মত্ত হয়েছো। সুতরাং আমি সুহৃৎ বলে তোমার ন্যায় উন্মত্তের আজ চিকিৎসা করব।

আমার নিজের এমন কোন দোষের কথা শুনিনি যার জন্য তুমি নিরপরাধ আমাকেও বধ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পার। আমি দুর্যোধনের হিতৈষী এবং বিশেষতঃ সারথি হয়ে রথে উপবিষ্ট আছি, সেজন্য তোমার মঙ্গলের জন্য আমি তোমাকে অবশ্যি বলব।

সম ও বিষম অবস্থা, রথী যোদ্ধার প্রবলতা ও দুর্বলতা, রথীর সঙ্গে অশ্বদের কষ্ট, অস্ত্র আছে কি নাই তার জ্ঞান, জয় ও পরাজয় সূচক পশু পক্ষিদের রব ভাব, অতিভার, শল্য চিকিৎসা, অস্ত্র প্রয়োগ যুদ্ধ ও শুভাশুভ নিমিত্ত—এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকা আমার একান্ত আবশ্যক। কারণ আমিও এই রথের একজন সঙ্গী। কর্ণ,

সেজন্য আমি তোমাকে পুনবায এক দৃষ্টান্ত দিয়ে বলবো বলে শল্য কর্ণকে হংস ও কাকেব উপাখ্যান শোনালেন।

পূর্বকালে সেই কাক যেমন বৈশ্য কুলে জন্ম সব ব্যক্তিব উচ্ছিষ্ট ভোজন কবে প্রতিপাসিত হযেছিল, তেমনি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদেব উচ্ছিষ্ট ভোজন কবে প্রতিপালিত হযেছো—এতে কোন সংশয নেই। কর্ণ এজন্য তুমি তোমাব ন্যায় বা তোমাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষদের অপমান করছ।

বিবাট নগবে দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ভীষ্ম এবং কৌরব বীরবা তোমাকে বক্ষা কবছিলেন। সেই সময পার্থ একাকী তোমার সামনে এসেছিল, তথাপি তাকে তুমি বধ কর নাই কেন? সেখানে অর্জুন তোমাদেব এমন ভাবে পবাজিত কবেছিল, যেমন এক সিংহ বহু শৃগালকে পবাজিত কবে থাকে। কর্ণ, সেই সময় তোমার পবাক্রম কোথায় ছিল? যুদ্ধে নিজেব ভ্রাতাদের নিহত হতে দেখে কৌবব বীবদেব সামনে সর্বপ্রথম তুমি পলাযন কবেছিলে।

দ্বৈতবনে গন্ধর্ববা যখন আক্রমণ কবেছিল, সেই সময় সমস্ত কৌববদেব ফেলে প্রথমেই তুমি পলাযন করেছিলে। সেখানে অর্জুনই গন্ধর্বদেব পবাজিত করে কৌবব বমণীদেব সঙ্গে দুর্যোধনকে মুক্ত কবেছিল।

কর্ণ, তোমাব গুরু পরশুবাম সেদিন রাজসভায অর্জুন ও কৃষ্ণের পুরানো প্রভাবেব কথা বর্ণনা কবেছিলেন। দ্রোণাচার্য ও ভীষ্ম সমস্ত নৃপতিদেব কৃষ্ণার্জুন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা তুমি শুনেছিলে। ইঁহারা উভয়েই কৃষ্ণার্জুন যে অবধ্য তা বলেছিলেন। আমি আব কত উল্লেখ কবে তোমাকে বোঝাব যে অর্জুন কোন কোন গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেমন ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি অর্জুন তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (ত্বত্তোঽতিরিক্তঃ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো ব্রাহ্মণো যথা।) তুমি এখন বথে বসেই কৃষ্ণ ও অর্জুনকে দেখতে পাবে। যেমন কাক হংসেব শরণাপন্ন হযেছিল, তেমনি তুমিও কৃষ্ণ ও

অর্জুনের শরণাপন্ন হও। যেমন যুদ্ধে তুমি কৃষ্ণার্জুনকে একই রথে উপবিষ্ট দেখবে, তখন আর এরূপ কথা বলবে না। তখন অর্জুন শত শত শরাঘাতে তোমার দর্প চূর্ণ করে দেবে এবং তুমি তখন দেখবে তোমার ও অর্জুনের মধ্যে কতটা প্রভেদ আছে। যেমন জোনাকী পোকা সূর্য ও চন্দ্রকে বিদ্রূপ করে থাকে, তেমনি তুমি দেবতা অসুর ও মানুষদের মধ্যে বিখ্যাত এই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর কৃষ্ণ ও অর্জুনকে মূর্খতা বশতঃ অপমান কর না। যেমন সূর্য ও চন্দ্র, তেমনি কৃষ্ণ এবং অর্জুন। এরা উভয়ে নিজের তেজে সর্বত্রই বিখ্যাত। কিন্তু তুমি মানুষদের মধ্যে জোনাকী পোকার তুল্য। (প্রাকাশ্যেনাভিবিখ্যাতৌ ত্বং তু খদ্যোতবন্নৃষু।) তুমি কৃষ্ণ ও অর্জুনকে এরূপ জেনে তাঁদের অপমান কর না। নিজের প্রশংসা না করে তুমি নীরব হও।

অসন্তুষ্ট কর্ণ শল্যকে উত্তর দিলেন, অর্জুন ও কৃষ্ণ কেমন তা আমার জানা আছে। অর্জুনের সারথি কৃষ্ণের শক্তি ও অর্জুনের মহাস্ত্রগুলির বিষয় আমি এখন ভাল ভাবেই জানি যা আপনার এখনও জানা নেই। যদি ও অস্ত্রধারীদের মধ্যে এরা দুজন শ্রেষ্ঠ তবু আমি নির্ভয়ে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কিন্তু আমি পরশুরামের নিকট হতে এবং এক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠের নিকট হতে যে অভিশাপ পেয়েছি তাই আমার দুঃখের কারণ।

তখন কর্ণ শল্যকে আত্মপরিচয় গোপন করে তিনি কি ভাবে পরশুরামের কাছে অস্ত্র বিদ্যা শিখতে গেলেন এবং একদিন গুরু তাঁর জঙ্ঘায় নিদ্রিত ছিলেন। অর্জুনের হিতাকাঙ্ক্ষী ইন্দ্র একটি কীটের ভয়ঙ্কর শরীরে প্রবেশ করে তাঁকে দংশন করে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেন। এই ক্ষতের দ্বারাই তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় পরশুরামের অভিশাপ পেলেন। এই অভিশাপের ফলে অর্জুন উপকৃত হয়েছে তা বললেন।

"On the Remedies of Good and Bad Fortune" সম্বন্ধে Petrarch লিখেছেন—Fortune is more tracherous

and dangerous when she caresses than when she dismays. কথাটি কর্ণের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কারণ দ্রোণ যখন কর্ণ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নয় বলে কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যা শেখাতে অস্বীকার করেন, তখন কর্ণ আত্মপরিচয় গোপন করে পরশুরামের নিকট হতে ব্রহ্মাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছিলেন, ঠিক সেই সময় যেন এক ফুৎকারে তাঁর ভাগ্য তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর আয়ত্ত সেই অভীষ্ট বিদ্যা যে উদ্দেশ্যে তিনি শিখলেন তা ব্যর্থ করে দিল। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস।

গুরু পরশুরাম আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তোমার মৃত্যু সময় ছাড়া অন্য সব সময়ে এই অস্ত্র তোমার প্রযোজনে আসবে। কারণ ব্রাহ্মণেতর মানুষদের মধ্যে এই অস্ত্র সর্বদা স্থির থাকে না। সেই অস্ত্র আজ এই অত্যন্ত ভযঙ্কর যুদ্ধে প্রভূত সাহায্য করবে।

আজ আমি এই যুদ্ধে ভযঙ্কর ধনুর্ধর, ভযঙ্কর, অসহ্য পরাক্রমশালী এবং সত্য প্রতিজ্ঞ অর্জুনকে নিহত করব। সেই ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়া অন্য এক অস্ত্রও আমি পেয়েছি, যা দিয়ে আমি শত্রুদের বিতাড়িত করব এবং অর্জুনকেও বধ করব। আমি বক্ষ বিদীর্ণকারী, সুন্দর পক্ষযুক্ত, অসংখ্য বীরনাশক বাণগুলির প্রযোগকারী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব, যা এই জগতে বীরদের মধ্যে সর্বোত্তম যুদ্ধ হবে।

যুদ্ধে যার সমান আর অন্য কাউকেও মনে করি না, যে হাতে ধনু নিলে দেবতা ও অসুরদের পরাজিত করতে পারে, সেই বীর অর্জুনের সঙ্গে আমার ভযঙ্কর যুদ্ধ হবে, তা আপনি দেখবেন। আমি বাণের দ্বারা অর্জুনকে এমন করে আচ্ছাদিত করব, যেমন মেঘ অন্ধকারনাশক সূর্যকে আচ্ছাদিত করে থাকে। যুদ্ধে যার তুল্য অন্য কোন যোদ্ধা নেই, যে এই সমগ্র ধরণীকে জয় করেছে, আজ আমি যুদ্ধে তার সঙ্গেই মিলিত হযে বলপূর্বক যুদ্ধ করব। যে সব্যসাচী খাণ্ডব বনে দেবতাদের সঙ্গে সমস্ত প্রাণীকেই জয করেছে, আজ আমি তীক্ষ্ণ শরাঘাতে সেই অতিরথ অর্জুনের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করব।

আমি যুদ্ধে মৃত্যু অথবা জয়লাভ করবার ইচ্ছা পোষণ করে অর্জুনের সঙ্গে সংগ্রাম করব। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় এরূপ কোন ব্যক্তি নেই যে ইন্দ্রতুল্য অর্জুনের সঙ্গে একমাত্র রথের সাহায্যে যুদ্ধ করতে পারে? আমি এই যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের সমাজে অত্যন্ত আনন্দ ও উল্লাসের সঙ্গে অর্জুনের উৎসাহ বর্ণনা করতে পারি।

কর্ণ যে ভাবে তাঁর পরম শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনের প্রশংসা করেছেন, তা উদার চিত্ত না হলে কখনই সম্ভব নয়। সাধারণতঃ মানুষ শত্রুর সব কিছুই নিন্দনীয় বলে থাকেন। কখনও শত্রুর কোন গুণকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। কিন্তু মহাভারতে কর্ণ যে ভাবে অর্জুনের শক্তির প্রশংসা করেছেন, তাতে তিনি অতীব প্রশংসনীয়।

কর্ণ শল্যকে বললেন, আপনি মূর্খ। নতুবা অর্জুনের পুরুষাকারের বর্ণনা কেন আমার কাছে করছেন? অপ্রিয়, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রচিত্ত ও ক্ষমাহীন যে মানুষ ক্ষমাশীল পুরুষের নিন্দা করে, এমন শত শত মানুষকে আমি বধ করতে পারি। কিন্তু কালযোগে ক্ষমা ভাবের দ্বারা আমি এই সব কিছু সহ্য করে যাচ্ছি।

কর্ণ শল্যকে ভর্ৎসনা করে বললেন, আপনি মূর্খের ন্যায় অর্জুনের জন্য আমার অপমান করতে করতে আমাকে অপ্রিয় বাক্য শোনাচ্ছেন। আমার প্রতি সরল ব্যবহার করা আপনার উচিত ছিল। কিন্তু আপনি কূট প্রকৃতির, আপনি মিত্রদ্রোহী। কারো সঙ্গে যদি সাত পা চলা যায়, তবে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। (সাতপাদং হি মৈত্রম্।)

এখন অত্যন্ত গুরুতর সময়। দুর্যোধন যুদ্ধে এসেছেন। আমি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে চাই। কিন্তু আপনি চাচ্ছেন যে যাতে এই কার্য সিদ্ধির সম্ভাবনা কোন প্রকারেই না হয়।

আমি দুর্যোধনের মঙ্গল, আপনার প্রিয় এবং নিজের যশ ও প্রসন্নতার জন্য ও ভগবানের প্রীতি সম্পাদনের জন্য অর্জুন ও কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করব। আজ আমার এই কাজ আপনি দেখুন।

আজ আমার ব্রহ্মাস্ত্র, দিব্যাস্ত্র, ও মানুষাস্ত্র সব দেখুন। আমি এদেব দ্বাবা পবাক্রমশালী অর্জুনের সঙ্গে সেই ভাবে যুদ্ধ কবব, যেমন কোন মদমত্ত হস্তী অপব এক মদমত্ত হস্তীব সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হব। (দ্বিপো দ্বিপং মত্তমিবাতিমত্তঃ।) আমি যুদ্ধে অজেয় এবং অসীম শক্তিশালী ব্রহ্মাস্ত্রকে মনে মনে স্মরণ কবে নিজেব জয়লাভেব জন্য অর্জুনেব উপব নিক্ষেপ কবব। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের অভিশাপ তাঁব মনে পড়ল। তিনি বললেন, যদি যুদ্ধেব সময় আমাব বথের চাকা ভূমি গ্রাস না কবে, তবে এই ব্রহ্মাস্ত্রেব দ্বাবা অর্জুন জীবিত অবস্থায় ফিবতে পাববে না।

অভিশাপ সন্তপ্ত কর্ণ সবল ভাবে শল্যেব কাছে আবও প্রকাশ করলেন, এ ভয়ঙ্কর অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবাব জন্য আমি ব্রাহ্মণকে এক হাজাব ধেনু ও ছয় শত বলদ দান কবেছিলাম। কিন্তু তাতেও সেই ব্রাহ্মণের কৃপা লাভ কবিনি। শ্বেত বর্ণেব বৎস সহ চৌদ্দ হাজাব কৃষ্ণ বর্ণেব গাভী আমি তাকে দান কববাব জন্য নিয়ে আসলেও সেই ব্রাহ্মণ আমাকে করুণা কবেনি। আমি আমার সমস্ত সম্পদ তাকে দান কবতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ কবলেন। সেই সময় আমি নিজের অপরাধেব জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কবায় ব্রাহ্মণ বললেন তাঁব অভিশাপ কখনও অন্যথা হতে পাবে না। মিথ্যা কথায় প্রজারা ধ্বংস হয়। অতএব আমি মিথ্যে কথা বললে পাপী হব। সেই জন্য আমি ধর্ম বক্ষার্থে মিথ্যা কথা বলতে পাববো না। তুমি লোভ দেখিয়ে আমাব উত্তম গতি নষ্ট কব না। তুমি অনুতাপ এবং দানেব দ্বারা সেই বৎস বধেব প্রায়শ্চিত্ত কবা জগতে কেউই আমাব কথাকে মিথ্যা বলতে পাববে না। সেইজন্য আমার শাপ অবশ্যই ফলবে। (মদ্বাক্যং নানৃতং লোকে কশ্চিৎ কুর্যাৎ সমাপ্নুহি।)

শল্য, আমি দণ্ডধাবী সূর্যপুত্র যম, পাশধাবী বরুণ, গদাপাণি কুবের, বজ্রধারী ইন্দ্র অথবা কোন আততায়ী শত্রু হতে কখনও ভয়

পাই না—এটা আপনি জান্নুন। সেজন্য অর্জুন ও কৃষ্ণ হতেও আমাব কোন ভয় হয না। সেই দুজনেব সঙ্গে অবশ্যই আমার যুদ্ধ হবে।

অতঃপব কর্ণ বললেন, মদ্রবাজ, যদিও আপনি আমার নিন্দা কবছেন, তথাপি সৌহার্দ্দবশতঃ আমি আপনাকে সমস্ত কথাই বললাম। আমি জানি আপনি নিন্দা কবলেও চলে যেতে পারবেন না, সেইজন্য নীববে বসে আমাব আবও কিছু কথা শুনুন।

আপনি যে সব দৃষ্টান্ত দিলেন, তাব উত্তবে বলছি আপনি এই যুদ্ধে আপনাব কথায় আমাকে ভীত কবতে পাববে না। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাবাও আমাব সঙ্গে যুদ্ধ কবলে আমি ভীত হব না। সুতরাং সে স্থলে কৃষ্ণ অর্জুনেব কথা আব কি বলব? সুতরাং আপনি যুদ্ধে যাকে ভীত কবতে পাববেন তেমন ব্যক্তিব সন্ধান করুন। আপনি আমাব গুণ গুলিব বর্ণনা করতে অসমর্থ হয়ে বহু অপলাপ বাক্য বলে যাচ্ছেন।

ন হি কর্ণঃ সমুদ্ভূতো ভযার্থমিহ মদ্রক।
বিক্রমার্থমহং জাতো যশোহর্থঞ্চ তথাত্মনঃ ॥ (ক) ৪৩।৬

--মদ্রাবাসী, কর্ণ এ জগতে ভয় ভীত হবার জন্য জন্মগ্রহণ কবেনি। আমি পবাক্রম প্রদর্শন ও নিজেব যশ বিস্তাবেব জন্য উৎপন্ন হযেছি।

তিনটি কাবণে আপনি এখনও জীবিত আছেন—প্রথমতঃ আপনি আমাব সারথি হযে বন্ধু হযেছেন, দ্বিতীয়তঃ সৌহার্দ্দবশতঃ আমি আপনাকে ক্ষমা কবেছি এবং তৃতীয়তঃ মিত্র দুর্যোধনের অভীষ্ট সিদ্ধিই আমার লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য। দুর্যোধন সমস্ত কাজেব ভাবই আমাব উপব দিযেছেন। এ সব কাবণে আপনি ক্ষণ কালও জীবিত আছেন। তাছাড়া আমি প্রথমেই এই সত্য ও সর্ত্ত কবেছি যে, আপনার অপ্রিয় কথা ক্ষমা করবো। যদি ও মিত্রদ্রোহ মহাপাপ

এসব কারণে আপনি এখনও জীবিত আছেন। (মিত্রদোহস্ত পাপীয়ানিতি জীবসি সাম্প্রতম্।)

শল্য, যিনি কর্ণের প্রতি শক্রতাচারণ করে তাঁর তেজ খর্ব করবার জন্য শত্রু পক্ষের প্রশংসা করে কর্ণর নিন্দা করছিলেন, এমন শত্রুর নিকট কর্ণের অপকটে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করার মধ্যে কর্ণ চরিত্রের অন্য আরেক একটি দিক প্রকাশ পেয়েছে।

উত্তরে শল্য বললেন, তোমার মত যদি হাজার কর্ণ না থাকে, তাহলেও যুদ্ধে শত্রুদের জয় করা যায়। (ঋতে কর্ণ সহস্রেণ শক্যা জেতুং পরে যুধি।)

কর্ণের শৌর্যের এমন অবমাননা কর্ণকে বিদ্ধ করল। প্রত্যুত্তরে কর্ণ মদ্র বাসীদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি খাদ্য পানীয় ও চরিত্রের সমালোচনা করে বললেন, যেখানে ব্রহ্মার সমকালীন বেদ বিরুদ্ধ আচারপরায়ণ নীচ ব্রাহ্মণরা বাস করে থাকে, সেটাই আরট্ট নামক দেশ এবং সেখানকার জলের নাম বাহীক। এই সব অধম ব্রাহ্মণদের বেদে জ্ঞান, সেখানে কোন যজ্ঞ বেদী এবং যাগ যজ্ঞও হয় না। কারণ এ সব ব্রাহ্মণ সংস্কারহীন এবং চরিত্রহীনা মেয়েদের সন্তান। সুতরাং দেবতারা এদের অন্ন গ্রহণ করেন না। এই ভাবে কর্ণ মদ্র দেশের ও দেশবাসীর সব কিছুর নিন্দা করতে থাকেন।

এইভাবে কর্ণ মদ্রাদি বাহীক দেশবাসীদের দোষ দেখিয়ে নিন্দা করলে শল্য বললেন, কর্ণ তুমি যেখানকার রাজা হয়েছ সেই অঙ্গদেশে কি হযেছে? নিজের জ্ঞাতি বন্ধুরা রোগাক্রান্ত হলে তারা তাদের ত্যাগ করে এবং নিজেদের পত্নী পুত্রদের বিক্রয় করে।

সেদিন রথী ও অতিরথী বীরদের গণনা করবার সময় ভীষ্ম তোমাকে যা বলেছেন, তদনুসারে তুমি নিজের দোষ জ্ঞাত হযে ক্রোধ পরিহার কর।

কর্ণ, সর্বত্রই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররা বাস করেন এবং

ভাল ব্রতপালনকারিণী পতিব্রতা সাধ্বী মহিলারাও বর্তমান আছেন। সব দেশের লোকই অপব দেশেব লোকেব সঙ্গে কথা বলবার সময় উপহাস কবে পরস্পর পবস্পবকে আঘাত কবে থাকে। অন্যেব দোষ ত্রুটি বর্ণনা' কবতে সব মানুষই নিপুণ। কিন্তু নিজের দোষ তাবা জানতে পারে না, অথবা জেনেও না জানাব ভাণ করে। সব দেশেই নিজ নিজ ধর্মাবলম্বী বাজা আছেন। তাঁবা দুষ্টদের দমন কবেন। সর্বত্রই বহু ধর্মাত্মা মানুষও বাস কবেন। এভাবে শল্য আত্মপক্ষ সমর্থন কবলেন।

কর্ণ একই দেশে বাস করে বলে সব লোকই পাপী হয় না। সেই দেশে মানুষ নিজ শ্রেষ্ঠ শীল স্বভাবের দ্বাবাই এরূপ মহাপুরুষ হয় যে তাঁদের ন্যায দেবতারও হতে পাবে না। (যাদৃশাঃ স্বস্বভাবেন দেবা অপি ন তাদৃশাঃ)

কর্ণ-শল্য যখন এ প্রকার বিবাদে ব্যাপৃত দুর্যোধন তখন উপস্থিত হয়ে উভয়কেই এই বাদ বিসংবাদ হতে নিবৃত্ত কবলেন। দুর্যোধন কর্ণকে বন্ধুভাবে নিষেধ কবলেন এবং শল্যকে কৃতাঞ্জলি হয়ে নিবারণ করলেন।

অতঃপব কর্ণ যখন দেখলেন পাণ্ডববা অনুপম ব্যূহ বচনা করেছেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন তা বক্ষা করছেন, তখন শত্রুঘাতী কর্ণ কৌরব সৈন্যদের নিয়ে ব্যূহ বচনা কবে ইন্দ্র যেমন অসুর সৈন্যদেব সংহার করেন, তেমনি পাণ্ডব সৈন্যদের সংহাব কবতে আরম্ভ কবলেন এবং যুধিষ্ঠিরকেও আহত করলেন।

তখন সৈন্যবা পরস্পব কর্ণ ও অর্জুনের শক্তিব সমালোচনা করছিল। কেউ বলছিল আজ কর্ণ অর্জুনকে বধ করবেন। আর অন্যরা বলছিল অর্জুন কর্ণকে বধ করে দুর্যোধনের সব সৈন্যদের আজ নিহত করবেন। সকলেই এক মত হল যে দেবাসুব সংগ্রামের তুল্য এক প্রচণ্ড সংগ্রাম দেখতে পাবে।

সৈন্যদের সামনে কর্ণকে অবস্থিত দেখে রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনকে

বললেন, অর্জুন বণাঙ্গনে কর্ণ দ্বারা বচিত এই মহাব্যূহ তুমি দেখ। এবং যুদ্ধ নীতি স্থির কব, যাতে কেউ আমাদেব পবাজিত কবতে না পারে।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, যুদ্ধ শাস্ত্রে লেখা আছে যে এই ব্যূহেব প্রধান সেনাপতিব বিনাশ হলে পবই এই ব্যূহ ধ্বংস হয়। অতএব আমি তাই করব।

তখন যুধিষ্টির বললেন, অর্জুন তাহলে তুমি কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ কর। ভীম দুর্যোধনের সঙ্গে, নকুল বৃষসেনেব সঙ্গে, সহদেব শকুনির সঙ্গে শতানীক দুঃশাসনেব সঙ্গে, সাত্যকি কৃতবর্মের সঙ্গে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামাব সঙ্গে এবং আমি স্বয়ং কৃপাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করব। এবং দ্রৌপদীব পঞ্চপুত্র শকুনি ও ধৃতরাষ্ট্রেব অবশিষ্ট পুত্রদেব সঙ্গে যুদ্ধ করুক। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ মত অর্জুন সৈন্যদেব যুদ্ধের আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং সেই সৈন্যদেব অগ্রভাগে অবস্থান করলেন।

কৃষ্ণ ও অর্জুনকে শত্রুদেব দিকে আসতে দেখে শল্য কর্ণকে বললেন, কর্ণ, তুমি যার কথা বাব বার জিজ্ঞেস করছিলে, কুন্তী কুমার সেই অর্জুন শত্রুদেব সংহাব করতে কবতে রথের সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছে। তার অশ্বগুলি শ্বেতবর্ণেব কৃষ্ণ তাব সারথি এবং সে তোমাব সমস্ত সৈন্যেব পক্ষেই সর্বোতভাবে দুর্নিবাব, মেঘেব প্রচণ্ড গর্জনেব ন্যায় রথের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই সেই দুরাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জুন আসছেন। কর্ণ, উপবে উত্থিত ধূলি জালে আকাশ আচ্ছাদিত এবং রথেব চক্রের সঞ্চালনে পৃথিবী কম্পমান। তোমার সৈন্যদের চারিদিকে প্রচণ্ড বেগে বায়ু বইছে, সমস্ত মাংসভক্ষী পশু পক্ষীরা ডাকছে এবং মৃগবা ভয়ঙ্কব ভাবে বোদন করছে। সঙ্গে সঙ্গে তোমাব বথে আবদ্ধ শ্রেষ্ঠ ও বঙ্গীন চামর গুচ্ছ হঠাৎ জ্বলে উঠেছে ও কাঁপছে, তোমার মহাকায অশ্বগুলি যাবা গরুড়ের মত আকাশে উড়তে সমর্থ তারা কাঁপছে। এ সব দুর্নিমিত্ত আজ ভয়ঙ্কব ক্ষয় ক্ষতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

কর্ণ, এই দেখ, বোমাঞ্চকর ভযানক, মেঘেব ন্যায মহাভযঙ্কর কবন্ধাকার কেতু নামে গ্রহ সূর্যমণ্ডলকে পরিবেষ্টিত করছে। চাবদিকে নানা প্রকার পশু সমষ্টি এবং বলবান সিংহ সূর্যেব দিকে তাকিয়ে আছে। সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কব কঙ্ক ও গৃধ্র একত্রে সমবেত হয়ে সামনে রয়েছে এবং পবস্পর বব করছে।

তোমাব এই বিশাল বথে বদ্ধ বঙ্গীন ও শ্রেষ্ঠ চামবগুলি হঠাৎ প্রজ্বলিত হযে উঠেছে এবং ধ্বজ তীব্র বেগে ‍দুলছে। বিশালদেহ মহাবেগশালী গরুডের ন্যায় তোমাব অশ্বগুলি কাঁপছে।

কর্ণ, যখন এইসব অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই আজ শত শত সহস্র সহস্র নৃপতিরা নিহত হবেন। চাবদিকে শঙ্খ, ঢোল, ও মৃদঙ্গগুলিতে বোমাঞ্চকব তুমুল ধ্বনি উঠছে। বাণেব বিভিন্ন শব্দ, মনুষ্য, অশ্ব ও রথগুলিব কোলাহল ও বীরদের ধনুগুর্ণ ও দস্তানাব শব্দে এক ভয়ঙ্কর বাতাবরণ সৃষ্ট হয়েছে। বথগুলির ধ্বজেব উপরে সোনা ও রূপাব তাবকা চিহ্নিত বস্ত্রগুলি বাযুতে দুলছে।

কর্ণ দেখ, অর্জুনেব রথের পতাকাব মধ্যে স্বর্ণময চন্দ্র, সূর্য ও তাবকা চিহ্ন রয়েছে এবং তাদেব মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ঘণ্টাও যুক্ত আছে। রথেব এই পতাকাগুলি মেঘেব মধ্যে বিদ্যুতেব মত প্রকাশ পাচ্ছে। দেবতাদেব বিমানের ন্যায় অর্জুনেবও বথেব উপবে এই ধ্বজ বাযুব আঘাতে শব্দ করছে এবং অত্যন্ত শোভা পাচ্ছে। এই দেখ, বানবযুক্ত ধ্বজবিশিষ্ট অপবাজিত বীর অর্জুন আক্রমণ করবার জন্য এগিয়ে আসছে।

অর্জুনেব গাণ্ডীব ধনুর তীক্ষ্ণবাণে নিহত নৃপতিদেব মস্তকে বণভূমি আচ্ছাদিত হয়ে পড়ছে। অশ্বাবোহী যোদ্ধাসহ অশ্ববা ক্ষত বিক্ষত হযে ভূতলে শয়ন করছে। পর্বত শিখবের ন্যায় বিশাল দেহ এই সব হস্তী অর্জুনেব দ্বাবা নিহত হযে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পর্বতের ন্যায ধবাশাযী হচ্ছে। অর্জুন কৌরব সৈন্যদের এমন ভাবে বিব্রত করেছে যেমন সিংহ নানা জাতীয় সহস্র সহস্র মৃগদেব ভীত করে।

(নানামৃগসহস্রাণাং যূথং কেশবিণা যথা।) কৌরব সৈন্যরা আক্রমণ কবলে পর এই বীব পাণ্ডব যোদ্ধারা তোমার নৃপতিদেব হস্তী অশ্ব বথ ও পদাতি সৈন্যদেব নিহত করছে। যেমন সূর্য মেঘে ঢাকা থাকে, তেমনি তির্য্যকভাবে অবস্থান কবায অর্জুন দৃষ্টি গোচব হচ্ছে না। কিন্তু ধ্বজেব অগ্রভাগ দেখা যাচ্ছে এবং গুণের টঙ্কাব ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে।

কর্ণ, তুমি যাব বিষয জিজ্ঞেস কবছ যুদ্ধে শত্রুদের সংহাবকাবী, কৃষ্ণসাবথি, শ্বেতবাহন ও বীব সেই অর্জুনকে তুমি এখনই দেখতে পাবে। আজ তুমি কৃষ্ণার্জুনকে একই বথে দেখতে পাবে। কৃষ্ণ যাব সাবথি এবং গাণ্ডীব যাব ধনু, সেই অর্জুনকে যদি তুমি নিহত কবতে পার, তবে তুমি আমাদেব রাজা হবে।

এই দেখ সংশপ্তকদেব যুদ্ধেব আহ্বানে বীব অর্জুন তাদেব দিকে এগিযে চলেছে এবং এই যুদ্ধে সেই শত্রুদেব নিহত করতে যাচ্ছে।

শল্যেব কথায় ক্রুদ্ধ কর্ণ বললেন, এই দেখুন সংশপ্তকবা তাকে চারিদিক দিয়ে আক্রমণ করছে। মেঘাবৃত সূর্যের ন্যায় অর্জুনকে ত আর দেখাই যাচ্ছে না। অর্জুন এখন নিহত হয়েছে বলেই মনে কব। কাবণ সে বর্তমানে সৈন্য সাগবে নিমজ্জিত।

শল্য বললেন—

বরুণং কোহম্ভসা হন্যাদিন্ধনেন চ পাবকম্।

কো বানিলং নিগৃহ্ণীযাৎ পিবেদ বা কো মহার্ণবম্। (কঃ) ৪৬।৭৬

—এমন কে বীব আছে যে জলের দ্বারা বরুণকে এবং কাঠের দ্বাবা অগ্নিকে নিহত কবতে পারে? বায়ুকে কে রুখতে বা বোধ কবতে সমর্থ হয অথবা সাগবকেই বা কে পান কবতে পাবে?

বণাঙ্গনে আমি অর্জুনের মূর্তিকে এইরূপই মনে কবে থাকি। কারণ যুদ্ধে ইন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত দেবতাবা এবং অসুবদের দ্বাবাও অর্জুনকে জয সম্ভব নয। যদি কেবল বাক্যেব দ্বাবা অর্জুনকে বধ করে তুমি সন্তোষ লাভ কব, তবে মনে মনে প্রীত হও। প্রকৃত

পক্ষে যুদ্ধের দ্বারা কেউই জয় লাভ করতে পারে না। অতএব তুমি অন্য কোনরূপ চিন্তা কর। যে যুদ্ধে অর্জুনকে জয় করতে পারবে, সে নিজের দুই হাতে এই পৃথিবীকে তুলতে পারবে। এবং ক্রুদ্ধ হলে পর এই সম্পূর্ণ প্রাণিদের দগ্ধ করতে পারবে এবং দেবতাদেরও স্বর্গ হতে নামাতে পারবে।

সর্বদা ক্রুদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত শত্রুতার বিষয় স্মরণ করতে করতে পরাক্রমশালী ভীমসেন জয়লাভের জন্য যুদ্ধের অপেক্ষায় আছে। শত্রু নগর বিজয়ী, ধার্মিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও যুদ্ধের জন্য অপেক্ষমান। শত্রুদের পক্ষে এদের পরাজিত করা কঠিন। নকুল সহদেবও রণক্ষেত্রে বিদ্যমান। এদের পরাজিত করাও অত্যন্ত দুঃসাধ্য। দ্রৌপদীর এই পঞ্চ পুত্র পঞ্চ পর্বতের ন্যায় অবিচলিত ভাবে যুদ্ধে অবস্থান করছে। যুদ্ধে এরা সকলেই অর্জুনের ন্যায় শক্তিশালী। ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীররাও যুদ্ধের জন্য অবস্থান করছে। সামনে সাত্যকি আছে, সে শত্রুদের পক্ষে ইন্দ্রের ন্যায় অসহ্য এবং ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় যুদ্ধাভিলাষী হয়ে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে।

উভয় পক্ষের সম্ভাব্য যুদ্ধের আলোচনায় ব্যস্ত তখন কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের সৈন্যরা পরস্পর যুদ্ধ ক্ষেত্রে সম্মুখীন হলো। কৌরব পাণ্ডবদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলল। অর্জুন ও কর্ণও ভয়ঙ্কর পরাক্রম দেখালেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ পাণ্ডব বীরদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখে শত্রু বির্মদন-কারী কর্ণ পাঞ্চাল যোদ্ধাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জয়েষ্ণু পাঞ্চাল বীররা হাঁসের দল যেভাবে সমুদ্রের দিকে ছুটে, সেভাবে কর্ণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হলেন। জলে, স্থলে, নভে এক প্রচণ্ড বিলোড়ন অনুভব করা গেল যেন পাহাড় পর্বত, বৃক্ষ সহ মেদিনী বায়ু মণ্ডল, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে স্বর্গ ঘুরছে মনে হল (সাদ্রি-দ্রুমার্নবা ভূমিঃ সবাতাম্বুদমম্বরং। সার্কেন্দু-গ্রহ-নক্ষত্রা

ত্যৌশ্চ ব্যক্তং বিঘূর্ণিতা।) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কর্ণ ত্বরিত অস্ত্র চালনা করে পাণ্ডব সৈন্যদের বধ করতে লাগলেন। প্রভদ্রকদের সাতাত্তর প্রধান বীরকে সংহার করলেন। তারপর কর্ণ পঁচিশ তীরের দ্বারা পঁচিশ পাঞ্চালকে বধ করেন। অতঃপর শরীর বিদীর্ণকারী সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত নারাচ দিয়া শত শত সহস্র সহস্র চেদি-বংশীয় বীরকে নিহত করেন। সমরাঙ্গনে এইরূপ অলৌকিক বীরত্বে পাঞ্চাল বীররা কর্ণকে চারদিকে ঘিরে ফেললেন। ক্রুদ্ধ কর্ণ ঐভাবে আবেষ্টিত হলে ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু তপন ও শূরসেন এ পাঁচ পাঞ্চাল বীরকে নিহত করেন। ইহাতে পাঞ্চালের পক্ষে হাহাকার পড়ে গেল। দশজন পাঞ্চাল মহারথী কর্ণকে আক্রমণ করলে কর্ণ তাঁদের সকলকে বিনষ্ট করলেন। কর্ণের সঙ্গে তাঁর দুই বীর পুত্র প্রাণের মমতা ছেড়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বৃষসেন, কর্ণের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করছিলেন। এইরূপ বীরত্বের জবাব দিতে গেলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ভীমসেন, জনমেজয়, শিখণ্ডী, প্রধান প্রভদ্রক বীররা, চেদি, কেকয়, পাঞ্চাল যোদ্ধারা, নকুল সহদেব ও মৎস্য সৈন্যরা। এই সমগ্র বীরের সমাবেশকে রুখলেন কর্ণের পুত্ররা। তাঁর পুত্র সুষেণ ভীমসেনের ধনুচ্ছেদ করে তাঁর বক্ষ নারাচ দ্বারা আহত করে প্রচণ্ড গর্জন আরম্ভ করেন। ক্রুদ্ধ ভীমসেন কর্ণপুত্র ভানুসেনকে ভূপাতিত করে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে ভয়ঙ্করভাবে নিপীড়িত করেন। অন্যান্য কয়েকজন বীরকে গুরুতর আঘাত করে ভীমসেন সুষেণকে বধ করবার উদ্দেশ্যে এক বাণ নিক্ষেপ করলে কর্ণ তা রোধ করেন। ভীমসেন সুষেণকে বধ করবার জন্য আবার বাণ নিক্ষেপ করলে কর্ণ ভীমসেনকে বধ করবার জন্য তাঁর উপর তিয়াত্তরটি (৭৩) বাণ নিক্ষেপ করলেন।

অতঃপর কর্ণ পুত্র বৃষসেনের সঙ্গে সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্ররা নকুল, সহদেব, শতানীক, শিখণ্ডী প্রভৃতির সঙ্গে তুমূল যুদ্ধ হয়। দুঃশাসন বৃষসেনের সাহায্যের জন্য এলে তাঁর সঙ্গে সাত্যকির ভয়ঙ্কর

যুদ্ধ হয়। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী পুত্ররা, ভীমসেন, নকুল সহদেব শতানীক, শিখণ্ডী ও যুধিষ্ঠির অসংখ্য বাণের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করলেন। কর্ণ বাণের দ্বারা এ সমস্ত বীরদের বিদ্ধ করে প্রতিশোধ নিলেন। এই সময় কর্ণের অস্ত্রবল ও নৈপুণ্য অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। কর্ণের বাণ গ্রহণ যোজন ও নিক্ষেপণ এত দ্রুত ও নৈপুণ্যের সঙ্গে চলছিল যে তা লক্ষ্য করা পারা যাচ্ছিল না। সুতপুত্র কর্ণ যেন ধনুহাতে প্রলয় নাচন নাচছিলেন।

দ্যুলোক, আকাশ, ভূমির সমস্ত দিক কর্ণের তীক্ষ্ণধার বাণে সমাচ্ছন্ন হল। সেই স্থলে আকাশ অরুণ মেঘে আচ্ছাদিত বলে মনে হচ্ছিল।

নৃত্যন্নিব হি রাধেয়শ্চাপহস্তঃ প্রতাপবান্।
যৈর্বিদ্ধঃ প্রত্যবিধ্যৎ তানেকৈকং ত্রিগুণৈঃ শরৈঃ॥ (কঃ) ৪৮।৬০

—প্রতাপশালী রাধাপুত্র কর্ণ হাতে ধনু নিয়ে যেন নৃত্য করছিলেন। তাঁকে যদি যোদ্ধারা একটি বাণে বিদ্ধ করলেন, ইনি তাঁদের প্রত্যেকই তিন গুণ বাণে বিদ্ধ করলেন।

কর্ণের দুর্ধর্ষ আক্রমণ পাণ্ডব পক্ষ প্রতিহত করতে সমর্থ হল না, পাণ্ডব পক্ষের শত শত সহস্র সহস্র মহারথীদের কর্ণ বিনষ্ট করলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং পিতামহ ভীষ্মের কাছে কর্ণের বীরত্ব সম্বন্ধে যে প্রশংসা করেছিলেন তাতে কিছু মাত্র অত্যুক্তি ছিল না।

পুনরায় কর্ণ দশটি বাণে অশ্ব সারথি রথ এবং ছত্র সহ সেই সব যোদ্ধাদের বিদ্ধ করে সিংহনাদ করতে লাগলেন। তারপর সেই শত্রুরা তাঁকে অগ্রসর হবার সুযোগ দিলেন। কর্ণ মহাধনুর্ধর যোদ্ধাদের সংহার করে রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যের মধ্যে বিনা বাধায় প্রবেশ করলেন। তিনি শত চেদি বংশীয় যোদ্ধাদের বধ করে তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন। তখন পাণ্ডবরা, শিখণ্ডী ও সাত্যকি কর্ণের নিকট হতে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার জন্য তাঁকে ঘিরে ফেললেন। তারপর পুনরায় কৌরব ও পাণ্ডদের মধ্যে তুমুল

যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কর্ণ তখন যেন রণমত্ত। রণক্ষেত্রে বিচরণকারী কর্ণকে ধুরন্ধর কৌরব যোদ্ধারা রক্ষা করছিলেন।

কর্ণ পাণ্ডব সৈন্য বিদীর্ণ করে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করছিলেন। ডাক্তাররা যেমন ঔষধ ও চিকিৎসার দ্বারা রোগকে প্রশমিত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ঔষধ ও যন্ত্রের ক্রিয়াকে ব্যর্থ করে ভয়ানক রোগ যেমন অগ্রগতি করে কর্ণও সেরূপ পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদের মর্দিত করে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির অদূরে কর্ণকে লক্ষ্য করে বললেন--

কর্ণ কর্ণ বৃথাদৃষ্টে সুতপুত্র বচঃ শৃণু।
সদা স্পর্ধসি সংগ্রামে ফাল্গুনেন তরস্বিনা॥
তথাস্মান্ বাধসে নিত্যং ধার্তরাষ্ট্র মতে স্থিতঃ।
যদ বলং যচ্চ তে বীর্যাং প্রদ্বেষো খণ্ড পাণ্ডুষু॥
তং সর্বং দর্শযস্বাদ্য পৌরুষং মহদাস্থিতঃ।
যুদ্ধশ্রদ্ধাঞ্চ তেহদ্যাহং বিনেষ্যামি মহাহবে॥ (কঃ) ৪৯।১১-১৩

—হে নিষ্ফল লোভ পরায়ণ সূতপুত্র কর্ণ শোন, বেগবান অর্জুনের সঙ্গে তুমি সতত যুদ্ধের স্পর্দ্ধা কর। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মত অনুকরণ করে নিত্য তুমি আমাদের বাধা দিযে। তোমার যত বল বীর্য আছে এবং পাণ্ডবদের প্রতি যত বিদ্বেষ পোষণ কর তা আজ মহৎ বীরত্বের সঙ্গে দেখাও। আজ মহাসমরে আমি তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করব। এই কথা বলে মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণকে গুরুতর শর বিদ্ধ করলেন। যুধিষ্ঠিরের কথাতে ও বাণাঘাতে হেসে হেসে কর্ণ সমভাবে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করলেন। এ ভাবে কর্ণ দ্বারা বিদ্ধ হলে ঘি যেমন আগুনকে প্রজ্বলিত করে সে ভাবে উদ্দীপ্ত হযে যুধিষ্ঠির পর্বত বিদীর্ণ করতে সমর্থ এইরূপ তীক্ষ্ণবাণ কর্ণের উপর নিক্ষেপ করলেন। ঐ বাণাঘাতে পীড়িত হযে কর্ণ ধনু ছেড়ে মূর্ছিত হযে পড়লেন। তখন মনে হচ্ছিল যেন তিনি বিগত প্রাণ হয়েছেন। অর্জুন কর্ণকে বধ করবেন এ প্রতিজ্ঞা মনে করে যুধিষ্ঠির কর্ণের উপর বাণ নিক্ষেপে

ক্লান্ত হলেন। কর্ণের এ রকম অবস্থা দেখে দুর্যোধনের সেনা বাহিনী বিষাদে নিমগ্ন হলো।

কিছুকাল পরে রাধাসূত কর্ণ সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে যুধিষ্ঠিরকে বধ করবার সঙ্কল্পে উঠে পড়লেন, এবং তীক্ষ্ণধার বাণ সমূহে যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছন্ন করলেন। কর্ণের দুই বাণে যুধিষ্ঠিরের দুই চক্র রক্ষক নিহত হলো। উত্তরে যুধিষ্ঠির কর্ণ ও তাঁর পুত্রদ্বয়কে বাণ বিদ্ধ করলেন। আরও অজস্র বাণ দিয়ে শল্য ও কর্ণকে বিদ্ধ করলেন, কর্ণ হাসতে হাসতে এক ভল্লের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের ধনুটিকে কাটলেন। তখন পাণ্ডব বীররা যুধিষ্ঠিরকে বাঁচাবার জন্য ছুটে আসলেন এবং বাণ নিক্ষেপে কর্ণকে পীড়িত করতে থাকেন।

সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ যুযুৎসুঃ পাণ্ড্য এব চ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াঃ প্রভদ্রকাঃ॥
যমৌ চ ভীমসেনশ্চ শিশুপালস্য চাত্মজঃ।
কারূষা মৎস্যশেষাশ্চ কেকয়াঃ কাশিকোশলাঃ॥ (কঃ) ৪৯।৩৩-৩৪

—সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ড্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদী পুত্রপঞ্চ প্রভদ্রকরা, নকুল, সহদেব, ভীমসেন শিশুপালের পুত্র, কারূষ, মৎস্য, কাশী, কোশলবাসী যোদ্ধারা তড়িতগতিতে রাধাসূত কর্ণকে আঘাত করতে লাগলেন, নানা প্রকার বাণ ও অস্ত্র প্রয়োগে পাণ্ডব পক্ষের বীররা কর্ণকে আঘাতে আঘাতে উদ্‌বিগ্ন করলেন। পাণ্ডব পক্ষের দ্বারা এরূপ ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রান্ত হলে সূতপুত্র কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র উত্তোলন করে বাণ সমূহের দ্বারা চারদিক অন্ধকার করেদিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চেদি বংশের দশ বীরকে নিহত করলেন। তাঁর নামাঙ্কিত সুবর্ণ পক্ষযুক্ত তেজস্বী বাণসমূহ সৈন্য ও অশ্বদিগের শরীর ভেদ করে মাটিতে পড়তে থাকে। কর্ণ একাকী চেদী বংশের প্রধান রথীদিগকে ও সৃঞ্জয় বংশের শত শত যোদ্ধাকে সংহার করলেন।

তখন কর্ণের রূপ অগ্নির মত দেখাচ্ছিল। তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণমালা যেন অগ্নির লেলিহান জিহ্বা, অমিত পরাক্রম যেন তার তাপ এবং

ঐরূপ বিক্রম দ্বারা পাণ্ডব পক্ষকে বিধ্বস্ত করে তিনি রণাঙ্গনে বিচরণ করতে লাগলেন। একদিকে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণের শত শত সহস্র সহস্র মহারথী বাণক্ষেপে কর্ণকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে হেসে হেসে কর্ণ মহাস্ত্র সকল প্রয়োগ করে নিজের বাণে যুধিষ্ঠিরের ধনু কেটে দিলেন। কবচ ছিন্ন ভিন্ন করলেন তবুও যুধিষ্ঠির বীর ক্ষত্রিয়ের মত রণক্ষেত্রে সিংহনাদ করছিলেন। যুধিষ্ঠির লৌহ নির্মিত এক শক্তি কর্ণের উপর নিক্ষেপ করলে কর্ণ তাহা ছিন্ন করে ভূপাতিত করলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির কর্ণের দুবাহু ললাট ও বুকে তোমর প্রহার করে আনন্দের সঙ্গে সিংহনাদ করতে থাকেন। কর্ণের দেহ তখন রক্তাপ্লুত। ক্রুর সাপের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে কর্ণ ভল্লের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের ধ্বজ কাটলেন, যুধিষ্ঠিরকে বাণ বিদ্ধ করলেন, তূণীর দুটিকে ছেদ করে তাঁর রথটিকে তিল তিল করে টুকরো টুকরো করলেন, পাণ্ডব পক্ষের মহারথীরা রাধাপুত্র কর্ণের উপর বাণগুলি নিক্ষেপ করা হতে বিরত থাকলেন না। এই সময় সাত্যকি প্রবল পরাক্রমে লড়তে ছিলেন কর্ণ তাঁকে বিদ্ধ করলেন, তাঁর সারথিকেও বাণ বিদ্ধ করলেন, চারটি অশ্ব বিনষ্ট করে দিলেন ও সারথির মস্তক দেহচ্যুত করলেন। ইহা সত্ত্বেও সাত্যকি বৈদুর্য্যমণি ভূষিত একটি শক্তি কর্ণের উপর নিক্ষেপ করলেন। কর্ণ তড়িত গতিতে তা দু টুকরো করে পাণ্ডব পক্ষের সমস্ত বীরদের গতি রুদ্ধ করলেন। যেমন সিংহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃগদের পীড়িত করে সেরূপ ভাবে পাণ্ডব বীরদের আঘাত করতে করতে তিনি যুধিষ্ঠিরের উপর পুনঃ আক্রমণ করলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধ হতে বিরত হয়ে শিবিরের দিকে যেতে লাগলেন।

অশক্নুবন্ প্রমুখতঃ স্থাতুং কর্ণস্য দুর্মনাঃ।
অভিদ্রুত্য তু রাধেয়ঃ পাণ্ডুপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥
বজ্রচ্ছত্রাঙ্কুশৈর্মৎস্যৈর্ধ্বজকূর্মাম্বুজাদিভিঃ।
লক্ষণৈরূপপন্নেন পাণ্ডুনা পাণ্ডুনন্দনম্ ॥
পবিত্রীকর্তুমাত্মানং স্কন্ধে সংস্পৃশ্য পাণিনা।

গ্রহীতুমিচ্ছন্ স বলাৎ কুন্তীবাক্যবঞ্চ সোহস্মরৎ ।।

(কঃ) ৪৯।৫০-৫২

—যখন বাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে পবাঙ্মুখ হয়ে শিবিবে ফিবে যাচ্ছিলেন তখন কর্ণ তাঁর পশ্চাৎ অনুসবণ কবে তাঁব শুভ লক্ষণ সম্পন্ন গৌরবর্ণ হাতে যুধিষ্ঠিরেব কাঁধ স্পর্শ কবে নিজেকে পবিত্র করবাব জন্য যুধিষ্ঠিবকে সবলে আকর্ষণ করবার ইচ্ছা কবলেন। এ সময় তাঁর কুন্তীর কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিব কথা স্মরণ হল। সঙ্গে সঙ্গে শল্য ও যুধিষ্ঠিরকে বন্দী কবতে কর্ণকে বারন করলেন। তা হলে যুধিষ্ঠিব তাঁকে ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম করবেন।

কর্ণ যে হাতে যুধিষ্ঠিবকে স্পর্শ কবলেন সে হাতের শুভ লক্ষণ-গুলিব এক লাইনে কবি এক সুন্দর বর্ণনা দিযেছেন। কর্ণেব হাতে বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মৎস্য, কুর্ম ও কমল শুভ লক্ষণ নিচয় বিবাজ কবছিল। কর্ণ যুধিষ্ঠিবকে বন্দী না কবে উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে উপহাস কবে বললেন—

হে ক্ষত্রিযকুলে জন্ম নিযে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন কবে সে কখনো প্রাণ রক্ষাব জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে না। অতএব আমাব মনে হয় ক্ষত্রিয ধর্মে তুমি দক্ষ নও।

তুমি ব্রহ্মাবল, স্বাধ্যায ও যজ্ঞকর্মে নিপূণ। তুমি যুদ্ধ কবো না অন্ততঃ আমার ন্যায় বীবকে অপ্রিয বলবে না। যদি আমার ন্যায বীবকে অপ্রিয় বল তবে এখন যে ফল ভোগ কবলে এরূপ কিংবা অন্য কোন রূপ ফল ভোগ কববে। এখন কৃষ্ণার্জুনেব কাছে চলে যাও। কর্ণ তোমাকে যুদ্ধে বধ কববে না—এই বলে তিনি যুধিষ্ঠিবকে ছেড়ে দিলেন।

কর্ণ পর্বেব উনপঞ্চাশ অধ্যায় কর্ণের অপূর্ব বীবত্বেব এক কাহিনী। বিস্ময়কর পাণ্ডব পক্ষেব কৃষ্ণ ও অর্জুন ব্যতীত অন্য সমস্ত বীব সম্মিলিত ভাবে কর্ণেব গতিকে রুদ্ধ করতে সমর্থ হননি। কর্ণ তাঁর দু সন্তানেব, যারা তাঁব পৃষ্ঠদেশ বক্ষা করছিল, সাহায্যে পাণ্ডব পক্ষকে যথেচ্ছাভাবে দলিত মথিত কবে দিগবিজয়ীর অহঙ্কাব

নিয়ে রণক্ষেত্রে বিচরণ করছিলেন। যেন তখনকার প্রচণ্ড যুদ্ধে কর্ণই একমাত্র যোদ্ধা। সেদিনের পাণ্ডব পক্ষের সম্মিলিত অন্যান্য রথী মহারথী কর্ণের কাছে সিংহের কাছে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃগ।

কর্ণ রাজা দুর্যোধনের কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে তাঁর কাছে উপস্থিত করবেন। বন্দী করবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে আকর্ষণও করেছিলেন কিন্তু কঠিন ও কঠোর উপহাস করে যুধিষ্ঠিরকে শিবিরে ফিরে যেতে দিলেন। ব্যাসদেব বললেন তখন কুন্তীর নিকট প্রতিশ্রুতি তাঁর মনে পড়ল। শল্য ভয় দেখালেন যুধিষ্ঠিরের তপোবল। যুধিষ্ঠিরকে হাতে পেয়েও দুর্যোধনের কাছে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ হলো না। ইহা বিস্ময়কর। কর্ণের মুখে অনেকবার শুনেছি দুর্যোধনের জন্য অদেয় তাঁর কিছু নাই। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবার সুযোগ পেয়েও কেন কর্ণ তা করলেন না? এটা কি কর্ণের উদারতা, বা তিনি যে সত্যসন্ধ (কুন্তীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে অর্জুন ব্যতীত তাঁর অপর কোন সন্তানের কোন ক্ষতি তিনি করবেন না) তার প্রমাণ অথবা শল্য কর্ণকে (সাবধান করে বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে স্পর্শ কর না। কারণ তাঁকে স্পর্শ করামাত্র তিনি তোমাকে ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম করবেন) সতর্ক করেছিলেন সেই ভয়ে?

এ সময়ে যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম প্রভৃতি পাণ্ডব মহারথী যোদ্ধারা কৌরবদের আক্রমণ করলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হয়। জয়াভিলাষী বহু বীরই যেখানে অল্প রক্তময় জল ছিল, তা অতিক্রম করে যেখানে জল ছিল সেখানে নিমজ্জিত ও উন্মজ্জিত হয়ে অপর পারে এসে উপস্থিত হতে লাগলেন। তাঁদের সকলের দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। কবচ, অস্ত্র ও বস্ত্রও রক্তবর্ণ হয়েছিল। বহু যোদ্ধা তাতে স্নান করলেন। বহু যোদ্ধা সেই রক্ত মুখ দিয়ে পান করলেন এবং বহু যোদ্ধা আবার ভয়ে মলিন হলেন।

নিহত ও মৃতপ্রায় হস্তী, অশ্ব, রথ, মনুষ্য, অস্ত্রগুলি, আভরণ,

বস্ত্র, কবচ, পৃথিবী, আকাশ, দ্যুলোক এবং সমস্ত দিক্ মণ্ডল এই সব প্রায় রক্ত বর্ণ দেখাচ্ছিল। সেই রক্ত নদীর গন্ধে সৈন্যদের মন বিষাদ পূর্ণ হচ্ছিল।

ভীম ও সাত্যকি প্রভৃতি বীররা কৌরব সৈন্যদের উপর পুনরায় আক্রমণ করলেন। সেই আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে কৌরব সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করল।

পলায়মান কৌরব সৈন্যদের ফেরাবার জন্য দুর্যোধন চীৎকার করে তাদের আহ্বান করলেন তবু তারা ফিরলো না। এই সময় শকুনি ও সশস্ত্র কৌরব সৈন্যরা—যারা ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ ভাগে বিদ্যমান ছিল, তারা ভীমের উপর আক্রমণ করলেন।

অন্যদিকে কর্ণ ও দুর্যোধন সৈন্যদের পলায়ন করতে দেখে মদ্ররাজ শল্যকে বললেন—ভীমের রথের নিকট চলুন। শল্য ভীমের নিকট রথ নিয়ে গেলেন। কর্ণকে আসতে দেখে ক্রুদ্ধ ভীম তাকে বিনাশ করবার জন্য মন স্থির করলেন। তিনি সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার দায়িত্ব দিয়ে বললেন কর্ণ দুর্যোধনকে খুসী করবার জন্য আমার সামনে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল। এতে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। এখন আমি তার প্রতিশোধ নেব। আজ যুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম করে হয় কর্ণকে আমি সংহার করব অথবা এই কর্ণ আমাকে বধ করবে। তোমরা সকলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। এই কথা বলে ভীম প্রচণ্ড সিংহনাদে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে, কর্ণের দিকে ছুটে গেলেন।

ভীমকে ত্বরান্বিত হয়ে আসতে দেখে শল্য কর্ণকে বললেন, কর্ণ ক্রুদ্ধ ভীমকে দেখো। সে দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধ আজ তোমারই উপর নিক্ষেপ করবে স্থির করেছে। অভিমন্যু ও ঘটোৎকচ নিহত হলেও পূর্বে কখন ও আমি তার এরূপ রূপ দেখিনি। ভীম ক্রুদ্ধ হলে সমস্ত ত্রিলোককে রুদ্ধ করতে সমর্থ। কারণ সে প্রলয় কালের

অগ্নির ন্যায় তেজস্বী রূপ ধারণ করেছে। (বিভর্তি সদৃশং রূপং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভম্)

এমন সময় ভীম তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন। ভীমকে আসতে দেখে হাসতে হাসতে কর্ণ শল্যকে বললেন, আজ আপনি ভীমের সম্বন্ধে যা বললেন তা সম্পূর্ণ সত্য। এই ভীম শক্তিশালী বীর, ক্রোধপরায়ণ। নিজের শরীর ও প্রাণের মায়া করে না, এবং অত্যন্ত পরাক্রমশালী। বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাসের সময় সে দ্রৌপদীকে খুসী করবার জন্য গোপনে কেবল বাহুবলের দ্বারাই কীচককে তার অনুচরদের সঙ্গে সংহার করেছিল। সেই ভীম আজ ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য এসেছে। কিন্তু এই ভীমসেন কি হস্তে দণ্ড উত্তোলনকারী সাক্ষাৎ যমরাজের সঙ্গেও যুদ্ধের জন্য রণাঙ্গনে উপস্থিত হতে পারে?

আমি বহুদিন ধরে মনে এই বাসনা পোষণ করছি যে অর্জুন আমাকে বধ করুক অথবা আমি অর্জুনকে বধ করব। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হলে আমার সেই ইচ্ছা আজই পূর্ণ হবে। যদি ভীম নিহত হয় অথবা যদি তাকে রথহীন করে দেওয়া হয়, তবে অর্জুন অবশ্যই আমার উপর আক্রমণ করবে—যা আমার পক্ষে ভালই হবে। আপনি এ বিষয়ে যা উচিত মনে করেন, তা অতি সত্বর আমাকে বলুন।

শত্রুর প্রশংসা করতে যথেষ্ট উদারতার প্রয়োজন। কর্ণকে বহুবার হীন বা নীচ চরিত্রে অঙ্কিত করলেও কর্ণ চরিত্রের এই উদারতা দেখাতে কবি কখনও ত্রুটি করেনি।

শল্য উত্তর দিলেন, তুমি ভীমকে আক্রমণ কর। ভীমকে পরাজিত করলে পর নিশ্চয়ই অর্জুনকে তুমি নিজের সামনে পাবে। কর্ণ তোমাদের দীর্ঘকালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে—আমি তোমাকে সত্য করে তা বলছি।

কর্ণ পুনরায় শল্যকে বললেন—আমি যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করব

কিংবা অর্জুন আমাকে বধ করবে। এই ইচ্ছা মনে পোষণ করে যেখানে ভীম আছে, সেখানেই চলুন।

অতঃপর শল্য অতিক্রান্ত সেই স্থলে উপস্থিত হলেন, যেখানে ভীম কৌবব সৈন্যদেব বিতাড়িত করছিলেন। কর্ণ ও ভীমের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ আবম্ভ হল। ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে কৌরব সৈন্যদেব বিতাড়িত করতে লাগলেন।

কর্ণ ও ভীমেব মধ্যে ভযঙ্কব তুমুল ও ঘোবতর সংঘর্ষ হল। ভীম মুহূর্তেব মধ্যেই কর্ণেব উপর আক্রমণ কবলেন। তাঁকে নিজেব দিকে আসতে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কর্ণ একটি নারাচের দ্বাবা তাঁব বক্ষ স্থলে প্রহাব কবলেন। বাণেব দ্বাবা তাঁকে আবৃত কবে দিলেন। ভীমও কর্ণকে শরাঘাতে আচ্ছাদিত করলেন এবং আনতপর্বযুক্ত নয়টি তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ কবলেন।

কর্ণ ভীমেব ধনুব মধ্যভাগ বাণের দ্বাবা দুই খণ্ড করলেন। ধনু ছিন্ন হলে পর সমস্ত আচবণ ভেদকাবী অত্যন্ত তীক্ষ্ণধাব একটি নারাচেব দ্বাবা তাঁব বক্ষ বিদ্ধ করলেন। ভীম অন্য একটি ধনু নিয়ে কর্ণেব বক্ষে প্রহার কবে পৃথিবী ও আকাশ কম্পিত করে তীব্র স্বরে গর্জন করতে লাগলেন। উভযেব মধ্যে এইরূপ ভয়ঙ্কব যুদ্ধ চলল। অতঃপর ভীমেব প্রচণ্ড আঘাতে কর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় বথেব আসনে বসে পড়লেন। তখন তাঁব (কর্ণ) সর্বাঙ্গ রক্তে সিক্ত হয়ে গেল। কর্ণ যেন প্রাণহীন হযে পডলেন।

কর্ণেব মুমূর্ষু অবস্থায ভীমকে কর্ণের জিহ্বা কাটতে আসতে দেখে শল্য তাঁকে সান্ত্বনা দিযে বললেন,—ভীম, আমাব যুক্তিযুক্ত কথা শুনে তা পালন কব। অর্জুন কর্ণকে বধ করবে প্রতিজ্ঞা কবেছে। তুমি অর্জুনকে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে দাও।

ভীম বললেন, আমি অর্জুনেব প্রতিজ্ঞার কথা জানি। কিন্তু এই পাপী আমার সামনেই বাজা যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কাব করেছে, সেজন্য আমি ক্রুদ্ধ হযে আব কিছুই স্থির করতে পারিনি। যদিও

কর্ণ সংজ্ঞা হারিয়েছে তবু আমি ক্রোধ দমন করতে পারছিনা। তার জিভ কেটে দেয়া আমি উচিত মনে করি।

মাতুল, এই নীচ নৃশংস, যেখানে বহু রাজা সমবেত হয়েছিল, সেই কৌরব সভায় আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বহু কটু কথা বলেছে। আপনি দূরে থাকলেও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আমি তার জিহ্বা কাটব। প্রকৃত পক্ষে আমি তার জিহ্বা কাটতে চাই। কেবল যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমি আজ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছি। মহারাজ আপনি যে যুক্তিযুক্ত কথা আমাকে বললেন, তা কটু ওষুধের মত গ্রহণ করলাম। (তদ্ গৃহীতং মহারাজ কটুকস্থমি-বৌষধম্।) কারণ যদিঅর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে সে কখনও জীবিত থাকবে না। সে নষ্ট হলে পর কৃষ্ণ সহ আমরাও নষ্ট হব। আজ অর্জুনের দৃষ্টি পথে পডলেই পাপচারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাপাত্মা কর্ণ পরাজিত হবে।

এই নৃশংস কর্ণ যুধিষ্ঠিরের ক্রোধে পূর্বেই দগ্ধ হয়েছে। আজ আপনি যথোচিত উপায় অবলম্বন করে একে আমার কাছ থেকে রক্ষা করলেন।

কর্ণকে অচৈতন্য দেখে শল্য তাঁকে যুদ্ধ স্থল হতে দূরে নিয়ে গেলেন। কর্ণ পরাজিত হলে পর, পুরাকালে ইন্দ্র যেমন দানবদের বিতাড়িত করেছিলেন, ভীম সেইরূপ দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করলেন।

অতঃপর দুর্যোধন তাঁর ভাইদের কর্ণের সাহায্যের জন্য পাঠালেন। ভীম ধৃতরাষ্ট্রের ছয় পুত্রকে নিহত করেন। এদের নিহত হতে দেখে কর্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কর্ণ ভীম সেনের নিকট গেলে উভয় পুনরায় তুমুল ও ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কৌরব পুত্রদের সামনে ভীম কর্ণকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে লৌহ নির্মিত ও আনতপর্ব যুক্ত নয়টি ভল্লে ভীমকে বিদ্ধ করলেন।

ভীমও সাতটি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করলেন। তখন বিষধর সর্পের ন্যায় শ্বাস ফেলতে ফেলতে কর্ণ ভীমকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন। এই ভাবে পরস্পর পরস্পরকে বধ করতে ইচ্ছুক দুইটি সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী কর্ণ ও ভীমের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল। ভীম কর্ণকে গুরুতর ভাবে আহত করায় কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমের উপর পঁচিশটি নারাচ প্রহার করলেন। তার সঙ্গে বহু সংখ্যক বাণের দ্বারা তাঁকে আঘাত করলেন এবং অপর একটি বাণে তাঁর ধনুও কেটে কর্ণ ভয়ঙ্কর পরাক্রান্ত ভীমকে রথহীন করলেন।

রথহীন হয়ে ভীম সেই শ্রেষ্ঠ রথ হতে হাসতে হাসতে লাফিয়ে পড়লেন। যেমন বায়ু শরৎকালের মেঘকে উড়িয়ে দেয়, তেমনি ভীম লাফ দিয়ে গদার আঘাতে কৌরব সৈন্যদের সংহার করলেন।

এইভাবে তিনি (ভীম) সাত শ হাতী বধ করেন। হস্তীরা ভয়ে চারদিকে পলায়ন করল। মাহুতরা যখন তাদের ফিরিয়ে আনল, তখন তারা ভীমকে পরিবেষ্টিত করে অবস্থান করল। ভীম আরোহী, অস্ত্র ও ধ্বজসহ গজরাজদের গদার আঘাতে বিনাশ করলেন। ভীম শকুনির বাহান্নটি হাতীকে শায়িত করলেন। ভীমের ভয়ে কৌরব সৈন্যরা দশ দিকে পলায়ন করতে লাগল। তারপর চারদিক হতে পাঁচ শ রথ ভীমের উপর এসে পড়ল এবং তাঁকে বাণের দ্বারা আঘাত করতে আরম্ভ করল। ভীম পতাকা ধ্বজ ও অস্ত্র সহ সেই পাঁচশ রথী বীরকে গদার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেললেন। শকুনির আদেশে শক্তিশালী তিন হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা নানা অস্ত্র নিয়ে ভীমের দিকে ধাবিত হলেন। তা দেখে ভীম অত্যন্ত বেগে গদাঘাতে সেই অশ্ব ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদের ধরাশায়ী করলেন।

এই সময় কর্ণও যুধিষ্ঠিরকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন ও তাঁর সারথিকে নিহত করলেন। কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সারথিহীন রথকে যত্র তত্র ঘুরতে দেখে বাণাঘাত করতে করতে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

কর্ণ যুধিষ্ঠিবকে অনুসবণ কবছে দেখে ভীম ক্রুদ্ধ হযে কর্ণকে বাণে আবৃত কবে বাধা দিলেন। তখন কর্ণ ফিবে এসে বাণ বর্ষণ কবে ভীমকে আচ্ছাদিত করলেন। সাত্যকি তখন কর্ণকে আঘাত করে ভীমকে আচ্ছাদিত করতে সচেষ্ট হলেন। কর্ণ সাত্যকির বাণে আহত হলেও ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে রত রইলেন। এই দুই শ্রেষ্ঠ বীর পরস্পব ভয়ঙ্কর ভাবে যুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন।

কর্ণ ও ভীমেব বাণ বর্ষণে মধ্যাহ্ন কালে তাপদগ্ধ সূর্যের প্রচণ্ড কিবণাবলিও সম্পূর্ণ নষ্ট হযে গিয়েছিল। (হৃতাঃ সর্বাঃ শরৌঘৈস্তৈঃ কর্ণ-পাণ্ডবয়োস্তদা।) সেই সময শকুনি, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা কর্ণ ও কৃপাচার্যকে পাণ্ডবদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে দেখে পলায়মান কৌবব সৈন্যবাহিনী পুনবায ফিবে দাঁডাল। এবং উভয় পক্ষে পুনঃ ঘোরতর যুদ্ধ আবম্ভ হল। সেই সময গর্জন কবে নাম ধরে আহ্বান কবে শক্তিশালী বীবদের নানাবিধ কথা অবিচ্ছিন্ন ভাবে শোনা গেল। যুদ্ধে যাব পিতা, মাতা, কর্ম অথবা স্বভাব বশতঃ বৈশিষ্ট ছিল, সেই সব যুদ্ধ স্থলে একে অন্যকে শোনাতে লাগল। যুদ্ধে পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে তর্জন গর্জনকাবী সেই সৈন্যদের দেখে মনে হচ্ছিল এদেব আর এখন জীবন থাকবে না। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং পবিশেষে কৌবব সৈন্যবাহিনী ছিন্ন ভিন্ন এবং বিষাদগ্রস্ত হযে পডল।

অর্জুন দশ হাজাব সংশপ্তক যোদ্ধা ও তাদেব সৈন্যদের নিহত করেন। (অর্জুন পর্ব দ্রষ্টব্য) কৃপাচার্য শিখণ্ডীকে পরাজিত করেন সুকেতুকে বধ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্মাকে পবাজিত কবেন। ধৃষ্টদ্যুম্নব প্রচণ্ড আঘাতে কৃতবর্মা মূর্ছিত হযে পডলেন। তখন শ্রুতধ্বা তাঁকে নিজেব বথে তুলে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে সবিযে নিলেন। তখন কৌরব সৈন্যরা সিংহনাদ করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলেন। আবার উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল।

সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পুত্ররা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কবছে দেখে অশ্বত্থামা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করলেন। অশ্বত্থামা

নানা প্রকার রণমার্গ ও শিক্ষা দেখাতে দেখাতে দিব্যাস্ত্রগুলিকে অভিমন্ত্রিত বাণের দ্বারা যুদ্ধে যুধিষ্ঠিবকে অবরোধ কবে আকাশও সেই সব বাণে সমাচ্ছন্ন করলেন। এইভাবে অশ্বত্থামা দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যবা যখন নিহত হচ্ছে তখন দ্রৌপদী পুত্ররা, সাত্যকি, যুধিষ্ঠিব এবং পাঞ্চাল সৈন্যরা একত্রে মৃত্যুভয় ত্যাগ করে অশ্বত্থামাব উপর আক্রমণ কবলেন। অশ্বত্থামা স ত্যকির সারথিকে বধ করলেন এবং অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করেন। (যুধিষ্ঠিব চরিত্র দ্রষ্টব্য।) অতঃপব যুধিষ্ঠিব অশ্বত্থামাকে ত্যাগ কবে অন্যত্র পলায়ন কবলেন। যুধিষ্ঠির যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কবলে অশ্বত্থামা অন্যদিকে গমন কবলেন।

তারপর নকুল সহদেবেব সঙ্গে দুর্যোধনের ভীষণ যুদ্ধ হয। এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন যেখানে দুর্যোধন ছিলেন, সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনেব রথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা ছেদ কবলেন। রথহীন দুর্যোধনকে তাঁব ভ্রাতারা রক্ষা করে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে দূরে নিয়ে গেলেন।

অতঃপব সাত্যকিকে পরাজিত করে কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সামনে দাঁড়ালেন। কর্ণ দ্রুত পাঞ্চাল সৈন্যদের আক্রমণ করলে পাঞ্চাল সৈন্যরাও কর্ণকে প্রত্যাক্রমণ কবল। কর্ণ ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্মা, চিত্র, উগ্রাযুধ, জয়, শুক্ল, বোচমান, সিংহসেনকে আক্রমণ কবলেন, তাঁবাও প্রতি আক্রমণ কবলেন। কর্ণ কয়েক হাজার যুদ্ধ নিপুণ যোদ্ধাকে আক্রমণ করেন। কর্ণ কয়েক হাজাব নিপুণ যোদ্ধাকে বধ কবলেন। তাবপব ক্রুদ্ধ কর্ণ যুদ্ধে জিষ্ণু জিষ্ণুকর্মা, দেবাপি ভদ্র, দণ্ড, চিত্র, চিত্রাযুধ, হরি, সিংহকেতু, বোচমান এবং মহারথী শলভ—এই চেদি দেশীয় মহারথী বীরদের নিহত করলেন। এবং বীরদেব হত্যা করবার সময় রক্তে সিক্তদেহ কর্ণের শরীর রুদ্রেব বিশাল দেহেব ন্যায় মনে হচ্ছিল। (শোণিতাভ্যুক্ষিতাঙ্গস্য রুদ্রস্যেবোর্জিতং মহৎ।)

নৈবং ভীষ্মো ন চ দ্রোণো নান্যে যুধি চ তারকাঃ॥

চক্রুঃ স্ম তাদৃশং কর্ম যাদৃশং বৈ কৃতং রনে। (কঃ) ৫৬।৫৪ই

—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, সেই যুদ্ধে কর্ণ যে রকম পরাক্রম দেখিয়েছিলেন সেই রকম পরাক্রম ভীষ্ম, দ্রোণ বা আপনার অন্য কোন যোদ্ধা দেখাতে পারেননি।

কর্ণ হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে ভীষণ আক্রমণ করতে আরম্ভ করলেন। যেমন সিংহকে মৃগদলের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করতে দেখা যায় তেমনি কর্ণ পাঞ্চাল সৈন্য মধ্যে নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। কর্ণ যে রকম দুর্ধর্ষ ভাবে চেদি, কেকয় ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদের মধ্যে বহু সংখ্যক বীরকে বধ করলেন, তাতে মনে হচ্ছিল যে একজনও পাঞ্চাল যোদ্ধাকে কর্ণ জীবিত রাখবেন না।

কর্ণের হাতে এইভাবে পাঞ্চাল সৈন্যদের নিহত হতে দেখে যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্ররা কর্ণকে ঘিরে ফেললেন। শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, শতানীক, জনমেজয়, সাত্যকি এবং বহু সংখ্যক যোদ্ধা কর্ণকে আক্রমণ করলেন। পুরাকালে দেবতা ও দানবদের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়েছিল, এঁদের সঙ্গে কর্ণের সেইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল।

তান্ সমেতান্ মহেষ্বাসন্ শরবর্ষৌঘবর্ষিণঃ।
একো ব্যধমদব্যগ্রস্তমাংসীব দিবাকরঃ॥ (কঃ) ৫৬।৬৯

— যেমন এক সূর্য সম্পূর্ণ অন্ধকারকে গ্রাস করে, তেমনি কর্ণ একা কোনরূপ ব্যগ্র না হয়েই রাশি রাশি বাণ বর্ষণ করে সেই সব মহা-ধনুর্ধরকে নিহত করলেন।

এ সমস্ত মহা ধনুর্ধর কর্ণের কাছে সিংহের কাছে ক্ষুদ্র মৃগের মত। কর্ণ যখন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত, সেই সময় ভীমসেন ভয়ঙ্কর বাণের দ্বারা বাহ্লীক, কেকয়, মৎস্য, বসাতীয়, মদ্র ও সিন্ধু দেশীয় সৈন্যদের সব দিক দিয়ে সংহার করতে লাগলেন। তিনি একাই সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। এইভাবে সসৈন্য কৌরব যোদ্ধাদের ভীমসেন সংহার করলেন।

একদিকে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডব সৈন্যদের এবং অন্যদিকে ভীম কৌরব সৈন্যদের বিতাড়িত করছিলেন, তখন অপরদিকে বিজয়ী বীরদের মধ্যে অর্জুন সংশপ্তক সৈন্যদের বধ করতে থাকেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য)

অতঃপর অর্জুন ও অশ্বত্থামার মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। অর্জুন যুদ্ধের প্রথমার্দ্ধে তেমন মনোযোগ সহকারে যুদ্ধ না করায় অশ্বত্থামা যুদ্ধে পরাক্রম দেখাতে লাগলেন। তা দেখে কৃষ্ণ ক্ষুব্ধ হয়ে অর্জুনকে গুরু পুত্রের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ এইরূপ যুদ্ধ করছেন বলে তিরস্কার করায় অর্জুন প্রবল বেগে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করেন এবং অশ্বত্থামা পরাজিত হন। অর্জুন হাজার হাজার কৌরব সৈন্যকে বধ করেন, সেই সময় অর্জুন সংশপ্তকদের এবং কর্ণ পাঞ্চাল সৈন্যবাহিনীকে ক্ষণকালের মধ্যেই সংহার করে ফেললেন। যখন এই রকম ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলছিল, তখন চারদিকে অসংখ্য কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) রণক্ষেত্রকে ভয়াবহ করে তুলেছিল।

অতঃপর দুর্যোধন কর্ণের নিকট গিয়ে মদ্ররাজ শল্য এবং অন্য নৃপতিদের বললেন, কর্ণ, স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বার স্বরূপ এই যুদ্ধ আমরা যদৃচ্ছাক্রমে পেয়েছি। এইরূপ যুদ্ধ সুখী ক্ষত্রিয়রাই লাভ করে থাকে। কর্ণ, তোমার ন্যায় বলবান বীর ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধরত বীরদের যা অভীষ্ট, তা এই যুদ্ধে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। অতএব তোমরা সকলে যুদ্ধে পাণ্ডবদের নিধন করে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য লাভ করবে অথবা শত্রুগণের দ্বারা নিহত হয়ে বীরগতি লাভ কর। দুর্যোধনের এই কথায় উৎসাহিত হয়ে কৌরব যোদ্ধারা সিংহনাদ করতে লাগলেন এবং যুদ্ধে উৎসাহিত হলেন।

অশ্বত্থামা তাঁর পিতৃহত্যাকারী ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত না করে কবচ খুলবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। এবং তাঁর এই প্রতিজ্ঞা অসত্য হলে তাঁর স্বর্গ লাভ হবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। যুদ্ধে অর্জুন ও ভীমসেন যাঁরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবেন, তিনি তাঁদেরও

হত্যা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। অশ্বত্থামার এই বীরোচিত কথা শুনে কৌরব সৈন্যরা একত্রে মিলিত হয়ে পাণ্ডব সৈন্যদের আক্রমণ করল এবং পাণ্ডব সৈন্যরা কৌরবদের প্রতি আক্রমণ করল। অর্জুন ও ভীম অশ্বত্থামা ও কৌরবদের পরাজিত করলে পর অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট যাবার জন্য যাত্রা করলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্য দেখাতে দেখাতে ও সেখানকার বৃত্তান্ত বলতে বলতে কৃষ্ণ রথ চালাতে থাকেন।

পুনরায় কৌরব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা নির্ভয় হয়ে পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হলেন। এই সময় কর্ণ ও পাণ্ডব যোদ্ধাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। কর্ণের নিকট উপস্থিত হয়ে মহারথী বীররা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ণকে আক্রমণ করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল।

এই সময় কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর দ্বিতীয় যমদণ্ড তুল্য ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করলেন। হঠাৎ এই বাণকে আসতে দেখে সাত্যকি একজন দক্ষ যোদ্ধার মত ঐ বাণকে শতখণ্ডে কেটে ফেললেন। কর্ণ তখন চারদিক দিয়ে বাণবর্ষণ করে সাত্যকিকে আবৃত করলেন। কর্ণ ও সাত্যকির যুদ্ধ দেখে সকলেই রোমাঞ্চিত হল।

এই সময় অশ্বত্থামা পিতৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা ব্রহ্ম হত্যাকারী পাপী দাঁড়াও বলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহ্বান করলেন, আজ তুমি জীবিত অবস্থায় আমার হাত থেকে ফিরতে পারবে না বলেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরাঘাতে আবৃত-করে ফেললেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজেকে যুদ্ধে অস্ত্রের দ্বারা অবধ্য মনে করে তীব্র বেগে অশ্বত্থামার সামনে আসলেন। এতে মনে হল প্রলয়ের কালে সাক্ষাৎ কালই যেন কালের উপর আক্রমণ করছেন। (কালঃ কালমিব ক্ষয়ে।) উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অতঃপর ধৃষ্টদ্যুম্ন রথহীন হয়ে পড়লেন এবং বাণের দ্বারা বিদ্ধ ও অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা জর্জরিত হলেন, তথাপি অশ্বত্থামা বিশেষ চেষ্টা করেও তাঁকে বধ

কবতে পারলেন না। তখন অশ্বত্থামা ধনু ছেড়ে দ্রুত ধৃষ্টদ্যুম্নর দিকে এগোলেন। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, দেখো, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করবার জন্য কিভাবে চেষ্টা করছে। সে এখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে হত্যা কববে। এই বলে কৃষ্ণ যেখানে অশ্বত্থামা আছেন, সেই দিকে ছুটে গেলেন।

অর্জুন অশ্বত্থামাব প্রতি দ্বিতীয় কালদণ্ডেব ন্যায় সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ একটি নারাচ নিক্ষেপ কবলেন। (কালদণ্ডমিবাপবম্) সেই নারাচ অশ্বত্থামার স্কন্ধে পড়ল। অশ্বত্থামা বথের উপর বসে পড়লেন এবং মূর্ছিত হলেন, অশ্বত্থামাব সাবথি অতি দ্রুত তাঁকে যুদ্ধ স্থল হতে দূরে নিযে গেলেন।

তাবপর কর্ণ ক্রুদ্ধ হযে অর্জুনের দিকে বারংবার তাকিয়ে থেকে বিজয ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করলেন। অর্থাৎ ইনি মহাসমবে অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ কবতে চান। অশ্বত্থামার সারথি অতি দ্রুত তাঁকে যুদ্ধস্থল হতে দূবে নিযে গেলেন।

অতঃপব কৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ণেব সঙ্গে যুদ্ধ কববাব জন্য তাঁর পরাক্রম বর্ণনা করে কর্ণকে বধ করতে উত্তেজিত কবতে বললেন, যুধিষ্ঠির কর্ণেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায উপস্থিত হযেছেন। কর্ণ ধৃতবাষ্ট্র পুত্রদেব যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করবার জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন। কৌবব মহারথীবা নানা অস্ত্রে যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদিত কবছে। যুধিষ্ঠিরেব ধ্বজ দেখা যাচ্ছে না, কর্ণ স্বীয় বাণ দ্বাবা উহাকে ছেদন করেছেন। নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক, সমস্ত পাঞ্চাল সৈন্য ও চেদি দেশীয় যোদ্ধাদের সাক্ষাতেই কর্ণ এরূপ দুরূহ আক্রমণ চালাচ্ছেন।

এব্ কর্ণো পার্থ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
শবৈর্বিধ্বংসয়তি বৈ নলিনীমিব কুঞ্জরঃ। (কঃ) ৬০।২৭

—যেমন পদ্মে পবিপূর্ণ পুষ্কবিণীকে হার্তী মথিত কবে থাকে, সেইরূপ এই রণাঙ্গনে কর্ণ নিজ বাণগুলির দ্বাবা পাণ্ডব সৈন্যদেব বিধ্বংসিত কবছে।

যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যদের বিতাড়িত ও নিহত করে থাকেন, তেমনি মহাসমরে কর্ণ দ্বারা বিতাড়িত ও নিহত প্রায় পাঞ্চাল মহারথী বীর যোদ্ধাদের দেখো।

যেমন পতঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নির মুখে এসে পতিত হয়, তেমনি এই কর্ণ নিজের বধের জন্য তোমার নিকট উপস্থিত হচ্ছে। কর্ণকে একাকী দেখে তাকে রক্ষা করবার জন্য দুর্যোধনও রথের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে।

যেমন দেবাসুর সংগ্রামে দেবতা ও দানবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, তেমনি যখন বিশ্ববিখ্যাত উভয় বীর যোদ্ধা তোমাদের মধ্যে উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হবে, সেই সময় সমস্ত কৌরবরা তোমার পরাক্রম দেখবে। এই রথী সৈন্যদের ধ্বংস করে বিশ্ববিখ্যাত মহাধনুর্ধর বলবান কর্ণের সম্মুখে তুমি নিজেই নিজের পরাক্রম দেখাও।

কৃষ্ণের মুখে কর্ণের পরাক্রমের এই আর একটি অভিজ্ঞান।

এই সময় উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। কর্ণ শিখণ্ডীকে পরাজিত করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দুঃশাসনের এবং বৃষসেন ও নকুলের মধ্যে যুদ্ধ হয়। সহদেব উলূককে এবং সাত্যকি শকুনিকে পরাজিত করেন। কৃপাচার্য যুধামন্যু ও কৃতবর্ম উত্তমৌজাকে পরাজিত করেন। ভীমসেন দুর্যোধনকে পরাজিত করেন এবং গজসৈন্যদের সংহার করেন।

অর্জুনের অবর্তমানে দুর্যোধন ও কৌরব সৈন্যরা যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলে নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন—এঁরা এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের পাশে ছুটে আসলেন। ভীমও যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার জন্য আসলেন। কর্ণ সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহাধনুর্ধর বীরদের প্রবল বাণ বর্ষণে প্রতিরোধ করলেন। এই সময় পাণ্ডব বীররাও প্রত্যাঘাত করলেন। কিন্তু তাঁরা কর্ণকে দেখতে পেলেন না। কর্ণ প্রবল বাণ বর্ষণ করে সেই সব ধনুর্ধর যোদ্ধাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করলেন। এই সময় সহদেব এসে বিশটি বাণে দুর্যোধনকে বিদ্ধ

করলেন। কর্ণ দুর্যোধনকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে আসলেন, তিনি এখন পাণ্ডব সৈন্যবাহিনী ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে আঘাত করলেন। কর্ণের প্রবল আঘাতে বাণাহত যুধিষ্ঠিরের সৈন্যরা পলায়ন করতে আরম্ভ করলো। তারপর কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত আঘাত করলেন। এতে ক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠির কর্ণকে পঞ্চাশটি তীক্ষ্ণ বাণাঘাত করলেন।

যখন যুধিষ্ঠির কৌরব সৈন্যদের বধ করতে লাগলেন, সেই সময় কৌরব সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। কর্ণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি যুদ্ধে নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্র ও বৎসদন্তর দ্বারা যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলেন। কর্ণ হাসতে হাসতে তিনটি ভল্লের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের বক্ষে আঘাত করলেন। এই প্রহারে অত্যন্ত আহত হয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর রথের পশ্চাদভাগে বসে পড়লেন এবং সারথিকে অন্যত্র রথ নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন।

সেই সময় দুর্যোধন তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে "ধর" বলে তাঁর দিকে ছুটে গেলেন। তখন দক্ষ সতের শত কেকয় যোদ্ধা পাঞ্চাল যোদ্ধাদের সঙ্গে কৌরব পুত্রদের আক্রমণ করলেন। এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হলে দুর্যোধন ও ভীম পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন।

কর্ণও তখন কেকয় মহারথী যোদ্ধাদের বিধ্বস্ত করতে আরম্ভ করলেন। এবং পাঁচ শত রথী যোদ্ধাকে নিহত করলেন। কর্ণের আক্রমণে ভীত হয়ে পাণ্ডব সৈন্যরা ভীমের পাশে গেলেন। তারপর কর্ণ একমাত্র রথের সাহায্যেই যুধিষ্ঠিরের দিকে ছুটে গেলেন।

সেই সময় যুধিষ্ঠির বাণে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে পড়লেন এবং নকুল সহদেবের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে নিজের শিবিরের দিকে অগ্রসর হলেন। এই সময় যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হয়ে কর্ণ দুর্যোধনের হিত কামনায় অত্যুত্তম আরও তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে বিদ্ধ করলেন।

এইরূপে যুধিষ্ঠিরও কর্ণের বক্ষ বাণ বিদ্ধ করলেন। তারপর তিনটি

বাণে সারথিকে এবং চারটি বাণে চারটি অশ্বকে আঘাত করলেন। নকুল সহদেব যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের হাত হতে রক্ষা করার জন্য কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। উভয়েই পৃথক পৃথক ভাবে কর্ণকে আক্রমণ করলেন। কর্ণও তীক্ষ্ণধার দুটি ভল্লের দ্বারা এই দুই বীরকে বিদ্ধ করলেন। তারপর কর্ণ যুধিষ্ঠিরের অশ্বদের নিহত করলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠিরের শিরস্ত্রাণও একটি ভল্লের দ্বারা ভূমিতে ফেলে দিলেন। কর্ণ নকুলের অশ্বদেরও বধ করলেন ও তাঁর ইষাদণ্ড ও ধনু ছেদন করলেন। অশ্বগুলি ও রথদ্বয় নষ্ট হয়ে গেলে অত্যন্ত আহত অবস্থায় যুধিষ্ঠিরও নকুল সহদেবের রথের উপর আশ্রয় নিলেন।

রথহীন এই দুই পাণ্ডব ভ্রাতাকে আহত দেখে মদ্ররাজ শল্য কৃপা বশতঃ সুকৌশলে কর্ণকে বললেন, কর্ণ, আজ তোমাকে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কেন যুদ্ধ করছ? এর অস্ত্র ও কবচ নষ্ট হয়েছে। তূণীরও বাণ ছিন্ন হয়েছে। সারথি ও অশ্বরাও পরিশ্রান্ত হয়েছে এবং শত্রুরাও এদের অস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। এ ভাবে যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়লে অর্জুনের সামনে উপস্থিত হয়ে তুমি উপহাসের পাত্র হবে।

শল্য এই কথা বললেও কর্ণ পূর্বের ন্যায় রুষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বাণের দ্বারা পীড়িত করতে লাগলেন। নকুল সহদেবকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করে যুধিষ্ঠিরকে রণ বিমুখ করে দিলেন।

তখন শল্য হেসে কর্ণকে পুনরায় বললেন, রাধাপুত্র, দুর্যোধন যার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তোমাকে সম্মান করে থাকে, সেই অর্জুনকে তুমি বধ কর। যুধিষ্ঠিরকে বধ করে তোমার কি লাভ হবে?

কৃষ্ণ ও অর্জুন শঙ্খ ধ্বনি করছে—তার গম্ভীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুর প্রচণ্ড শব্দ শোনা যাচ্ছে। কর্ণ, এই অর্জুন বাণের দ্বারা মহারথী যোদ্ধাদের সংহার করে আমাদের

সমস্ত সৈন্যকে যেন গ্রাস করছে। রণক্ষেত্রে তুমি তার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। অর্জুনের পৃষ্ঠ ভাগ রক্ষা করছে যুধামন্যু ও উত্তমৌজা। বীববর সাত্যকি তাব বাম চক্র রক্ষা করছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন রক্ষা করছে তার দক্ষিণ চক্র।

ভীম দুর্যোধনেব সঙ্গে যুদ্ধ বত। আমাদেব সকলের সামনেই ভীম যাতে তাকে আজ বধ করতে না পারে তুমি তার চেষ্টা কর। যে কোন উপাযে ভীমেব কাছ থেকে দুর্যোধনকে আমাদের রক্ষা কবতেই হবে। ভীম যেন দুর্যোধনকে গ্রাস করতে উদ্যত হযেছে। যদি তোমাকে পেয়ে সে এই সঙ্কট মুক্তি লাভ করতে পারে, তবে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটবে। তুমি এই গুরুতর সঙ্কটে দুর্যোধনকে বক্ষা কর। নকুল-সহদেব ও যুধিষ্ঠিবকে নিহত করে কি হবে?

শল্যের এই কথা শুনে কর্ণ নকুল-সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে দুর্যোধনের বক্ষার্থে তাঁব দিকে ধাবিত হলেন। কর্ণকে এই ভাবে শল্য অন্য দিকে চালিত করলে, যুধিষ্ঠির ও সহদেব রণক্ষেত্র হতে পলাযন করলেন।

শল্য এরূপ সুকৌশলে যুদ্ধোন্মত্ত কর্ণকে নিবৃত্ত না করলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কোন্ মোড় নিত তা সহজেই অনুমেয়।

যুধিষ্ঠিব লজ্জিত হযে শিবিবে প্রত্যাগমন করে শয্যাশ্রয় নিয়ে ভীমের সাহায্যার্থে নকুল ও সহদেবকে পুনরায় যুদ্ধ ক্ষেত্র পাঠালেন। অর্জুন যেখানে ছিলেন অশ্বত্থামা সেখানে বিশাল সৈন্য পবিবৃত হযে গেলেন। অর্জুন অশ্বত্থামাকে পরাজিত কবেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য।) ইহাতে কৌবব সৈন্যদের মধ্যে ভযের কোলাহল শোনা গেল ও তারা ধৃতবাষ্ট্র পুত্রদেব শকুনি ও কর্ণেব সামনেই ভযে পলায়ন করতে লাগলো। কর্ণ তাদেব নিবৃত্ত করতে সক্ষম হলেন না।

অতঃপব দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, কর্ণ, দেখ, পাঞ্চাল যোদ্ধারা আমাব বিশাল সৈন্য বাহিনীকে অত্যন্ত পীড়িত করছে। তুমি

জীবিত থাকতে ভয়ে আমার সৈন্যরা পালাচ্ছে—তা দেখে যা কর্ত্তব্য বলে বিবেচনা করবে, তা কর। পাণ্ডবদের দ্বারা বিতাড়িত সহস্র সহস্র সৈন্য তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে যুদ্ধে আহ্বান করছে।

দুর্যোধনের এরূপ কথা শুনে কর্ণ হাসতে হাসতে শল্যকে বললেন, আপনি আমার দুই বাহু ও অস্ত্রের শক্তি দেখবেন। যুদ্ধে পাণ্ডবদের সঙ্গে সমস্ত পাঞ্চাল যোদ্ধাদের আমি বধ করব—এতে কোন সংশয় নেই। অতএব আপনি ভালরূপে অশ্বদের চালনা করুন।

অতঃপর কর্ণের ভার্গবাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে পীড়িত পাঞ্চাল যোদ্ধাদের মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি চারিদিক হতে উঠতে থাকে। পতনোন্মুখ সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ ও নিহত পদাতি সৈন্যদের পতনে পৃথিবী কেঁপে উঠল। তখন পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্য বাহিনী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কর্ণস্তেকো যুধাং শ্রেষ্ঠো বিধূম ইব পাবকঃ।
দহন্ শত্রূন্ নরব্যাঘ্র শুশুভে স পরন্তপঃ॥ (কঃ) ৬৪।৫৩

—নরশ্রেষ্ঠ, শত্রুতাপন যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ একাই ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শত্রুদের দগ্ধ করে শোভা পেতে লাগলেন।

কর্ণের আক্রমণে পাঞ্চাল ও চেদি যোদ্ধারা যেখানে সেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। এই সব শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা তখন ভয়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করলেন। যুদ্ধের সম্মুখে ভীত হয়ে চীৎকার করতে করতে চারদিক পলায়মান সেই সৈন্যদের ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ প্রলয় কালে প্রাণীদের চীৎকারের মত মনে হচ্ছিল। সেই সব যোদ্ধাদের মৃত অবস্থায় দেখে সমস্ত প্রাণী পশু পক্ষীরাও ভীত হয়ে উঠল।

সৈন্যদের আর্ত্তনাদ শুনে মহাভয়ঙ্কর ভার্গববাস্ত্রের প্রয়োগ হতে দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, ভার্গবাস্ত্রের পরাক্রম দেখুন। যুদ্ধে কোন প্রকারেই এই অস্ত্রকে নষ্ট করা যায় না, কর্ণ এই যুদ্ধে কি রকম নিদারুণ কাজ করছে। সে বার বার আমার দিকে দৃষ্টিপাত

করছে। যুদ্ধে কর্ণের সামনের থেকে পলায়ন করা আমি উচিত মনে করি না।

কৃষ্ণ অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের আহত হবার খবর দিয়ে প্রথমে যুধিষ্ঠিরের নিকট দেখা করে পরে কর্ণকে বধ করার পরামর্শ দিলেন। (যুধিষ্ঠির ও অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

কর্ণার্জুনের যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণ অর্জুনকে উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত করবার জন্য কর্ণের বিরুদ্ধে তাঁর পূর্বে দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—

যচ্চ যুষ্মাসু পাপং বৈ ধার্তরাষ্ট্রঃ প্রযুক্তবান্॥

তত্র সর্বত্র দুষ্টাত্মা কর্ণঃ পাপমতির্মুখ্যম্। (কঃ) ৭৩।৭০-৭১

—ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধন, তোমাদের প্রতি যে সব পাপাচরণ করেছে, সেই সব আচরণে দুষ্টাত্মা পাপমতি কর্ণ ছিল—প্রধান।

অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করলে সকলে দুঃখিত হয়েছিল, কিন্তু দুষ্টাত্মা কর্ণ ও দুর্যোধন তখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেছিল। ভারত, কর্ণরূপী অগাধ মহাসাগরে মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল যোদ্ধারা নৌকাহীন হয়ে নিমগ্ন হচ্ছে। তুমি নৌকা স্বরূপ হয়ে সেই পাঞ্চালদের উদ্ধার কর। (তদ্ ভারত মহেষ্বাসনগাধে মজ্জতোহপ্লবে।)

কর্ণ ভৃগুনন্দন পরশুরামের নিকট হতে যে মহাভয়ঙ্কর একটি অস্ত্র পেয়েছে, তার রূপ এখন প্রকাশ হয়েছে। সেই ভয়ঙ্কর ও ঘোরতর ভার্গবাস্ত্র পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যদের আচ্ছাদিত করে নিজের তেজে প্রজ্বলিত হয়ে সমস্ত সৈন্যদের সন্তাপিত করছে।

সংগ্রামে কর্ণের ধনু হতে নিক্ষিপ্ত বাণগুলি ভ্রমরের ন্যায় বিচরণ করে তোমার যোদ্ধাদের সন্তপ্ত করছে। যে ব্যক্তি নিজের মন ও ইন্দ্রিয় বর্গকে বশ করতে পারে না, তার পক্ষে কর্ণের অস্ত্রকে রোধ করা কঠিন। অতঃপর উভয় পক্ষের সৈন্যদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সুরু হল। সৃঞ্জয় বংশীয় রথী যোদ্ধা উত্তমৌজা কর্ণপুত্র সুষেণের উপর আক্রমণ করলেন। উত্তমৌজা হঠকারিতা করে সুষেণকে বধ করলেন। এবং

তাব মস্তক কেটে ফেললেন। তখন সুষেণেব সেই মস্তক নিজের আর্ত্তনাদে আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করতে কবতে ভূমিতে পড়ে গেল।

সুষেণেব মস্তককে ভূমিতে পড়তে দেখে কর্ণ শোকাতুব হযে উঠলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হযে অত্যন্ত ধারাল বাণেব দ্বাবা উত্তমৌজাব বথ, ধ্বজ ও অশ্বদেব কেটে ফেললেন। তখন উত্তমৌজা তীক্ষ্ণ বাণেব দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করলেন এবং কৃপাচার্য তাঁকে বাধা দিলে, উত্তমৌজা তরবারি দিযে কৃপাচার্যেব পৃষ্ঠ বক্ষক ও অশ্বদেব বিনাশ করে শিখণ্ডীব রথে আবোহণ কবলেন। তখন অশ্বত্থামা শিখণ্ডীকে প্রতিবোধ করে কৃপাচার্যকে উদ্ধার কবলেন।

অপবাহ্ণে কর্ণ ভীমেব সামনেই সমস্ত সোমকদের সংহাব কবে ফেললেন। ভীম কৌরব সৈন্যদের বিতাড়িত করছে দেখে কর্ণ সারথি শল্যকে বললেন—আমাকে পাঞ্চাল সৈন্যদেব দিকে নিয়ে চল। তাবপর কর্ণ শত শত সহস্র সহস্র বীরদের সংহাব কবলেন। শিখণ্ডী, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব দ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্র এবং সাত্যকি নিজ নিজ বাণ সমূহের দ্বাবা কর্ণকে বধ কববাব ইচ্ছায় তাঁকে সব দিক দিযে ঘিবে ফেললেন ও আক্রমণ কবলেন। কর্ণ সহাস্যে সকলকে প্রত্যাঘাত কবেন।

কর্ণ অদ্ভুত পরাক্রম দেখিযে ও পূর্ণ শক্তি প্রযোগ করে যত্নের সঙ্গে যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয ধনুর্ধব বীরদের নিজেব শরাঘাতে নিবৃত্ত কবেন।

তত ভারত্ত কর্ণস্য লাঘবেন মহাত্মনঃ ॥

তুতুযুর্দেবতাঃ সর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ। (কং) ৭৮।৩১

—ভারতনন্দন, সেখানে মহাত্মা কর্ণের যুদ্ধ নৈপুণ্য দেখে চাবণদেব সঙ্গে সিদ্ধরা ও সমস্ত দেবতাবা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

অবধ্য কীর্তি হাবিযে কর্ণ অজেয পর্যাযে দাঁড়িযেছেন। কর্ণের এ দুর্দান্ত বিক্রম English Satirist Jonathan Swift এর

Gulliver এর গল্প মনে করিয়ে দেয়। পাণ্ডব শিবিরের কৃষ্ণ ও অর্জুন ব্যতীত যত দেশের যত রাজ্যের যত যোদ্ধা ও বীর পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধে আত্মাহুতি দিতে এসেছিলেন, যেমন বৃষ্ণি, পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, সোমক, সৃঞ্জয় ইত্যাদি এবং পাণ্ডব পক্ষের প্রথম সারির বীর যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি—বলে বিক্রমে সকলেই কর্ণের পাশে যেন Lilliput

যেমন গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণাদি নির্মিত ক্ষুদ্র গৃহকে দগ্ধ করে সেইরূপ কর্ণ শত্রুদের দগ্ধ করতে লাগলেন। (কক্ষমিদ্ধো যথা বহ্নির্নিদাঘে জ্বলিতো মহান্) কর্ণের ধনু হতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা অত্যন্ত আহত পাঞ্চাল সৈন্যদের তীব্র আর্তনাদ সেই মহাসমরে শোনা গেল। সেই ভয়ঙ্কর শব্দে পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ভীত হয়ে উঠল। শত্রুদের সব সৈন্যই রণাঙ্গনে একমাত্র কর্ণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলে অনুভব করলেন। কর্ণ অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করে বিপক্ষের প্রশংসনীয় দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলেন।

যথৌঘঃ পর্বতশ্রেষ্ঠমাসাদ্যাভিপ্রদীর্য্যতে ॥

তথা তৎ পাণ্ডবং সৈন্যং কর্ণমাসাদ্য দীর্য্যতে। (কঃ) ৭৮।৩৮-৩৯

—যেমন জলের প্রবল প্রবাহ কোন উচ্চ পর্বতে আঘাত করে বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়, তেমনি পাণ্ডব সৈন্যরা কর্ণের নিকট উপস্থিত হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

কর্ণের অস্ত্র যখন সবেগে ছুটছিল, তখন সেখানে বাণগুলি ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করল। এতে যোদ্ধারা স্বপক্ষ শত্রুপক্ষ চিনতে পারছিল না। পাণ্ডব সৈন্যদের যুদ্ধে বিমুখ হতে দেখে দুর্যোধন আনন্দে নানা প্রকার বাদ্য বাজাতে লাগলেন।

কর্ণ মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের ন্যায় শত্রুদের এমন ভাবে তপ্ত করলেন যে তাঁর দিকে তখন দৃষ্টিপাত করাও কঠিন হল। এই সময় কর্ণের দেহ কাল যমের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। (কালান্তকবপুঃ শূরঃ)

সূত পুত্রোঽহভ্যরাজত।) কর্ণের জীবিত অবশিষ্ট পুত্রদ্বয় ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডব সৈন্যদের আক্রমণ করল।

কর্ণ যে সংখ্যায় পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করেছিলেন, ভীমও তেমনি কৌরব সৈন্য সংহার করেছিলেন।

অতঃপর কৌরব সৈন্যদের বিনাশে অর্জুনও যোগ দিযে এক রক্তনদীর উৎপত্তি করলেন, এবং তাঁর রথকে কর্ণের নিকট নিযে যাবার জন্য কৃষ্ণকে বললেন। কৃষ্ণ ও অর্জুনকে আসতে দেখে শল্য কর্ণকে বললেন—

কর্ণ, তুমি যার বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলে, সেই অর্জুন ও তাঁর সারথি কৃষ্ণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছে। যদি তুমি আজ তাকে নিহত করতে পার, তবে আমাদের পক্ষে ভাল হবে। অর্জুনের হাতে গাণ্ডীব ধনু। তাঁর ধনুর গুণ এবং চন্দ্র ও তারা চিহ্নে সুশোভিত রথের এই পতাকা, যার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা আছে সেই ধ্বজ আকাশে বিদ্যুতের ন্যায শোভা পাচ্ছে। অর্জুনের রথের অগ্রভাগে এক ভযঙ্কর বানর আছে, যে সর্বদিকে দৃষ্টিপাত করে কৌরব বীরদের ভয বর্দ্ধন করছে। অর্জুনের রথ চালাক কৃষ্ণের শঙ্খ, গদা, চক্র, ও শার্ঙ্গধনু দেখা যাচ্ছে সিদ্ধ হস্ত অর্জুনের দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই বাণগুলি শত্রুদের বিনাশ করছে। যাঁরা যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করেন নি সেই রাজাদের ছিন্ন মস্তক সমূহে রণভূমি আচ্ছাদিত হচ্ছে। অর্জুন শত্রু সৈন্যদের অত্যন্ত ব্যাকুল করে তুলেছে, যেমন সিংহ নানা জাতির সহস্র সহস্র মৃগদের ব্যাকুল করে থাকে। (নানামৃগসহস্রাণাং যূথং কেশরিণাং যথা।) অর্জুন অল্প সময়ের মধ্যেই বহু শত্রুকে সংহার করে থাকে সেইজন্য তার ভযে ভীত দুর্যোধনের সৈন্যরা চারদিকে ছিন্ন ভিন্ন হযে পলায়ন করছে। এই সময অর্জুনকে যেরূপ উত্তেজিত দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে—সে সমস্ত সৈন্যকে পিছনে ছেড়ে তোমার কাছেই উপস্থিত হবার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসছে।

ভীম আহত হওয়ায় অর্জুন ক্রুদ্ধ। সেজন্য আজ তুমি ব্যতীত অন্য কারও সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে না। তুমি যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত আহত করে রথহীন করেছো, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্রদের উত্তমৌজা, যুধামন্যু, নকুল সহদেবকেও আহত করেছ দেখে ও জেনে অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে উঠেছে। সে শত্রু পক্ষীয সমস্ত রাজাদের সংহার করবার জন্য তোমার উপর আক্রমণ করতে আসছে।

কর্ণ, অতএব তুমিও এখন তার সম্মুখীন হবার জন্য এগিযে চল। কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কোন ধনুর্ধর এই কাজ করতে সমর্থ হবে না। এ জগতে আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য কোন ধনুর্ধর বীরকে দেখতে পাচ্ছি না যে অজুনকে আজ প্রতিরোধ করতে পারে। আমি দেখছি তার পার্শ্ব ভাগ ও পৃষ্ঠ ভাগ রক্ষা করবার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। সে একাই তোমার উপর আক্রমণে উদ্যত। অতএব তোমার সফলতার সুন্দর সুযোগ এসেছে।

তুমিই যুদ্ধে কৃষ্ণার্জুনকে পরাজিত করতে পার এবং তোমার উপর সেই ভারই ন্যস্ত আছে। অতএব তুমি অর্জুনকে প্রতিরোধ করবার জন্য এগিযে চল। তুমি ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামাও কৃপাচার্যের ন্যায় পরাক্রমশালী। অতএব তুমি এই মহাসমরে আক্রমণকারী অর্জুনকে নিবৃত্ত কর।

লেলিহানং যথা সর্পং গর্জন্তমৃষভং যথা।
বনস্থিতং যথা ব্যাঘ্রং জহি কর্ণ ধনঞ্জযম্ ॥ (ক) ৭৯।৪৩

—কর্ণ, জিহ্বা লেলিহানকারী সর্প, গর্জনরত বৃষ এবং বনবাসী ব্যাঘ্রতুল্য ভযঙ্কর অর্জুনকে তুমি বধ কব।

এই যুদ্ধে দুর্যোধনের মহারথী নৃপতিরা অর্জুনের ভযে আত্মীয় স্বজনদের জন্য অপেক্ষা না করেই পলাযন করছে। তুমি ব্যতীত অন্য কোন বীর পুরুষই তাদের এ ভয দূর করতে পারবে না।

এতে ত্বাং কুরবঃ সর্বে দ্বীপমাসাদ্য সংযুগে।
ধিষ্ঠিতাঃ পুরুষব্যাঘ্র ত্বত্তঃ শরণকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ (ক) ৭৯।৪৬

—পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই সমুদ্রতুল্য যুদ্ধ স্থলে তুমিই দ্বীপের ন্যায় আশ্রয় স্থল। এই সমস্ত কৌরব তোমারই ছায়ার আকাঙ্ক্ষা করে তোমার আশ্রয়েই এসেছে।

রাধানন্দন, তুমি যেমন ধৈর্যের সঙ্গে দুর্জয় বিদেহ, অম্বষ্ঠ, কম্বোজ, নগ্নজিৎ এবং গান্ধারদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিলে, এখন তুমি তেমনি ধৈর্য সঙ্গে অর্জুনের দিকে যাও, তুমি কৃষ্ণেরও সম্মুখীন হও। যেমন তুমি একাকীই ইন্দ্র প্রদত্ত শক্তির দ্বারা ভীম পুত্র ঘটোৎকচকে বধ করেছিলে, সেইরূপ তুমি সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে অর্জুনকে নিহত কর।

কর্ণ বললেন, শল্য সৌভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমানে আপনাকে প্রকৃতিস্থ দেখছি এবং আমার সঙ্গে একমত বলে মনে হচ্ছে। মহাবাহো, আপনি অর্জুনকে ভয় করবেন না। আজ আমার দুই বাহুর শক্তি দেখবেন এবং আমার শিক্ষাগত সামর্থ্য ও দেখবেন। আমি একাকীই আজ পাণ্ডবদের বিশাল বাহিনীকে সংহার করব। আমি এই সত্য কথা বলছি, যুদ্ধে এই দুই বীর কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ না করে আজ আমি কোনরূপেই পশ্চাদপসরণ করব না, অথবা এরা আমাকে নিহত করে যুদ্ধে শায়িত করবে। কারণ যুদ্ধে জয় লাভ করা অনিশ্চিত ব্যাপার।

শল্য বললেন, কর্ণ, রথী যোদ্ধাদের প্রধান অর্জুন যদি একাকীই থাকে, তবে মহারথারা তাকে অজেয়ই বলে থাকে। আর বর্ত্তমানে সে তো কৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত এই অবস্থায় তাকে কে জয় করবার সাহস করতে পারে?

কর্ণ বললেন, শল্য, আমি যে পর্যন্ত শুনেছি, সেই পর্যন্ত জগতে এমন কোন শ্রেষ্ঠ মহারথী জন্মায়নি। আমি অর্জুনের সঙ্গে এই মহাসমরে যুদ্ধ করব, আপনি আমার বীরত্ব দেখবেন।

অর্জুন এই যুদ্ধে আজ আমাকে নিহত করবে এবং আমি নিহত হলে পর কৌরব পক্ষের অন্য যোদ্ধাদেরও বিনাশ সুনিশ্চিত জানবেন। অর্জুনের বিশাল হস্ত কখনও ঘর্মাক্ত হয় না। তাতে ধনুব গুণের চিহ্ন আছে এবং তার হস্তদ্বয় কখনও কম্পিত হয় না। তার অস্ত্র সুদৃঢ়। সে বিদ্বান এবং অতি দ্রুত হস্ত চালনায় নিপুণ; পাণ্ডু পুত্র অর্জুনের সমান অন্য কোন যোদ্ধা পৃথিবীতে নেই।

খাণ্ডব বনে অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করে অর্জুন গাণ্ডীব ধনু পেয়েছিল। কৃষ্ণ চক্র লাভ করেছিল। অগ্নিদেব অর্জুনকে শ্বেতাশ্বযোজিত গম্ভীর শব্দকারী একটি ভয়ঙ্কর রথ, দুটি দিব্য বিশাল ও অক্ষয় তূণীর এবং আলোকিক অস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। অর্জুন ইন্দ্রলোকে অসংখ্য কালকের নামক দৈত্যদের সংহার করেছিল এবং সেখানে দেবদত্ত নামক শঙ্খ পেয়েছিল; অতএব এই পৃথিবীতে তার চেয়ে বীর কোন ব্যক্তি হতে পারে? অর্জুন ভাল যুদ্ধ করে সাক্ষাৎ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেছে এবং তাঁর নিকট ত্রিভুবনকে সংহার করতে সমর্থ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পাশুপত নামক মহাস্ত্র লাভ করেছে। পৃথক পৃথক লোকপালরাও তাকে নানা মহাস্ত্র দিয়ে সম্মানিত করেছে।

বিরাট নগরে সমবেত-আমাদের সকলকে কেবল মাত্র রথের দ্বারা যুদ্ধে জয় করে অর্জুন সেই বিরাট গোধনগুলি উদ্ধার করছিল এবং মহারথী ভীষ্মাদি যোদ্ধাদেরও বস্ত্রগুলিও খুলে নিয়েছিল। এরূপ পরাক্রমশালী, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তার উপরে যে কৃষ্ণের সাহায্য পুষ্ট তাকে যুদ্ধে আহ্বান করা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। একথা আমি জানি।

অর্জুন অনন্ত পরাক্রমশালী নিরুপম, নারায়ণাবতার, স্বয়ং কৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত, যাঁর গুণ বর্ণনা জগতে সব লোক মিলিত হয়ে, দশহাজার বৎসরেও করতে সমর্থ হবে না। কৃষ্ণার্জুনকে এক রথে দেখে আমি ভীত। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছি। অর্জুন যুদ্ধে সমস্ত বীরদের মধ্যে শক্তিশালী এবং নারায়ণ স্বরূপ ভগবান কৃষ্ণও

চক্র যুদ্ধে অদ্বিতীয়। যদি বা কোন সময় হিমালয় স্বস্থান চ্যুত হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণার্জুন নিজ মর্যাদা হতে কখনও বিচলিত হন্ না। (চলেৎ স্বদেশাদ্ধিমবান্ ন কৃষ্ণৌ।) শল্য, এদের সম্মুখীন হতে আমি ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি সক্ষম ?

শল্যকে এই কথা বলে কর্ণ রণক্ষেত্রে মেঘমন্দ্রের মত গর্জন করতে লাগলেন। ইহাতে উল্লসিত দুর্যোধন তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। কর্ণ কুরুকুলের প্রধান বীরদেব কৃষ্ণার্জুনের বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ করে তাঁদের নিহত করতে আহ্বান করলেন। কর্ণের আদেশে তাঁরা অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন, কৌরব সৈন্যদের বিনাশ করতে অগ্রসর হতে লাগলেন। অর্জুন ও ভীম কৌরব বীরদের সংহার করতে লাগলেন।

কৌরব সৈন্যরা বিষহীন সর্পের ন্যায় গাণ্ডীবধারী অর্জুনের ভযে কর্ণের পাশে আত্মগোপন করল। রক্তাপ্লুত, সঙ্কটমগ্ন এবং বাণসমূহের আঘাতে ব্যাকুল কৌরবদের দেখে কর্ণ বললেন, বীরগণ, ভীত হবেন না। আপনারা নির্ভযে আমার পাশে আসুন।

কৌরব সৈন্যদের পলায়ন করতে দেখে কর্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে অর্জুনকে বধ করবার প্রতিজ্ঞা নিলেন। তারপর কর্ণ বিশাল ধনু বিস্ফারিত করে অর্জুনকে দেখতে দেখতে পুনরায় পাঞ্চাল যোদ্ধাদের দিকে ধাবিত হলেন। পাঞ্চাল নৃপতিরা কর্ণের উপর বাণ বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। সাত্যকি কর্ণপুত্র প্রসেনকে নিহত করলেন।

পুত্র প্রসেনের মৃত্যুতে কর্ণ ক্রুদ্ধ হযে সাত্যকিকে নিহত করবার জন্য বাণ নিক্ষেপ করে বললেন সাত্যকি, অতঃপর তুমি নিহত হলে। কিন্তু শিখণ্ডী তিনটি বাণে এই বাণকে ছেদ করলেন এবং কর্ণকেও তিনটি বাণে আঘাত করলেন। তখন কর্ণ দুটি ক্ষুর বাণে শিখণ্ডীর ধ্বজ ও ধনু ছেদন করে ভূপাতিত করলেন। কর্ণ পুনরায ছযটি বাণে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের এক পুত্রের মস্তক

কেটে ফেললেন। তারপর কর্ণ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সুতসোমকেও ক্ষত বিক্ষত করলেন।

যখন কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রকে নিহত করলেন, তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, পার্থ, কর্ণ পাঞ্চালদেব সংহার করছে, অতএব তুমি অগ্রসর হও এবং কর্ণকে বধ কর।

অর্জুন সহাস্যে শরাঘাতে চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেললেন এবং শত্রুদের হাতী, ঘোড়া, রথ ও ধ্বজগুলি নষ্ট করলেন। ভীম অর্জুনের পশ্চাদ ভাগে থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে রথে চড়ে তাঁর অনুগমন করলেন। তাঁরা দ্রুত কর্ণের দিকে অগ্রসর হলেন।

কর্ণ সোমকদের সংহার করতে তাদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাদের বহু সংখ্যক রথ, অশ্ব, হাতী নষ্ট করলেন এবং বাণের দ্বারা চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত করে ফেললেন।

অতঃপর ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, জনমেজয়, যুধামন্যু ও শিখণ্ডী এঁরা-সকলে নিজ নিজ বাণের দ্বারা কর্ণকে আঘাত করলেন। পাঁচ প্রধান বীর বিকর্ত্তন পুত্র কর্ণকে আক্রমণ করেও ভূপাতিত করতে পারলেন না। কর্ণ তাঁদের পাঁচ জনকেই আহত করে সিংহের মত গর্জন করতে লাগলেন। কর্ণের সঙ্গে পাণ্ডব পক্ষীয় বীরদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগল।

অতঃপর দুঃশাসন ও ভীমসেনের ভীষণ যুদ্ধ হল। ভীম দুঃশাসনকে হত্যা করে তাঁর রক্ত পান করলেন। (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য) যুধামন্যু চিত্রসেনকে বিনাশ করলে ভীমসেনের হর্ষোল্লাস শোনা গেল।

দুঃশাসন নিহত হলে পর তাঁর দশ ভ্রাতা নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, অলোলুপ, শল, সন্ধ (সত্যসন্ধ), বাতবেগ ও সুর্বচা ভীমকে আক্রমণ করে ভীমের হাতে নিহত হয়। ভীমের পরাক্রম দেখে কর্ণের সামনেই কৌরব সৈন্যরা পলায়ন করতে লাগল। ভীমের সেই পরাক্রম দেখে কর্ণের মনেও ভয় দেখা দিল।

কর্ণের চেহারা দেখে শল্য কর্ণের মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, রাধানন্দন, তুমি দুঃখ কর না। এটা তোমাকে শোভা পায় না। এই সব রাজারা ভীমের ভয়ে আহত হযে পলায়ন করছেন। নিজের ভ্রাতাদের মৃত্যুতে দুঃখিত হয়ে দুর্যোধন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হযে পড়েছে। ভীম যখন দুঃশাসনের রক্ত পান করছিল, তখন হতেই কৃপাচার্যাদি বীররা হতাবশিষ্ট। কৌরব ভ্রাতারা বিপন্ন এবং শোকাকুল দুর্যোধনকে ঘিরে তাঁর পাশে অবস্থান করছে।

অর্জুনাদি পাণ্ডব বীররা নিজেদের লক্ষ্য পূর্ণ করেছে এবং যুদ্ধের জন্য তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। এই অবস্থায তুমি ক্ষত্রিয ধর্মকে সামনে রেখে অর্জুনের উপর আক্রমণ কর। দুর্যোধন সমস্ত ভার তোমারই উপর ন্যস্ত করেছে। তুমি নিজের বল ও শক্তি অনুসারে সেই ভার বহন কর।

যদি তুমি জয লাভ করতে পার, তবে তোমার বিপুল কীর্তি লাভ হবে এবং পরাজিত হলে অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। তুমি মোহগ্রস্ত হযে পড়ায় তোমার পুত্র বৃষসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবদের দিকে ছুটে চলেছে। শল্যের কথায কর্ণ উৎসাহিত হলেন।

অতঃপর নকুল ও বৃষসেন প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বৃষসেনের অলৌকিক পরাক্রম দেখে কৌরববা আনন্দিত হযে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল।

অর্জুন বৃষসেনের দ্বারা নকুলের অশ্বদের নিহত হতে এবং কৃষ্ণকে আহত হতে দেখে রণক্ষেত্রে বৃষসেনের দিকে ধাবিত হলেন। বৃষসেন সেই সময কর্ণের সামনে ছিল। অর্জুনকে আসতে দেখে বৃষসেনও তাঁর দিকে ধাবিত হলেন, যেমন পুরাকালে নমুচি দেবরাজ ইন্দ্রের উপর আক্রমণ করেছিলেন। অর্জুন তাকে আক্রমণ করে কর্ণ, দুর্যোধন ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরদের লক্ষ্য

করে বললেন, কর্ণ, আজ যুদ্ধে আমি তোমার সামনেই এই উগ্র পরাক্রমশালী বীর বৃষসেনকে নিহত করব আমার বীর পুত্র অভিমন্যু একাকী ছিল। আমি তার সঙ্গে ছিলাম না। সেই অবস্থায় তোমরা সকলে মিলে তাকে বধ করেছো। তোমাদের এই কাজকে সকলে হীনকর্ম বলে বর্ণনা করছে। কিন্তু আজ আমি তোমাদের সকলের সামনে বৃষসেনকে বধ করব। রথে উপবিষ্ট মহারথী বীররা এই পুত্রকে তোমরা রক্ষা কর। আজ আমি যুদ্ধে বৃষসেনকে প্রথমে বধ করব। তারপর বিবেকহীন তোমাকে নিহত করব।

কর্ণ, তুমিই এই কলহের মূল। দুর্যোধনের আশ্রয় লাভ করে তোমার স্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে। আজ আমি তোমাকে বধ করব এবং যার অন্যায়ে এই অসংখ্য লোক ক্ষয় হয়েছে, সেই নরাধম দুর্যোধনকে যুদ্ধে ভীম বধ করবেন।

এই কথা বলে অর্জুন দশটি বাণে বৃষসেনের বক্ষে আঘাত করলেন। তারপর চারটি তীক্ষ্ণ ক্ষুর বাণে তাঁর ধনু, দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করলেন। মস্তকহীন বৃষসেন রথ হতে মাটিতে পড়ে গেল।

পুত্র বৃষসেনকে বাণবিদ্ধ হয়ে রথ হতে পড়তে দেখে পুত্র শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে কর্ণ অর্জুনের রথের দিকে তীব্র বেগে ছুটে গেলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে আক্রমণ করলেন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, পার্থ, কর্ণের রথ এদিকে আসছে। তোমাকে সর্ব প্রকারে কর্ণকে বিনাশ করতে হবে। অন্য কোনও ব্যক্তি কর্ণের শরাঘাত সহ্য করতে পারবে না। দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব এবং চরাচর প্রাণিদের সঙ্গে তিন লোককে তুমি রণাঙ্গনে জয় করতে পার, তা আমি ভাল ভাবেই জানি। স্বয়ং ভগবান শঙ্করকে অন্য কোন ব্যক্তি দেখতেই পারে না। তুমি সেই মহাদেব শঙ্করকে যুদ্ধে তুষ্ট করে বর লাভ করেছ। অন্যান্য দেবতারাও

মাণিক, সমস্ত সর্প নিজেদের বংশসহ কদ্রুর সন্তানরা এবং বিষাক্ত নাগ, ঐরাবত, সৌরভেয ও বৈশালয সর্পরা—সকলে অর্জুনের পক্ষে ছিলেন। আর ক্ষুদ্র সর্পগণ কর্ণের পক্ষে রইলেন। কেন্দুয়া ব্যালমৃগ, মঙ্গল সূচক মৃগ, পশু, পক্ষী, সিংহ ও ব্যাঘ্ররা ব্যাঘ্র—ইহারা সকলেই অর্জুনের বিজয় বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। বসু, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র ও বিশ্ব দেবতারা এবং অশ্বিনীকুমার দ্বয, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, পবন ও সব দিক অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করলেন।

ইন্দ্র ব্যতীত অন্য আদিত্যরা কর্ণের পক্ষ গ্রহণ করলেন। বৈশ্য, শূদ্র, সূত ও শঙ্কর জাতির সব মানুষ সেই সময কর্ণের পক্ষে রইলেন।

স্বজাতি ও অনুগামীদের সঙ্গে দেবতা ও পিতৃগণ এবং যম, কুবের ও বরুণ অর্জুনের পক্ষে গেলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, যজ্ঞ ও দক্ষিণা সব অর্জুনের পক্ষে গেলেন।

প্রেত, পিশাচ, মাংসভোজী পশু পক্ষী, রাক্ষস, জলজন্তু, কুকুর ও শৃগালরা কর্ণের পক্ষ নিলেন। (প্রেতাশ্চৈব পিশাশ্চ পিশাচাস্ত ক্রব্যাদাশ্চ মৃগাণ্ডজাঃ, রাক্ষসাঃ সহ যাদোভিঃ শ্বশৃগালাশ্চ কর্ণতঃ।)

দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিদের সঙ্ঘ অর্জুনের পক্ষে ছিলেন। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব, প্রাধা ও মুনি হতে জাত গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সকলেই অর্জুনের পক্ষে রইলেন। এই মহাযুদ্ধে ত্রিলোকের পক্ষীয় ও বিরুদ্ধ পক্ষীযদের দেখলে যুদ্ধের ফলাফল অনুমান কষ্ট সাধ্য নয।

এই ভাবে বিশ্ব চরাচরের সমস্ত প্রাণীরা কর্ণার্জুনের যুদ্ধ দেখতে উপস্থিত হলেন। এই বীরদ্বযকে যুদ্ধে সমবেত হতে দেখে ইন্দ্র বললেন,—অর্জুন কর্ণকে জয করবে।

এই কথা শুনে সূর্য বললেন—না কর্ণই অর্জুনকে জয করবে। আমার পুত্র অর্জুনকে নিহত করে জয লাভ করবে। এই ভাবে সূর্য ও ইন্দ্রের মধ্যে বিবাদ হতে লাগল।

চিহ্ন ছিল ও কিরীটধারী অর্জুনের ধ্বজে মূর্ত্তিমান্ হনুমান উপবিষ্ট ছিলেন। এই দুই রথকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেখে সমস্ত ভূপতিরা সিংহনাদ করতে লাগলেন এবং প্রচুর সাধুবাদ করতে লাগলেন। উভয় তুমুল রণসাজে সজ্জিত।

উভয়েই নিজ নিজ কর্মে বিশ্ব বিখ্যাত ছিলেন। যুদ্ধে পুরুষকার এবং বলে উভয়েই শম্বরাসুর ও দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য ছিলেন।

কার্তবীর্য্যসমৌ চোভৌ তথা দাশরথেঃ সমৌ।
বিষ্ণুবীর্য্যসমৌ চোভৌ তথা ভবসমৌ যুধি ॥ (ক) ৮৭।১৬

—উভয়েই যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যার্জুন, দশরথনন্দন রাম, বিষ্ণু এবং শঙ্করতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন।

বীরদ্বয় শ্রেষ্ঠ রথে আরূঢ় ছিলেন এবং এই মহাসমরে উভয় যোদ্ধারই সারথি শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। এই দুই বীরকে দেখে সিদ্ধ ও চারণগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। (সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘানাং বিস্ময়ঃ সমপদ্যত)।

কৌরব পক্ষে যুদ্ধরূপ পাশা খেলায় কর্ণকে পণ করা হয়েছিল। সেরূপ পাণ্ডবদের পক্ষে অর্জুনকে পণ রাখা হয়েছিল।

অতঃপর অন্তরীক্ষের সমস্ত ভূতদের মধ্যে কর্ণ ও অর্জুনের জয় পরাজয় বিষয় নিয়ে পরস্পর নিন্দা পূর্ণ বিবাদ ও মতভেদ উপস্থিত হল। তখন সব লোককেই পরস্পর ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করতে শোনা গেল। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ রাক্ষস—এঁরা সকলে কর্ণ এবং অর্জুনের যুদ্ধ বিষয়ে পক্ষ বা বিপক্ষ নিলেন।

পর্বত, সমুদ্র, সজল নদী, বৃক্ষ ও ওষধি—এরা সকলে অর্জুনের পক্ষ নিলেন। অসুর, যাতুধান ও গুহ্যকরা—এরা সকলে প্রসন্ন চিত্ত হয়ে কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করেছিল (অসুরা যাতুধানাশ্চ গুহ্যকাশ্চ পরন্তপ। তে কর্ণং সমপদ্যন্ত হৃষ্ট রূপাঃ সমন্ততঃ।) মুনি, চারণ, সিদ্ধ, গরুড, পক্ষী, রত্ন, নিধি, উপবেদ, উপনিষৎ, রহস্য, সংগ্রহ ও ইতিহাস পুরাণ সহ সম্পূর্ণ বেদ, বাসুকি চিত্রসেন, তক্ষক,

মাণিক, সমস্ত সর্প নিজেদের বংশসহ কদ্রুর সন্তানরা এবং বিষাক্ত নাগ, ঐরাবত, সৌরভেয় ও বৈশালয় সর্পরা—সকলে অর্জুনের পক্ষে ছিলেন। আর ক্ষুদ্র সর্পগণ কর্ণের পক্ষে রইলেন। কেন্দুযা ব্যালমৃগ, মঙ্গল সূচক মৃগ, পশু, পক্ষী, সিংহ ও ব্যাঘ্ররা ব্যাঘ্র—ইহারা সকলেই অর্জুনের বিজয় বিষযে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। বসু, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র ও বিশ্ব দেবতারা এবং অশ্বিনীকুমার দ্বয, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, পবন ও সব দিক অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করলেন।

ইন্দ্র ব্যতীত অন্য আদিত্যরা কর্ণের পক্ষ গ্রহণ করলেন। বৈশ্য, শূদ্র, সূত ও শঙ্কর জাতির সব মানুষ সেই সময কর্ণের পক্ষে রইলেন।

স্বজাতি ও অনুগামীদের সঙ্গে দেবতা ও পিতৃগণ এবং যম, কুবের ও বরুণ অর্জুনের পক্ষে গেলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, যজ্ঞ ও দক্ষিণা সব অর্জুনের পক্ষে গেলেন।

প্রেত, পিশাচ, মাংসভোজী পশু পক্ষী, রাক্ষস, জলজন্তু, কুকুর ও শৃগালরা কর্ণের পক্ষ নিলেন। (প্রেতাশ্চৈব পিশাশ্চ পিশাচাস্ত-ক্রব্যাদাশ্চ মৃগাণ্ডজাঃ, রাক্ষসাঃ সহ যাদোভিঃ শ্বশৃগালাশ্চ কর্ণতঃ।)

দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিদের সঙ্ঘ অর্জুনের পক্ষে ছিলেন। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব, প্রাধা ও মুনি হতে জাত গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সকলেই অর্জুনের পক্ষে রইলেন। এই মহাযুদ্ধে ত্রিলোকের পক্ষীয় ও বিরুদ্ধ পক্ষীযদের দেখলে যুদ্ধের ফলাফল অনুমান কষ্ট সাধ্য নয।

এই ভাবে বিশ্ব চরাচরের সমস্ত প্রাণীরা কর্ণার্জুনের যুদ্ধ দেখতে উপস্থিত হলেন। এই বীরদ্বযকে যুদ্ধে সমবেত হতে দেখে ইন্দ্র বললেন,—অর্জুন কর্ণকে জয করবে।

এই কথা শুনে সূর্য বললেন—না কর্ণই অর্জুনকে জয করবে। আমার পুত্র অর্জুনকে নিহত করে জয লাভ করবে। এই ভাবে সূর্য ও ইন্দ্রের মধ্যে বিবাদ হতে লাগল।

সমেতৌ তৌ মহাত্মানৌ দৃষ্টা কর্ণ—ধনঞ্জয়ৌ
অকম্পন্ত এযো লোকাঃ সহদেবর্ষিচারণাঃ ॥ (ক) ৮৭।৬১

—মহাত্মা কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ দেখবার জন্য সমবেত দেবতা, ঋষি ও চারণগণের সঙ্গে তিন লোকের প্রাণীরা কাঁপতে লাগলেন।

সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত প্রাণীরা ভীত হযে উঠলেন। যে দিকে অর্জুন ছিলেন, সেই দিকে দেবগণ এবং যে দিকে কর্ণ ছিলেন সেই দিকে অসুররা অবস্থান করতে লাগলেন।

দেবতারা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস করলেন। দেব এই তুই বীরের মধ্যে কোন বীর জয লাভ করবে? আমাদের ইচ্ছা যে উভয়েই সমভাবে জয় লাভ করুক। কর্ণার্জুনের বিবাদে সারা বিশ্ব সংশয়াপন্ন হযে পড়েছে। আপনি এই বীরদ্বযের জযলাভ বিষযে সত্য করে বলুন।

দেবতাদের এই কথা শুনে ইন্দ্র ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন, ভগবন, আপনি পূর্বে বলেছিলেন যে এই তুযের মধ্যে কৃষ্ণের বিজয় নিশ্চিত। আপনার এই কথা সত্য হোক। তখন ব্রহ্মা ও মহাদেব ইন্দ্রকে বললেন, অর্জুনের জয় লাভ সুনিশ্চিত। ইন্দ্র এই সব্যসাচী অর্জুন খাণ্ডব বনে অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করেছিল এবং স্বর্গে তোমারও সহাযতা করেছে।

কর্ণশ্চ দানবঃ পক্ষ অতঃ কার্য্যঃ পরাজয় ॥
এবং কৃতে ভবেৎ কার্য্যং দেবানামেব নিশ্চিতম্।
আত্মকার্য্যঞ্চ সর্বেষাং গরীযস্ত্রিদশেশ্বর ॥ (ক) ৮৭।৭০-৭১

—কর্ণ, দানব পক্ষের মানুষ, সুতরাং তাহার পরাজয ঘটাইতে হইবে। এইরূপ কার্য্য করলে নিশ্চিতরূপে দেবগণেরও কার্য্য সিদ্ধ হবে দেবরাজ, আত্মকার্য করা সকলের পক্ষেই শ্রেয়।

অর্জুন সর্বদা সত্য ও ধর্মে নিযুক্ত আছে, সুতরাং তার জয়লাভ অবশ্যই হবে—এতে কোন সংশয নেই।

সূর্যপুত্র কর্ণ উত্তম লোক পাবে। কিন্তু এই যুদ্ধে কৃষ্ণ ও

অর্জুনের জয় অবশ্যম্ভাবী। কর্ণ দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মের সঙ্গে বসুগণ অথবা মরুদদের লোকে যাবে এবং স্বর্গলোকে যাবে। ব্রহ্মা ও মহাদেবের এই ভবিষ্যৎ বাণী ইন্দ্র সমস্ত প্রাণিদের শোনালেন।

এক্ষেত্রে ভারতীয় মহাকাব্যের সঙ্গে গ্রীক মহাকাব্যের প্রভূত সাদৃশ্য দেখা যায়।

যুদ্ধের প্রারম্ভে কর্ণ শল্যকে জিজ্ঞেস করলেন, শল্য, আপনি সত্য করে বলুন, যদি কদাচিৎ আজ রণাঙ্গনে কুন্তী পুত্র অর্জুন আমাকে নিহত করে, তবে আপনি এই যুদ্ধে কি করবেন ?

শল্য বললেন, কর্ণ, যদি অর্জুন আজ তোমাকে নিহত করে, তবে আমি একমাত্র রথেরই সাহায্যে কৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই বধ করব।

অর্জুনও কৃষ্ণকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন সহাস্যে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন,

পতেদ্ দিবাকরঃ স্থানাচ্ছুষ্যেদপি মহোদধিঃ।
শৈত্যমগ্নিরিয়ান্ন ত্বাং হন্যাৎ কর্ণো ধনঞ্জয় ॥ (ল) ৮৭।১০৫

—ধনঞ্জয়, সূর্য নিজ স্থান হতে পতিত হতে পারেন, সমুদ্র শুষ্ক হয়ে যেতে পারে এবং অগ্নি চিরকালের জন্য নিজের উষ্ণতা ত্যাগ করে শীতল হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু কর্ণ তোমাকে বিনাশ করতে পারবে না।

যদি কোনো প্রকারে তা ঘটে তবে জগৎ উল্টে যাবে। আমি নিজ বাহুদ্বারাই এই যুদ্ধে কর্ণ ও শল্যকে বধ করব।

কৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন হেসে বললেন, এই কর্ণ ও শল্য ও আমাব পক্ষে যথেষ্ট নয়। কৃষ্ণ আজ যুদ্ধে আপনি দেখবেন, আমি কবচ, ছত্র, শক্তি ধনু, পতাকা, রথ অশ্ব এবং রাজা শল্যের সঙ্গে কর্ণকে তার বাণ খণ্ড খণ্ড করে দেব, যেমন বনে দণ্ডযুক্ত হাতী এক বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড করে, তেমনি আজ আমি রথ, অশ্ব, শক্তি, কবচ এবং অস্ত্রসহ কর্ণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেব।

মাধব, আজ কর্ণের স্ত্রীদের বিধবা হবার সময় এসেছে। নিশ্চয় তারা দুঃস্বপ্ন দেখেছে। আজ আপনি নিশ্চয়ই কর্ণের স্ত্রীদের বিধবা হতে দেখবেন। এই অদূরদর্শী মূর্খ কর্ণ কৌরব সভায় দ্রৌপদীকে আনতে দেখে বারংবার তাকে এবং আমাদের উপহাস করে নিন্দা করেছে তার ঐ সব কুকীর্তি স্মরণ করে আমার ক্রোধ প্রশমিত হচ্ছে না।

যেমন মদমত্ত হাতী ফলে পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃক্ষকে উৎপাটিত করে। তেমনি আজ আমি এই কর্ণকে মথিত করে ফেলব। আজ কর্ণ নিহত হলে পর আপনি মধুর বাক্য সব শুনতে পাবেন। আমরা আপনাকে বলব—বৃষ্ণিনন্দন, অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আজ আপনার জয় হয়েছে। আজ আপনি প্রসন্ন হয়ে অভিমন্যুর জননী সুভদ্রা ও নিজের পিসীমা কুন্তী দেবীকে সান্ত্বনা দেবেন। আজ আপনি লাঞ্ছিতা দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা এবং যুধিষ্ঠিরকে অমৃততুল্য মধুর কথায় সান্ত্বনা দেবেন।

সূর্যপুত্র কর্ণের ন্যায় ধার্মিক ব্যক্তির রাজসভা মধ্যে দ্রৌপদীর প্রতি এই অশিষ্টাচার কেবল অশোভনীয় নয় অপ্রত্যাশিত। অর্জুনের উষ্মার যথেষ্ট কারণ আছে। কর্ণ চরিত্র দ্বিমুখী। একদিকে কর্ণ দাতা, ধার্মিক সৎ, সজ্জন ও সত্য প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিদের এক নিখুঁত উদাহরণ। অন্যদিকে ক্রুর, নিষ্ঠুর, ঈর্ষাপরায়ণ ইত্যাদি নীচ চরিত্রের পরিচায়ক। কর্ণ চরিত্রের এই দ্বিতীয় দিকটি ব্রহ্মার কথা বিশ্বাস করতে আমাদের বাধ্য করে যে তিনি দানব পক্ষের মানুষ। নতুবা দ্রৌপদী রাজকুলনন্দিনী শ্রেষ্ঠ রাজবংশের রাজমহিষী জেনেও রাজসভায় তাঁর প্রতি আচরণ কেবল দৃষ্টি কটু নয়, গর্হিত অশ্লীল বলা যায়। এখানে যেন তাঁর দানব চরিত্র ফুটে উঠেছে।

অতঃপর অর্জুন প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি কৌরব সৈন্যদের সংহার করেন। কর্ণ ও অর্জুন উভয়েই ইন্দ্র এবং জম্ভাসুরের ন্যায় সেই মহাসমরে নির্ভয়ে বিচরণ

করতে লাগলেন। উভয়ের বাণাঘাতে কৌরব ও পাণ্ডব বীরদের হাতী, ঘোড়া, রথ ও পদাতি বাহিনী পলায়ন করল।

এই অবস্থায় অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের জন্য দুর্যোধনকে আবার প্রস্তাব দিলেন এবং দুর্যোধন তা প্রত্যাখ্যান করলেন। (দুর্যোধন চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

তারপর কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল। অর্জুনকে উৎসাহিত করে সোমকরা উচ্চৈঃস্বরে বললেন, তুমি কর্ণকে বিনাশ কর। এখন আব বিলম্বের কোন প্রয়োজন নেই। কর্ণের মস্তক এবং দুর্যোধনের বাজ্য লাভের আশা একসঙ্গে ধ্বংস কর।

অপর পক্ষে কৌরব পক্ষের যোদ্ধারা কর্ণকে উৎসাহিত করে বললেন, কর্ণ, যাও, অর্জুনকে বধ কর যাতে কুন্তী পুত্রদের সকলকে দীর্ঘকালের জন্য বনবাসী হতে হয়।

তারপব কর্ণ দশটি বিশাল বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন, তখন অর্জুনও সহাস্যে তীক্ষ্ণধার দশটি বাণে কর্ণের বক্ষ বিদ্ধ কবে প্রতিশোধ নিলেন। উভযে সুন্দর পক্ষযুক্ত বাণের দ্বারা একে অপবকে ক্ষত বিক্ষত করতে লাগলেন। এঁরা তখন পরস্পরেব ক্ষতি করতে লাগলেন এবং ভয়ঙ্কর রূপে পরস্পরকে আক্রমণ করতে লাগলেন।

কর্ণ শরাঘাতে পাঞ্চালদের রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদের আঘাত করে আহত কবলেন। কর্ণের বাণাঘাতে তাঁদের শরীর খণ্ড বিখণ্ড হবে গিযেছিল এবং তারা প্রাণহীন হযে চীৎকার করতে করতে ভূতলে পড়ে গেলেন। কৌরব সৈন্যরা কর্ণকে বিজযী মনে করে আনন্দ করতে লাগলেন।

কর্ণের দ্বারা অর্জুনের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রকে নষ্ট হতে দেখে ভীম ক্রুদ্ধ হযে হাতের দ্বারা হাত মর্দন করে অর্জুনকে বললেন, অর্জুন আজ যুদ্ধে পাপী কর্ণ তোমার সামনেই কিভাবে এই সব প্রধান প্রধান পাঞ্চাল যোদ্ধাদের বধ করতে পারল? তোমাকে তো পূর্বে

দেবতারাও জয় করতে পারেনি। কালকেয় দানবেরাও তোমাকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়নি। তুমি ভগবান শঙ্করের বাহুর আঘাত পেয়েছিলে। (সাক্ষাৎ স্থাণোর্বাহুসংস্পর্শমেত্য) সেই তোমাকে সূতপুত্র কর্ণ প্রথমেই কিরূপে দশটি বাণে বিদ্ধ করল?

তোমার এই কাজ আজ আমার নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে। কৌরব সভায় দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করার কথা ও আমাদের নপুংসক বলে নানা বিদ্রূপ করার পূর্ব কথা মনে করে শীঘ্র তুমি তাকে বধ কর। তুমি কর্ণকে উপেক্ষা কর না। আমিও আজ তাকে গদাঘাতে শেষ করব।

কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বললেন, তুমি এখনও পর্যন্ত যতবার প্রহার করছ, ততবারই কর্ণ সেই সমস্ত অস্ত্র নষ্ট করেছে। আজ তোমার মধ্যে কি মোহ এসে উপস্থিত হয়েছে? তুমি সাবধান হচ্ছ না কেন? দেখ, এই তোমার শত্রুরা আনন্দে সিংহনাদ করছে। তুমি যে ধৈর্য্যের দ্বারা প্রতি যুগে ঘোর রাক্ষসদের তাদের মায়ামহ তামস অস্ত্র এবং দম্ভোদ্ভব নামক অসুরদের যুদ্ধ স্থলে বিনাশ কর, সেই ধৈর্য্যের দ্বারা আজ তুমি কর্ণকেও সংহার কর। তুমি আমার সুদর্শন চক্র দ্বারা শত্রুকে বধ কর যেমন ইন্দ্র বজ্রদ্বারা শত্রু নমুচির মস্তক ছেদন করেছিলেন। তুমি ধৈর্য্য সহকারে কিরাতরূপী শঙ্করকে সন্তুষ্ট করেছিলে, সেই ধৈর্য্যকেই আশ্রয় করে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সূতপুত্র কর্ণকে বিনাশ কর। তারপর সমুদ্র পরিবেষ্টিত নগর ও গ্রামে পূর্ণ এবং নিষ্কণ্টক এই পৃথিবী যুধিষ্ঠিরকে প্রদান কর এবং অনুপম যশ লাভ কর।

ভীম ও কৃষ্ণের মুখ থেকে উৎসাহ পেয়ে অর্জুন কর্ণকে বধ করতে বদ্ধ পরিকর হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, আমি জগতের কল্যাণ ও কর্ণকে বধ করবার জন্য এখন এক প্রচণ্ড মহাস্ত্র আবিষ্কার করেছি। এর জন্য আপনি ব্রহ্মা, শঙ্কর, সমস্ত দেবতা ও ব্রহ্মজ্ঞরা আমাকে আদেশ করুণ।

কৃষ্ণকে এই কথা বলে অর্জুন ব্রহ্মাকে প্রণাম করে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করলেন। এবং কর্ণর প্রতি প্রযোগ করলেন। কিন্তু এবারও, কর্ণ সেই অস্ত্রকে নষ্ট করলেন। অর্জুনের এই অস্ত্রও নষ্ট হতে দেখে ভীম ক্রুদ্ধ হযে অর্জুনকে বললেন,

অর্জুন সকলেই জানে যে তুমি অতি উত্তম ও মনের দ্বারা প্রযোগ যোগ্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র জান। অতএব তুমি অপর কোন শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্রযোগ কর। এই কথা শুনে সব্যসাচী অর্জুন একটি দিব্যাস্ত্র প্রযোগ করলেন। গাণ্ডীব ধনু হতে নিক্ষিপ্ত সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর এবং সূর্য কিরণের ন্যায় তেজস্বী বাণের দ্বারা সমস্ত দিঙমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে দিলেন এবং কোণগুলিকে আবৃত করলেন। অর্জুনের এই দিব্যাস্ত্র সূর্য ও অগ্নির কিরণ মালার ন্যায় প্রকাশিত দশ হাজার বাণে ক্ষণকালের মধ্যেই কর্ণের রথকে আচ্ছাদিত করে দিল। সেই দিব্যাস্ত্রের দ্বারা শূল, পরশু, চক্র এবং শত শত নারাচাদি ভয়ঙ্কর অস্ত্র আবির্ভূত হতে লাগল। যার দ্বারা সব দিকের যোদ্ধারা নিহত হতে লাগল।

এইভাবে অর্জুন শত্রু পক্ষের সব মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাদের সংহার করলেন। ভয়ানক বাণের দ্বারা অর্জুন দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যদের ধ্বংস করে দিলেন।

কর্ণও যুদ্ধে সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করলেন। এই সব বাণ অর্জুনের উপর এসে পড়ল। তারপর কর্ণ তিনটি বাণে কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমকে বিদ্ধ করে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে লাগলেন।

কর্ণের বাণে কৃষ্ণ ও ভীমকে আহত হতে দেখে অর্জুন সহ্য করতে পারলেন না। তিনি স্বীয তূণ হতে পুনরায আঠারটি বাণ গ্রহণ করলেন। এক বাণে কর্ণের ধ্বজ বিদ্ধ করে অর্জুন চার বাণে শল্যকে এবং তিন বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করে দশটি বাণ নিক্ষেপ করে সভাপতি নামক রাজকুমারকে নিহত করলেন। এর পর অর্জুন পুনরায় আট, দুই, চার এবং দশটি বাণের দ্বারা কর্ণকে

বারংবার আঘাত করে অস্ত্রধারী আরোহীসহ চারশত হস্তী বিনাশ করে আট শত রথ নষ্ট করেছিলেন। তারপর অর্জুন আরোহী যোদ্ধা সহ সহস্র সহস্র অশ্ব ও সহস্র সহস্র পদাতি বীর যোদ্ধাকে সংহার করে রথ, সারথি ও ধ্বজসহ কর্ণকেও শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা অদৃশ্য করে দিলেন।

অর্জুনের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হয়ে কৌরব সৈন্যরা চারদিকে কর্ণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করতে লাগল, কর্ণ, শীঘ্র বাণ নিক্ষেপ কর এবং অর্জুনকে বিদ্ধ কর। এমন যেন না হয় যে, এই অর্জুনই পূর্বে সমস্ত কৌরব সৈন্য বধ করছে।

এই ভাবে প্রেরণা পেয়ে কর্ণ পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে বারংবার বহু সংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করলেন। এই সব মর্মভেদী বাণ পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদের নিহত করতে লাগল। এইভাবে এই দুই বীর উভযে উভযেব ভযঙ্কর শত্রু সৈন্যদের ও পরস্পরকে মহাস্ত্র দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন।

এই সময় অর্জুনের ধনুর গুণ অধিক আকৃষ্ট হওয়ায় সহসা ছিন্ন হল। এই অবকাশে কর্ণ অর্জুনকে এক শত বাণ প্রহার করলেন। সর্পের ন্যায় ভযঙ্কর ষাটটি বাণে কৃষ্ণকেও অতি সত্বর বিদ্ধ করলেন। এরপর পুনরায় অর্জুনকে আটটি বাণে বিদ্ধ করলেন। তারপর কর্ণ দশ হাজার বাণের দ্বারা ভীমের বুকে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। কৃষ্ণ, অর্জুন ও তাঁর রথধ্বজ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবৃন্দ ও সোমকদেরও তিনি ভূপাতিত করবার চেষ্টা কবলেন।

সোমকরা তাঁদের বাণের দ্বারা কর্ণকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। অস্ত্রবিদ্যায় অতিশয় অভিজ্ঞ কর্ণ বহু বাণের দ্বারা তাঁর আক্রমণকারী সোমকদের যেখানে সেখানে রুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রগুলি নষ্ট করে কর্ণ বহু সংখ্যক রথ, অশ্ব ও হস্তীদেরও বধ করলেন এবং কর্ণ তাঁর বাণের

দ্বারা শত্রুদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের আহত করলেন। তাঁদের সকলেরই শরীর কর্ণের বাণে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এবং তাঁরা আর্ত্তনাদ করতে করতে প্রাণহীন হয়ে ধরাশায়ী হলেন। বলশালী সিংহ যেমন মহাবল কুকুরের দলকে নিহত করে, তেমনি কর্ণও সোমকদের ভূপাতিত করতে লাগলেন।

পাঞ্চালের প্রধান প্রধান সৈন্যরা ও অন্যান্য যোদ্ধারা পুনরায় কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যভাগে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কর্ণ। তাঁদের সকলকে নিহত করলেন। তখন কৌরব সৈন্যরা কর্ণের বিপুল জয় মনে করে হাততালি দিতে লাগল এবং সিংহনাদ করতে লাগল।

তারপর কর্ণের বাণে ক্ষত বিক্ষত অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত দ্রুত ধনুর গুণ নত করে তা আরোপ করলেন এবং কর্ণের বাণগুলি ছিন্ন ভিন্ন করে কৌরবদের প্রতিরোধ করলেন। ক্ষণকাল অন্তর অর্জুন কর্ণের দস্তানার উপর আঘাত করলেন এবং সহসা বাণজাল বিস্তার করে সেখানে অন্ধকার সৃষ্টি করলেন। অতঃপর অর্জুন, কর্ণ, শল্য ও সমস্ত কৌরবদের নিজের বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলেন। এই সময় অর্জুন হেসে দশটি বাণে শল্যকে প্রচণ্ড আঘাত করলেন এবং তাঁর কবচ ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন। তারপর উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বারটি বাণে কর্ণকে আঘাত করে পুনরায় তাঁকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করলেন।

অর্জুনের বাণের প্রচণ্ড আঘাতে কর্ণের সমস্ত দেহ বিদীর্ণ হয়ে গেল, তাঁর শরীর রক্তে আপ্লুত হল এবং সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে শ্মশানের মধ্যে ক্রীড়ারত, বাণে পরিব্যাপ্ত এবং রক্তে আর্দ্র দেহ রুদ্রদেবের ন্যায় মনে হল।

কর্ণ অর্জুনকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করলেন এবং কৃষ্ণকে বিনাশ করবার ইচ্ছায় তাঁর দেহে প্রজ্বলিত সর্পদের ন্যায় পাঁচটি বাণ প্রবেশ করালেন। এই সব বাণ কৃষ্ণের কবচ বিদীর্ণ করে তীব্র

বেগে ভূমিতে প্রবেশ করল এবং পাতাল গঙ্গায স্নান করে পুনরায় কর্ণের দিকে ফিরতে লাগল। (বেগেন গামাবিবিশুঃ সুবেগাঃ স্নাত্বা চ কর্ণাভিমুখাঃ প্রতীয়ুঃ।) এ সমস্ত বাণ ছিল না। তক্ষক পুত্র অশ্বসেনের পক্ষপাতী পাঁচটি বিশাল সর্প ছিল।

অর্জুন অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে দশটি ভল্লের দ্বারা তাদের প্রত্যেককেই তিন তিন খণ্ডে খণ্ডিত করে দিলেন। অর্জুনের বাণে তারা নিহত হল।

কর্ণেব বাণে কৃষ্ণের অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হওযায় অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি শরাঘাতে কর্ণের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। কর্ণ দুঃখে তখন বিচলিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোন প্রকারে ধৈর্য সহকারে যুদ্ধে রত রইলেন।

তারপর ক্রুদ্ধ অর্জুন বাণের দ্বারা এরূপ জাল বিস্তার করলেন যে ফলে দিক্ বিদিকের সূর্যের প্রভা এবং কর্ণের রথ বস কিছুই কুযাশায় আবৃত আকাশের ন্যায় অদৃশ্যে হল। অর্জুন কর্ণের চক্ররক্ষক, পাদরক্ষক, অগ্রগামী এবং পৃষ্ঠরক্ষক কৌরব পক্ষের সমস্ত প্রধান বীর, যারা সংখ্যায় দু হাজার, ক্ষণিকের মধ্যেই রথ, অশ্ব ও সারথিসহ তাঁদের সকলকে নিহত করলেন। তারপর অবশিষ্ট যাঁরা ছিলেন তাঁরা, কৌরব পুত্ররা ও কৌরব সৈন্যরা কর্ণকে ত্যাগ করে পলাযন করলেন।

সেই মহাসমরে অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণকে বধ করবার জন্য যে যে অস্ত্র প্রযোগ করেছিলেন, কর্ণ নিজের ভযঙ্কর বাণের দ্বারা তাদের আকাশেই ছিন্ন করতে লাগলেন।

কর্ণের ধনু অমোঘ ছিল। এই ধনুর গুণও অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তিনি স্বীয় ধনু আকর্ষণ করে তার দ্বারা বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। কৌরব সৈন্য দগ্ধকারী অর্জুন দ্বারা নিক্ষিপ্ত অস্ত্রকে কর্ণ ধূলিসাৎ করলেন।

অতঃপর কর্ণ পরশুরাম হতে প্রাপ্ত মহাপ্রভাবশালী শত্রু

নাশক আথর্বণ অস্ত্রের প্রয়োগ করে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা অর্জুনের কৌরব সৈন্য দগ্ধকারী সেই অস্ত্রকে নষ্ট করে দিলেন। যেমন দুটি হস্তী দন্তের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তেমনি অর্জুন ও কর্ণ পরস্পরের উপর বাণ প্রহার করতে লাগলেন। সেই সময় উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগল। সেখানে অস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে সমগ্র প্রদেশ সর্বতোভাবে তুমুলাকায় ধারণ করল। কর্ণ ও অর্জুন নিজ নিজ বাণ বর্ষণ করে আকাশকে পূর্ণ করে তুললেন। বিশাল জাল বিস্তৃত হওয়ায় স্থানটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় সেই সময় অপর কোন প্রাণীকেই তাঁরা দেখতে পেলেন না। এঁরা উভয়েই শত্রুদের পক্ষে দুর্জয় ছিলেন। যুদ্ধে নিরত থেকে পরস্পরের ত্রুটি অন্বেষণকারী এই বীর কর্ণ ও অর্জুনকে দেখে দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও পিতৃগণ সকলে হর্ষের সঙ্গে তাঁদের প্রশংসা করতে লাগলেন।

এই ভাবে রণক্ষেত্রে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার সময় এই দুই বীরের মধ্যে পরাক্রম, অস্ত্রসঞ্চালন, মায়াবল এবং পুরুষার্থের দৃষ্টিতে কখনও কর্ণ, কখনও বা অর্জুনকে অনুপম মনে হচ্ছিল।

তুমুল যুদ্ধের এ সঙ্কট মুহূর্তে রথ, ঘোড়া এবং হস্তিদের দ্বারা সমস্ত রণভূমি বিধ্বস্ত হচ্ছিল, সেই সময় পাতাল নিবাসী অর্জুনের শত্রু খাণ্ডব বনদাহের সময় জীবিত পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট অশ্বসেন নামক নাগ কর্ণ এবং অর্জুনের সেই সংগ্রাম দেখে তীব্র বেগে উপরে উঠে ও সেই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হল। অর্জুনের শত্রুতার প্রতিশোধ নেবার এটাই উপযুক্ত সময় মনে করে অশ্বসেন কর্ণের তূণীরের মধ্যে প্রবেশ করল।

অতঃপর বিশ্বের বিখ্যাত ধনুর্দ্ধর বীর কর্ণ ও অর্জুন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। সেই সময় আকাশের অপ্সরারা দিব্য চামর ব্যজন করতে করতে এই দুই বীরকে চন্দন মিশ্রিত জল সিঞ্চন করতে লাগল। তারপর

ইন্দ্র ও সূর্য নিজ নিজ হাতে তাঁদের মুখ মুছিয়ে দিলেন। মানুষের যুদ্ধে দেবতাদের এত নৈকট্য কদাচ দেখা যায়।

যখন কোনরূপেই কর্ণ যুদ্ধে অর্জুন অপেক্ষা অধিক পরাক্রম দেখাতে পারলেন না এবং অর্জুন নিজের বাণাঘাতে কর্ণকে জর্জরিত করলেন, তখন কর্ণ সর্পমুখ বাণ নিক্ষেপ করার বিষয় চিন্তা করলেন, অর্জুনকে বধ করবার জন্য যাকে দীর্ঘকাল ধরে সুরক্ষিত করেছেন। স্বর্ণের তূণীরে চন্দন চূর্ণের মধ্যে সযত্নে রেখেছেন এবং সর্বদা কর্ণ যাকে পূজা করতেন, সেই শত্রুনাশক, আনতপর্বযুক্ত, স্বচ্ছ মহাতেজস্বী, সুসঞ্চিত, প্রজ্বলিত এবং ভয়ানক সর্পমুখ নামক বাণকে কর্ণ অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।

কর্ণ যুদ্ধে অর্জুনের মস্তক ছিন্ন করতে ইচ্ছা করছিলেন। সেই বাণ নিক্ষিপ্ত হতেই সম্পূর্ণ দিঙমণ্ডলের সঙ্গে আকাশ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। শত শত ভয়ঙ্কর উল্কাপাত হতে লাগল।

ধনুর উপরে এই নাগাস্ত্র প্রযুক্ত হতেই ইন্দ্রসহ সমস্ত লোক—পালরা হাহাকার করে উঠলেন। কর্ণ জানতেন না যে তাঁর বাণে যোগবলে নাগ প্রবেশ করেছে।

ইন্দ্র সেই বাণে সর্পকে প্রবেশ করতে দেখে তাঁর পুত্র অর্জুন নিহত হবেন এই দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লেন। তখন ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন, দুঃখিত হইও না অর্জুনই জয়শ্রীকে পাবে। (জয়ে শ্রীঃ)

সেই সময় মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে সেই ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করতে উদ্যত দেখে তাঁকে বললেন, কর্ণ, তোমার এই বাণ শত্রুর কণ্ঠে লাগবে না। অতএব বিচার বিবেচনা করে এই বাণ নিক্ষেপ কর, যাতে এই বাণ অর্জুনের মস্তক ছিন্ন করতে পারে।

এই কথা শুনে কর্ণের চোখ রাগে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি মদ্র রাজ শল্যকে বললেন, কর্ণ, দুই বার বাণ সন্ধান করে না।

আমার ন্যায় বীররা কপটতার সঙ্গে যুদ্ধ করে না—এই কথা বলে কর্ণ অর্জুনের প্রতি সেই বাণ নিক্ষেপ করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, —অর্জুন এবার তুমি নিশ্চয়ই নিহত হবে।

সেই প্রজ্বলিত বাণকে তীব্রবেগে আসতে দেখে কৃষ্ণ যুদ্ধ স্থলে যেন ক্রীড়া করতে করতেই নিজের রথকে পা দিয়ে বিশেষভাবে চাপ দিয়ে রথের চাকার কিছু অংশ ভূমির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অশ্বরাও ভূমিতে জানু স্পর্শ করে নত হয়ে গেল। সেই দৃশ্যে আকাশে চারদিকে মহাকোলাহল হতে লাগল। কৃষ্ণের স্তুতি প্রশংসায় দিব্য গীত শোনা গেল। তাঁর উপর পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগল এবং দিব্য সিংহনাদও উঠল।

অর্জুনের কিরীট পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ ও বরুণলোকে বিখ্যাত ছিল। এই মুকুট তাঁকে ইন্দ্র দিয়েছিলেন। রথ নত হওয়ায় কর্ণের সর্পমুখ বাণ অর্জুনের কিরীটে আঘাত করল এবং তা ভূতলে পড়ল। সেই সময় অর্জুন কিছুমাত্র আঘাত পেলেন না। এই সর্পকে নিজের বাণের আঘাতে বিধ্বস্ত করায় অর্জুন তাঁকে পুনরায় আক্রমণ করবার সুযোগ না দেওয়ায়, তিনি নিজে মৃত্যুর কবল হতে মুক্ত হলেন।

কর্ণের বাণে অর্জুনের শত্রু যে মহানাগ প্রবেশ করেছিল, কিরীটের আঘাতে সে পুনরায় ফিরে এল। সর্প পুনবায় কর্ণের তূণীরে প্রবেশ করতে চেযেছিল। এই অবস্থায কর্ণের দৃষ্টি তার উপর পড়ল। তখন সে কর্ণকে বলল।

কর্ণ, তুমি ভাল রূপে বিবেচনা করে আমাকে নিক্ষেপ করনি। সেজন্য আমি অর্জুনের মস্তক অপহরণ করতে পারিনি। এখন পুনরায় উত্তম রূপে লক্ষ্য স্থির করে শীঘ্র আমাকে নিক্ষেপ কর। এবার আমি নিজের ও তোমার শত্রু অর্জুনকে বধ করব।

তখন কর্ণ তার পরিচয় জানতে চান। সর্প জানায় অর্জুন

তার মাকে নিহত করায় সে প্রতিশোধ নিতে চায়। এবং সে অর্জুনকে অবশ্যি নিহত করবে।

কর্ণ বললেন, নাগ, আজকের যুদ্ধে কর্ণ অপরের শক্তির সাহায্যে জয় লাভ করতে চায় না। আমি শত অর্জুনকে বধ করতে পারি। কিন্তু একই বাণ দুইবার প্রয়োগ করতে পারি না। (ন সন্দধ্যাং দ্বিঃ শরং চৈব নাগ যত্তর্জুনানাং শতমেব হন্যাম্।)

এই উক্তির দ্বারা কর্ণ চরিত্রের এক অপূর্ব বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও শক্তি গরিমার প্রমাণ পাওবা যায়।

আমি স্বযংই অর্জুনকে নিহত করব। তুমি এখান হতে চলে যাও।

এই কঠোর উত্তর শুনে নাগরাজ নিজেই প্রতিহিংসা বশতঃ অর্জুনকে বধ করবার জন্য স্বযংই তাঁর উপর আক্রমণ করলেন।

তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—এই নাগ তোমার শত্রু। তুমি একে বধ কর। অর্জুন সর্পের পরিচয় কৃষ্ণের নিকট জানতে চাইলেন। কৃষ্ণ তার পরিচয় দিলে অর্জুন ছযটি বাণে এই নাগকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন।

সর্প নিহত হলে কৃষ্ণ তখন তাঁর রথকে পুনরায় ভূমির উপরে উঠালেন। সেই সময় কর্ণ বক্র দৃষ্টিতে অর্জুনের দিকে দেখতে দেখতে দশটি বাণে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। অর্জুনও বারটি বরাহ কর্ণ নামক তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করে পুনরায় বিষধর সর্প তুল্য একটি নারাচ কর্ণের প্রতি ক্ষেপণ করেন। সেই বাণ কর্ণের কবচ বিদীর্ণ করে তাঁর প্রাণ নিতে নিতেই রক্তপান করতে লাগল এবং পরে ভূমিতে প্রবেশ করল। তখন সেই শরাঘাতে ক্রুদ্ধ কর্ণ মহাসর্পের ন্যায দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাডতে ছাড়তে সেই ভাবে শরাঘাত করতে লাগলেন। কর্ণ এই সময় বারটি বাণে কৃষ্ণকে এবং নিরানব্বইটি বাণে অর্জুনকে আহত করলেন। তারপর এক

ভয়ঙ্কর বাণে অর্জুনকে ক্ষত বিক্ষত করে কর্ণ সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন এবং হাসতে লাগলেন।

কর্ণের এই আনন্দ অর্জুন সহ্য করতে পারলেন না। ইন্দ্র যেমন যুদ্ধে বলাসুরকে বলপূর্বক বিদ্ধ করেছিলেন, তেমনি অর্জুন শতাধিক বাণে কর্ণের বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। অর্জুন ভয়ঙ্কর নব্বইটি বাণ কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। কর্ণ বাণাহত হয়ে বজ্রে বিদীর্ণ পর্বতের ন্যায় ব্যথিত হলেন। মণি, হীরা ও সুবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত কর্ণের মস্তকের মুকুট ও তাঁর দুটি কুণ্ডল ও অর্জুনের বাণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ভূমিতে পতিত হল।

কবচ ছিন্ন হলে কর্ণ ক্রুদ্ধ হযে চারটি তীক্ষ্ণ বাণে অর্জুনকে পুনরায় ক্ষত বিক্ষত করলেন। অর্জুনের দ্বাবা আক্রান্ত হওযায় কর্ণ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা জ্বরে রুগ্ন মানুষের মত পীড়া অনুভব করতে লাগলেন। (স বিব্যথেঽত্যর্থমরিপ্রতাড়িতো যথাতুরঃ পিত্তকফানিলজ্বরৈঃ।) এই সময অর্জুন দ্রুত বিশাল ধনুর্মণ্ডল হতে নিঃসৃত বহু সংখ্যক তীক্ষ্ণধার ও উত্তম বাণের দ্বারা কর্ণের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করে তাঁকে বিদীর্ণ করলেন।

অর্জুনের ভযঙ্কর বেগশালী ও তেজস্বী নানা প্রকার বাণের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত পেযে কর্ণের শবীব হতে রক্ত ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, যেন গৈরিক ধাতু রঞ্জিত ঝর্ণা প্রবাহিত পর্বতের ন্যায শোভা পাচ্ছিল। তারপর অর্জুন ভযঙ্কর বাণের দ্বারা যেভাবে কর্ণের বক্ষ বিদীর্ণ করলেন, যেন কুমার কার্ত্তিকেয ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করেছিলেন।

অত্যন্ত আহত হয়ে পডাব কর্ণ তূণীব ও ধনু ত্যাগ করে রথের উপরেই মূর্ছিত হযে পডলেন। সেই সময তাঁর মুষ্টিও শিথিল হযে গিযেছিল। অর্জুন সৎপুরুষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। সুতরাং তিনি এই সঙ্কট কালে কর্ণকে হত্যা করতে চাইলেন না। তখন কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন তুমি কি প্রমাদ গ্রস্ত হযে পডেছ?

নৈবাহিতানাং সততং বিপশ্চিতঃ
ক্ষণং প্রতীক্ষন্ত্যপি দুর্বলীয়সাম্।
বিশেষতোঽরীন্ ব্যসনেষু পণ্ডিতো
নিহত্য ধর্মঞ্চ যশশ্চ বিন্দতে॥ (ক) ৯০।৭২

—বিদ্বান ব্যক্তি দুর্বল হতেও দুর্বল শত্রুকে নষ্ট করবার জন্য কথনও সময়ের প্রতীক্ষা করেন না। বিশেষতঃ সঙ্কটে পতিত শত্রুদের বিনাশ করে বুদ্ধিমান পুরুষ ধর্ম ও যশোভাগী হয়ে থাকেন।

সেজন্য তুমি তোমার চির শত্রু অদ্বিতীয় বীর কর্ণকে দ্রুত নিহত কর। আহত কর্ণ শক্তি সংগ্রহ করে তোমাকে আক্রমণ করবার পূর্বেই তুমি তাকে বধ কর যেমন ইন্দ্র নমুচিকে নিহত করেছিলেন।

কর্ণের আহত অবস্থার সুযোগ নিতে অর্জুনের যে বিবেক দংশন করছিল, ভগবান কৃষ্ণের যুদ্ধ নীতি তা নস্যাৎ করে দিল। অর্জুন কৃষ্ণের নিকট হতে প্রেরণা পেলেন। কৃষ্ণের নিকট মানবতার প্রশ্ন গৌণ, শত্রু নিধনই মূখ্য।

কৃষ্ণের আদেশে অর্জুন তাই হবে বলে কর্ণকে সেই ভাবে বিদ্ধ করতে লাগলেন, যেভাবে পুরাকালে শম্বরাসুরনাশী ইন্দ্র রাজা বলিকে প্রহার করেছিলেন।

অর্জুন অশ্ব রথ সহ কর্ণের শরীর বৎসদন্ত নামক বাণে পূর্ণ করে দিলেন। তারপর সর্ব প্রকার যত্ন সহকারে পক্ষযুক্ত বাণের দ্বারা সমস্ত দিক আচ্ছাদিত করলেন। (সর্বপ্রযত্নাত্তপনীয়পুঙ্খৈঃ)।

স বৎসদন্তৈঃ পৃথুপীনবক্ষাঃ
সমাচিতঃ সোঽধিরথির্বিভাতি
সুপুষ্পিতাশোকপলাশশাল্মলি
র্যথাচলশ্চন্দনকাননায়ুতঃ। (ক) ৯০।৭৫

—বিশাল ও স্থূল বক্ষ শোভিত অধিরথ নন্দন কর্ণের দেহ

বংসদন্ত বাণ সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হয়ে সুষ্ঠু ভাবে বিকশিত অশোক শিমূল ও চন্দনবনে সমাকীর্ণ পাহাড়ের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

প্রত্যুত্তরে কর্ণ সাবধানে শত্রুদের উপর বহু বাণ বর্ষণ করলেন। অর্জুনের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণ সমষ্টি সমস্ত দিক বিস্তৃত হয়ে কর্ণের বিশাল দেহ সর্পের ন্যায় বাণগুলিকে নষ্ট করে দিল। ক্রুদ্ধ কর্ণ সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। দশটি বাণ অর্জুনকে এবং ছয়টি বাণে কৃষ্ণকেও বিদ্ধ করলেন।

তখন অর্জুন যুদ্ধে কর্ণের উপর ভয়ানক শব্দকারী সর্পবিষও অগ্নি তুল্য তেজস্বী, লৌহনির্মিত এবং মহারৌদ্রাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বিশাল বাণ নিক্ষেপ করবেন স্থির করলেন।

সেই সময় কাল অদৃশ্যে থেকে ব্রাহ্মণের ক্রোধে কর্ণের বধের মৃত্যু সময় উপস্থিত হওযায বল্‌লেন—এখন ভূমি তোমার রথের চক্রগুলি গ্রাস করবে। (ভূমিস্তু চক্রং গ্রসতীত্যবোচৎ) কর্ণের মৃত্যু সময় আগত হওযায পরশুরাম কর্ণকে যে ভার্গবাস্ত্র দিয়ে ছিলেন—পরশুরামের শাপে কর্ণের সেই অস্ত্র আর মনে পড়ল না। এই সঙ্গে ভূমি তাঁর রথের বাম চক্র গ্রাস করলেন।

ব্রাহ্মণের অভিশাপে সেই সময় তাঁর রথ ঘুরতে লাগল এবং তার চক্র ভূমিতে বসে গেল। তা দেখে কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

ব্রাহ্মণের শাপে কর্ণের রথ কম্পিত হতে লাগল, পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হলেন এবং ঘোর সর্পমুখ বাণ অর্জুনের দ্বারা নষ্ট হয়ে গেল, সেই অবস্থায় এই রূপ ভয়ঙ্কর সঙ্কট সহ্য করতে না পেরে বিক্ষোভ দেখিযে ধর্মের নিন্দা করতে লাগলেন।

ধর্মপ্রধানং কিল পাতি ধর্ম
ইত্যব্রুবন্ ধর্মবিদঃ সদৈব।
বয়ঞ্চ ধর্মে প্রযতাম নিত্যং
চর্তুং যথাশক্তি যথাশ্রুতঞ্চ॥

স চাপি নিঘ্নাতি ন পাতি ভক্তান্
মন্যে ন নিত্যং পরিপাতি ধর্মঃ ॥ (ক) ৯০।৮৬

—ধার্মিক পুরুষরা সর্বদা এই কথা বলে থাকেন যে ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিকে ধর্মই রক্ষা করে। আমি নিজ শক্তি ও জ্ঞান অনুসারে সর্বদা ধর্ম পালনের চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেই ধর্ম ও আমাকে বিনাশ করছেন, ভক্তকে রক্ষা করছেন না অতএব আমি মনে করি ধর্ম কাউকে রক্ষা করে না।

এই কথা বলতে বলতে কর্ণ যখন অর্জুনের বাণাঘাতে বিচলিত হযে উঠলেন এবং তাঁর রথের বাহনগুলি ও সারথি স্খলিত হয়ে বিচলিত হল এবং বুকে আঘাত পাওয়ায় তিনি কাজ করতে করতে তাঁর শক্তি শ্লথ হয়ে গেলে, তখন তিনি বারংবার ধর্মেরই নিন্দা করতে লাগলেন।

তারপর তিনি তিনটি ভয়ানক বাণে কৃষ্ণর হাতে আঘাত করলেন এবং অর্জুনকেও সাতটি বাণে বিদ্ধ করলেন। অর্জুন ইন্দ্রের বজ্র এবং সতেরটি বাণ কর্ণের উপর নিক্ষেপ করলেন। এই ভয়ানক বেগশালী বাণগুলি কর্ণকে আহত করে ভূমিতে পড়ল। এতে কর্ণ কেঁপে উঠলেন। তারপর তিনি যথাশক্তি যুদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন। তিনি ধৈর্য ধরে ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করলেন। তা দেখে অর্জুনও ঐন্দ্রাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করলেন।

অর্জুনের রথ হতে মহাশক্তিশালী ও তেজস্বী বাণগুলি নিঃসৃত হবে কর্ণের রথের নিকটে উপস্থিত হলে কর্ণ সমস্ত ব্যণকে ব্যর্থ করে ছিলেন। এই সব অস্ত্র নষ্ট হলে পর কৃষ্ণও অর্জুনকে বললেন—

পার্থ, অন্য কোন অস্ত্র নিক্ষেপ কর। কর্ণ তোমার সব বাণ নষ্ট করে দিচ্ছে, তখন অর্জুন অত্যন্ত ভযঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করে তা ধনুতে যোজনা করলেন। এবং অর্জুন কর্ণকে বাণ

বর্ষণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। তখন কর্ণ তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা অর্জুনের ধনুর গুণ ছিন্ন করলেন। এই ভাবে কর্ণ অর্জুনের অষ্টম গুণও ছিন্ন করলেন। এই ভাবে বার বার অর্জুনের গুণ ছিন্ন করে তিনি জানতে পারলেন না যে অর্জুনের ধনুর গুণ এক-শত সংখ্যা বিশিষ্ট ছিল।

অন্য গুণ যোজনা করে অর্জুন তাকে অভিমন্ত্রিত করলেন এবং প্রজ্বলিত সর্পদের ন্যায় বাণের দ্বারা কর্ণকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। অর্জুনের ধনুর গুণ ছিন্ন ও পুনরায় অন্য গুণ যোজনা এ সব কাজ এত দ্রুত হচ্ছিল যে কর্ণ তা বুঝতেই পারছিলেন না। এটা যেন অদ্ভুত ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। কর্ণ অর্জুনের অস্ত্র নষ্ট করতে লাগলেন এবং নিজের পরাক্রম দেখিয়ে নিজেকে অর্জুন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী করে তুললেন।

তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ণের অস্ত্রে পীড়িত হতে দেখে বললেন, পার্থ, ক্রমান্বয়ে অস্ত্র ক্ষেপণ কর, ভাল অস্ত্রগুলি প্রয়োগ কর এবং এগিয়ে চল।

তারপর অর্জুন বাণকে অভিমন্ত্রিত করে কর্ণের উপর নিক্ষেপ করবেন স্থির করলেন। এই সময় পৃথিবী কর্ণের চক্র গ্রাস করলেন।

তা দেখে কর্ণ অতি সত্বর রথ হতে লাফিয়ে পড়লেন এবং উদ্যোগ সহকারে নিজের দুই বাহুর দ্বারা চক্রকে ধরে তাকে উপরে তুলবার চেষ্টা করলেন। কর্ণ তাঁর রথকে উপরে উঠাবার জন্য এমন আকর্ষণ করলেন যে সমগ্র পৃথিবী চক্রকে নিষ্ক্রামণ করে যেন চার আঙ্গুল পরিমিত উপরে উঠে আসল।

চক্র গ্রস্ত হয়ে যাওয়ায় কর্ণ ক্রোধে ক্ষোভে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। এবং রোষাবিষ্ট হয়ে অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করে এই কথা বললেন।

কুন্তীকুমার, মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, যাতে আমি এই গ্রস্ত

চক্রকে পৃথিবীর তলা হতে উদ্ধার কবতে পারি। দৈবযোগে আমার রথের এই বাম চক্র পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে। সুতরাং তা দেখে তুমি কাপুরুষের ন্যায় কপট ব্যবহার ত্যাগ কর। (কাপুরুষাচীর্ণমভিসন্ধিং বিসর্জয)

যে পথে কাপুরুষরা যায়, তুমি সেই পথে যেও না। কারণ তুমি যুদ্ধ কর্মে বিশিষ্ট বীর রূপে বিখ্যাত। তুমি নিজেকে এ জগতে আরও অধিক বিশিষ্ট বীর রূপে পরিণত কর।

প্রকীর্ণকেশে বিমুখে ব্রাহ্মণেঽয় কৃতাঞ্জলৌ ॥
শরণাগতে ন্যস্তশস্ত্রে যাচমানে তথার্জুন।
অবাণে ভ্রষ্টকবচে ভ্রষ্টভগ্নাযুধে তথা ॥
ন বিমুঞ্চন্তি শস্ত্রাণি শূরাঃ সাধুব্রতে স্থিতাঃ। (ক) ৯০/১১১-১১৩

—অর্জুন, যে কেশ মুক্ত করে অবস্থান করে, যুদ্ধ হতে বিমুখ হয়েছে, যে ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলি হয়ে শরণাগত হয়েছে, অস্ত্র পরিত্যাগ করেছে, যে প্রাণ ভিক্ষা করে থাকে এবং যার বাণ কবচ ও অন্যান্য অস্ত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে এমন পুরুষের উপর উত্তম ব্রত পালন-কারী বীর যোদ্ধা কখনও অস্ত্র প্রহার করেন না।

পাণ্ডুনন্দন, তুমি এ জগতে শক্তিশালী মহাবীর ও সদাচারী বলে বিখ্যাত। যুদ্ধের ধর্মও তুমি জান। বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন রূপ যজ্ঞ সমাপ্ত করে তুমি তার যজ্ঞান্ত স্নান করেছো। তুমি দিব্যাস্ত্র সমূহে অভিজ্ঞ। অপরিমিত আত্মবল সম্পন্ন এবং যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যার্জুন তুল্য পরাক্রমশালী।

মহাবাহো যতক্ষণ আমি গ্রস্ত চক্রকে উদ্ধার করছি, ততক্ষণ তুমি আমাকে শরাঘাত কর না, আমি কৃষ্ণ বা তোমাকে ভয় করি না। তুমি ক্ষত্রিযের পুত্র এবং এক উচ্চ বংশের গৌরব বর্দ্ধন করছ। সেই জন্য তোমাকে আমি এ কথা বললাম। অর্জুন, তুমি মুহূর্ত্তকাল আমাকে ক্ষমা কর।

American Clergy Henry Ward Beecher বলেছেন— Some one has said that in war providence is on the side of the strongest regiments. And I have noticed that providence is on the side of clear heads and honest hearts;—and wherever a man walks faithfully in the ways that God has marked out for him, providence, as the christian says—luck, as the heathen says—will be on that man's side.—In the long run you will find that God's providence is in favor of those that keep his laws and against those that break these.

অর্জুনকে ক্ষণকাল নিবৃত্ত থাকবার কর্ণের অনুরোধের প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ কঠোর ভাষায় কর্ণের কৃত কর্মের উল্লেখ করে বললেন,—রাধানন্দন, সৌভাগ্যের কথা যে এখন এই সঙ্কটকালে তোমার ধর্মের কথা স্মরণ হচ্ছে। প্রায়ই দেখা যায় নীচ ব্যক্তি বিপদে পড়লে দৈবেরই নিন্দা করে থাকে। নিজের কৃত কুকর্মের কথা তারা স্মরণ করে না।

কর্ণ, যখন তুমি দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি একবস্ত্র পরিহিতা রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে সভার মধ্যে এনেছিলে, সেই সময় ধর্মের কথা তোমার মনে পড়েনি? যখন কৌরব সভায় পাশা খেলায় অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে শকুনি জ্ঞাতসারে কপটতা পূর্বক পরাজিত করেছিল সেই সময় তোমার এই ধর্ম কোথায় ছিল? (ক্ব তে ধর্মস্তদাগতঃ) বনবাসে এয়োদশ বর্ষকাল অতিবাহিত হবার পরও যখন তুমি পাণ্ডবদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করলে না, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? দুর্যোধন তোমারই পরামর্শ নিয়ে ভীমকে বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়েছিল এবং তাঁকে সর্পদের দ্বারা দংশন করিয়েছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল?

বারাণাবত নগরে জতুগৃহের মধ্যে নিদ্রিত কুন্তী পুত্রদের প্রজ্বলিত করবার চেষ্টা করেছিলে। সেই সময় তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? রাজসভায় দ্রৌপদীকে যখন তুমি উপহাস করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? রাজ্যলোভ বশতঃ তুমি শকুনির পরামর্শ অনুসারে যখন পাণ্ডবদের দ্বিতীয়বার পাশা খেলার জন্য আহ্বান করেছিলেন, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যুদ্ধে যখন তুমি বহুসংখ্যক মহারথী যোদ্ধাদের সঙ্গে বালক অভিমন্যুকে বধ করলে তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল?

যদি সেই সময় তোমার ধর্ম না থাকে, তবে আজও এখানে সর্ব প্রকারে ধর্মের কথা বলে গলা শুকালে কি লাভ হবে? যদি তুমি এখানে সব ধর্ম কার্য্যও করতে থাক, তবে আজ জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাবে না।

পুষ্কর রাজা নলকে পাশা খেলায় পরাজিত করেছিল, কিন্তু তিনি নিজের পরাক্রমেই পুনরায় নিজ রাজ্য ও যশ দুই-ই লাভ করেছিলেন, তেমনি নির্লোভ পাণ্ডবরাও নিজেদের বাহুবলে শক্তিশালী শত্রুদের সংহার করে পুনরায় নিজেদের রাজ্য লাভ করবে। পাণ্ডবরা সর্বদা নিজেদের ধর্মের দ্বারা সুরক্ষিত। অতএব কৌরবরা ধ্বংস হবেই।

এবমুক্তস্তদা কর্ণো বাসুদেবেন ভারত।
লজ্জযাবনতো ভূত্বা নোত্তরং কিঞ্চিদুক্তবান্॥ (ক) ৯১/১৫

—বাসুদেব কর্ণকে এরূপ বললে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হলেন, কোন প্রত্যুত্তর করলেন না।

মহাবেগবান ও অত্যন্ত পরাক্রমশালী কর্ণ ক্রোধে ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত করে ধনু তুলে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। কর্ণকে ঐ অবস্থায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করতে দেখে বাসুদেব অর্জুনকে বললেন—

দিব্যাস্ত্রে বিদ্ধ করে কর্ণকে ভূতললশায়ী কর। কৃষ্ণের এই

প্রকার নির্দেশে অর্জুন এমন ক্রুদ্ধ হলেন যে তাঁব লোমকুপ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছিল। এ দৃশ্য দেখে কর্ণ অর্জুনের উপর ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ কবে বথের চাকা তুলবাব চেষ্টা কবতে লাগলেন। অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্রে কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্রেব উত্তর দিলেন এবং অজস্র বাণে কর্ণকে প্রহার করতে থাকেন। অনন্তর অর্জুন কর্ণেব উপব অন্য একটি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ কবলেন যে অস্ত্র অগ্নিদেবেব প্রিয অস্ত্র ছিল। (দযিতং জাতবেদসঃ) কর্ণ বরুণাস্ত্র দ্বাবা সে মহাস্ত্রকে শান্ত কবলেন। এ সময়ে অর্জুনকে বধ করবাব উদ্দেশ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিব (জ্বলন্তমিব পাবকম্) ন্যায় এক ভয়ঙ্কর (মহাঘোরং) অস্ত্র নিলেন। সেই বাণ ধনুতে যোজন করলে পর্বত বন কানন সহ সমগ্র পৃথিবী কাঁপতে থাকে। শিলাবৃষ্টি, প্রচণ্ডবায়ু, বইতে থাকে দিঙ্‌মণ্ডল ধূলাচ্ছন্ন হলে স্বর্গের দেবতারা হাহাকার করতে লাগলেন। কর্ণের এই অস্ত্র দেখে পাণ্ডবরা মুষড়ে পড়লেন। কর্ণেব হস্ত নিসৃত এই বাণ ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় প্রকাশিত হল। এ বাণেব অগ্রভাগ অতিশয় শাণিত। এ বাণ অর্জুনের বুকে আঘাত করলে তাব প্রচণ্ডতায় অর্জুন ঘুরতে থাকেন। গাণ্ডীবধাবী অর্জুনেব হাত শিথিল হযে গেল। ভূকম্পনে শ্রেষ্ঠ পর্বত যে ভাবে কাঁপে অর্জুনও সেভাবে কাঁপতে থাকেন।

ইত্যবসবে বীব শ্রেষ্ঠ কর্ণ ভূমিতল গ্রস্ত রথেব চাকা উপরে তুলবাব চেষ্টা কবতে লাগলেন এবং রথেব থেকে ভূমিতে লাফিযে দু'হাতে উহাকে উপরে তুলবাব চেষ্টা কবলেন। কিন্তু দৈবেব প্রতিকূলতায় অতি বলবান হওযা সত্ত্বেও তিনি সফল হলেন না। এ সময়ে অর্জুন জ্ঞান লাভ করে যম দণ্ডেব মত' (যমদণ্ডকল্পম্) একটি বাণ নিলে কৃষ্ণ বললেন, (ছিন্ধ্যস্য মূর্ধানমবেঃ শবেণ ন যাবদাবোহতি বৈ বথং বৃবঃ) কর্ণ পুনবায় রথে উঠবাব পূর্বেই শবদ্বারা তাব মস্তক ছেদন কব। অর্জুন কৃষ্ণেব আদেশ মাথায নিযে ভূতলে প্রবিষ্ঠ উড্ডীয়মান সূর্যের মত প্রদীপ্ত কর্ণের বথেব ধ্বজে প্রহার করলেন।

বীর কর্ণের ঐ রথধ্বজ কৌরব শিবিরের জয়ের আধার ছিল। ঐ ধ্বজ হস্তী বন্ধনের শৃঙ্খল চিহ্ন যুক্ত ছিল, উহার পিছনভাগ সোজা মণি মুক্তা ও হীরকে খচিত ছিল, অত্যন্ত নিপুণ শিল্পীরা মিলিত ভাবে ঐ ধ্বজ নির্মাণ করেছিল। ঐ ধ্বজ শত্রুদের ভীতি সঞ্চার করত এবং আপন প্রভায় সূর্য, চন্দ্র ও আগুনের মত দেদীপ্যমান ছিল। অর্জুন স্বর্ণ পক্ষযুক্ত এবং আহুতিতে প্রদীপ্ত অগ্নির মত তেজস্বী ও তীক্ষ্ণধার বাণে মহারথী কর্ণের ধ্বজ নষ্ট করলেন। ঐ ধ্বজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে (যশশ্চ দর্পশ্চ তথা প্রিয়াণি সর্বাণি কার্য্যাণি) কৌরব দলের যশ মান সমস্ত প্রিয় কার্য্য ও হৃদয়ের পতন ঘটল। চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল। কুরু-কুলের জয়ের আশা শেষ হলো।

অতঃপর কর্ণকে বধ করবার উদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে অর্জুন আপন তূণীর থেকে ইন্দ্রের বজ্র ও অগ্নি দণ্ডের ন্যায় ও সূর্যের কিরণের মত সমান কান্তি বিশিষ্ট (মহেন্দ্রবজ্রানলদণ্ডসন্নিভস্ সহস্ররশ্মেরিব রশ্মিমুত্তমম্) এক বাণ বার করলেন। এই বাণ মর্মচ্ছেদকারী রক্ত ও মাংস লিপ্ত (মর্মচ্ছিদং শোণিত মাংসদিগ্ধাং) অগ্নি ও সূর্যের তেজের সদৃশ মহামূল্য মানুষ ঘোড়া হাতীর প্রাণ নাশে সমর্থ, কনুই হতে মুষ্টি বদ্ধ হাতে তিন হাত দীর্ঘ, ছ পক্ষযুক্ত, ক্ষিপ্রগামী, উগ্রবেগ সম্পন্ন শিবের পিনাক ও নারায়ণের চক্রের ন্যায় ভয় উৎপাদক, দেবগণ তার গতি নিবারণে অসমর্থ, সর্বদা লোকে তাকে পূজা করে, মহাত্মা দেবতা ও অসুরদের জয়ে সমর্থ অর্জুন অত্যন্ত প্রীত হয়ে সেই বাণটি নিলেন। ঐ সন্ধিক্ষণে সেই বাণটিকে হাতে করে উপরে তুলতে দেখে সমগ্র চরাচর কেঁপে উঠল এবং ঋষিগণ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন পৃথিবীর কল্যাণ হোক। গাণ্ডীবধারী অর্জুন সেই ভয়ঙ্কর বাণটি ধনুর উপর রেখে উহাকে মহাদিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে অতি সত্বর গাণ্ডীবধনু আকর্ষন করে বললেন—

অয়ং মহাস্ত্রপ্রহিতো মহাশরঃ
শরীরহৃচ্চাসুহরশ্চ দুর্হৃদঃ।
ততোঽস্তি তপ্তং গুরবশ্চ তোষিতা
ময়া যদীষ্টং সুহৃদাং শ্রুতং তথা।।
অনেন সত্যেন নিহন্ত্বয়ং শরঃ
সুসংহিতঃ কর্ণমরিং মমোজিতম্।
ইত্যূচিবাংস্তং প্রমুমোচ বাণং
ধনঞ্জয়ঃ কর্ণবধায় ঘোরম্।। (ক) ৯১।৪৬-৪৭

—মহাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত এই মহাবাণ শত্রুর হৃদয় প্রাণ বিনষ্টকারী। আমি যদি তপস্যা করে থাকি, গুরুজনদের তুষ্ট করে থাকি, সুহৃদবর্গ যা ইচ্ছা করেছে তা পূর্ণ করে থাকি তবে সত্যের দ্বারা উত্তমরূপে সংযোজিত আমার বাণ শত্রু কর্ণকে বধ করুক এই বলে কর্ণকে বধ করবার জন্য অর্জুন সেই ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করলেন।

অর্জুন হৃষ্ট চিত্তে সেই বাণকে লক্ষ্য করে বললেন—আমার এই বাণ আমাকে বিজয় গৌরব দেবে। এ বাণের প্রভাব সূর্য ও চন্দ্রের মত। আমার এ বাণ কর্ণকে যমালয়ে পাঠাবে।

তথা বিমুক্তো বলিনার্কতেজাঃ
প্রজ্বালযামাস দিশো নভশ্চ।
ততোঽর্জুনস্তস্য শিরো জহার
বৃত্রস্য বজ্রেণ যথা মহেন্দ্রঃ।। (ক) ৯১।৫০

—বীর অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সূর্য প্রভাব মত তেজস্বী সেই বাণ আকাশ দশ দিক উদ্ভাসিত করল। ইন্দ্র যেমন নিজের বজ্র-দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করেছিলেন অর্জুনের বাণ সেরূপ কর্ণের মস্তক বিচ্ছিন্ন করল। তখন মধ্যাহ্নকাল।

কর্ণের মস্তক মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহও ধরাশায়ী হলো।

কবি ব্যাসদেব দেহ হতে বিচ্ছিন্ন কর্ণের মস্তক মাটিতে পড়ে

যাওয়া সূর্যদেব অস্তাচলে যাবার পথে নিম্নদিকে পতনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবি আরও বলেছেন সতত সুখ ভোগের যোগ্য উদার-কর্মা কর্ণের অত্যন্ত সুরূপ দেহ অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে তাঁর মস্তক থেকে বিচ্ছিন্ন হল এবং শরদ্বারা ক্ষত বিক্ষত কর্ণের বৃহৎ শরীর হতে রক্তধারা ঝরতে ঝরতে প্রাণহীন হয়ে সেখানে পড়ে থাকল এবং তাঁর দেহ হতে এক তেজ বেড়িয়ে আকাশে বিস্তৃতি লাভ করে সূর্য মণ্ডলে বিলীন হয়ে গেল।

কর্ণের মত বীরের এইরূপ পরিণতি যথার্থ দুঃখাবহ। Shakespare বলেছেন—We must follow, not force providence. কর্ণের জীবন এ উক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই অদ্ভুত দৃশ্য সেখানে উপস্থিত সব যোদ্ধা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা সর্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করলেন। কর্মেতে বীর ধর্মেতে ধীর সদা উন্নত শির এক মহান বীরের শাপমোচন কালে নির্মম ভাবে পরাভব ঘটল।

কর্ণ নিহত হলে পাণ্ডব যোদ্ধারা উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খবাদ্য করলেন। নকুল সহদেবও শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন। সোমকরা কর্ণকে নিহত হতে দেখে নিজেদের সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে সিংহনাদ করতে লাগলেন। অন্য দিকে কৌরব সৈন্যরা অর্জুনের ভয়ে পলায়ন করল।

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধের পর শান্তি পর্বে যুধিষ্ঠির যখন জানতে পারলেন কর্ণ তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তখন তিনি নারদের কাছে কর্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন—

যাঁর মধ্যে দশ হাজার হাতীর বল ছিল, জগতে যাঁর সমতুল্য কোন মহারথী ছিল না। যিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে সিংহের ন্যায় ক্রীড়া করতে করতে বিচরণ করতেন, যিনি ধীমান, দয়ালু, দাতা, সংযম সহকারে ব্রতচারী, অভিমানী, অমর্ষ, সর্বদা ক্রোধ পরায়ণ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হয়ে প্রত্যেক যুদ্ধেই আমাদের উপর অস্ত্র ও বাণ নিক্ষেপ করছিলেন, যুদ্ধ পদ্ধতি বিচিত্র, অস্ত্র চালনা ক্ষিপ্র ধনুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ও অদ্ভুত পরাক্রমশালী সেই কর্ণ গুপ্তভাবে কুন্তীর পুত্র রূপে

জন্মেছিলেন এবং আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

দ্যূত ক্রীড়া সভায় দুর্যোধনের হিত কামনায় কর্ণ যখন কথা বলছিলেন তখন তাঁর চরণদ্বয় কুন্তীর চরণদ্বয়ের সদৃশ দেখেছিলাম।

সহোদর হয়েও কর্ণ কেন এরূপ হলেন যুধিষ্ঠিরের এ প্রশ্নোত্তরে নারদ মুনি বললেন, ভীমের বল, অর্জুনের নৈপুণ্য যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধি, নকুল সহদেবের বিনয় কৃষ্ণার্জুনের আবাল্য মিত্রতা ও পাণ্ডবদের উপর প্রজাবর্গের অনুরাগ প্রভৃতি কারণ পরম্পরা কর্ণকে ঈর্ষান্বিত করেছিল। আপন দুর্ভাগ্যের বোঝা তাঁকে অত্যন্ত সহজ লভ্য শাস্ত্র ও বিদ্যা হতে বঞ্চিত করেছিল।

কর্ণের সহায়তায় দুর্যোধন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে স্বয়ংবর সভা হতে কলিঙ্গরাজের কন্যাকে অপহরণ করেছিলেন।

কর্ণ জরাসন্ধকে যুদ্ধে পরাস্ত করলে জরাসন্ধ প্রসন্ন হয়ে অঙ্গদেশের মালিনী নগরী কর্ণকে প্রদান করেন। তখন হতে কর্ণ অঙ্গদেশের রাজা রূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

নারদ জানালেন বিশেষ কতকগুলো কারণে কর্ণের মত বীর পরাজিত হয়েছিলেন। প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ও পরশুরামের অভিশাপ।

দ্বিতীয়তঃ কুন্তীর নিকট অর্জুন ব্যতীত তাঁর অন্য পুত্রদের বধ করবেন না—প্রতিশ্রুতি প্রদান।

তৃতীয়তঃ ইন্দ্রের কর্ণের সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় হরণ,

চতুর্থতঃ ভীষ্ম ও দ্রোণ বারংবার তাঁকে অর্দ্ধরথী রূপে গণনা করা

পঞ্চমতঃ কর্ণের তেজ হ্রাস করবার জন্য শল্যের যুদ্ধ কালীন প্রয়াস,

ষষ্ঠতঃ কৃষ্ণের নীতি ও কর্ণের প্রতিকূলে ছিল। এই সব কারণেই কর্ণ পরাজিত হয়েছেন।

জ্ঞানে গুণে দানে তিনি পাণ্ডবদের সমকক্ষ ছিলেন। দুর্যোধনের সংসর্গে তিনি হীন চিত্ত হয়েছিলেন। দুর্যোধনের বদান্যতায় তিনি অঙ্গরাজ্যের রাজা হয়েছিলেন বলে তিনি নিজেকে সর্বদা দুর্যোধনের

কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ মনে করতেন। জন্মলগ্নে নির্দ্দয় ভাবে পরিত্যক্ত হওয়ায় তাঁর মনে সমাজ ও আত্মীয়দের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ ভাব সংক্রামিত হয়েছিল। নিজেকে সূতপুত্র রূপে পরিচয়ের গ্লানি তাঁকে সারাজীবন ভোগ করতে হয়েছিল। কর্ণের মত বীরের চরিত্রে হীনতা ও মহত্বের সমন্বয় দেখা গেছে।

French Essayist Michel Montaigne লিখেছেন Valor hath its bounds, as well as other virtues, which once transgressed, the next step is into the territories of vice, so that, by having too large a proportion of this heroic virtue, unless a man be very perfect in its limits, which, on the confines, are very hard to discern, he may, unawares run into temerity obstinacy and folly. কর্ণ সম্বন্ধে ইহা কি অসামঞ্জস্য ?

বিভীষণ কর্ণ উভয়েই ধার্মিক, উভয়েই আপনজন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে বিপক্ষের অনুগামী হয়ে আত্মপক্ষের বিরোধিতা করেছেন।

বিভীষণের বিপক্ষ দলে যোগ দেবার অন্তরালে লঙ্কার সিংহাসনের প্রতি তাঁর একটা সুপ্ত আসক্তি ছিল।

কর্ণের ভাগ্য বিড়ম্বনায় তাঁকে আত্মপক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল। কিন্তু যখন আপন জনের নিকট ফিরে যাবার ডাক আসলো, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। কোন প্রলোভন এমন কি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবার প্রলোভনও কর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর আদর্শের নিকট সবই তুচ্ছ। বিভীষণ কখনই এই প্রলোভনকে জয় করতে পারতেন না।

কর্ণ যে সব নীচতা হীনতা দেখিয়েছেন, বিভীষণ চরিত্রে তার অবকাশ ছিল না।

উভয়ের মধ্যে তুলনা চলে না। বিভীষণ শত্রুকে আপন রাজ্যের ও পরিবারের গোপন তথ্য সরবরাহ করে তাদের ধ্বংস করতে

সহায়তা করেছেন। কিন্তু কর্ণ চরিত্রে সমর ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা ব্যতিরেকে বা ছলে বলে কৌশলে পাণ্ডবদেব লাঞ্ছিত বা হত্যা কবার পরামর্শ দেওয়া ছাড়া কর্ণ অন্য কোন অন্যায় কাজ কবেননি। বরং কুন্তী দেবীর কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হওয়ায় অর্জুন ব্যতীত অন্যান্য পাণ্ডবদের নিহত কববাব সুযোগ পেয়েও তিনি তাঁদের অক্ষত রেখেছিলেন। তা না হলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফল অন্যরূপ হত।

কর্ণের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সারাটা জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আশা নিরাশার দোলে—নিরাশাব ভারে যেন ন্যুব্জ হযে পড়েছেন। রাজপুত্র পরিত্যক্ত হযে সূতপুত্রেব জীবন গ্রহণ কবতে হয়েছে। যতবার তিনি পুরুষকার দিয়ে ভাগ্যকে জয় কবতে চেযেছেন--ততবারই পবাজয়ের গ্লানিব তিলক কে যেন অলক্ষ্যে তাঁর কপালে এঁকে দিযেছে। তাই দ্রোণাচার্য্য যখন তাঁকে ক্ষত্রিয বা ব্রাহ্মণ সন্তান নয় বলে ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যাব জন্য প্রত্যাখান করলেন তখন আত্মপরিচয় গোপন করে পরশুবামেব অভিশাপে সেই বিদ্যা আয়ত্ব করলেও প্রয়োজনে তা হারিযে ফেললেন। তাবপর অসাবধনতা বশতঃ ব্রাহ্মণের হোম ধেনুর বৎসকে বধ করার অপরাধে তাঁর জীবনে চরম মুহূর্তে রথেব চাকা মাটিতে বসে যাবার অভিশাপ পেলেন। তাই বহু গুণের অধিকারী ও মহাশক্তিশালী হয়েও কর্ণকে এমন শোচনীয ভাবে নিহত হতে হযেছে। সমস্ত জীবন ব্যাপী তাঁর ভাগ্য যেন তাঁকে উপহাস করেছে।

এই প্রসঙ্গে English কবি Letitia Elizabeth Landon লিখেছেন—What mockeries are our most firm resolves. To will is ours, but not to execute. We map our future like some unknown coast, and say here is a harbor, there a rock ; the one we will attain, the other shun and we do neither ; some chance gale

springs up, and bears us far o'er some unfathomed sea. কর্ণ চরিত্র আলোচনায় এই উক্তিটি বার বার মনে পড়ে।

কৃষ্ণের আপন স্বীকৃতিতে কর্ণ অর্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর। তবু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সেই বীরের বরমাল্য ছিনিয়ে নেবার জন্য প্রতিপক্ষ অর্জুনকে সহায়তা করেছে জন্মলগ্নে জননী কুন্তী দেবী। যৌবনে কীটরূপে ও ব্রাহ্মণ ব্যপদেশে ইন্দ্র ও অগ্নি হোত্র ব্রাহ্মণ এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বয়ং বাসুদেব অমোঘ শক্তি অপহরণে ঘটোৎকচকে নিমিত্ত করেছিলেন।

সমাপ্ত